ভক্তি-পুষ্প।

(প্রণামাঞ্জলি)

ত্বং নাহং প্রমাম্ন চ প্রমাণিতি মে বিকল্পো
যা কাহসি দেবি সগুণা ননু নির্গুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥

ইতি দেবী ভাগবতে।

প্রকাশক,
শ্রীকেদার নাথ কবিরত্ন।

সন ১৩০৯ সাল।

উৎসর্গ।

দুর্গে ! তুমি দুর্গতি নাশিনী ; দুর্গমে তুমি বিনা কুসন্তান-গণকে কেউ যে রাখে না মা ! তোমার নাম আগে ক'রে তবে সমস্ত কাজ যে ক'রতে হয় ! তোমার নাম বিনা সকলি যে ব্যর্থ। সর্ব্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ ক'রে কেউ কোন কাজে প্রবৃত্ত হলে তাতে যে নিষ্ফল হয় না। তুমি যে সকলেতেই আছ, কিসে যে নাই তাত জানি না। বিরাট পঞ্চভূতে তুমি আছ ; সেই পঞ্চভূতের মিলনেই এই জগৎ সমস্ত সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। তুমি পঞ্চভূতেও আছ, আবার পঞ্চভূতের মিলনে যেটি সৃষ্টি হয় তাতেও সাররূপে তুমিই আছ। কিন্তু মা ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে এই পাই যে তুমি আবার কিছুতেই নাই। নির্লিপ্তভাবে সবেতেই চিরদিন আছ। তোমার লক্ষ্যর অভাবেই ধ্বংস, আবার তোমার লক্ষ্যতেই উন্নতি। মা, এমন নির্লিপ্ত ভাবে থাক্‌লে আমরা আর কৈ বাঁচি। তুমি জগতের মা, তাই জগদ্ধাত্রী নাম ধরেছ। মা হয়ে যদি আমাদের কষ্ট ও অভাব না দেখ তবে কি করে আমাদের প্রাণ বাঁচে। তোমাকে কি আমরা ডাক্‌তে জানি, না মনের কষ্ট সকল বল্‌তে জানি। কেবল মা মা বলেই কাঁদি, মনে এই ভাবি যে তুমি মা, আমরা যেমন করেই বলি না কেন তুমি শুনবে। ছেলে কাঁদ্‌লে মায়ের প্রাণও কাঁদে এইত চিরদিন জানি, কিন্তু তোমার যে সব বিপরীত, মা ! আমরা যত কষ্ট পাইনা কেন, বা যত কেঁদে তোমাকে জানাইনা কেন, তুমিত সে সব কথা কৈ শোন না। কেন যে শোন না,

তাও জানি না, কেউ বা মা মা বলে কাঁন্দচে, কেউ বা তোমাকে নাম ধরে ডাকচে। যে যেমন ডাক্‌তে জানে, সে তেমন করেই ডেকে আপনার কষ্ট তোমাকে জানাচ্চে। কৈ মা, সকলের ডাক্‌তো তুমি শোন না; মা হয়ে ছেলেকে এত নিদয় কেন? আমাদের কর্ম্ম দেখে কি মা? সংসারে যে সব কর্ম্ম করি, তুমিই সে সব করাও বা কর্‌তে শেখাও, তবে আমার দোষ ধর কেন মা! মায়ে কি ছেলের দোষ ধরে? এখানে দেখি কেউ বা সুখে কাটাচ্চে কেউ বা দুঃখের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াচ্চে। এই সকল ভোগাভোগ সকলই যে তুমি করাও মা। কিন্তু তোমার কাছে যে সবাই সমান; মায়ের কাছে ছেলের কি ভাল মন্দ আছে? তবে এমন কেন কর মা? এই জগতে, এই মিছে সংসারে প'ড়ে, তোমার ছেলেদের যে কত ভ্রম হচ্চে, আর সেই ভ্রমে পড়ে কত রকম কষ্ট ভোগ কর্‌চে তার যে সীমা হয় না। কিন্তু মা, তুমি যখন দুর্গতি নাশিনী, তখন তোমার ছেলেদের এত দুর্গতি কেন ভোগ হয়, সেইটি বুঝতে পারি না; কেন যে বুঝতে পারি না, তাও বুঝি না, আর দুর্গতির শেষ কর, তোমার নামেরও সার্থকতা হক্, আমাদেরও প্রাণ বাঁচুক্। অশান্তি দূর হক্, শান্তি পেয়ে আমরা একবার জুড়াই। তুমি যে কতরূপে এই জগতে ঘোর, তার কে সীমা করিতে পারে? স্বয়ং পঞ্চানন পারেন নাই, আমরা কোন ছার। কখনও কালী তারা আদি মহাবিদ্যা রূপে, কখনও ভূভার হরণ জন্য পুরুষরূপে দশ অবতার মূর্ত্তি, কখনও বা হর, হরি, বিরিঞ্চি আদিরূপে জগতে বিরাজ কচ্চো। আবার জগতের চক্ষুরূপ ধ'রে সকলকে সকল দেখাচ্চ। তোমার লীলা কি বুঝব, মা, তবে এই বুঝি যে তুমিই জগতের সার বা তুমিই জগৎ,

তোমাতে যা নাই তা জগতে নাই, তুমি যাতে নাই, তাও এ জগতে নাই, সকলই তোমার, তুমিও সকলের। এ জগতে এমন কিছুই নাই, যে কেউ নূতন কিছু তোমাকে দিতে পারে, তবে একটি জিনিস তুমি পেলে সন্তুষ্ট হও, এই শোনা আছে, সেটী মা "ভক্তি"। কিন্তু মা সেই ভক্তিটিও আবার তুমি না দিলে বা ভক্তি করতে না শেখালে কোথায় পাব বা কেমন করে শিখিব। শৈশবে, মাই শিশুকে সকল শেখায় এবং যেমন শিক্ষা পায় তেমনি শেখে, কিন্তু আবার দেখি মা, যে সেই ভক্তি বল্‌তে গেলেও তুমি। তুমি ছাড়া যে কিছুই নাই। আমাকে যেমন শিখিয়েছ তেমনি শিখেছি, শিশু আদর ক'রে আধ আধ কথায় মা, মা, ব'লে যে জিনিষ মাকে দেয়, মা ও তেমনি আদর করে সেই জিনিষ শিশুর হাত থেকে নিয়ে শিশুকে সুখী বা সন্তোষ করে। ছেলে যত বড়ই হক্ না কেন, মায়ের কাছে চিরদিনই শিশু। আদর ক'রে, আর আমি যেমন ভক্তি কর্‌তে জানি, তেমনি ভক্তি করে, এই ক্ষুদ্র "ভক্তি-পুষ্প" তোমার পাদপদ্মে দিচ্চি মা; তুমি সদয় হয়ে তোমার চরণ কমলে দিতে দাও, অপর কামনা কিছুই নাই, তুমি মা, আমি কুসন্তান, চিরদিনই মায়ের স্নেহ সন্তানের প্রতি আছে এইটি জানি; স্নেহের বশে এই ক্ষুদ্র "ভক্তি-পুষ্পের" সার্থকতা কর।

বিজ্ঞাপন।

অদ্য আমি যাঁহার রচিত এই ভক্তি পূর্ণ পদাবলী প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃর্গত চক্‌দিঘীর একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত কুলোদ্ভব জমীদার। তিনি নিত্য পূজাদি সমাপনান্তর ভক্তিপূর্ণ দুই তিনটী গীতির রচনা পূর্ব্বক স্বয়ং কখন কখন গান করেন কখন বা অপরের দ্বারায় ঐ সকল গান গীত হয়. কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ সকল গানের রচনা মাত্র হইত, পরে যে কোথায় থাকিত তাহার স্থিরতা ছিল না; ফলতঃ তাঁহার মনে এরূপ কখনই হয় নাই যে ঐ সমস্ত গান গুলি কোনরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখেন; সুতরাং যেমন উহা গীত হইত তখনই যে কেহ হউক লইয়া যাইত। ইদানীন্তন আমরা কয়েক জনে বিশেষ চেষ্টিত হইয়া ঐ সকল গান গুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিবার আগ্রহ প্রকাশ করায়, দেখিলাম যে তিনি কোন মতেই তাহাতে ইচ্ছুক নহেন, কারণ তাঁহার মনের ভাব এই প্রকাশ করিলেন যে ঐ সকল রচিত গানগুলি তাঁহার যত্নের ধন হইতে পারে, কিন্তু হয়ত, অপরে দেখিলে উপহাস করিবে। অবশেষে আমাদের দ্বারা ও অপরাপর তাঁহার সংস্রবহীন ব্যক্তিদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ রচনা গুলি সংগ্রহার্থ আমার উপরেই ভারার্পণ করেন। ইতিপূর্ব্বে চারি পাঁচ শত গান নষ্ট হইয়াগিয়াছে, উপস্থিত যে সকল গান আমার দ্বারা সংগ্রহীত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গেল, যে উত্তরোত্তর রচনা গুলি অনেক অংশে সুমধুর ও গভীর ভাব পূর্ণ হইতেছে; পরে যদি ঐ গুলি আবার কোনরূপে নষ্ট হইয়া যায়, সেই কারণ রচয়িতা জমিদার মহাশয়ের সম্মতি লইয়া প্রথম হইতেই মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং এই পুস্তকে এক সহস্র গান প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা যদি কিঞ্চিৎ মাত্র কাহারও উপকার হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ

করিবার ইচ্ছা রহিল। উপসংহারে নিবেদন এই যে গান গুলিতে যে সমস্ত রাগ রাগিনী ও তাল দেওয়া আছে, তাহা যে সর্ব্বাংশে নির্ভুল, তাহা বলিতে পারি না, কারণ রচয়িতা মহাশয় সঙ্গীত বিদ্যায় ততদূর শিক্ষিত নহেন, ইহা তাঁহাকে স্বয়ং বলিতে শুনিয়াছি, এবং আমারও তৎসম্বন্ধে অধিকার অভাব। সে অবস্থায় গায়ক মণ্ডলীর মধ্যে যে গানটি যে রাগ রাগিনীতে গীত হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনে করেন সেইটিই ব্যবহার করিয়া ভ্রম অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ।

শ্রীকেদার নাথ কবিরত্ন।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

ভক্তি-পুষ্প।

বেহাগ—একতালা।

কোথা গো জননি।

অসাধ্য সাধনা, হয়েছে কামনা, পুরাও মা বাসনা, শুন মা বাণি ॥

তোমার কৃপাতে, ব্যাস আদি হ'তে, অনেকে জগতে উদিত মাঃ—

এ অধম সন্তানে, মা গো নিজগুণে, রাখ ঐ চরণে বাক্‌বাদিনি ॥

জননী চরণ, সেবি সর্ব্বক্ষণ, অপরেতে মন, নাই যে মাঃ—

তব কৃপাবারি, দিবস শর্ব্বরী, তাই ভিক্ষা করি, কণ্ঠবাসিনি ॥

ক্রমে দিন গত, রজনী আগত, আর কষ্ট কত, সব গো মাঃ—

আমি অতি দীন, আশ্রয় বিহীন, হয়েছি যে হীন, হে বীণাপাণি ॥

বসেছ বিমলে, শতদলদলে, ওপদকমলে, স্থান দে গো মা—

ডাকি কাতর প্রাণে, দেখ মা নয়নে, ললিতা মোহনে, সরোজ বাসিনি ॥১॥

ললিত—আড়া।

এক বার দেখা দে মা ব্রহ্মময়ি, নয়ন ভরে তোকে দেখি।

অন্তিমে ও চরণ দিতে, যেন ললিতে দিস্ না ফাঁকি ॥

সর্পাকারে স্বয়ম্ভু বেড়ে, আছিস গো মা মূলাধারে ;

যোগেতে তোকে দেখে মা, যত যোগিগণঃ—

নাই আমার মা সে ক্ষমতা, যা করিস মা জগন্মাতা ;

আমি ভজন পূজন নাহি জানি, কেবল দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি ॥

সিংহ পরে সাধিষ্ঠানা, চতুর্ভুজা ত্রিনয়না ;

তরুণ অরুণ জিনি, রূপ ধারিণীঃ—

নাগ যজ্ঞোপবীত রূপে, ধরেছিস্ মা এই রূপে ;

কিরূপে বর্ণিব রূপে, ঐ চরণ তলে পড়ে থাকি ॥ ২ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা রাখ কাল ভয়ে, কোথা মা অভয়ে ; ডাকিতেছি তোমায় আমি গো।
কোথা গো মা তুমি, এস মা তারিণি, দেখিব ঐ চরণ দুটি গো ॥
কে জানে মা তোমার কেমন মূরতি, কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি ;
তাই ডাকি তোমায়, দেখাদে মা আমায়, এই নয়ন ভ'রে একবার
দেখি গো ॥
মা কখন কালী তারা রূপধ'রে, রাখ মা তুমি বিপদ সাগরে ;
কভু মা ষোড়শী, ভুবন ঈশ্বরী, আবার ভৈরবী রূপেতে সাজ গো ॥
কভু শির কাটি ছিন্নমস্তা হয়ে, কভু ধুমা রূপে বিধবা সাজিয়ে ;
কখন কিরূপে, দেখা দাও কাকে, কে পাবে তোমার অন্ত গো ॥
কভু শত্রু দলিতে বগলা হয়েছ, মাতঙ্গী রূপেতে অঙ্কুশ ধরেছ ;
কমলা সাজিয়ে, চারি হস্তী দিয়ে, নিজ শিরে জল ঢাল্‌ছ গো ॥
আবার দেখি মা দুর্গা রূপ ধ'রে, বসে আছ সদা সিংহের উপরে ;
তরুণ অরুণ জিনিয়া বরণ, চারি হাতে কিবা সেজেছ গো ॥
কভু মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ রূপেতে, সেজেছিলে মা গো ভূভার হরিতে ;
কভু নরসিংহ, বামন হইয়া, বলীকে ছলনা করেছ গো ॥
কভু রাম রূপ হয়ে কুঠার ধরেছ, ক্ষত্র কুল ধ্বংস করেছ মা,
সেই ক্ষত্র কুলে রাম রাজা হয়ে, জগৎ পালন করেছ গো ॥
কভু বলরাম হয়ে লাঙ্গল ধরেছ, বুদ্ধ রূপেতে যোগ শিখায়েছ ;
শুনি কল্কি রূপে, আসিবে জগতে, পাপিকুল সব দলিতে গো ॥
তুমিই যে আবার গঙ্গারূপ ধ'রে, পাপী তাপী সব ত্রাণ করিছ ;
তুমিই যমুনা, তুমিই নর্ম্মদা, কত সাজে মা তুমি সেজেছ গো ॥
কভু শিব হয়ে মা ভূত নাচায়েছ, শিঙ্গা ডমরু মা করে ধরেছ ;
আবার কৃষ্ণ রূপ ধরে, গোপিনী লইয়ে, কত খেলা মা তুমি
খেলেছ গো ॥
যেরূপেতে হয় দেখা দে আমায়, কাতরে ললিত ডাকে মা তোমায় ;
হৃদি পদ্মাসনে বস্‌মা অপর্ণে, অন্তিমেতে ফাঁকি দিস্‌না গো ॥ ৩ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

কোথা মা অভয়ে, ডাকি মা সভয়ে, কাল ভয়ে আমায় ঘেরেছে গো মা।
কোথা মা তারিণি, ভব নিস্তারিণি, দেহি পদ ছায়া অধমে গো মা॥
যেই রূপ যার মনে ভাল লয়, সেইরূপে দেখি ডাকে মা তোমায়,
কোথা মা ভবানি, ত্রাসনাশিনি, নাশ রবিসুত ত্রাস গো মা॥
কেহ কালীরূপে ডাকিছে তোমায়, বর অভয় দিয়া রাখিছ তাহায়
খড়্গা দিয়া মোহ করিয়া সংহার, মুণ্ড করে ধ'রে কি সেজেছ গো মা॥
তারা রূপে মায়া করিতে ছেদন, অসি কর্ত্তরিকা করেছ ধারণ,
খর্পর লইয়া বাঘ ছাল প'রে, নীল পদ্ম হাতে ধরেছ গো মা॥
ষোড়শী হইয়ে ধনুর্ব্বাণ লয়ে, পাশ অঙ্কুশ করে করেছ গ্রহণ,
শিব নাভিপদ্মে বসিয়া মা তুমি, জগৎ পালন করিছ গো মা॥
দুই করে পাশ অঙ্কুশ ধরিয়া, বর অভয় এই জগতকে দিয়া,
ব্রহ্মা বিষ্ণু হর প্রসব করিয়া, ভুবনঈশ্বরী হয়েছ গো মা॥
মা ভৈরবীর সাজে মালা পুঁথি লয়ে, জ্ঞান কর্ম্মযোগ জগৎকে শিখায়ে,
বৈষ্ণবী হইয়ে, বরাভয় করে, হৃদ্‌পদ্মাসনে দাঁড়ায়েছ মা॥
মা ছিন্নমস্তা হয়ে নিজ শির কেটেছ, ক্রোধ লোভ গর্ব্ব ত্রিধারা ঢালিছ,
নিজ শির ধ'রে খড়্গা হাতে লয়ে রক্ত বর্ণে কেমন সেজেছ গো মা॥
লোভ রক্ত ধারা নিজ মুখেতে লইয়ে, ক্রোধ গর্ব্ব ধারা যোগিনীকে দিয়ে,
উলাঙ্গিনী হয়ে কামাশক্তি পরে, আহা মরি কিবা নাচিছ গো মা॥
কাক ধ্বজ রথে সূর্প করিয়া ধারণ, পাপ ত্যজি পুণ্য করিতে চয়ন,
তামসী মূর্ত্তিতে ধূমাবতী হয়ে বিধবার রূপ ধরেছ গো মা॥
লোভের উদয় যে রসনাতে হয়, সেই রসনা মা করিবারে জয়,
বগলা হইয়া ধরেছ টানিয়া, পাপরূপ অসুরে দলিছ গো মা॥
দণ্ড অঙ্কুশ ধ'রে মাতঙ্গী হয়েছ, মদ মদকল তাড়ন করিছ,
অসি পাশ লয়ে, মদকে দলিয়ে, ভক্তের বাসনা পুরাচ্ছ গো মা॥
(মা) মহা লক্ষ্মী রূপে হৃদ্ কমলে বসেছ, পদ্ম যুগ্ম ধ'রে বরাভয় দিতেছ,
জ্ঞান কর্ম্ম আদি চারি হস্তী দিয়ে, অমৃত শিরেতে ঢাল্‌ছো গো মা॥

(শেষ) এই রূপে মা জগৎ পালিছ, দিন দুঃখী সব ত্রাণ করিছ,
কোথা মা কমলে এস মা বিমলে, এই ললিতের হৃদ পদ্মে বস গো মা ॥৪॥

খাম্বাজ—চৌতাল ।

কে গো হয়ে রক্তবরণী ব'সে আছ ঐ সিংহাসনে মা ।
বিপদ বারিণি, ত্রাস নাশিনি, দেহি পদছায়া অধমে মা ॥
কি খেলা মা তুমি খেলেছ ব'সে,
দেখনা একবার লীলার বশে,
জগৎ জননি, ত্রিগুণ ধারিণি, দয়া কি হবে না কিছুতেই মা
এ জগৎ সব মা তোমার মুরতি,
বলিতে কি মা আছে গো শকতি ;
বিধি বিষ্ণু হর ঐ চরণ সেবিছে,
তোমার ঐ চরণ পাইতে মা ॥
দীপ মালা দেখ সূর্য্য রূপেতে,
হয়েছে মা তোমার আরতি করিতে,
জগত উজলে যাহার রূপেতে
ঐ দেবগণের তুমিই যে মা ॥
কোন্ রূপে মা তুমি সেজেছ কখন,
কে পারে মা গো করিতে বর্ণন ;
তুমি না বোঝালে জগৎ সকলে
কে পারে ও খেলা বুঝিতে মা ॥
বিপদেতে প'ড়ে ডাকিলে যাঁকে,
দয়ার সাগর দেখে মা লোকে ;
ডাকি মা সতত এ বড় অদ্ভুত,
দেখেও দেখ না কেন ওগো মা ॥

কি পাপে এ ভোগ হতেছে আমার,
কিছু নাহি জানি কর মা নিস্তার,
বল একবার কিসে হই পার
তব দয়া বিনা কিসে তরি মা॥
কি সুন্দর রূপে মা সেজেছিস্ তুই,
বস্ দেখি অগ্নি হয়ে মনোময়ী,
চণ্ডী রূপ ধরে বসেছিস্ মা ঐ,
তুইই যে গো এই ললিতের মা॥ ৫॥

পুরবী—একতালা।

শঙ্কর হৃদে নাচিছে মা উলাঙ্গিনী,
যেন ক্ষীরোদের মাঝে ভাস্‌ছে নীল কমলিনী॥
দেখিয়া চাঁদ ঐ চরণোপরে; চকোর ধাইছে সুধার তরে;
নীল কমল ভাবিয়া ভ্রমর, বিবাদে গিয়া করিয়া ধ্বনি॥
চাঁচর চিকুর পিঠেতে দোলে, ললাটে মায়ের অলকা ঝলে,
দেখনা কেমন মেঘের কোলে, শোভিছে যেন সৌদামিনী॥
ঐ চরণ যুগল হৃদয়ে ধ'রে,
ললিত ডাকিছে আনন্দ ভরে;
মা মা ব'লে ভাসে চক্ষের নীরে,
দিস্ মা অন্তে পদ তরণি॥ ৬॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

ঐ দেখ কেমন সিংহের উপরে বসেছেন জগৎ জননী।
তরুণ অরুণ জিনিয়া বরণ দেখায় যেন সৌদামিনী॥

চারি হাতে সেজেছ মা গো চারি আয়ুধ ধারিণী
শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ, রিপুভয় সংহারিণী ॥
রক্ত বস্ত্র পরিয়াছ মা নাগ পবিত্র ধারিণী,
ভক্তের বাসনা পুরাও সদা শতদল দল বাসিনী ॥
দানব কুল ত্রাস তুমি ভক্তে অভয়দায়িনী,
যুগল চরণ তারণ কারণ সুর ঋষি কুল বন্দিনী ॥
ত্বংহি অপর্ণা, ত্বংহি অম্বিকা ত্বংহি মাগো অশ্বিনী।
ত্বংহি অমৃতা, ত্বংহি অলকা ত্বংহি অশ্বত্থ রূপিণী ॥
ত্বংহি অকামা ত্বংহি অনেকা, অনেক রূপে বন্দিনী ;
ত্বংহি আদ্যা, ত্বংহি আশা, অমা রূপ ধারিণী ॥
ত্বং কলাবতী, ত্বংহি কালী ত্বংহি কাল বাবিণী ;
ত্বংহি কিশোরী ত্বংহি কুমারী, ত্বংহি কান্তার বাসিনী ॥
ত্বংহি কন্যকা, ত্বংহি কুপটা, ত্বংহি কাল দায়িনী,
ত্বংহি করালী কপটেশ্বরী ত্বং হি কুটরূপিণী ॥
ত্বংহি চঞ্চলা, ত্বংহি চপলা, ত্বংহি চণ্ড ঘাতিনী।
ত্বংহি চিকুরী ত্বংহি চণ্ডী, চন্দ্র মণ্ডল বাসিনী ॥
ত্বংহি চণ্ডালী, চিত্র রেখা, ত্বংহি মাগো চিত্রিণি।
ত্বং চন্দ্রাননা, চিত্রাবতী, চন্দ্রিকারূপ ধারিণী ॥
ত্বং জীবাত্মা ত্বংহি জন্যা ; ত্বংহি জগজ্জননী।
ত্বংহি জগতী জগদ্ধাত্রী ত্বংহি জয় দায়িনী ॥
ত্বংহি জ্বলনী ত্বংহি জ্বালিনী জয়ারূপ ধারিণী।
ত্বংহি জ্যোতি জগন্মাতা জটা সুর বিনাশিনী ॥
ত্বংহি তাপিনী, ত্বংহি তপনী, ত্বং ত্রিলোক জননী।
ত্বং ত্রিনেত্রা ত্বংহি তারিণী ত্বংহি ত্রাস নাশিনী ॥
ত্বং তালবতী ত্বংহি তালা ত্বংহি মা তেজস্বিনী ॥
ত্বংহি ত্রাসিনী ত্বংহি তীব্রা ত্বং তমোঙ্গ বাসিনী ॥
ত্বং পদ্মাবতী, ত্বংহি পাত্রী, ত্বংহি পর্ব্বত বাসিনী।
ত্বংহি প্রচণ্ডা, ত্বংহি পুষ্টি পূতনা প্রাণ ঘাতিনী ॥

ত্বংহি পার্ব্বতী, ত্বংহি পূর্ণা, ত্বংহি পুরবন্দিনী।
ত্বংহি প্রলোভা প্রভাবতী ত্বংহি প্রীতি দায়িনী॥
ত্বংহি ভবানী, ত্বংহি ভীমা ত্বংহি ভব মোহিনী।
ত্বংহি ভাবিনী ত্বংহি ভব্যা ভারতী রূপে শোভিনী॥
ত্বংহি ভৈরবী ভয়ঙ্করী, ত্বংহি মাগো ভূষণী।
ত্বংহি ভোগদা, ভানুমতী, ভব ভয় বিনাশিনী॥
ত্বংহি শোভনা ত্বংহি শুভা, ত্বংহি শোক নাশিনী।
ত্বংহি শক্তি ত্বংহি শিবা, ত্বংহি শুম্ভ ঘাতিনী॥
ত্বংহি শঙ্করী শিব দূতী, ত্বংহি শম্ভু মোহিনী।
ত্বংহি শাকটী, শাকম্ভরী, ত্বংহি শব্দরূপিণী॥
ত্বং সত্যবতী, ত্বংহি সতী, ত্বংহি সুখ বর্দ্ধিনী।
ত্বংহি সিদ্ধি, ত্বংহি সংজ্ঞা সর্ব্বলোক মোহিনী॥
ত্বংহি সুমতি, ত্বংহি সুরুচি, সর্ব্ববিদ্যা রূপিণী।
ত্বংহি সুন্দরী ত্বংহি সন্ধ্যা সুভদ্রা নাম ধারিণী॥
জগত প্রসব করিয়া তুমি ধাত্রী রূপে বন্দিনী।
দেহি অন্তে পদে স্থান মা ললিত হৃদয় বাসিনী॥ ৭॥

সিন্ধু খাম্বাজ—খং।

মা জয় চণ্ডিকে।
ও গো মা অম্বিকে॥
হে মা তুমি শক্তি, তুমি ভক্তি, তুমি মূলাধার।
দয়া এদাসে মাগো কর এক বার, ওমা এস আর বার,
কর বিপদে উদ্ধার, বড় বিপদে পড়েছি আমি, বিপদ বারিকে॥
ত্রিজগৎ আরাধ্য মাগো ও চরণ তব, তাই তোমার পদতলে পড়েছেন ভব;
ওগো ভক্ত বৎসলে, রাখ ও পদ তলে, চাহি ঐ তোমার চরণ মাগো,
মুক্তি দায়িকে॥

বিধি বিষ্ণু হর মা প্রসব ক'রে। কত খেলা খেলেছ মা তাদের তরে॥
কত রূপ ধরিয়ে, তুমি অসুর নাশিয়ে, রাখিয়াছ দেবগণে, ভয় বারিকে॥
বিপদ কালে ঐ চরণ সম্বল ক'রে। কত মত বিপদেতে সকলে তরে;
ডাকি প্রাণ ভয়ে, রাখ মা অভয়ে, ত্রাণ কর কালভযে, ত্রাণ কারিকে॥
সকলই পার মা তুমি করিতে বারণ। ভক্তেরে রাখিতে কত উপায় উদ্ভাবন।
মা তোমার ঐ চরণ, দেখি তারণ কারণ, যন্ত্র মন্ত্র রূপ ধরে মা জগৎ অম্বিকে॥
তোমার লীলা তুমিই মা গো বুঝিতে জান। অপরে বুঝিবে কি সাধ্য আছে কখন।
হেমা কর'মে ত্রাণ, দেহি ও পদে স্থান, দীনে অভয় দিয়ে রক্ষ মা, অভয় দায়িকে॥
মনো মত আরাধিয়ে ও চরণ তব, কৃষ্ণ বৃন্দাবন চন্দ্র আদি তরেছেন সব।
ওমা কাল বারিণি, দেহি পদ তরণি, এই ললিতের অন্তিমেতে জয় চণ্ডিকে॥ ৮॥

বেহাগ—একতালা।

শিবে এস গো।
ওমা ভব ভয় বারিণি, কোথা মা ভবানি, ত্রাস নাশিনি কোথা গো॥
ওগো জগত আরাধ্যে, এই হৃদয়ের মধ্যে, পদ্মাসনে একবার বসগো।
কোথা দীন তারিণি, দুরিত হারিণি, ঐ চরণ দুটী তোমার দেখি গো॥
এই হৃদয় মধ্যেতে, তোমায় মা পুজিতে, মনে সাধ আমার আছে গো।
আমার পুরাও মা বাসনা, ও মা শবাসনা, আর কিছু কামনা নাহি গো।
মা, না জানি ভজন, না জানি সাধন, নাহি জানি তোমার মন্ত্র গো।
কেবল দুর্গা দুর্গা বলে, জবা বিল্ব দলে, পুষ্পাঞ্জলি পায়ে দিব গো॥

খুঁজি বেদ ও বেদান্ত, মা সব তন্ত্র মন্ত্র, কোথাও পাইনা যে মা অন্ত গো।
তাই ভাবিয়ে একান্ত, হয় মা প্রাণান্ত, কোন্ রূপে তোমায় ডাকি গো॥
কভু পুরুষ রূপ ধ'রে, দশ অবতারে, এই ভূভার হরণ তুমি কর গো।
আবার প্রকৃতির বশে, কত রূপে শেষে, অসুর কুল সব নাশ গো॥
এই জগৎ মাঝারে, যা চক্ষে পড়ে, সকলই যে মা তুমি গো।
আবার স্বয়ম্ভু বেড়িয়ে, কুণ্ডলিনী হয়ে, দেহের মাঝে তুমিই আছ গো॥
তোমার ঐ চরণ, তারণ কারণ, একবার যে উহা ধরে গো।
দেখি বিধি হর হরি, ঐ চরণ ধরি, কত বিপদ সাগরে তরে গো॥
কোথা মা শঙ্করি, দে ঐ চরণ তরি, এই ভব সাগরেতে তরি গো।
দেখ রবি সুত হ'তে, কাঁপি মা ভয়েতে, অভয় দিয়ে এবার রাখ গো॥
তুমি জগৎ জননী, ত্রিগুণ ধারিণী, এই কুসন্তানে একবার দেখ গো।
মা উপায় বিহীন হয়ে, কাতর হয়ে ভয়ে, দীন ললিত তোমায়
ডাকে গো॥ ৯॥

বাহার বাগেশ্রী—আড়া।

বিপদেতে প'ড়ে জীবে তোমায় মাগো ডাকিতেছে।
ভবসাগর পারে যাবায় উপায় দেখ আর কি আছে॥
তোমার ঐ মা যুগল চরণ, সতত মা তারণ কারণ;
কালভয় মা কর বারণ, দেহী সব যে যাচিতেছে॥
ভবভয় বারিণী তুমি, তুমি'ত যে অন্তর্যামী;
ভক্তজনের গতি মা গো, তোমার চরণ রহিয়াছে।
মায়াতে মা মুগ্ধ ক'রে, রেখেছে যে সকলেরে;
লোভেতে ছলনা ক'রে মোহ আঁধার ঘেরিয়াছে।
কি হবে মা জীবের গতি, তুমি অগতির গতি;
তার মা সর্ব্ব দুর্গতি, যা দে'খে মন কাঁদিতেছে।

অসুর কুল সংহার তরে, সেজেছ মা বারে বারে ;
ছয়টি রিপু দেহের মাঝে, ধীরে ধীরে বাড়িতেছে।
তাদের মা দমন ক'রে, রাখ গো এ সন্তানেরে ;
দেখ না ঐ রিপু কুলে, তাকে কাতর করিয়াছে।
দেহি মে চরণযুগল, ঐ ত মা আমার সম্বল ;
আর কি আমার আছে মা বল, ললিত উহা চাহিতেছে ॥ ১০

মুলতান—আড়া।

সিংহোপ'রে ব'সে তুমি, কি সুন্দর সেজেছ মা।
আহা মরি কিবা শোভা, চারি হাতে হয়েছে মা॥
শঙ্খ চক্র দুই হাতে, ধনুর্ব্বাণ মা অপরেতে ;
রিপুকুল মা সংহারিতে, অস্ত্র সব ঐ ধরেছ মা।
তরুণ অরুণ জিনি, রূপেতে মা মনোমোহিনী ;
রক্ত বস্ত্র পরিধানা, শতদলে বসেছ মা।
ধরেছ মা এইরূপে, নাগ যজ্ঞোপবীত রূপে ;
সুরাসুর ঋষিগণে, তোমাকে স্তব করিছে মা।
জগৎপ্রসব কালে, এই রূপে মা সেজেছিলে ;
জগদ্ধাত্রী রূপ ধ'রে, হয়েছ কি ললিতের মা॥ ১১ ॥

মুলতান—এক তালা।

জয় যজ্ঞেশ্বরি, জগদীশ্বরি, জগজ্জন ভয় হারিণি।
জয় কালনাশিনি, চণ্ডীরূপিণি, চন্দ্র মণ্ডল বাসিনি

জয় মা আদ্যা, মহাবিদ্যা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি।
জয় মা গায়ত্রি, জগদ্ধাত্রি, সর্ব্বলোক মোহিনি ॥
জয় মা অম্বিকে, জয় মা কালিকে জগতে জয় দায়িনি।
জয় ত্রিলোক জননি, ত্রাস নাশিনি, ললিত হৃদয় বাসিনি ॥ ১২ ॥

বেহাগ—একতালা।

জয় মা কালিকে।
ওমা ভবভয় বারিকে, ত্রিতাপ হারিকে, ত্রাণকারিকে, জগদম্বিকে ॥
ডাকিছে তোমারে, দেখনা চাহিয়ে, ত্রিজগৎবাসি সব ওগো মা অভয়ে;
কালের ভয়েতে কাতর হইয়ে, তুমি বিনা তাদের উপায় আরকে।
জানি না তোমার ভজন পূজন, দেমা আমাকে ঐ যুগল চরণ;
কোথা গো মা তুমি, ত্রিগুণ ধারিণি, রাখ মা সন্তানে :—
আমাকে মা গো ভবেতে পাঠায়ে, কত খেলা তুমি খেলেছ বসিয়ে;
দয়া মা করিয়ে, দেখনা চাহিয়ে, ওমা অভয় দায়িকে।
সংসারের ভোগ নাহি আর কামনা, ঐ চরণ যুগল করি মা বাসনা,
কাতরেতে যাচি ও মা শবাসনা, চরণেতে স্থান দে :—
ভবসাগরেতে, দেখ মা তরিতে, কোন উপায় নাহি দেখি চরমেতে;
তোমাকে সতত ভাবিতে ভাবিতে, পারি যেন যেতে মুক্তি দায়িকে।
ডাকি মা তোমারে, দেখ বারে বারে, জানিয়ে কেন মা নিদয় আমারে;
চরণ দুটি দেনা রাখি মা আদরে, হৃদয় মাঝারে :—
ললিত তোমায় কাতরে যাচিছে ক্রমে শেষের দিন নিকটে আসিছে,
ভাবিতে ভাবিতে সতত ডাকিছে সঙ্কট নাশিকে ॥ ১৩ ॥

মুলতান—আড়া।

কি দোষেতে আমায় বল, মায়া জালে বেঁধেছ মা।
মুগ্ধ ক'রে অন্ধকারে এত কষ্টে রেখেছ মা॥
রূপেতে জগত আলো, করেছ মা চির কাল
তবে কেন এই হৃদয় মাঝে থাকৃতে আঁধার দেখি গো মা;
যে রূপে মা চালাও তুমি, সেই রূপে চলি আমি,
তবে দুঃখ সুখের ভাগী, আমায় কেন করেছ মা।
নাই মা আমার সাধনার বল, দুর্গা দুর্গা বলি কেবল
আরতো আমার কিছুই নাই বল, এতে যা হয় করিস্ গো মা;
প্রাতঃকাল হ'তে উঠে, প্রাণ গেল মা খেটে খেটে,
কৈ ডাকতে মা গো সময় যোটে, এত খেলা খেলেছ মা;
এক বার যদি ডাকি ব'সে কত চিন্তা মনে আসে,
ঘোরায় আমায় দেশ বিদেশে, জগতের দেখ এই গতি যে মা।
সংসারের সব দায়ের ফেরে, আমার মনকে পাগল করে,
সাধ্য কি মা রাখি ধ'রে, আপনার সব বশেতে মা;
ওসব যে মা তোমার খেলা, জীবকে চরণ দেবার বেলা,
কত রকম কর ছলা, তোমায় অন্ত কে পাবে মা।
ব্রহ্মা রূপ সৃষ্টির তরে, বিষ্ণু রূপ যে পালিবারে,
শিবরূপে সংহার ক'রে, ঘুরে তুমি বেড়াও গো মা;
ঐ পঞ্চভূত যত আছে, তোমারই রূপ সব হতেছে,
চারি ধারে ব'সে থেকে, কেন নিদয় ললিতে মা॥ ১৪॥

পুরবী—আড়া।

সংসারের মাঝে প'ড়ে প্রাণ যায় এই দেখনা মা;
কত বিপদেতে ফেলে, ঘুরাতেছ তুমি গো মা।

বিপদ্ কাল যে এলে পরে, ডাকি তোমায় কাতর হয়ে ;
শুনেও কেন শুনিস্ নারে, কি পাপে তুই ভোগাস গো মা।
দিবা রাত্র সকল কালে, ডাকি মা তোকে বিরলে ;
ভ্রমেও আমি ভুলি না মা, তোমার নামের গাই মহিমা।
তবে কেন নিদয় হ'য়ে, আছ সদা বল অভয়ে ;
সম্পদ্ পদ্ মা অকারণে দিয়েছ আমাকে গো মা।
ক্রমে শেষের দিন আসে, দেখে ধায় মন ঐ চরণ আশে;
কিসে পাব ঐ ভবতরি, দয়া করে বলে দে মা॥
সম্পদেতে অন্ধকারে, রাখে জীবে সবাকারে ;
এমন সম্পদ চাইনা আমি, তোমায় যাতে ভোলায় গো মা।
হৃদয় মাঝে ব'সে আছ, পলকেতে লুকাতেছ ;
চক্ষু মুদ্‌লে দেখ্‌তে পাই মা, চেয়ে দেখ্‌লে পালাও গো মা॥
মোহের বশে জীবকে যত, মুগ্ধ করে রেখেছতো ;
যা হয় কর তাদের গতি, মায়ের কাজ কি এইই গো মা।
তাদের কাতর প্রাণ দেখে, থাক কি মা তুমি সুখে ;
মায়ের এমন কঠিন প্রাণ, কেউ কি কোথাও দেখেছে মা।
পাষাণী নাম ধর কি মা, এই মত কাজ করিতে মা ;
আর কেন মা দে গো ক্ষমা, তুমি যে গো এই জগতের মা।
ললিতের মা অন্তকালে, রেখ তাকে চরণতলে ;
দে'খ যেন ভুল না মা, অন্ধকার সব্ নাশ গো মা॥ ১৫॥

বেহাগ—একতালা।

কাতরে ডাকি মা।
এই দীন জনে মাগো ভুলে যেন থেক না॥
কত যে বিপদে, ঘেরেছে সারদে, বিপদের আর নাই মা সীমা ;—
তাই ভাবিয়ে একান্ত, বুঝি হয় প্রাণান্ত, অন্তিমেতে তুমি রেখ মা॥

সংসারের ভারে, কাতর আমারে, করিতেছে সদা দেখ মাঃ—
মায়ার এম্নি বশে, রেখেছ অবশে, আপন বশে কৈ থাকি মা॥
তোমার মায়াতে ভ্রমি মা জগতে, সুখে থাক্‌তে কৈ পারি মাঃ—
তোমায় মা ডাকিতে, সময় করিতে, সাধ্য আমার কৈ আছে মা॥
যেরূপে চালাও, যাকিছু করাও, নিরুপায়ে তাই করি মাঃ—
মা হয়ে অন্তর্য্যামী, হৃদয় মাঝে তুমি, বসে যে সকলই দেখ মা॥
চারি দিকে চাই, কেউ কোথা নাই, কে আমাকে বল রাখে মাঃ—
ওমা দীন তারিণি, ত্রিগুণ ধারিণি, দীনে চরণযুগল দাও মা॥
পেতে পদাশ্রয়, ললিতের আশয়, কৃপা বিতরণ কর মাঃ—
শ্রমে কাতর হয়ে, ডাকি মা অভয়ে, এই সংসার সাগরে তার মা॥ ১৬

বেহাগ—একতালা।

মা, দেখরে।
রেখে হৃদয় মাঝারে, পূজি মা তোমারে, নিদয় এত আমায় কেন রে॥
ও মা ভব নিস্তারিণি, ত্রিতাপ হারিণি, চরণ তরি আমায় দেনা রেঃ—
ডাকি কালের ভয়েতে, উপায় মাগো তাতে, ঐ চরণ বিনা আর নাহি রে।
আমি অতি দীন, পদাশ্রয় হীন, দেখ মা হইয়া আছি রেঃ—
এই দীন হীন জনে, কৃপা বিতরণে, কেন কৃপণ তুমি এত রে॥
মা যা কিছু কামনা, মনে কি জান না, বসে তুমি সকল দেখরেঃ—
আমার মা যে হইয়ে, এত নিদয় হয়ে, থাক্‌তে তোমায় কি মা আছেরে।
মার ছেলের প্রতি স্নেহ, তুলনা কি কেহ, এই জগৎ মাঝে
দিতে পারে মাঃ—
মা ঐ সন্তানগণে, জানে জগজ্জনে, সমান ভাবে সবে দেখে রে।
ক্রমে দিন যায়, কাল কাছে ধায়, দেখ একবার চেয়ে তুমি মাঃ—
ছেলের বিপদ নিকট, ছাড় মা কপট, এই ভবের সঙ্কট নাশ রে।
দোষ যা করি মা, তার কি নাই ক্ষমা, দিতেছ মা বহু কষ্ট রেঃ—
তোমায় মনে বুঝ্‌তে হয়, কষ্ট কি আর সয়, ললিত যে তোমার ছেলে রে॥ ১৭

বেহাগ—আড়া ।

দুর্গা দুর্গা বল সদা আমার রসনা ;
মিছে এই ভবের মাঝে, দিন কেন যায় বলনা ।
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডেকে, ঐ চরণেতে মন রেখে ;
কালের ভয় আর করো নাকো, মিছে তুমি আর ভেব না ।
সর্পরূপে মূলাধারে, আছে যে মা স্বয়ম্ভূ বেড়ে ;
হৃদয় মাঝে আন তাঁরে, চরণেতে মন থাক না :—
জবা বিল্বদল লয়ে, সচন্দনে পায়ে দিয়ে ;
পূজিলে ঐ যুগল চরণ, যাবে রে তোর সব যাতনা ।
মা মা ব'লে ডেকে মাকে, মনের কথা বলবি তাঁকে ;
চরণ ধরে বসে থেকে, ভাল করে দেখে নেনা :—
ক্রমে কাল যে নিকট হল, একথা মন মাকে বল ;
ললিতের সেই শেষের দিনে, দেখিস্ মা যেন ভোলে না ॥ ১৮ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—ঠুংরি ।

দুর্গে দুর্গতি নাশিনি ;
ওমা মহিষ মর্দ্দিনি ।
দশদিক তুমি রক্ষার তরে, দশ হাতে সেজেছ মা ওরূপ ধ'রে ।
ওমা কালবারিণি, দেহি পদ তরণি, অভয় দিয়ে রক্ষা কর অভয় দায়িনি ॥
জীবের অভাব দেখে মাগো এই জগতে, জ্ঞান, বিদ্যা, ধন আদি লয়েছ সাথে ;
আছে লক্ষ্মী দক্ষেতে, বাণী বাম দিকেতে, ঐ গণেশ সহ সেজেছ মা গণেশ জননী ॥
জীবের কামনা ছেদিতে বীর কার্ত্তিক আছে ; পুণ্য সিংহ ধরে পাপ অসুর দলিছে ।
মা পরম শিবেরে, তুমি মস্তকে ধ'রে, দশ ভুজারূপে মহাশক্তি রূপিণী ॥

কর্ম্মসূত্র সর্পে পাপ অসুরকে বেন্ধে, ধর্ম্মশূল দিয়া মাগো তাহাকে বিন্ধে।
সর্ব্ব পাপ দলিয়ে, তুমি জগৎ রাখিয়ে, বাঁচাতেছ জীব সবে, মা পাপ নাশিনী॥
দশ হাতে অস্ত্র সব ধারণ করে; রাখিতেছ সদা তুমি সন্তান গণেরে।
অবিদ্যা নাশিয়ে, তমোদূর করিয়ে; ভক্তেরে সব রাখ সদা ভক্তিদায়িনী॥
আশ্বিনেতে পূজে মা ঐ চরণ তব; এই জগৎবাসী জীবসব করে উৎসব।
পাপ দলন ছলে, ঐরূপে সাজিলে, যা দেখে জীবতরে মাগো ত্রাণকারিণী॥
বিপদেতে পড়ে আমি ডাকি মা তোমায়; ক্রমে ক্রমে দেখ কাল নিকটেতে ধায়।
ওমা বিপদ নাশিনি, এস সহ সঙ্গিনি; দেহি দলিতে মা চরণ যুগল মুক্তি দায়িনি॥ ১৯॥

ইমন্ কল্যাণ—কাওয়ালি।

মা আমায় দেখ না তারিণি;
কুরু ভবসাগর পারের উপায় জননি।
দে মা আমায় চরণতরি, বিপদ সাগরে,
কাল ভয়ে কাঁপি যে মা রাখ গো আমারে;
আর জগত মাঝে মাগো উপায় কি আছেরে,
কৃপাদৃষ্টে চেয়ে দেখ আমায় ভবানি।
ডাকি তোমায় সতত মা কাতর হইয়ে,
এস না মা রাখি তোমায় আমার হৃদয়ে;
ঐ চরণ পাবার আশে আছি যে বসিয়ে,
কাল ভয় দূর কর কাল বারিণি।
জগৎ মাঝে যা দেখি মা অসার সকল,
সার মধ্যে তোমার চরণ দেখি মা কেবল;

কর্ম্ম দোষে ঘুরে বেড়াই, সদা মা বিফল,
ত্রাণক'র শেষের দিনে ত্রাণকারিণি।
ভবের মাঝে, মা গো অনেক খেলা যে করিয়ে,
শ্রমেতে মা কাতর হয়ে আছি যে পড়িয়ে;
চেয়ে আছি তোমার পানে কৃপার আশয়ে,
সঙ্কটেতে রাখ গো মা, সঙ্কট নাশিনি।
ক্রমে ক্রমে দেখ কাল নিকটে আসিছে,
ধীরে ধীরে দিন গত দেখ মা হতেছে;
ভেবে ভেবে দীন ললিত কাতরে ডাকিছে,
চরণ যুগল দেনা মা গো মুক্তি দায়িনি ॥ ২০ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

শঙ্কর হৃদয় সরসী পরে, নীল নলিনী রূপে বিহরে;
নূপুর বাজিছে চরণ বেড়ে, ভ্রমর গুঞ্জে তায় রে।
ডাকিনী যোগিনী লইয়া সঙ্গে, নাচিছে বামা রণতরঙ্গে;
দানব দলিছে ভ্রুকুটি ভঙ্গে, শ্যামা মাকে ঐ হেররে।
নিশুম্ভ মুণ্ড হাতেতে ধ'রে, অসি বরাভয় অপর করে;
হের তাণ্ডবে নাচে সমরে, কি শোভা মায়ের তায় রে।
কাল রূপে যেন বিজলি খেলে, মুণ্ডমালা ঐ শোভিছে গলে;
ঘেরেছে পৃষ্ঠ চিকুর জালে, দিক্ আলো করে ধায় রে।
নরকরশ্রেণি কটিতে প'রে, হস্তী হয় রথ ধরিয়া করে;
চর্ব্বণ করিয়া আমোদ ভরে, দানব ধরিতে যায় রে।
সাধক কামনা পূর্ণ তরে, সেজেছে মা ঐ রূপের ভরে;
ষড়রিপু সব্ দলন ক'রে, রাখ মা ঐ পায় রে।
নয়নের কোণে দেখনা চেয়ে, ললিত যাচিছে কাতর হয়ে;
রাখ মা দীনেরে অভয় দিয়ে, চরণ যেন সে পায় রে ॥ ২১ ॥

বেহাগ—আড়া।

এসেছ মা শিবে যদি, কিছু দিন আর থাক না মা;
মনের সাধে দেখ্‌ব তোমায়, যেতে তোমায় দিব না মা।
ডাকি তোমায় এত ক'রে, দেখ্‌তে কি মা পাই তোমারে;
ছেড়ে দিতে ইচ্ছা নাই মা, কাতরেতে যাচি গো মা।
বাবা আমার এলে পরে, দেখ্‌তে তোমায় দিব না রে;
লুকিয়ে আমি রাখ্‌ব তোরে, এই হৃদয় মাঝারেঃ—
নেহাৎ যদি নাহি ছেড়ে, বাবা আমায় চেপে ধরে;
হৃদয় মাঝে নিয়ে তাঁরে, দেখাব যে তোমায় গো মা।
বাবা গেলে হৃদয়েতে, ধ'রে রাখ্‌ব তাঁকেও তাতে;
যুগল রূপে পদ্মাসনে, রাখিব দুয়েরেঃ—
থাক্‌ব যুগল চরণ ধ'রে, উঠিতে মা দিব না রে;
দশমী না গত হলে, বাবাকে ছাড়িব না মা।
একাদশী নন্দা তিথি, যাত্রা নাই তায় আছে বিধি;
থাক্‌বি ব'সে নিরবধি এই হৃদয় আসনেঃ—
যুগল রূপ ঐ চক্ষে হেরে, মনের পাপ মা যাবে দূরে;
ললিতের মা উপায় ক'রে, তবে যেতে পাবি গো মা॥ ২২॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

দীনে তার মা জগৎ তারিণি, ভবভয়-হরা কলুষ নাশিনি;
দেহি চরণ ভব নিস্তারিণি, ত্রিগুণ ধারিণী তুমিই যে মা।
ডাকি মা তোমারে কাতর হ'য়ে, কাল আসে দে'খে কাঁপি মা ভয়ে;
আছি মা জগতে তোমাকে লয়ে, ঐ কালবারিণী তুই যে মা।
দেখ একবার নয়ন কোণে, যাচি মা চরণ কাতর প্রাণে;
কৃপণ কেন মা করুণা দানে, ত্রিতাপ হারিণী তুমিই যে মা।

দেহি অন্তে চরণ যুগল, ঐ যে আছে মা জীবের সম্বল ;
ত্রিভুবনে আর কি আছে মা বল, দুর্গতি নাশিনী তুই যে মা।
রেখেছি যে মা মানস আসন, মনোময়ী হ'য়ে ব'স মা এখন ;
করিতেছি সদা চরণ স্মরণ, এই ললিতের তুমিই যে মা ॥ ২৩ ॥

বেহাগ—একতালা।

ভব মাঝারে ;
সংসারের ভারে, কাতর আমারে, করিতেছে সদা দেখরে।
চারি ধারে মায়া, ঘেরেছে অভয়া ; উপায় কি আমার আছেরেঃ—
তাই, ডাকি যে কাতরে, বিপদ সাগরে আসিযা দীনেরে রাখ রে।
কতরূপে ঘুরি, ওগো মা শঙ্করি ; অন্ধ হয়ে দেখ ভ্রমিরেঃ—
এম্নি মোহ বশে রাখ মা অবশে ; ক্ষমতা কিছু মা নাহি রে।
ব'সে ব'সে ভাবি, ওগো মা শাম্ভবি ; কিসে পার হব এই সাগরেঃ—
পথ বিপদসঙ্কুল, নাহি হেরি কুল ; কাল যে আকুল করে রে।
ঐ চরণ তরণি, দেনা মা তারিণি ; সাধনা কিছু যে নাহি রেঃ—
তব কৃপাগুণে সাহস আছে মনে ; পারাবার পারে যাব রে।
গুরু উপদেশ, শিবের আদেশ ; এক মনে সদা পালি রেঃ—
দেখ উপায় বিহীন, আমি অতি দীন ; কি হবে মা শেষ গতি রে।
কিছুই কামনা, নাই শবাসনা ; ঐ শ্রীচরণে স্থান চাহি রেঃ—
শেষের দিনেতে, তোমার ললিতে ; ঐ চরণ দুটি মা দিও রে ॥ ২৪ ॥

মুলতান—আড়া।

মা মা ব'লে এত ডাকি, এস এক বার দেখি গো মা ;
বিপদ সাগর মাঝে, ডুবিতেছি দেখ গো মা।

কতরূপ ধর মা তুমি, বুঝ্‌তে কৈমা পারি আমি ;
ভাল ক'রে দেখে তোমায়, আশা পূর্ণ করি গো মা।
রবিস্মৃত কাতর করে, দেখনা মা এ দীনেরে ;
কি হবে মা শেষের গতি, উপায় কিছু দেখি না মা।
রাখ গো মা ঐ চরণে, অভয় দিয়া রাখ প্রাণে ;
ব'স হৃদি পদ্মাসনে, তোমার জন্য রেখেছি মা।
জবা বিল্বদল লয়ে, পুষ্পাঞ্জলি পায়ে দিয়ে ;
সাজায়ে ঐ রাঙ্গা চরণ, দেখ্‌তে একবার বাসনা মা।
ক্রমেতে দিন গত হ'ল, ডেকে ডেকে প্রাণ গেল ;
কি হবে মা আমার দশা, এখনও কৈ বলিস্‌ না মা।
শেষের সে দিন এলে পরে, কর্‌ব কি মা তোমায় ধ'রে ;
দেখিস্‌ যেন ভুলিস্‌ না রে তোমার ললিতে গো মা॥ ২৫ ॥

পুরবি—আড়া।

শেষের দিন যে নিকট হ'ল, ব'সে কি ভাবিছ মন্ ;
ভব সাগর পারে যাবার কিছু নাই যে আয়োজন।
ক্রমে ক্রমে দিন যায়, চেয়ে কি দেখ না তায় ;
কর এখন পারের উপায়, ধর না ঐ মায়ের চরণ।
হৃদয় মাঝে দেখ মাকে, কাল কাঁপে দেখে যাঁকে ;
রাখ তাঁকে চ'কে চ'কে ঐ যে তোমার তারণ কারণ।
এক মনে এক ধ্যানে, চেয়ে থাক ঐ চরণ পানে ;
দুর্গা দুর্গা বল্‌ বদনে, মাইই তোমায় করিবেন ত্রাণ।
ঐ মাকে তুমি ধর্‌লে পরে, কাল কিছু কি কর্‌তে পারে ;
ডাক এক বার বদন ভরে, মাকে ডেকে যুড়াও জীবন।
পারের তরি ধ'রে থেকে, ভাসান দিও মনের সুখে ;
ললিত যেন ভুলিস্‌ না রে, সদা মনে রাখিস্‌ স্মরণ॥ ২৬ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

দীন জননী, ত্রিতাপ হারিণী; ত্রিগুণধারিণী, কলুষ হরা,
সাধক জননী দুরিত হারিণী, ভক্তবৎসলা তুমিই যে মা।
দেহি তারিণি চরণ যুগল, ডাকি মা সদত তোমারে কেবল,
বিপদ বারিণি ত্রাস নাশিনি, কাল ভয় নাশ তুমিই যে মা।
বিপদে সম্পদে সকল সময়ে, চরণ পাইতে করি মা আশয়,
সাধক জননী, অভয় দায়িনী, দুর্গতি নাশিনী, তুমিই যে মা।
সিংহের উপরে আসন করিয়া, লোহিত বরণ বসন পরিয়া,
নাগ যজ্ঞোপবীত ধরিয়া, মুক্তি দায়িনী তুমিই যে মা।
ধরেছ তুমি অসুর দলিতে, চারি আয়ুধ ঐ চারি করেতে,
শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ লয়ে, ভব ভয় নাশ তুমিই যে মা।
নানা আভরণে অঙ্গ শোভিছে, বরণ তরুণ অরুণে জিনেছে,
সুর নর ঋষি তোমারে নমিছে, জগৎ জননী তুমিই যে মা।
নাভি পদ্ম শোভে ত্রিবলির ছলে, বসিয়াছ মা গো শত দল দলে,
ত্রিজগৎ বাসী জীব সকলের, তারণ কারিণী তুমিই যে মা।
অন্ত কাল নিকটে আসিলে, স্থান যেন পাই মা চরণ তলে,
শেষের দিনেতে ক'র মা কোলে, এই ললিতের তুমিই যে মা ॥ ২১ ॥

বেহাগ—একতালা।

কুরু করুণা দীনে।
দেখে বিপদ সঙ্কুল, ভয়ে মা আকুল, হয়েছি যে প্রাণে ॥
দেখনা মা শিবে, কি হবে বৈভবে, প্রাণ যদি কাঁপে সতত ভয়ে : —
আমায়, রাখ গো জননি, বিপদ বারিণি, এসমা তারিণি, দেখ নয়নে ॥
ঐ চরণ আশ্রয়, করি মা আশয়, অন্য কিছু লক্ষ্য নাহি অভয়ে : —
আমায় ঘেরেছে বিপদে, কোথা মা সারদে, এসে অভয় দে, এই মা হীনে ॥

মা সম্মুখেতে কাল, বড় যে বিশাল, কেমন ক'রে মা যাইব পারেঃ—
দেখ, উপায় বিহীন হয়ে, ডাকি যে মা ভয়ে, রাখ চরণ দিয়ে, কাতর জনে ॥
মা তোমাকে যে ডাকে, রাখ মা তাহাকে, বিপদেতে অভয় দিয়েছ তারেঃ—
এ দীন ললিতে, হইবে রাখিতে, তব চরণেতে শেষের দিনে ॥ ২৮ ॥

বেহাগ—একতালা।

তারা দীনেরে রক্ষ ;
দেখিয়া কৃতান্ত, বড়ই তুরন্ত, হয় যে প্রাণান্ত, কাঁপিছে বক্ষ।
মাগো, তব চরণেতে, রাখ মা সুমতে, নইলে শেষেতে সবে, হবে বিপক্ষ :—
দেখি, তোমার মহিমা,আছে কিমা সীমা, দীনেরে রাখমা, দেখুক ত্রৈলোক্য।
মনের বাসনা, শোন শবাসনা, কোন রূপ কামনা, নাহিক লক্ষ্য :—
চাহি হইয়া ব্যাকুল, সুরাসুর কুল, যাচে যে চরণ, ঐ যক্ষ রক্ষ।
দেখ মা জগতে, বিপদে তরিতে, নাহি আমার অন্য, উপলক্ষঃ—
মা, তব দয়া বিনে, এই জগ জনে, রাখিতে পারেনা, বিরুপাক্ষ।
ঐ চরণ চাহিছে, তোমারে ডাকিছে, তুমি বিনা কে আর হবে স্বপক্ষ :—
মা, এই তোমার ললিতে, হইবে রাখিতে, শেষের দিনেতে, ক'র কটাক্ষ ॥২৯॥

বাহার বাগেশ্রী—আড়া।

কি হবে মা আমার গতি, জগৎ জননি ;
শেষের দিন ভেবে তোমায়, ডাকি মা তারিণি।
ভব ভয় নিস্তার তরে, ডাকিতেছি বারে বারে,
দেখ একবার কৃপা ক'রে, অভয় দায়িনি।
তোমার করুণা বিনা উপায় আর নাহি যে মা,

এই ভব মাঝেতে তুমি, ত্রিতাপ হারিণি।
কত কাল দুর্গতিভোগে, ভোগাবে মা বল্ আমাকে,
সহেনা যাতনা মাগো, দুর্গতি নাশিনি।
দিয়ে ঐ যুগল চরণ, কাল্ ভয় মা কর বারণ,
কর ভব ক্লেশ নিবারণ, ত্রিগুণ ধারিণি,
সশিব হইয়া তুমি, ব'স হ'য়ে হৃদয় স্বামী,
যুগল রূপ্ মা চক্ষে হেরি, ভক্তের জননী।
ললিতের সেই অন্তকালে, রেখ তুমি চরণ তলে,
ডুবাওনা অতল জলে, হৃদয় বাসিনি ॥ ৩০ ॥

মুলতান—একতালা।

জয় দীন জননি, কলুষ নাশিনি; বিপদ বারিণি মা।
জয় জগত তারিণি, ত্রিগুণ ধারিণি, দুর্গতি নাশিনি মা ॥
জয় কালি কাল হরা, ওমা ভবদারা; শুম্ভঘাতিনি মা।
জয় ত্রিতাপ নাশিনি, দুরিত হারিণি; অভয় দায়িনি মা ॥
জয় মা জগতি, জগদ্ধাত্রি; ত্রাস নাশিনি মা।
জয় মা পার্ব্বতি, ওমা শিব দূতি; সাধক জননী মা ॥
জয়:শোক নাশিনি, শক্তি রূপিণি; ত্রিলোক মোহিনি মা।
জয় মা তারা, ভব ভয় হরা; ললিতে রাখনা মা ॥ ৩১ ॥

মুলতান—একতালা।

জয় করাল বদনি, কাল রূপিণি; কুমারি কান্তার বাসিনি
জয় মা চিত্রিনি, চণ্ডি রূপিণি; চন্দ্রিকা রূপ ধারিণি ॥

জয় মা জগতি জগদ্ধাত্রি ; সর্ব্বে জয় দায়িনি ।
জয় মা তারিণি, ত্রাস নাশিনি ; জয় ত্রিলোক মোহিনি ॥
জয় পদ্মাবতি, জয় মা পার্ব্বতি ; প্রচণ্ডা রূপে শোভিনি ।
জয় মা ভবানি, জয় মা ভৈরবি ; ভারতী রূপ ধারিণি ॥
জয় শুম্ভঘাতিনি, শব্দ রূপিণি ; শুভা, শোক নাশিনি ।
জয় সত্যবতি, জয় মা সতি ; সর্ব্ব বিদ্যা রূপিণি ॥
ত্রাহি মা গো দীন জনে ; সর্ব্বে অভয় দায়িনি ।
দেহি ললিতে চরণ যুগল ; দুর্গে দুর্গতি নাশিনি । ৩২ ॥

কেদারা—আড়া ।

কাতরে বলি মা তোমায়, যাতনাতে প্রাণ যে যায় ;
সংসার মাঝেতে ফে'লে, কষ্ট কেন দাও মা আমায় ।
আছি মা তোমাকে ধ'রে, কাঁদি গো মা বারে বারে ;
চরণ যুগল দাও আমারে, ক্রমেতে যে দিন যায় ।
বলি সদা মা তোমারে, কাল নিকট আসে ধীরে ;
দে'খে প্রাণ ভয়ে কাঁপে, দীনেরে রাখ মা পায় ।
যাতনা জানত সবে, অন্তর্য্যামী আছ শিবে ;
শেষে আমার কি যে হবে, সতত ভাবি মা তায় ।
মায়াতে মোহিত ক'রে, রেখেছে সদা আমারে ;
চিন্তা জ্বরে জীর্ণ করে, মোহ আঁধার ঘেরিতে চায় ।
উঠে মা হৃদয়ে এস, মানস আসন আছে ব'স ;
কালভয় আমার নাশ, ললিত ধরিছে পায় ॥ ৩৩ ॥

বেহাগ—আড়া ।

থাক্‌তে তোমায় হবে দুর্গে, যেতে তুমি পাবে না মা ;
তোমায় ছেড়ে দিতে আমি, কখন পারি কি গো মা ।

এখন ছেড়ে দিলে তোমায়, আর্ কি শেষে দেখবে আমায় ;
ধরা কেউ কি সহজে পায়, কত ছলা কর গো মা।
তোমার কাছে কাঁদলে পরে, শুনে তোমার আমোদ বাড়ে ;
ঘোরাও তারে কাতর ক'রে, দেখিগো জননি :—
কত রকম ছলা ক'রে, ঘুরে বেড়াও ঘরে ঘরে ;
ডাকলে তুমি শোন নারে, নিয়ম এই যে দেখি গো মা।
সহজে না থাক্‌লে পরে; জোর ক'রে মা রাখবো ঘেরে ;
ব'সে থাকবো চরণ ধ'রে, তোমার তারিণি :—
এই বেলা মা মনে বুঝে, ব'স গিয়ে হৃদয় মাঝে ;
বাবাকে যা বল্‌বার আছে, আমি তাঁয় বলিব মা।
বাবাকে বোঝাতে গেলে, আমায় যদি কিছু বলে ;
সইব আমি অবহেলে, যা বলেন তিনি :—
তবু তোমায় ছেড়ে দিতে, পার্‌বো না মা এ জগতে ;
ললিতে মা চরণ দিতে, হবে তোমায় দে'খ গো মা। ৩৪॥

বেহাগ—আড়া।

ভুলে তুমি থেকোনা মন, মাকে সদা ডাক না রে ;
ঐ মা বিনা এই জগৎমাঝে তোমার কেহ নাহি যেরে।
বিপদেতে মাকে ধ'রে, সম্পদেতে স্মরণ ক'রে ;
হৃদয়েতে রেখে সদা থাকনা ঐ চরণ ধ'রে।
বিপদেতে ধর্‌লে পরে, কষ্ট সব যে যাবে দূরে ;
সম্পদেতে ডাক তাঁরে বিপদ হবে না:—
মায়ের যুগল চরণ তলে, ক্ষণেক তুমি স্থান পেলে ;
ভব সাগর অবহেলে, পার তুমি হইবে রে।

কাল শেষে আস্‌বে যখন, দেখাবে তায় ঐ মায়ের চরণ ;
সদা তুমি রাখ্‌বে স্মরণ, কাতর হইও না :—
ধন সম্পদ তুচ্ছকরে. থাক তুমি মাকে ধ'রে ;
ললিতের শেষ্‌ উপায় ক'রে, তবে তুমি ছাড়িবেরে ॥ ৩৫

বেহাগ—আড়া।

দেখ্‌তে তোমায় চাই মা সদা, এই হৃদয় মাঝারে।
এস না মা যুগলরূপে, সদয় হওগো মা আমারে ॥
অন্য আশা নাই মা মনে, চেয়ে আছি চরণ পানে,
ডাকি তোমায় প্রাণ পণে, দয়াকর এই দীনেরে।
নাই যে কিছু সাধনার বল্‌, দুর্গা দুর্গা বলি কেবল,
দাও মা আমায় চরণ যুগল, বিপদ বারিণি :—
কি হবে মা আমার গতি, তার মা সর্ব্বদুর্গতি ;
কিছু যে মা নাই সঙ্গতি, রাখ না মা এই কাতরে।
কালের ভয়ে হয়ে ভীত, ডাকিতেছি তোমায় এত।
কষ্ট ভোগ আর করি কত দেখনা জননি :—
এই জগতের তুমি যে মা, সন্তানের দোষ কর ক্ষমা ;
ললিতেরে রাখনা মা, আছি তোমার চরণ ধ'রে ॥ ৩৬ ॥

পুরবি—একতালা।

শঙ্করি, রেখ আমাকে এ ভব সঙ্কটে ;
ঐ পারের উপায় কর মাগো, যাব যবে আমি ভবের ঘাটে।
শমন শাসন দেখিয়া তারা, ভয়েতে দেখমা হয়েছি সারা ;
ভার হ'ল ভবে ঘোরা ফেরা, ইচ্ছাকরে মা পালাই ছুটে।

দিবা অবসান হবার পরে, যেতে যে হবে মা ভবের পারে;
আছি সদা তাই চরণ ধ'রে, নইলে যে কাল ধর্‌বে জটে।
মায়াতে দেখ মা ঘেরেছে শিবে, উপায় আমার কি হবে ভবে;
ললিত কি চরণ তরণি পাবে, সূর্য্য যবে তার বস্‌বে পাটে। ৩৭ ॥

কেদারা—আড়া।

ছাড় মন কুজন সঙ্গ, করিস্‌ না আর মিছে ব্যঙ্গ,
এই জগত মাঝেতে এসে, হ'লরে তোর অনেক রঙ্গ ॥
এখানে যা দেখ্‌তে পাবি, সকলি যে মায়ার ছবি;
কিসে ভব পারে যাবি, ক'রে নেরে সেই প্রসঙ্গ ॥
ভব সাগর পারে যেতে, তরি কভু নাই যে তাতে;
মর্‌বি শেষে অকুলেতে, তাই ভেবে কাঁপিছে অঙ্গ ॥
ষড় রিপুর সঙ্গ ছাড়, মায়ের চরণ হৃদে ধর,
দুর্গা নামের ভেলা কর, তবে যাবে তোর আতঙ্ক ॥
থাক ললিত চরণ ধ'রে, ডাক মাকে বদন ভ'রে;
মা যদি তোয় কৃপাকরে, হবে তোর সব মোহ ভঙ্গ ॥ ৩৮ ॥

মূলতান—আড়া।

বল দেখি আমার দশা, কিহবে জননি;
নিশ্চিন্ত মা থাক্‌লে পরে, উপায় আমার নাই তারিণি।
ভব পারে যেতে হবে, তরণি যে নাহি শিবে,
অকুল সাগর হেরে মাগো, কাঁপি যে ভবানি।

এত দুর্গা দুর্গা ব'লে, ডাকি তোমায় সর্ব্ব কালে;
পারে যাবার উপায় যে মা, ঐ চরণ তরণি।
আমার উপায় নাই হ'লে, ঐ চরণ তরি নাহি দিলে;
ডাকবো সর্ব্বনাশী ব'লে, দিবস রজনী।
ঐ নামেতে কলঙ্করবে, কে আর বল নাম লবে;
দে'খ তোমায় দূষ্‌বে সবে, ওমা হয় মোহিনি।
যদি পতিত হয়ে থাকি, তরাতে মা পার নাকি,
দুর্গা নামটি শুনি যে মা, দুর্গতি নাশিনি।
ললিতকে মা রক্ষা ক'রে, ল'য়ে যাও মা ভব পারে;
জগৎবাসী দেখুক যে মা, পতিত পাবনী ॥ ৩৯ ॥

গৌরী—একতালা।

তারিণি আমার, এস মা এই বিপদ কালে;
এই ভব সাগর পারহ'তে মা, ডুবি যে আমি অতল জলে।
(মা) না দেখি নৌকা না দেখি পার, উপায় কিছু নাই যে আমার,
কিসে মা তরি, ভাবি যে অপার, তুমি মা নিদয় আমাকে হ'লে।
দয়ার সাগর তোমাকে জেনে, ডাকি মা সতত কাতর প্রাণে,
সকলি আঁধার তোমা বিনে, রাখ মা আমাকে চরণ তলে।
এত করে তুমি ঘুরিয়ে শেষে, ফেল যদি মা কালের বশে,
দেখ্‌বে সব মা দেশ বিদেশে, ডাকৃবে তোমাকে পাষাণী বলে।
কালের ভয় মা শেষেতে হেরে, ললিত আছে মা তোমাকে ধ'রে,
চরণ তরণী দিও মা তারে, অন্ত কাল তার নিকট হ'লে ॥ ৪০ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা তোমার চরণে কাঁদি প্রাণ পণে শুনেও কি মা তুমি শুনো না।
মা তোমার বিহনে এই জগ জনে উপায় কিছুযে মা পাবেনা॥
জানি কি তোমার সাধন পুজন, জোর ক'রে যে মা লব ঐ চরণ,
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি মা সকলে ঐ নাম বিনা কিছু জানি না॥
চারি ধারে দেখ ছলনা ক'রে, ষড়রিপু সব আছে মা ঘেরে,
কি হবে তারিণি, জগত জননি, এই দীনে সবে মা গো দেখনা॥
অপার দুস্তর সাগর পারে, যেতে হবে মা গো শেষেতে ত'রে;
সকলি আঁধার নাহি দেখি পার তরণি তাহাতে নাই যে মা॥
যম আছে দণ্ড উন্নত ক'রে, জগতের সব পাপীর তরে,
সে সব যাতনা ওমা শবাসনা শুনে যে সদা প্রাণ কাঁপে মা॥
জীবকে জগৎ মাঝেতে এনে, এত কেন কষ্ট দাও মা প্রাণে,
দেখ মা নয়নে, রাখ ঐ চরণে তোমাকে ডাকতে কি জানি মা॥
শেষের দিন মা নিকট হ'লে, রেখ মা সকলে চরণ তলে,
ললিত তোমাকে ডাকিছে অম্বিকে, অন্তিমে যেন তারে ভুলনা॥ ৪১॥

ঝিঁঝিট—এক তালা।

কাতরে ডাকি মা জগৎ জননি, কৃপা ক'রে মাগো কর উপায়।
জানিনা সাধনা, দেখ মা অপর্ণা, রাখ মা সকলে ও রাঙ্গা পায়॥
তোমাকে ডেকে মা কি ফল হ'ল, এত করে যদি ভুগি মা বল,
করুণ কটাক্ষে, দেখিলে মা চক্ষে, আমাদের কষ্ট দূরেতে যায়॥
এত ক'রে সবে ডাকে যে তোমায়, শুনেও কেন মা শোন না তাহায়,
শেষের দিনেতে, আসিবে রাখিতে, এ আশায় ভুলে কি সবাই রয়॥
মনে করে সবে কাতরেতে ডেকে, বিপদ কালেতে পাবে মা তোকে,
বিপদ্ বাড়িছে, সম্পদ নাশিছে, এই তো তোকে ডাকিয়া হয়॥

লুব্ধ আশায় মা পড়িয়া সবে, ছুটা ছুটী ক'রে বেড়ায় ভবে,
স্বধর্ম্ম নাশিয়া, দেখ মা চাহিয়া, পর ধর্ম্ম সব ধরিতে ধায়॥
কেহ বা তোমাকে সহজে ছেড়ে, অপর চারিকে ধরিছে তেড়ে,
মনেতে ভাবিয়া, চলেছে ধাইয়া, হয়ত উপায় হইবে তায়॥
তোমাকে ধ'রে মা সকল হ'লে, ছেড়ে দিয়া কেহ পড়ে কি গোলে,
মা, মা ব'লে সদা, ক্ষেপাতো সারদা কষ্ট কি থাকিত জগত ময়॥
এখন সকলে যদি না দেখ, শেষেতে মা সবে চরণে রেখ,
অনেক পাপেতে, ডুবি মা জগতে, তাই ভেবে সদা ডাকি মা তোমায়॥
ডাকিতে কি সবে জানে মা তোকে, দুর্গা ব'লে কাঁদে শেষের পাকে,
কালের ভয়েতে, ব্যাকুল সবেতে, তাদের দোষ কি ধর'তে হয়॥
সর্ব্ব ব্যাপী মা হয়ে আছ তুমি, রয়েছ সদা হয়ে অন্তর্য্যামী,
বলিছে কাতরে, ললিত তোমারে, এ ভবে সকলে হও সদয়॥ ৪২॥

ভয়রোঁ—একতালা।

রণ তরঙ্গে নাচিছে বামা, শ্যামারূপ ঐ হেররে;
কাল রূপে মায়ের কি শোভা দেখনা, বিজলি ভ্রম যে হতেছেরে।
গঙ্গাধর ঐ চরণ তলে, দেখনা পড়িয়ে রয়েছেরে;
চিকুর জালে ঐ ঘেরেছে পৃষ্ঠ, ললাটে অলোকা জ্বলিছে রে।
মুণ্ডমালা ঐ গলাতে মায়ের, প্রতিপদ ক্ষেপে দুলিছে রে;
নর কর শ্রেণি লইয়ে মা ঐ, কটিতটে দেখ প'রেছে রে।
অসি মুণ্ড দুই করেতে ধ'রে, বর অভয় জীবে দিতেছে রে;
ঐ যুগল চরণে নূপুর সঘনে, তালে তালে ঐ বাজিছে রে।
ডাকিনী যোগিনী লইয়া সঙ্গে, তাণ্ডবে কভু নাচিছে রে;
ভক্তের বাসনা পূর্ণ ক'রে, ওরূপেতে মা ঐ সেজেছেরে।
ঐ চরণ যুগল কমল ভেবে, মধু লোভে ভ্রমর উড়িছে রে;
সুধাংশু ভাবিয়া চকোর চকোরী, সুধা আশে তথা গিয়াছেরে।

হস্তী হয় রথ ধরিয়া করে মা, হেলাতে চর্ব্বণ করিছেরে ;
কভু আমোদ ভরেতে নাচিতে নাচিতে, দানব ধরিতে ধাইছেরে।
সুর ঋষিকুল বামাকে হেরিয়া, সকলে দেখনা নমিছেরে ;
দিতিসুত সব ত্রাসিত অন্তর, নীরবে সকল কাঁপিছেরে।
দানব কুল ত্রাস হয়ে মা, রণ মাঝে ঐ ঘুরিছেরে ;
উজ্জ্বল মধুর ভক্তি শান্তি, একস্থানে ঐ মিলেছেরে।
ললিত তোমার মা চরণ যুগল, কাতরেতে দেখ যাচিছেরে ;
শেষের দিনেতে তাহাকে মাগো, দে'খ যেন তুমি ভুল নারে। ৪৩ ॥

মুলতান—একতালা।

ওমা জগত আরাধ্যে, ত্রিভুবন মধ্যে
তোমা বিনা আর কেহ নাই মা।
রাখ চরণেতে, ওগো মা সুমতে,
আর কিছু কামনা করিনা মা॥
তুমি জগৎ জননী, ওগো মা তারিণী,
কি হবে আমার উপায় গো মা।
ঐ চরণ ধরিয়া, আছি মা চাহিয়া,
আশাতে নিরাশ করো না॥
মা বিপদ কালেতে তোমাকে ডাকিতে,
আমরা কি সবে পারি গো মা।
মা নিজ কৃপা গুণে, রাখ ও চরণে,
নিদয় হয়ে যেন থেক না মা॥
মা বড় রিপু কুলে, ঘেরেছে সকলে,
বাধ্য হয়ে তাদের আছি গো মা।
মা সদয় হইয়ে, তাদের নাশিয়ে,
তোমার ললিতে রাখ না মা॥ ৪৪ ॥

ললিত—আড়া।

জাগো গো মা কুণ্ডলিনি, উঠ মা হৃদয়ে চল ;
নিদ্রিতা মা হয়ে থেকে, কি ফল তোমার আছে বল।
ঐ যে গো মা স্বয়ম্ভু বেড়ে, সর্পাকারে মূলাধারে ;
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে আছ মা দেখি :—
অমন করে থাক্‌লে শিবে, শেষে আমার কি যে হবে,
কাতর হই মা উহা ভেবে, আর মিছে ক'র না ছল॥
ক্রমে ক্রমে বেলা গেল, সন্ধ্যা ক্রমে নিকট হ'ল ;
অন্তঃসূর্য্য অস্তাচলে, চলেছে, গো মা :—
এই বেলা মা উঠে এস, হৃদি পদ্মে গিয়া ব'স ;
পূর্ণ কর মনের আশা, কষ্ট দিয়া কি ফল হ'ল॥
কালে আমায় ধর্‌তে এলে, স্থান দিও মা চরণ তলে ;
শেষের দিনে ক'র কোলে, লোলিতে তোমার :—
জবা বিল্বদল লয়ে, সুখী হব পায়ে দিয়ে ;
জ্ঞান চক্ষু খুলে দেমা, দূর কর এই মনের কাল॥ ৪৫॥

ললিত—আড়া।

এই যে হৃদয় মাঝে, লুকালি কেন মা শুনি ;
পাপে মায়ায় বদ্ধ দেখে, নিদয় কি হলি জননি।
হৃদয়ে তোমাকে রেখে, রেখেছিলাম চখে চখে ;
যেতে কভু দিতাম না মা, তোমাকে তারিণি :—
মায়ার ছলাতে ফেলে, গেছিস্ মাগো দেখি চ'লে,
দেখ্‌তে যে আর পাইনা গো মা, ডাকি তোমায় তাই ভবানি ;
নয়ন মুদে ছিলাম ভাল, চেয়ে, দেখে একি হ'ল ;
পলকেতে মিশাইল, এই হৃদয় বাসিনী :—

কি হবে সেই শেষের দিনে, প্রাণ যায় যে তোমা বিনে;
ডাকি তাই মা প্রাণ পণে, দেখা দে কাল বারিণি।
বিষয় বৈভব তুচ্ছ ক'রে, আছি তোর মা চরণ ধ'রে;
কেন এমন ছলা ক'রে, ডুবালি আমায় :—
ললিতের সেই অন্তিম কালে, থাকিস্ না মা যেন ভুলে;
দিতে হবে শেষের দিনে, মা তোমার পদ তরণি ॥ ৪৬ ॥

আলেয়া—আড়া।

কত রঙ্গ কর শ্যামা, রঙ্গালয়ে এনে সবে;
ঐ রঙ্গ দেখে প্রাণে মরি, শেষেও কি মা রঙ্গ হবে।
ঘুরে ঘুরে হই,মা হত, প্রাণ যে হলো ওষ্ঠাগত;
আর তুমি মা ঘোরাও কত, ক্রমেতে যে জীবন যাবে।
ভব ঘোরে ঘুরিতেছি, উপায় নাই মা কিসে বাঁচি;
মায়া চক্রে প'ড়ে আছি, রাখ মা আমাকে শিবে।
মায়া তোমার বোঝাভার, হয়েছে যে সবাকার;
কাল আছে ভীষণাকার, শেষের দিন মা আস্‌বে যবে।
কালের ভয়ে ভীত হয়ে, কাঁপি যে মা প্রাণভয়ে;
রাখ চরণ যুগল দিয়ে, তোমার এই ললিতে ভবে ॥ ৪৭

পুরবি—একতালা।

ত্রাহি মে তারা, এই দীন জনে করুণা দানে;
অদৃষ্ট চক্র ঘোরায় সদা, শান্তি দে মা কাতর প্রাণে।
অধিক সুকৃতি আছে মা যার, অকাতরে সে যে হইবে পার;
অধম আমি অতি দুরাচার, উপায় নাই ঐ চরণ বিনে।

শেষের দিন্ যে নিকটে এলো, ধর্‌বে এসে মা আমাকে কালে ;
যদি না রাখ ঐ চরণ তলে, কে আর রাখিবে পতিত জনে।
দিনান্তে দেখ মা তোমাকে ডাকি, এই সাহসে মা বসিয়া থাকি ;
কাল্‌কে কিছু মা ভয় কি রাখি, বিধি হর হরি ভাবি না মনে।
অন্তকাল মা আসিবে যবে, কাল্‌কে যদি মা ধরিতে দেবে ;
ললিতের দশা হবে কি তবে, আছে সে চেয়ে ঐ চরণ পানে ॥ ৪৮

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

কেও কামিনী, জলদবরণী, শঙ্কর হৃদে সমরে নাচিছে ;
বামারে হেরিয়া, ব্যাকুল হইয়া, দানব সকলে সতত কাঁপিছে।
অসি মুণ্ড বর অভয় হের, চারি করেতে ধরিয়া রয়েছে ;
অসুরের কুল, হইয়ে আকুল, ঘন নাদ শুনে প্রমাদ গণিছে।
বদন কমলে ত্রিনয়ন হের, হুতাশন সম ক্রোধেতে জ্বলিছে ;
সহাস্য বদনে, অনুগত জনে, সানন্দ নয়নে অভয় দিতেছে।
হাসিতে হাসিতে হস্তী হয় রথ, লইয়া দেখ ঐ চর্ব্বণ করিছে ;
নাচিতে নাচিতে অসুর দলিতে, অস্ত্রসব লয়ে কখন ধাইছে।
শ্রবণযুগলে আভরণ ছলে, শবশিশুযুগ্ম, হের ঐ পরেছে ;
নর মুণ্ডহার, কি শোভা তাহার, তালে তালে ঐ গলেতে দুলিছে।
চাঁচর চিকুরে পৃষ্ঠ দিক্ হের, অন্ধকার ক'রে ঘেরিয়া রয়েছে ;
নরকর শ্রেণী, লইয়া ভামিনী, কটিতটে ঐ বেড়িয়া পরেছে।
সকলের সার জগত আধার, ত্রিভুবন হের যাঁহারে নমিছে ;
ঐ সে কামিনী, জগত জননী, যাঁর পয়োধর ত্রিজগৎ যাচিছে।
নাচিতে নাচিতে এস মা হৃদয়ে, মানস আসন সজ্জিত রয়েছে ;
লীলার ছলেতে,হইবে দেখিতে, তোমার ললিতে, কাতরে ডাকিছে ॥ ৪৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

(মা) প'ড়ে সংসারেতে, ঘুরি মা জগতে, এত ভুগে আর প্রাণ রবেনা।
কি হবে তারিণি, দিবস যামিনী, স্থির যে আমাকে হ'তে দিলেনা॥
আছি সারাদিন গণ্ডগোল ল'য়ে, ঘুরি সবে দেখ সন্তোষ করিয়ে;
দেখনা চাহিয়ে, ওগো মা অভয়ে, অভয় দিয়ে এই দীনে রাখনা॥
প্রাতঃকাল হ'তে বোঝা লয়ে শিরে, ভ্রমিতেছি সদা জঠরের তরে;
কি ক'রে তোমারে, থাকিব মা ধ'রে, স্থির হ'তে যে মা আর পারি না॥
তোমার চরণ আশ্রয় ক'রে, চ'লে গেছে সবে এ ভব পারে;
বলনা আমারে, তরিব কি ক'রে, উপায় যদি মা কিছু পাবনা॥
দিবা অবসান ক্রমে হয়ে এল, আর কি উপায় আছে মা গো বল;
দিনান্তে তোমাকে, ডাকি মা অম্বিকে, দুর্গা নাম ছাড়া কিছু জানিনা॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি মা কাতরে, আছি সদা তাই সাহস ক'রে;
নামের গুণেতে, হবে মা বাঁচাতে, আর বিপদেতে ফেলে রেখনা॥
ও চরণে লক্ষ্য সদা ক'রে আছি, সংসার বন্ধন গেলে তবে বাঁচি;
রাখ মা চরণে, আপন সন্তানে, ও চরণ বিনা কিছু জানি না॥
এ সংসার মা সব তোমারই বোঝা, মাথায় ক'রে বোরা এত কি সোজা;
রাজা কিবা প্রজা, সকলের সাজা, তাই ছাড়া আর কি হ'তে পারে মা॥
বোঝা ব'য়ে মা গো যে সময় থাকে, সেই সময়েতে ডাকি মা তোমাকে;
ফেলে সংসারেতে, তোমার ললিতে, দে'খ যেন মা গো ভুলে থেকনা॥ ৫০।

পুরবি—একতালা।

বিফলে গেল, এমন দিন যে ফুরিয়ে এল।
ক্রমে ক্রমে শেষের দিন যে, দেখ দেখি মন নিকট হ'ল॥
আছে যে কত কালের তাড়না, সে সব দিন কি মনেতে ভাবনা,
পেতে হবে মন অনেক যাতনা, তোমার ভাবা যে উচিত ছিল॥
এখানে এসে যা দেখিছ সবে, শেষেতে কিছু কি তোমার হবে,
স্থির ভাবে সব দেখনা ভেবে, কেউ কিছু কি সঙ্গে নিল॥

মিছে কেঁদে কেঁদে মরিলে পরে, মাকে কি কেউ ধর্‌তে পারে,
ডাকার মত ডাক না তাঁরে, নৈলে যে মন সব ফুরাল ॥
আর কেন মিছে আছিস্ ব'সে, মায়ের চরণে ব'স্ না ঘেঁসে,
ললিতের উপায় কর না শেষে, স্থির ভাবে কি থাকা ভাল ॥ ৫১

বেহাগ—আড়া।

বদন ভ'রে দুর্গা দুর্গা বলনা একবার।
অন্তিমেতে অকাতরে, ভব সাগর হবে যে পার ॥
কেন মিছে মায়ার ছলে, আছ তুমি নামটি ভুলে,
তোমার যে এ দিন ফুরালে, নাহি আর উপায় :—
দুর্গা নাম দুই অক্ষরে, যন্ত্র মন্ত্র রূপ ধরে,
ডাক যদি সদা তাঁরে, কাল কি করিবে আর ॥
দিনে দিনে দিন্ গেল, অন্তঃকাল যে নিকট হ'ল,
এত আশা সব বিফল, হবে কি তোমার :—
দুর্গা নামে সকল হবে, অকাতরে চরণ পাবে,
ললিত ভব পারে যাবে, উহা মন করনা সার ॥ ৫২ ॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

জয় মা তারা, সর্পাকারা, মূলাধার বাসিনি।
বিপদ হরা, শম্ভূদারা, দুর্গা স্মর ঘাতিনি ॥
শ্যামা ভবানি, শিবে সর্ব্বানি, সর্ব্বত্রাস হারিণি।
ভব পূজিতা, সুর সেবিতা, সর্ব্ব সিদ্ধি দায়িনি ॥

শুম্ভ ঘাতিনি, চণ্ড নাশিনি, মহিষাসুর মর্দ্দিনি।
ভক্ত জননি, কাল বারিণি, দুর্গে দুর্গতি নাশিনি॥
দক্ষ দুহিতা, রাম পূজিতা, সর্ব্ব জগৎ বন্দিনি।
ভক্তে বরদা, ত্রাহি অন্নদা, ললিতেঽভয় দায়িনি॥ ৫৩॥

ভয়রোঁ—একতালা।

রণসাগর মাঝেতে হের, নাচিছে কাল কামিনী।
ত্রিভুবন মিলে, নমিছে সকলে, দেখনা দিবস রজনী॥
অসুরের কুল, হইয়া আকুল, লুটায়ে পড়িল, ধরণী।
আকুলিত প্রাণে, বরাভয় দানে, রাখিছে জীবনে, ভামিনী॥
জ্যোতির বিকাশে, জগত প্রকাশে, হৃদয় আকাশে, শোভিনী।
কালরূপ হের, কিবা মনোহর, কাতরেতে বর, দায়িনী॥
যুগল চরণে, সুশীতল গণে, আকুলিত জনে, তারিণী।
স্মর হর উরে, সুখেতে বিহরে, অসিমুণ্ড করে, ধারিণী॥
ডাকিনী সকলে, যোগিনীর দলে, করেছে বিমলে, সঙ্গিনী।
দিক্ আলো ক'রে, রণেতে বিহরে, প্রফুল্ল অন্তরে, ঈশানী॥
অমরের হাস, অসুরের ত্রাস, ভক্তের উল্লাস, দায়িনী।
এই দীন জনে, কৃপা কণা দানে, রাখ মা চরণে, শিবানি॥
চরণ যুগল, দেহি মে কেবল, আমার সম্বল, জননি।
অন্তিম সময়ে, ত্রাহি মে অভয়ে, ললিত হৃদয়, বাসিনি॥ ৫৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

যাও যাও শমন যাওহে দূরে এস না আর্ কাছে হে।
কর গিয়ে অপর লক্ষ্য আমায় কি আর পাবে হে॥
চেয়ে দেখ এ বুকের মাঝে, আমার মা ঐ ব'সে হে।
ভয় কেন আর খাব তোমায়, ভয় কি আমার আছে হে॥

আসন দিয়ে ঐ মাকে আমি, সদা ধ'রে আছি হে।
হাসি মুখ্‌টী দেখ্‌লে চেয়ে, সকল বিপদ যাবে হে॥
যে অভয় চরণ আছি ধ'রে, আপনি অভয় হবে হে।
তোমার ভয়ে কাতর মিছে, আর কি আমায় কর হে॥
নয়ন মুদে দেখি কেবল, মাকে হৃদয় মাঝে হে।
কাছে যেতে পারি না যে, এই তো কষ্ট আছে হে॥
এবার যখন আস্‌বে শমন, বন্ধু ভাবে এস হে।
তোমার সঙ্গে যেয়ে আমি, মায়ের কোলে উঠ্‌ব হে॥
মায়ের কোলে যাব যখন, তখন শমন দে'খ হে।
হাস্‌বে ললিত মনের স্থখে, আর্‌ কি সে কোল ছাড়্‌বে হে॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আয় আয় মা আয় গো কাছে, কোলে আমায় কর না রে।
ধীরে ধীরে আস্‌ছে শমন, অবশেষে ধর্‌বে রে॥
ফিরে যেতে বল্‌ মা তাকে, ধর্‌তে যেন দিস্‌ না রে॥
যমের হাতে আমায় দিলে, সবাই তোকে দুষ্‌বে রে॥
দুষী হইতো দণ্ড কর্‌'না, বিচার করে দেখ নারে।
মায়ের হাতে বিচার হ'লে, ভাবনা কি আর থাক্‌বে রে॥
তোর কোলে মা উঠব্‌ যখন, তখন ভয় সব্‌ যাবে রে।
শমন দেখে বুঝ্‌বে সকল, আর কি আসতে পারিবে রে॥
বুকের মাঝে রয়েছিস্‌ মা, চুপ্‌টি করে ব'সে রে।
হাঁসি মুখটি দেখি যখন, নয়ন মুদে দেখি রে॥
ও হাঁসি কি ভালর তরে, বুঝ্‌তে কৈ মা পারি রে।
ভয় যদি মা দূর্‌ না করিস্‌, হাসিতে কি ভুল্‌ব রে॥
ছল ক'রে কি ভুলিয়ে দিলে, ললিত তোকে ছাড়িবে রে।
কোলে ক'রে আপন ছেলে, শমন কে তুই দেখা রে॥ ৫৬॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা বিষয় বৈভব, স্বজন বান্ধব, কিছু যে শেষেতে রবেনা।
এ ভব মাঝেতে, আপন বলিতে, কাহাকেও কেহ পাবে না॥
আপনার ভেবে, দেখিতেছি সবে, শেষেতে সঙ্গে কেউ যাবে না।
সবে অন্ধ ক'রে, আছে মায়া ঘেরে, আর যে সহেনা যাতনা॥
এমন ভাবেতে, রেখেছ জগতে, কেউ যে কিছু মা বোঝেনা।
ত্রাহি কৃপাকরি, ও গো মা শঙ্করি, আর যে এজীবন বাঁচেনা॥
অসার সংসারে, ভ্রমি বারে বারে, আর যে ঘুরিতে পারিনা।
সব দেখি মিছে, কেবা কারে পোছে, সীমা যে কিছুরই হবেনা॥
এমন ভাবেতে, থাকিলে ভবেতে তোমার কৃপা মা গো পাবনা।
শেষেতে শমন, রয়েছে ভীষণ, কর্‌বে যে মা অতি তাড়না॥
এভব সাগরে, কিসে যাব ত'রে, পার ক'রে কেউ মা দেবেনা।
অন্তকাল এলে, রেখ পদতলে, ললিতে যেন মা ভুলনা॥ ৫৭॥

ললিত—আড়া।

কেন এমন কর দুর্গে, বৃথা এ জীবন গেল।
এত ছলা ক'রে কেন, নিদয় আমাকে বল॥
মা হয়ে যে কষ্ট দেবে, সেকি আমার প্রাণে সবে;
মরি তাই মা ভেবে ভেবে, দেখ নয়নে:—
তুমি যদি না দেখ্‌বে মা, কে আর আমায় কর'বে ক্ষমা,
নিত্য দুখী আছি যে মা, মিছে কি মা সকল হ'ল॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকি, তাতেই যে মা আছি সুখী;
সদা হৃদয় মাঝে দেখি, তোমায় জননি:—
তার ফলে মা এই কি হবে, কষ্টেতে সব্ এদিন যাবে;
আর কবে মা আস্‌বে শিবে, ত্যজিবে সকল ছল॥
কত রূপে ভোলাও এসে, ফেল্‌তে চাও মা আমায় দোষে;
ভয় দেখাও যে অবশেষে, কাতর জনে:—

এখন ও সব্ সহ্ হবে, যতদিন্ মা রাখ্‌বে ভবে ;
শেষে ললিত কি দেখ্‌তে পাবে, তোমার ঐ পদ যুগল ॥ ৫৮

ললিত—আড়া।

সিংহের উপর ব'সে কেন, ও মা জগত জননি ;
মানস আসনে ব'স, এস মা কাল বারিণি।
চারি অস্ত্র চারি করে, আহা কিবা শোভা করে,
ব'সে শতদলোপরে, অভয় দায়িনি :—
জিনি বাল প্রভাকরে, সেজেছ ও রূপ ধ'রে ;
লোহিত বসন প'রে, নাগোপবীত ধারিণি ॥
সেজেছ প্রফুল্ল মনে, নানা রত্ন আভরণে,
মনে কি কর না দীনে, ত্রিগুণ ধারিণি :—
সুরাসুর ঋষিকুল, নমিছে হ'য়ে আকুল,
অন্তিমেতে দে মা কূল, ললিত হৃদি বাসিনি ॥ ৫৯ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

লোহিত বরণী হয়ে, কেন তুমি, ছিন্নভালা রূপ ধরেছ মা ;
দেখি মা অভয়ে, উলাঙ্গিনী হয়ে, কামাশক্তি পরে নাচিছ মা।
আপনার শির আপনি কেটেছ, ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়ে রয়েছ ;
ত্রিধারাতে দেখি রুধির ঢালিছ, একি অপরূপ সেজেছ মা।
দুই পাশে দুই যোগিনী নাচিছে, উন্মত্ত হইয়া রুধির পিতেছে ;
ছিন্ন শির এক হাতেতে রয়েছে, অপরেতে খড়্গা দেখি যে মা।
নিজ মুখে এক ধারা যে লয়েছ, বিপরীত রতি উপরে শোভিছ ;
ক্ষণপ্রভা সম বরণ ধরেছ, রূপে ত্রিভুবন মোহিছ মা।
হের মাকে সবে প্রচণ্ডা রূপেতে, সেজেছে মা ঐ রিপুকুল দলিতে।
চরণ কমলে তোমার ললিতে, স্থান দিতে যেন ভুল না মা ॥ ৬০ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

সংসার কামনা, নাহি আর বাসনা, পেতেছি যাতনা কত মা।
এ বিপদ হ'তে, আমাকে রাখিতে, বল কে জগতে আছে মা॥
ডাকি মা তোমারে, সতত কাতরে, বারেক আমারে, দেখ মা।
নাজানি সাধনা, কর মা করুণা, কোথা শবাসনা রাখ মা॥
অন্নচিন্তা যে মা প্রবল ভবে, তাই ল'য়ে কি মা এদিন যাবে।
তব চরণেতে, পারি কি বলিতে, কত যে ভুগিতে, হয় গো মা॥
ভব জলনিধি রয়েছে অপার, কিগুণে সে আমি হব মা পার।
নাহি অন্য বল, কাঁদিয়া কেবল, দুর্গা দুর্গা ব'লে, ডাকি মা॥
দুর্গা নামে পাপী তরে মা সকল, তাই এ অধম ডাকিছে কেবল।
দুর্গতি নাশিনি, ভব নিস্তারিণি, কোথা গো জননি, এস মা॥
অপর আশা মা গো করি না মনে, অন্তিমেতে চরণ দিও মা দীনে।
ধরিলে শমনে, কৃপাবিন্দু দানে, ললিতামোহনে, রেখ গো মা॥ ৬১॥

ঝিঁঝিঁট্‌—একতালা।

ও মা, শ্মশান বাসিনি, জগত জননি, ত্রাণ কর এই দীনে গো মা।
ও মা, ভব ভয় হরা, কোথা শম্ভুদারা, নয়নের তারা, এস গো মা॥
একাধারে কত গুণ আছ ধ'রে, বুঝায়ে দিতে মা অপরে কি পারে।
সংসার সাগরে, লয়ে যেতে পারে, তুমি ছাড়া কেবা, আছে গো মা॥
অসম্ভব সব তোমাতে সম্ভবে, যে মা যাহা চাবে সে তখনি পাবে।
এক মনে যবে, তোমাকে ডাকিবে, দুর্গতি নাশিবে, তার্ গো মা॥
কাল ভয় নাশ কাল নিবারিণি, ভক্ত জনে মা গো অভয় দায়িনি।
কোথা মা ভবানি, ত্রিগুণ ধারিণি, হয়ে ভুজঙ্গিনী, রয়েছ মা॥
দেহি দীনে মা গো চরণ যুগল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের সম্বল॥
তুমি মা সকল, জানি যে কেবল, চরণেতে স্থান, দিও গো মা॥
মায়া অন্ধকারে ঘেরেছে জীবে, মুগ্ধ হয়ে দেখ পড়েছে সবে॥
জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে, কখন অভয়ে, রাখিবে জীবেরে, বল গো মা॥

কোথা কৃপাময়ি জলদকান্তি, এ ভবে প'ড়ে মা হ'ল যে ভ্রান্তি॥
সংসারের শ্রান্তি, কর মা শান্তি, কাতরে ললিত, যাচে গো মা॥ ৬২

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

কার্ ও রমণী, হয়ে উলাঙ্গিনী, স্মর হর উরে তাণ্ডবে নাচিছে।
প্রতি তালে তালে, মুণ্ডমালা দোলে, নরকর ল'য়ে কটিতে পরেছে॥
বরাভয় মুণ্ড অসি ল'য়ে হাতে, ডাকিনী যোগিনী লইয়াছে সাথে।
অসুরের কুল, হইয়া ব্যাকুল, যাঁহাকে হেরিয়া সতত কাঁপিছে॥
কোটি চন্দ্র আভা নখরেতে হের, রাম রম্ভা সম উরু শোভাকর।
চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমল, মানস ভ্রমর তাহাতে উড়িছে॥
মৃদু মৃদু হাসি বদন কমলে, চাঁচর চিকুর পৃষ্ঠেতে দোলে।
হস্তী হয় রথে, ধরি তুই হাতে, আনন্দ মনেতে চর্ব্বণ করিছে॥
অপরূপ রূপ দুই পয়োধর কিবা, জগৎ পোষণ করে নিশি দিবা।
মরি কি কোমল, নয়ন যুগল, কাতরে অভয় সদা ঐ দিতেছে॥
ঐ যে ভব দারা জগত জননী, সর্ব্ব তাপ হরা দুর্গতি নাশিনী।
ত্রিগুণ আধার, সকলের সার, ব্রহ্মা বিষ্ণু হর যাঁহাকে নমিছে॥
মরি কিবা নবীন্ নীরদ কান্তি, জলদ বলিয়া কভু হয় ভ্রান্তি।
চরণের প্রান্তে, স্থান দে মা অন্তে,এদীন ললিত কাতরে ডাকিছে॥ ৬৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

কেন মা গো তুমি, লোহিত বরণী, সিংহের উপরে বসিয়া রয়েছ।
তরুণ অরুণ, জিনিয়া বরণ, নানা আভরণ, দেখি মা পরেছ॥

ঐ যে শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ হাতে, ধ'রে আছ কি মা অসুর দলিতে।
তোমার পায়েতে, হেরি কাতরেতে, সুর ঋষিকুল সতত নমিছে॥
ক্ষণপ্রভা সম ত্রিনয়ন জ্যোতি, তব শ্রীচরণ সুশীতল অতি;
জগত জননী, কাল নিবারিণী, ত্রিজগৎ তুমি প্রসব করেছ।
লীলার বশেতে কত লীলা কর, পদ নখরেতে শোভে সুধাকর;
তব পয়োধর, সুধার আকর, জগৎ যাহাতে পোষণ করেছ।
নাভিপদ্ম যেন প্রফুল্ল কমল, ত্রিবলির ছলে শোভিছে মৃণাল;
শত দল দলে, ব'সেছ বিমলে, দুর্গা দুর্গা ব'লে সকলে ডাকিছে॥
কিবা অপরূপ রূপ মা তোমার, তুমি যে মা হও জগতের সার;
ভব পারাবার, দেখিয়া অপার, পার হয়ে যেতে অভয় দিতেছ।
জগদ্ধাত্রীরূপে দুর্গতি নাশিনী, সেজেছ হ'তে কি ললিত জননী;
দেহি মে ভবানি, ও পদ তরণি, কাল ভয়ে প্রাণ সদা যে কাঁপিছে॥ ৬৪॥

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

দুরন্ত সাগরে, কিসে যাব ত'রে, বারেক আমারে, ব'লে দেমা।
হেরি যে অপার, নাহি পারাপার, কেউ ক'রে পার, দেবে না মা॥
অন্ধকার ক'রে ঘেরিয়া রয়েছে, সহজেতে মা গো কে পার হতেছে।
তাই ডাকি সদা, কোথা মা সারদা, হ'য়ে মা বরদা, রাখ গো মা॥
দীন হীন মা গো সন্তান তোমার, প'ড়ে আছে ল'য়ে সকলই অসার।
কিছু নহে তার, ভবে কেবা কার, কষ্ট কত আর, সবে গো মা॥
চারি দিকে মায়া ঘেরে আছে শিবে, তাহ'তে বাঁচিতে কে মা আর পাবে।
ক্রমে সব যাবে, সকলে ছাড়িবে, কেবা কাছে রবে, বল গো মা॥
যে ভাবে রেখেছ সব তুমি জান, তবে কেন মা গো হয়েছ কৃপণ।
তোমার চরণ, যাচি সর্ব্বক্ষণ, হ'য়ে এক মন, ডাকি গো মা॥
অনন্ত সাগরে সদা যে মা হেরি, তব চরণ বিনা নাহি অন্য তরি।
কোথা গো শঙ্করি, দেনা মা ঐ তরি, ভব সিন্ধু তরি, হেলাতে মা॥

দিবা অবসানে জীবনের শেষ, হয়ে গেলে মা গো ধরি দণ্ডী বেশ।
হরি হরি ব'লে, লয়ে মা সকলে, শ্মশানেতে চলে, যাবে গো মা॥
ভস্ম ক'রে মাগো ফেলিবে এ দেহ, ললিতকে কি আর খুঁজিবে মা কেহ।
বারেক্ কৃপা দৃষ্টে, চাহিলে অদৃষ্টে, আর কি এ কষ্টে, ভাবি গো মা॥ ৬৫॥

ভুবনের স্তব অথবা ভৈরবী—একতালা।

মা গো এ ব্রহ্মাণ্ড, হেরি যে প্রকাণ্ড, অপরূপ কাণ্ড, তোমারই মা।
নাহি আদি অন্ত, সদা যে অনন্ত, কেবা তার অন্ত, পেয়েছে মা॥
পশুপক্ষী আদি, বৃক্ষ হ্রদ নদী, সংখ্যা ক'র্‌তে কি, পারে গো মা।
মনুষ্য জগত, সলিল পর্ব্বত, আছে যে মা কত, কে জানে মা॥
ভূচর খেচর, কিম্বা জলচর, কত মরামর, আছে গো মা।
ব'লে কে মা দেবে, কিসে মা বুঝিবে, অন্ত কে মা পাবে, বল গো মা
সর্ব্ব হিতে রত, আছ অবিরত, বিপদেতে যত, রাখ গো মা।
দীন হীন জনে, দয়া বিতরণে, রাখ মা জীবনে, সদা যে মা॥
তোমার মহিমা, কে করে মা সীমা, নাহি যে উপমা, ভবেতে মা।
অনন্ত রূপেতে, ঘুরিছ জগতে, আছ যে সবেতে, শুনি গো মা॥
এ কীর্ত্তি মা যাঁর, কঠিনতা তাঁর, ভাল কভু আর, সাজে কি মা।
নিজে ক'রে সব, নাশিবে কি সব, তাহা কি সম্ভব, হবে গো মা॥
ভবে দেখি যাকে, উন্নত মস্তকে, কেবল তোমাকে, ডাকে গো মা।
যত চরাচরে, তব স্তুতি করে, ভবেতে যাহারে, রেখেছ মা॥
বৃক্ষ আদি যত, বাক্য বিরহিত, ঊর্দ্ধ মুখে যত, আছে গো মা।
বলিছে কাতরে, এ কষ্ট নাশরে, কত সহ্য ক'রে, থাকি গো মা॥
যদি কৃপা ক'রে, দেখ মা কাতরে, আর কেবা ডরে, ভবেতে মা।
তোমার চরণে, সেই শেষ দিনে, ললিতা মোহনে, রেখ গো মা॥ ৬৬।

ভয়রোঁ—একতালা।

দুর্গা দুর্গা দুর্গা বল, দুর্গা নামে মাতরে।
দিবা অবসানে, নিশা আগমনে, অভয়া চরণ পাবেরে॥
দুর্গতি নাশিনী মাকে, বদন ভ'রে ডাকরে।
ত্রিতাপ হারিণী, কলুষ নাশিনী, ভক্তে অভয় দেবে রে॥
ভব ভয় হরা, হয়ে নিরাকারা, হৃদয় মাঝে মা আছে রে।
জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে, কখন অভয়ে, সকলই যে আলো করে রে॥
মায়ের বিমল, চরণ যুগল, ভক্তিভরে যে ধরে রে।
এ বিঘ্ন বিপদ্, বিনাশি সম্পদ্, সদা যে মা তায় দেবে রে॥
সেজেছে সমরে, সিংহের উপরে, দুর্গা রূপ মার্ হের রে।
তারণ কারণ, ও দুই চরণ, দেখে সদা সুখে ভাসরে॥
শঙ্খ চক্র ধনুর্ব্বাণ, ঐ মায়ের চারি হাতে রে।
রূপের আকর, জিনি প্রভাকর, মাকে আমার ঐ দেখ রে॥
নাগ যজ্ঞোপবীত ধ'রে মা, লোহিত বসন প'রে রে।
নাভি শত দল, সহিত মৃণাল, ত্রিবলির ছলে শোভে রে॥
কভু মা রূপসী, হইয়া ষোড়শী, কভু যে বৃদ্ধা সাজে রে।
কভু উলাঙ্গিনী, করাল বদনী, তাণ্ডবে আবার নাচে রে॥
কত রূপ ধ'রে, জগতে মা ঘোরে, জীবেরে কাতরে রাখে রে।
সুর ঋষিকুল, হইয়া আকুল, চরণ কমলে নমে রে॥
কিবা অপরূপ, হয়েছে ও রূপ, ত্রিভুবন আলো করে রে।
ললিতের এই, হৃদয় আকাশে, সুধাকর সম জ্বলে রে॥ ৬৭॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

মা, মা ব'লে ডাকিস্ না মন, মা বুঝি তোর্ বেঁচে নাই
থাক্‌লে পরে সর্ব্বনাশী, কাছে যে তোর্ আস্‌ত ভাই॥

আয় না এখন মাকে ছেড়ে, বিমাতা মার স্মরণ লই।
তাঁর কৃপা তোয় যে দিন হবে, সেই দিন পাবি যা সব চাই।
অনেক কষ্ট পেয়েছিস্ মন, আর কেন এ কষ্ট সই।
মায়ের নাম ভাই মাথায় রেখে, বিমাতার গুণ সদাই গাই॥
মাকে ডেকে ম'লাম এত, তাঁকে দেখ্‌তে কখন পাই।
বেঁচে যদি থাকে তবে, বাপের গুণ যা ধরে তাই॥
তাহ'লে পর সে মায়ের যে, আর্ কিছু মন ভরসা নাই।
সহস্রারে রেখে তাঁকে, আয় না এখন চ'লে যাই॥
গঙ্গা গঙ্গা ব'লে এখন, গঙ্গাতে মন ভাসান দিই।
হেলায় ললিত দেখ্‌বি তখন, হ'তে পারে ভুবনজয়ী॥ ৬৮॥

ঝিঁঝিঁট—যৎ।

মাকে মন আর ডাকিস্ মিছে, কেঁদে কেন মরিস্ ভাই।
ঘুমিয়ে প'ড়ে সর্ব্বনাশী, প্রাণে বুঝি বেঁচে নাই॥
ঘুম ভাঙ্গাতে ডাকি যত, যত দৌড়ে কাছে যাই।
একই ভাবে আছে প'ড়ে, মায়ের কৈ আর সাড়া পাই॥
দিনে রাত্রি হয়ে আছে, অন্ধকার আর গেল কৈ।
মায়ের জ্বালাই বিষম জ্বালা, এ দুঃখ আর কত সই॥
মাকে এখন ছেড়ে দে মন, মায়ের দুর্গা নামটি চাই।
তাতেই যে তুই সকল পাবি, স্থির হয়ে মন বল্ না তাই॥
দুর্গা দুর্গা ব'ল্‌লে পরে, শমন ভয়ে অভয় পাই।
ললিতের এই সংসারেতে, আছে কে আর দুর্গা বই॥ ৬৯॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

ডাকি তোমায় অবিরত কেন শোন না।
এ ভব মাঝেতে প'ড়ে, যাতনা যে আর সহেনা

মা মা ব'লে সদাই ঘুরে, এ ভাবে কি বেড়াব রে;
দেখ্‌বে নাকি এ দীনেরে দেখা কি মা আর্ পাব না॥
অন্ত বন্ত এই দেহ, রাখ্‌তে কি মা পারে কেহ,
হয়ে আছি আজ্ঞাবহ, দেখ জননি :—
সংসার ব্যূহ ভেদ করি, এমন কি মা সাধ্য ধরি,
চক্রাকারে কেবল ঘুরি, উদ্ধার হ'তে কৈ পারি না॥
মায়া পাশ যে দেখি দ্বারে, রেখেছে মা রুদ্ধ ক'রে,
কেমন ক'রে যাব ত'রে, বল তারিণি :—
কুকর্ম্ম প্রহরী আছে, সদা পথ যে রোধিতেছে,
অগ্রসর মা কে হতেছে, উপায় কিছু কৈ হ'ল না॥
সংসার বৈভব সবে, শেষে কে মা সঙ্গে লবে,
সকলই যে পড়ে রবে, দেখি ভবানি :—
তবে কেন এ সকলে, ললিত কে মা রাখ ফেলে,
অন্ত কাল মা তার এলে, দে'খ যেন শেষ্ ভুলনা॥ ৭০॥

ভয়রেঁা।—একতালা।

হৃদয় মঞ্চে করাল বদনী, অপরূপ এ কি সেজেছে গো।
ঘেরিয়া সকলে, নাচে দলে দলে, কালী কালী ব'লে, ডাকিছে গো॥
ডাকিনী যোগিনী, করিয়া সঙ্গিনী, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, নাচিছে গো।
ভূতগণ মেলি, দেয় করতালি, মধ্যে মুণ্ডমালী, দাঁড়ায়ে গো॥
সদা শব্দ তত্ত্ব, হইয়া উন্মত্ত, সারদার তত্ত্ব, গাইছে গো।
আশা বৃক্ষবনে, জ্ঞানের কূজনে, মন ভৃঙ্গগণে, উড়িছে গো॥
কিবা মনোলোভা, শ্রীঅঙ্গের আভা, সৌদামিনী প্রভা, জিনেছে গো।
পদ কল্পতরু, রাম রম্ভা উরু, কি শোভা মায়ের, হয়েছে গো॥
কটিতট হেরি, স্বলাজে কেশরী, হয়ে বনচারী, রয়েছে গো।
মায়ের উদরে, ব্রহ্মাণ্ড যে ধরে, প্রসব সবারে, করেছে গো॥

সুধার আকর, তুই পয়োধর, মর ও অমর, যাচিছে গো।
বদন কমলে, ত্রিনয়ন জ্বলে, জগত সকলে, হেরিছে গো॥
চতুর্ভুজা হয়ে, খড়্গ মুণ্ড ল'য়ে, বরাভয় জীবে, দিতেছে গো।
জলদ বরণী, হয়ে উলাঙ্গিনী, নর কর শ্রেণী, পরেছে গো॥
হর হৃদি পরে, সুখেতে বিহরে, জীবেরে কাতরে, নিস্তারে গো।
অন্তিম কালেতে, এ দীন ললিতে, পদ যুগ্ম দিতে, ভুলনা গো॥ ৭১॥

বেহাগ—একতালা।

কেন মা তুই একাকিনী।
রূপের ছটায়, সব আলো হয়, জিনেছিস্ যে সৌদামিনী॥
কখন অভয়ে, তোকে মা হেরিয়ে, মনেতে ভাবি যে কাদম্বিনী।
রূপে অনুপমা, নবঘন শ্যামা, শঙ্কর হৃদি বিহারিণী॥
ঘুরিয়া সমরে, আমোদের ভরে, মৃদু মৃদু সদা হাসিনী॥
চণ্ড মুণ্ড হার, কিশোভা তাহার, তালে তালে ঐ দোলে তারিণী॥
কোটি সুধাকর, সম শোভাকর, শ্রীপদ নখর সুখ দায়িনী।
মঙ্গল আলয়, ঐ পদ দ্বয়, দুরন্ত কালের ভয় নাশিনী॥
কেন মা গো তুমি, হয়ে উলাঙ্গিনী, এত লজ্জা হীনা হলি জননী।
বিলোল রসনা, কেন ত্রিনয়না দিতি সুত সবে সদা ত্রাসিনী॥
ভিক্ষা অনুক্ষণ, ছাড়ি শবাসন, পদ্মাসনে এসে থাক্ ভবানি।
ঐ চরণেতে, রাখিস্ ললিতে, সদা হয়ে থেকে হৃদি বাসিনী॥ ৭২॥

বেহাগ—একতালা।

মাকে আমার দেখিবে কারা।
রূপেতে উজলি, খেলিছে বিজলি, এ সহে সকলই, হেরিবে যারা॥

মধুর মূরতি, হয়ে হৈমবতী, মুগ্ধকর অতি, হয়েছে তারা।
এসেছে শৈলজা, হয়ে দশ ভুজা, পূর্ণ হবে পূজা. করিছে যারা॥
লক্ষ্মী সরস্বতী, রয়েছে সংহতি, দান ধর্ম্মে মতি, দিতেছে তারা।
স্কন্দ গজানন, লয়ে সর্ব্বক্ষণ, রাখে ত্রিভুবন, মহেশ দারা॥
ভক্তের উল্লাস, করি তাপ নাশ, স্বতই প্রকাশ, বিপদ হরা।
যত জীবগণে, প্রফুল্লিত মনে, পাইছে চরণে, সুধার ধারা॥
মহিষ নাশিনী, হইয়া জননী, কাল নিবারিণী, কলুষ হরা।
কিবা অপরূপ, হয়েছে ও রূপ, বলনা স্বরূপ, দেখিছ যারা॥
ডাকি অনুক্ষণ, শ্রীচরণে মন, করেছি অর্পণ, শম্ভু দারা।
আসিয়া হৃদয়ে, বস্ মা অভয়ে, কৃতান্তের ভয়ে, কাঁপিছে ধরা॥
পূজিবে তোমারে, সাধ্য কি আছেরে, ললিত কাতরে, হতেছে সারা।
দিয়া কর তালি, ভক্তির অঞ্জলি, ভাবি জবাঞ্জলি,দিতেছে তারা ॥৭৩॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা, হৃদয় বাসিনি, হে মনোমোহিনি, প্রভাকর জিনি, সেজেছ মা।
লোহিত বরণী, হইয়া জননি, কোটি সৌদামিনী, জিনেছ মা॥
মা, ভকত তারণ, তোমার চরণ, ভাবি অনুক্ষণ, হৃদয়ে মা।
অমন ভাবেতে, হয় কি থাকিতে, আমাকে বাঁচাতে, এস গো মা॥
মা তোমার মূরতি, সুকোমল অতি, সদা দে'খে প্রীতি, হয় গো মা।
মনোমুগ্ধকর, পূর্ণ শশধর, সুধার আকর, হয়েছে মা॥
মা, তব কৃপানিধি, যাচি নিরবধি, এ ভব জলধি, তরিতে মা॥
বিনা ঐ চরণ, দুরন্ত শমন, করিবে তাড়ন, শেষে যে মা॥
মা, মনের যত আশা, সকলই দুরাশা, অনন্ত সে আশা, পোরে কি মা।
এই ভিক্ষা করি, দিবস শর্ব্বরী, সদা যেন হেরি, তোমাকে মা॥
মা, হৃদি সরোবরে, কমল উপরে, থাক কৃপা ক'রে, সতত মা।
অবসন্ন হ'লে, যেও না মা ভুলে, রেখ পদতলে, ললিতে মা॥ ৭৪॥

ভয়রোঁ—একতালা।

ভ্রমেতে সব ভুলনারে মন, মা যে আমার মেয়ে নয়।
নবীন নীরদ বরণে কভু, বাঁশী ধ'রে মা পুরুষ হয়॥
শিব সোহাগিনী, হয়ে উলাঙ্গিনী, শিব হৃদি পরে, কথন রয়।
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া, কালীয় নাগেরে, করেছে জয়॥
কভু হেরে রণ, দিতি সুত গণ, প্রাণের ভয়েতে, কাতর হয়।
হয়ে ব্রজ বাসী, বাজাইয়া বাঁশী, কভু গোপিনীকে, মোহিয়া লয়॥
তরুণ অরুণ, জিনিয়া বরণ, কভু মাকে হ'তে, দেখিতে পায়।
পুরুষ্ কি প্রকৃতি, একই মূরতি, মিলন করিয়া, ভাবনা তায়॥
অন্ধ যে নয়ন, সে কিরে কখন, একেতে ও দুই, দেখিতে পায়।
সম দৃষ্টি ক'রে, ডাকিবে তাঁহারে, ললিত যদি রে, ধরিতে চায়॥ ৭৫

তুক্কর সুর বা ভৈরবী—একতালা।

নাহয়ে মরণ, জ্বলিছে জীবন, ওষ্ঠাগত প্রাণ, হ'লো যে মা।
মায়ার তাড়নে, মুগ্ধ ক্ষণে ক্ষণে, কাতর এ দীনে, করেছে মা॥
দিবস শর্ব্বরী, বৃথা কাজে ঘুরি, কখন কি করি, জানি না মা।
পাতিয়া সংসার, ভাবি সবে সার, মনেতে অমর, হয়েছি মা॥
এ ভবেতে খেলা, করিলাম মেলা, ক্রমে গেল বেলা, দেখ না মা।
নাহি যে সম্বল, ছাড় মিছে ছল, দুর্ব্বলের বল তুমি, যে মা॥
ডাকি বারে বারে, জননি তোমারে, ও চরণ ধ'রে, আছি যে মা।
কিসে হব পার, ভব পারাবার, সবে অন্ধকার, ঘেরেছে মা॥
অগতির গতি, রয়েছ সুমতি, সন্তান সন্ততি, রাখ গো মা।
পড়িয়া সতত, সহ্য করি কত, হিতে বিপরীত, হতেছে মা॥
দুর্গতি নাশিনি, এস মা তারিণি, ও পদ তরণি দিতে গো মা।
কৃপা ক'র দীনে, সেই শেষদিনে, ললিতামোহনে, ভুলনা মা॥ ৭৬।

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

বসিয়া হৃদয়ে, মুগ্ধকর হ'য়ে, মনোহর রূপে, সেজেছ মা।
কঠিন ভাবেতে, হয় কি থাকিতে, বিপদ কালেতে, দেখ গো মা॥
রূপে কাদম্বিনী, হয়ে উলাঙ্গিনী, রণ বিহারিণী, হয়েছ মা।
কভু বা জননি, প্রভাকর জিনি, লোহিত বরণী, সাজ গো মা॥
দশ ভুজা হয়ে, কভু বা অভয়ে, সংসারের ভয়ে, তার গো মা।
ভক্তি মুক্তি দিতে, আসিয়া শরতে, ভুলিয়ে রাখিতে, পার গো মা॥
কত রূপ ধ'রে, সদা এস ঘরে, বুঝিতে কি পারে, সবে গো মা।
তোমাকে দেখিতে, কাতর জগতে, সদা আঁধারেতে, খোঁজে যে মা॥
চির অন্ধকারে, এ হৃদি মাঝারে, খুঁজে খুঁজে ঘুরে, মরি যে মা।
পাতকীর ধন, অন্ধের নয়ন, কৃপা কণা দান, কর গো মা॥
আকুল জীবন, তোমার কারণ, হেরিতে চরণ, বাসনা মা।
এসগো শঙ্করি, কাতরে নিস্তারি, দিও পদতরি, ললিতে মা॥ ৭৭॥

লোলিত—আড়া।

পোহাল ষষ্ঠীর নিশি, মা আমার এসেছে ঘরে।
এমন দিন যে আর পাবিনা, আনন্দে মন নেচে নেরে
চারি দিকে অন্ধকার, জ্যোতির্ম্ময়ী মা আমার,
এ জগতের সর্ব্বসার, হয়েছে যে মা:—
ষড় রিপু দমন ছলে, সেজেছে মা অবহেলে,
সাহস ক'রে ধর্‌না বলে, কেন মিছে মরিস ঘুরে॥
জ্ঞান ভক্তি পুষ্পলয়ে, দিবি সদা মায়ের পায়ে,
আমোদ ক'রে বস্‌গে গিয়ে, মায়ের ঐ কোলে:—
বৎসরান্তে পেয়ে মাকে, রাখ্‌বি চরণ চ'কে চ'কে,
যাতনা সব বল্‌বি তাঁকে, ভুলে যেন থাকিস নারে।
এ সুখ সপ্তমী আসি, নাশিছে যে তমো রাশি,

পূজিবে আজ ভারত্ বাসী, নিজ জননী :—
এমন এই সুখের দিনে, কষ্ট সব কি থাকে মনে,
পেয়েছি আজ আপন ধনে, ভয়ে কি আর কাতর করে॥
সম্বৎসর হ'ল গত, কষ্ট আমি সয়ে কত,
করেছি এ দিন গত, বলি কি গো মা :—
কৃপা ময়ীর কৃপা হ'লে, থাক্‌ব সদা চরণ তলে,
দেখিস্ মা গো অন্তিম কালে, ললিতকে তোর ভুলিস্ না রে॥ ৭৮

মুলতান—আড়া।

আয় দেখি মন্, কোন্‌টি মা তোর, চিন্‌সে।
মা মা ব'লে ঘুরিস্ কেন, ভাল করে, ব'লসে॥
যত বেড়াস্ ঘুরে ঘুরে, দেখ্‌তে কি মন্ পাবি তাঁরে,
সোজা হয়ে আমার কথা, শুন্‌সে।
দেখ্ না চেয়ে আপন ঘরে, হৃদয় মাঝে পাবি যে রে,
সেই খানেতে মা মা ব'লে, গিয়ে কপাট, খুল্‌সে॥
বিমল ভাব যে পাবি সেথা, কেন এখন মরিস্ হেথা,
স্থির ভাবেতে গিয়ে সকল, জান্‌সে।
জুড়াবে তোর্ দুনয়ন, সুখী সদা হবি মন,
অনায়াসে ঘুচ্‌বে তোর্ সব্, চাল্‌সে॥
দিন ফুরালে যাবি চ'লে, ধ'র্‌বে তোকে এসে কালে,
এই বেলা মন্ সময় থাক্‌তে, দেখ্‌সে।
ললিতের এই হৃদয়েতে, পদ্মাসনের উপরেতে,
দেখ্‌বি মিন্‌সে হচ্চে, মাগী, মাগী হচ্চে মিন্‌সে॥ ৭৯॥

আলেয়া—একতালা।

দুর্গা দুর্গা বলি মা নিত্য, সদা তাতে আমি সুখী মা সত্য।
দুর্গা নাম বিনা সব অনিত্য, জেনেও কেন মন্ সংসারে মত্ত॥

দুর্গতি নাশিনী তুমিগো জননী, ভব পারাবারে হও যে তরণি,
ত্রিগুণ ধারিণী, কাল নিবারিণী, তুমি বিনা ভবে, সকলই ব্যর্থ ॥
দুর্গা নামের কত আছে যে মহিমা, কে বলিতে পারে কে করে মা সীমা,
কি দিব উপমা, ভবে কি পাব মা, হর পারেন্ কি মা, করিতে ব্যক্ত ॥
দীন জননী তুমি মা ভবেতে, সদা রত আছ জীবের হিতেতে;
ডাকি কাতরেতে, কালের ভয়েতে, কর মা এ দীনে, কলুষ মুক্ত ॥
দুর্গা নাম বিনা কি আছে মা বল্, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের সম্বল,
তুমি মা সকল, জানি যে কেবল, ললিত কি তোমার মা বুঝিবে তত্ত্ব ॥ ৮০ ॥

আলেয়া—একতালা।

মা মা ব'লে ডাকি জননি, কৃপা দৃষ্টি আমায় কর ভবানি,
বিপদে সম্পদে দে'খ মা ঈশানি, তুমি যে মা ভবে ত্রিতাপ হারিণী ॥
রক্ষা কর মা রেখে ঐ পায়, অন্ত নিকট হলে দে'খ মা আমায়,
সে যে বিষম দায়, কে রাখে মা তায়, মা বিনা সন্তানে দেখে কে তারিণি ॥
দেবে রক্ষা কর্‌তে সাজিলে রঙ্গে, অকাতরে রুধির মাখিলে অঙ্গে,
নেচে ত্রিভঙ্গে, সে রণ তরঙ্গে, হলে যে মা হর বক্ষঃ বিহারিণী ॥
নীরদ বরণী বিলোল রসনা, সদা ছিলে মা গো রণেতে মগনা,
ভিক্ষা কৃপা কণা, ও মা শবাসনা, কালী নাম যে মা কাল নিবারিণী ॥
কখন বসিয়া সিংহের উপরে, চারি অস্ত্র মা গো ধরি চারি করে,
জিনি দিবাকরে, রূপ প্রভাকরে, হয়ে আছ দেখি জগত বন্দিনী ॥
ধাত্রী রূপে প্রসব করেছ সবারে, তোমার লীলা মা গো কে বুঝিতে পারে,
নর ও অমরে, ডাকিছে কাতরে, দুর্গারূপে তুমি দুর্গতি নাশিনী ॥
কত রূপে তুমি করেছ তারণ, পুরুষ হয়ে কর ভুভার হরণ,
তব শ্রীচরণ, তারণ কারণ, সদা হিতে রত আছ মা শিবানি ॥
থেকে মা গো এই ললিত হৃদয়ে, কৃপা ক'রে অভয় দিও মা অভয়ে,
যাচি কাতর্ হয়ে, কৃতান্তের ভয়ে, দিও শেষে ঐ চরণ তরণি ॥ ৮১ ॥

আলেয়া—একতালা।

কে মা তুমি নীরদ বরণী, পদ ভরে তোমার কাঁপিছে ধরণী,
কেন তুমি মা গো হয়ে উলাঙ্গিনী, নাচিতে নাচিতে রণেতে ঘুরিছ॥
মৃদু মৃদু হাঁসি বদন কমলে, হুতাশন সম ত্রিনয়ন জ্বলে,
ঐ যে তালে তালে, মুণ্ডমালা দোলে, কটিতটে দেখি নৃকর পরেছে॥
চতুর্বাহু হয়ে সেজেছ সমরে, ঘেরে আছ পিষ্ঠ চাঁচর চিকুর,
খড়্গ মুণ্ড ধ'রে, আছ দুই করে, অপর দুয়ে বর অভয় দিতেছ॥
ডাকিনী যোগিনী নাচিছে সঙ্গে, রুধির দেখি মা মেখেছ অঙ্গে,
কভু ত্রিভঙ্গে, ভ্রমিছ রঙ্গে, গঙ্গাধরকে পায়েতে রেখেছ॥
কেন মা তোমার বিলোল রসনা, হেরিয়া ভয়েতে কাঁপি শবাসনা,
এ রণে মগনা, হয়ে ত্রিনয়না, দিতি সুত সবে হেলাতে দলিছ॥
সুধাকর জিনি পদ শোভাকর, তার তুল্য কি মা কোটি দিবাকর,
দুই পয়োধর, সুধার আকর, ত্রিজগৎ যাতে পোষণ করেছ॥
সদা হয়ে আছ শান্তির আধার, ত্রিতাপ হারিণি কর মা নিস্তার,
ললিত তোমার, কিসে হবে পার, তুমি মা সভয়ে অভয় দিয়েছ॥ ৮২॥

মুলতান—একতালা।

মা, ভ্রমিছ জগতে;
কভু মা সাকার, কভু নিরাকার, কে পারে মা তোমায় চিনিতে॥
তুমি যে অনন্ত, কিসে পাব অন্ত, ঘুরে মরি যে মা সবেতে।
তোমার কি আছে উপমা, কিছুতে নাই সীমা, সহজে পারে কে ধরিতে॥
তুমি মনের অতীত, সর্ব্বগুণাতীত, পার্‌ব কি মা তোমায় ভাবিতে।
সর্ব্বহিতে রত, আছ অবিরত, কে পারে মা লীলা বুঝিতে॥
কভু হয়ে মা সদয়, দিতেছ অভয়, শান্তি পাই যে তব কৃপাতে।
আবার হ'লে মা নিদয়, কেবা কোথা রয়, কাতর হই মা বিষম ভয়েতে॥

কোনরূপ কামনা, নাই যে শবাসনা, শ্রীচরণে চাই মা থাকিতে।
অন্ত নিকট হলে, থেক না মা ভুলে, এ দীনে রেখ মা মনেতে ॥
আসিলে কৃতান্ত, ললিত হবে ভ্রান্ত, পার্‌বে কি মা তোমায় ডাকিতে।
মা গো নিজগুণে, তোমার সন্তানে, হবে যে মা শেষ দেখিতে ॥ ৮৩ ॥

বেহাগ—একতালা।

কি হবে জননি।
সংসারের শ্রান্তি, বাড়ালে মা ভ্রান্তি, কিসে পাব শান্তি, বল তারিণি ॥
সদা মনে আশ, হয়ে মা প্রকাশ ; হৃদি পদ্মে বাস, কর ঈশানি :—
এ দুরাশা প্রবল, কি হবে মা বল ; দুর্ব্বলের বল, তুমি শিবানি ॥
মিথ্যা লয়ে ভবে, শেষে কি মা হবে, তুমি নিদয় রবে, কাল বারিণি :—
তুমি সর্ব্ব সার, সর্ব্ব মূলাধার, দেখনা মা আর, দীনে ভবানি ॥
বড়ই দুরন্ত, রয়েছে কৃতান্ত, হলে মা প্রাণান্ত, ধরে তখনি :—
পেলে ঐ চরণ, বাঁচে মা জীবন, পালাবে শমন, বিপদ গণি ॥
ভব পারাবার, কিসে হব পার, উপায় কি মা তার, করিতে জানি :—
নাই মা কোন বল, কলুষ প্রবল, তুমিই যে মা বল, মনেতে মানি ॥
দুর্গাপদে মন, রাখি সর্ব্বক্ষণ, ভুলিনা কখন, ভব ভামিনি :—
ললিত কাতরে, ডাকিলে তোমারে, দিও মা তাহারে, পদতরণি ॥ ৮৪ ॥

ঝিঁঝিট—যৎ।

মা মা ব'লে ডাকনারে মন, কর্‌বে কি তোর ভয়েতে।
অকুল সাগর শেষে দেখে, হবে কি তোয় ভাবিতে ॥
মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, বসা হৃদি পথেতে।
প্রাণ খুলে তুই মাকে তখন, সাজিয়ে নেনা মনেতে ॥

কষ্ট সয়ে বেড়াস্ কত, দেখ্না রে এ জগতে।
আপনার ব'লে কি তোর আছে, পেরেছিস্ কি বুঝ্তে॥
মাকে যখন কর্বি পূজা, লক্ষ্য রাখবি পায়েতে।
তবে শেষ তোর কাট্‌বে সুখে, নইলে হবে ভুগিতে॥
এ জগতে মিছে এখন, বদ্ধ আছিস্ মায়াতে।
যাদের মায়া করিস্ রে তুই, ছাড়্‌বে তারাই শেষেতে॥
দুর্গা দুর্গা বল্ না সদা, কাল্‌কে পার্বি জিনিতে।
নাম সুধারস পান ক'রে তুই, উঠ্‌গে মায়ের কোলেতে॥
প্রাণ খুলে তুই মা মা বলে কাটা না দিন সুখেতে।
নামের গুণে পালাবে যম, ধর্‌বে কি আর ললিতে॥ ৮৫॥

ভৈরবী—একতালা।

সম্মুখে সাগর, রত্নের আকর,
কোন পারাপার, হেরি না মা।
শব্দ নিরবধি, করিছে জলধি,
নাম মহোদধি, হয়েছে মা॥
বিশাল তরঙ্গ, করিতেছে রঙ্গ,
সদা কূল ভঙ্গ, করিছে মা।
সুনীল আকাশ, জলেতে প্রকাশ,
বহু জীবে বাস, করে যে মা॥
কভু বা উল্লাস, কভু হয় ত্রাস,
কভু বা আশ্বাস, হেরিলে মা।
তোমারি যে সব, বিরিঞ্চি কেশব,
সকলই সম্ভব, তোমাতে মা॥
ভয়ের উদয়, যদি এতে হয়,
শেষের সে দায়, বিষম্ যে মা।
ভব পারাবার, কিসে হব পার,
উপায় কি তার, আছে গো মা॥

হিংস্র জীব কত, ঘুরিছে সতত,
করিবে যে হত, শেষেতে মা।
যদি গো অভয়ে, রাখ এই দায়ে,
নিদয় হইয়ে, থেকো না মা॥
দীনের কামনা, তব কৃপা কণা,
কিছু যে সাধনা, নাহি গো মা।
অপার সাগরে, নিয়ে যেও পারে,
তোমাকে যে ধ'রে, আছি গো মা॥
তোমারই জলধি, তোমারই যে বিধি,
দেখি নিরবধি, ভবেতে মা।
ত্রাহি এ জীবন, দিয়া মা চরণ,
ললিতামোহন, যাচে গো মা॥ ৮৬॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

সহে না যাতনা ওমা শবাসনা
কথা ত শোন না দেখি গো মা।
ওষ্ঠাগত প্রাণ কর দীনে ত্রাণ,
কৃপা বিন্দু দান ক'রে গো মা॥
সংসারেতে বদ্ধ করেছ শিবে,
কত কষ্ট মা গো দিতেছ সবে।
তুমি কি দেখিবে দয়া কি মা হবে,
বিপদে রাখিবে, আমাকে মা॥
চিন্তার সাগর দেখি মা অপার,
তব কৃপা বিনা নাহি পারাপার।
তুমি মা আমার হৃদয়ের সার,
দেখনা মা আর, দীনে গো মা॥

কখন বিশ্বাস হ'ল না জীবনে,
অবিশ্বাসে প'ড়ে আছি নিশিদিনে।
মোহের ছলনে ভুলি সর্ব্বক্ষণে,
ডাকি কাতর প্রাণে, তোমাকে মা॥
আপনার যারা আছে মা ভবে,
প্রাণান্ত সদা যে করিছে সবে।
তুমি কি আসিবে এ দুঃখ নাশিবে,
প্রাণ গেলে শিবে, হবে কি মা॥
অশান্তিতে পূর্ণ হ'ল যে জননি,
রক্ষা কর্ না এসে ত্রিগুণ ধারিণি।
কাল নিবারিণী কলুষ নাশিনী,
দুর্গতি হারিণী, তুমিই যে মা॥
রাখ মা ললিতে তোমার পায়েতে,
আশা পূর্ণ মা গো কর না কৃপাতে।
শেষের দিনেতে ডাকিতে ডাকিতে,
পারি যেন যেতে কোলেতে মা॥ ৮৭॥

ললিত—আড়াঠেকা।

এস মা এস মা দুর্গে, বিলম্বে কি আছে ফল।
সম্বৎসর যে দেখি নাই মা, আর কেন মা ঘরে চল
কাল বর্ষা হ'ল গত, শরৎ যে হ'ল আগত,
করিস্ না আর দিন গত, বলি কাতরে:—
আনন্দেতে সুখের দিনে, জগৎবাসী সর্ব্ব জনে,
দিবে তোর্ মা ঐ চরণে, জবাঞ্জলি বিল্বদল॥

মা গো সেই বিজয়ার দিনে, ছেড়ে গেলি এই ই দীনে,
মনে কি মা এত দিনে, প'ড়েছে আমায় ঃ—
এমন দিন যে আবার হবে, ভেবে ছিলাম আমি কবে,
তোকে ঘরে এনে শিবে, দেখিব পদ কমল ॥
সম্বৎসর মা কষ্ট পেয়ে, কেঁদেছি যে প্রাণের ভয়ে,
কত জ্বালা আছি সয়ে, সাধ্য কি বলি ঃ—
ভেবে ছিলাম মাকে পেলে, সকল দুঃখ বল্‌ব খুলে,
এখন যে মা যাইগো ভুলে, তোকে দেখে সব জুড়াল ॥
আবার শেষে আমায় ফেলে যেন যাস্‌নে মা গো চ'লে,
রাখিস্ চরণ তলে তোর ঐ, এই দীনেরে ঃ—
থাক্ না হৃদয় আলো ক'রে, দেখি তোকে নয়ন ভ'রে,
ললিতকে শেষ কোলে ক'রে, দুরাশা কর সফল ॥ ৮৮ ॥

ললিত—আড়াঠেকা।

এত দিনের পরে কি মা, আমাকে দেখিতে এলি।
কত কষ্টে এদিন গেছে, তুই কি মা দেখিতে পেলি ॥
সম্বৎসর মা হ'ল গত, কষ্ট সহ্য ক'রে কত,
করেছি এ দিন গত, বলি কিগো মা ঃ—
তোর ঐ পথ পানে চেয়ে, তোরই গুণ মা সদা গেয়ে,
সকল কষ্ট আছি সয়ে, কি ক'রে মা ভুলে ছিলি ॥
ছিল মনে এই ভাবনা, তোকে বুঝি আর পাবনা,
চরণেতে স্থান দিবি না, আমাকে গো মা ঃ—
কুচিন্তা মা এখন্ গেছে, সুখেতে মন্ ভাসিতেছে,
পূর্ব্ব কষ্ট সব্ ভুলেছে, যেদিনে মা সদয় হলি ॥

স্থির হয়ে মা থাক্ না কাছে, তোরই জন্য সব রয়েছে,
পদ্মাসন দেখ খোলা আছে, ব'সে থাক্না মা :—
নিত্য যেন শুভঙ্করি, জবাঞ্জলি দিতে পারি,
করাস্ না মা ঘোরা ঘুরি, কাতরে মা তোকে বলি॥
সাজাব মা মনের মতন, তোর ঐ দুটি রাঙ্গাচরণ,
অপর ভিক্ষা নাই মা এখন বলি শুন মা :—
সদা হৃদয় মাঝে ব'সে, ললিতকে মা রাখিস্ শেষে,
দেখিস্ যেন শমন এসে, নিয়ে তাকে যায়না ছলি॥ ৮৯॥

ললিত— আড়া।

এত দিনের পরে কি মা, এলি তুই আপন ঘরে।
সম্বৎসর মা গত হ'লে, মনে হ'ল সন্তানেরে॥
মা মা ব'লে ডেকে ডেকে, কত খুঁজেছি যে তোকে,
সে কষ্ট আর বলবো কাকে শুন্‌বে কে আমার :—
ছেড়ে গেলি বিজয়াতে কত কষ্ট দিলি তাতে,
ভুলে ছিলি সেই হ'তে কেন বল্‌না এ অভাগারে॥
যত কষ্ট সয়েছি মা, তার্ যে কিছু হয়না সীমা,
মনে সকল ক'রে গো মা, বলি কি ক'রে :—
মাকে পেয়ে আমি এখন, ভুলে সব্ মা গেছি যখন,
শীতল হয়েছে জীবন, তোর ঐ রাঙ্গাচরণ হেরে॥
এত দিন মা কোথা ছিলি, একি তুই মা সেজে এলি,
কোথা থেকে এসব পেলি, বল্‌না আমায় :—
আমার মা ত শ্মশানবাসী, কবে হলি রাজ মহিষী,
আজ্ কি তুই মা পেয়ে কাশী, সেজে এলি এমন ক'রে

ও সব্ দেখে কি হবে মা, ভয়েতে যে কাঁপি গো মা,
আবার চ'লে যাবি কি মা ফেলে আমারে :—
ধন রত্ন কোথায় পাব, ভক্তি কেবল দিতে যাব,
যা আছে মা সবই দিব তাতে সুখী হবি কিরে॥
ও রূপে কি তোয় সেজেছে, কৈ মা ভাল দেখায়েছে,
আড়ম্বরই সব রয়েছে দেখি জননি :—
তোর ঐ যুগল চরণেতে, জবাঞ্জলি দে মা দিতে,
কেমন শোভা হয় দেখিতে ললিত তাই মা দেখাবেরে॥ ৯০॥

বাউলসুর।

আয় না মা কুণ্ডলিনি, শিবপুরে, সিংহাসনে ব'সে যানা।
রূপেতে আলো ক'রে, যুগলরূপে, কেমন সাজে দেখিয়ে দেনা॥
আধার সব তাড়িয়ে দিয়ে, মাগো গিয়ে, মনের চ'ক তুই খুলে দেনা।
আর কেন মা আছিস প'ড়ে, স্বয়ম্ভূবেড়ে, কৈলাসেতে উঠে চনা॥
চতুর্দ্দল আধার ছেড়ে, লিঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠানে আয় অপর্ণা।
যেথা বারুণী সখী আছে, বস্‌বি কাছে, কথা কয়ে সুখী হনা॥
ষড়দল পদ্ম ছেড়ে, মণিপুরে, নাভি পদ্মে ব'স্ দেখি মা।
লাকিনী শক্তি তাতে, দশ দলেতে, দেখে শুনে চলে চ না॥
কাকিনী শক্তি যাতে, অনাহতে, বুকে দ্বাদশ দল দেখ না।
বাণলিঙ্গ শিব যে আছে, পদ্মের মাঝে, খানিক তুই মা জিরিয়ে নেনা॥
এই বার্ মা ঐ চরণে, সচন্দনে, জবাঞ্জলি দিতে দেনা।
তখন নিয়ে যাব তোকে, বিশুদ্ধাক্ষে, কণ্ঠদেশে ঐ দেখ না॥
ষোল দল শোভে মা গো, এই পদ্মে গো, শাকিনীকে দেখে চ না।
এ বার চ ভ্রূমধ্যেতে, আজ্ঞা যাতে, হাকিনী মাকে সঙ্গে নে না॥
খানিক মা ব'সে তাতে, কৈলাসেতে, আমার সঙ্গে চল্ দেখি মা।
পরম শিবে মিলিয়ে তোকে, মনের সুখে, যুগল রূপটি দেখিয়ে দেনা॥

এর চেয়ে কি সুখ আছে, জগৎ মাঝে, মনে মনে ভেবে দেখ না।
হংস হংসী মিলন দেখে, মনের ঝোঁকে, ক্ষেপা ললিত নেচে নেনা ॥ ৯১ ॥

বাউলস্থর।

ও ভাই, গর্ভের কথা মনে এক বার কর না।
মনে যদি না থাকে ভাই, বলি একবার শোন না ॥
তোমার অঙ্কুর কালে, যখন গর্ভেতে ছিলে, তখন দশ মাস দশ দিন কষ্ট পাইলে,
ভাইরে যাতনাতে ব'লে ছিলে কর্‌বে মায়ের সাধনা।
কিন্তু প্রথম কালে, যখন জগৎ দেখিলে, তখন পেটের জ্বালায় সদা তুমি ব্যস্ত যে ছিলে,
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটালে, ভুল্‌লে সে সব যাতনা।
তোমার দ্বিতীয় কালে,যখন শৈশব ছিলে,তখন খেলা ধূলায় মত্ত ছিলে সঙ্গীদের লয়ে
ভাই, এক বারেতে ভুলে গেলে মায়ের নাম তো কর্‌লে না ॥
তোমার তৃতীয় কালে, যখন বিবাহ করিলে,
তখন স্ত্রীকে নিয়ে রঙ্গ রসে দিন ত কাটালে,
আমোদেতে দিন গেল ভাই, মা আছে যে ভাব্‌লে না।
তোমার চতুর্থকালে, যখন প্রৌঢ় হইলে, তখন ছেলেপিলে নিয়ে ব্যস্ত সংসারে ছিলে,
তখন, সময় পেলেও তুমিতো ভাই মাকে কৈতো ডাকৃলে না।
তোমার পঞ্চম কালে যখন বৃদ্ধ হইলে, তখন নাতি পুতি নিয়ে খেলে কাটিয়ে
ভাই দিলে, কৈ সময় ক'রে একবার তুমি কর্‌লে না মার সাধনা।
এখন অন্তিম কালে, মাকে স্মরণ করিলে, আর ডেকে তোমার কি হবে ভাই
যাওনা চলে, একবার দেখে এস যমের কাছে আছে কত যাতনা।
দীন ললিতে বলে, ও ভাই সাধন ছলে, দুর্গা নামটি বল্‌লে পরেই কষ্ট যায় চ'লে,
সময় থাকৃতে তোমরা সবাই মায়ের চরণ ধর না ॥ ৯২ ॥

বাউলস্থর ।

মন বল্‌রে বল্‌ মাকে বল্‌রে ।
কি ক'রে তরি মাগো ভবসাগর পার্‌রে ॥
বিনা ঐ চরণ তরি, কিসে এই সাগর তরি,
দেখ্‌না মা বিচার করি, নাহি অন্য বল্‌রে ।
আশ্রিত জনার প্রতি, দয়া মা কর্‌ সম্প্রতি,
আশ্রয় দে দয়া করি, করিস্‌ না কোন ছল্‌রে ॥
দেখ্‌ না মা কত সাজে, বেড়াই মা জগৎ মাঝে,
তোমারই খেলা মাগো, আর্‌ কি আছে বল্‌রে ।
ভাবি যে কাতর হয়ে, ডাকি মা শোন্‌ অভয়ে,
আছি তোর চরণ চেয়ে, ঐ আমার সম্বল্‌রে ॥
জগতে জীব আছে যত, ডাকে মা তোয় সতত,
কালের ভয়ে হয়ে ভীত, তুই তাদের সকল্‌ রে ।
তোর ঐ মা সন্তান গণে, দেখিস্‌ মা নয়ন কোণে,
ডাকে যারা কাতর প্রাণে, হয়ে সচঞ্চল্‌রে,
বালকে দোষ্‌ যা করে, বাপ মা তা ব'লে সারে,
বিপদে রাখে তারে, দেখি চিরকাল্‌ রে ।
তুই মা কি ঐ নিয়ম ছেড়ে, কুণ্ডলিনী থাকৃবি প'ড়ে,
আধারে স্বয়ম্ভু বেড়ে: উঠে মাগো চল্‌ রে ॥
লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে, চ'লে আয় মা আমার সনে,
বারুণী শক্তি যাতে, পদ্ম ছয় দল্‌রে ।
নাভিতে মণিপুরে, দশ দল ঐ শোভাকরে,
লাকিনী শক্তি ধরে, আয়না দেখ্‌বি চল্‌রে,
তার পর চ মা বিশুদ্ধাক্ষে, বার দল দেখ্‌বি বক্ষে,
বাণ লিঙ্গ শিবকে তাতে, দেখ্‌বি মা সকল্‌ রে ।
কাকিনী শক্তির সনে, ব'স্‌ না মা আমোদ মনে,
দিব মা ঐ চরণে, জবা বিল্বদল্‌রে ॥

এই বার মা আয় গো চ'লে, কণ্ঠে ঐ ষোল দলে,
বিশুদ্ধ নাম যে ধরে, শাকিনী মার্ স্থল্ রে।
চ না যাই মা ভ্রূমধ্যেতে, আজ্ঞা দেখ্ মা আছে যাতে;
হাকিনী শক্তি তাতে, পদ্ম দুই দল্‌রে ॥
সখীর সনে কথা কয়ে, চ দেখি মা যাই গো নিয়ে,
সহস্রার পদ্মে গিয়ে, ব'স হয়ে যুগল্ রে।
পরম শক্তি পরম শিবে, উভয়ে মিলন হবে,
এর চেয়ে সুখ আর কবে, হবে গো মন বল্‌রে ॥
ললিত তুই ঐ হংস সনে, হংসীকে আমোদ মনে,
মিলন ক'রে দেখ্ নয়নে, ঐ মার লীলার স্থল্‌রে ॥
ক্ষেপা ক্ষেপীর মিলনেতে, কত সুখ হয় গো তাতে,
মনের আঁধার যায় গো ছুটে, সাধনার এই ফল্‌রে ॥ ৯৩ ॥

বাউলস্থর।

কেন মন ঘরে ব'সে, কাতর হয়ে, আছিস্ এক বার বল্‌বি কি রে।
ডাক্‌লে তুই শুনিস্ না তো, কেন এত, অবোল হয়ে আছিস্ যেরে ॥
উপায় না দেখ্‌তে পেয়ে, কালের ভয়ে, ভাব্‌ছিস্ ব'সে এত কি রে।
হৃদয়ে মা যে আছে, যা না কাছে, তোর কথা সব্ বল্‌গে না রে ॥
ঐ রাঙ্গা পা দুটি ধ'রে, ধীরে ধীরে, মাথার উপর নিবি যে রে।
জবা ফুল বিল্বদলে, দুর্গা ব'লে, ঐ চরণ যুগল সাজিয়ে দেরে ॥
মাকে তুই ধর্‌বি যখন, দেখ্‌বি তখন, ভয় যে তোর্ সব্ যাবে দূরে।
কেন তুই আছিস্ ব'সে, ওঠ্‌না হেঁসে, থাক্‌না গিয়ে ঐ চরণ ধ'রে ॥
পূজা কর আমোদ ক'রে, ভক্তিভরে, দিয়ে মানস উপচারে।
ক'রে বাহ্য পূজা ভবে, বল্ কি হবে, ফেটে মর্‌বি অহঙ্কারে ॥

ডাক্ দুর্গা দুর্গা ব'লে, সকল কালে, ঐ নামটী যেন ভুলিস্ না রে।
ঐ নামের গুণে তর্‌বি শেষে, মিছে ব'সে, আর্ কেন কাল্ কাটাছিস্ রে।
ললিত তুই শেষের দিনে, মা বিহনে, উপায় দেখ্‌তে পাবি না রে।
ঐ দুর্গা দুর্গা ব'লে, শেষের কালে, যাত্রা ক'রে যাবি পারে॥ ৯৪॥

বাউলসুর।

মন, শেষের দিনটি একবার তুমি ভাবনা।
এখন উপায় না হ'লে শেষ্ অনেক পাবে যাতনা॥
তোমার শেষের দিনে, যখন ধর্‌বে শমনে,
কাউকে সহায় পাবে না তুমি দেখ্‌তে নয়নে;
তখন যাতনাতে কাতর হ'লে, কেউ তোমাকে রাখ্‌বেনা
এই জগতের মাঝে, তুমি বেড়াও কোন্ সাজে,
ভাল ক'রে মিলিয়ে তুমি দেখনা বুঝে;
শেষের দশা ভাব্‌লে পরে, অহঙ্কার আর থাক্‌বে না॥
সব মায়ার ছলাতে, তুমি ভুল্‌লে পরেতে,
অনেক কষ্ট শেষে তোমায় হবে ভুগিতে;
এখন মাকে ধর নৈলে, সাম্‌লাতে যে পার্‌বে না॥
মন আপনার ভেবে, এই বিষয় বৈভবে,
যত্ন ক'রে রাখ যা সব নিয়ে কি যাবে;
শেষ আপনার লোকে কেড়ে নেবে সঙ্গে কিছু দেবেনা॥
তাই বলি মন্ তোরে, সদা মাকে ডাকরে,
ফল্ কি হবে চুপ্ ক'রে শেষ্ থাকিলে পরে;
এই বেলা যে সময় থাক্‌তে পারের উপায় কর না॥
তাই ললিত যে বলে, ক্রমে দিনটি ফুরালে,
কি হবে আর, তখন বল, মাকে ডাকিলে;
সংসার লোভে মত্ত হয়ে, ভুলে যেন থেকনা॥ ৯৫॥

বাউলসুর।

ভাই ভবপারে যেতে কি তোর হবেনা।
এই ভবের গণ্ডগোলে প'ড়ে, পাবে সদা যাতনা॥
ভাই জনম হ'লে, যখন আলোক দেখিলে,
তখন হ'তে আজ পর্য্যন্ত, কি যে করিলে ;
এখন দিন যে ফুরিয়ে এল, পারের উপায় দেখনা॥
সেই যৌবন কালে, কুসঙ্গ করিলে তখন কাঁটা বনে গিয়ে পায়ে
কাঁটা ফোটালে ;
সেই কাঁটাতে কাতর আছ, তোল্‌বার উপায় করনা॥
ভাই মায়ার ছলে ভবে বদ্ধ হইলে, ছাড়িয়ে যেতে পার্‌বে
কি আর দেখ্‌তে তো পেলে ;
এখন কাতর হয়ে পড়্‌লে শেষের, উপায় কিছু পাবেনা॥
এই সংসার লয়ে, আছ মুগ্ধ হয়ে, ভাই মোহিত সদা থাক্‌লে
পরে যাচ্ছে কার ব'য়ে ;
তবে উচিৎ কথা বল্‌ব সদা, তাতে যেন রেগ না॥
কাল্ ঘুনিয়ে যে এলো, এখন বুঝে ভাই চল,
নৈলে পিছ্‌লে শেষে পড়্‌লে পরে উপায় কি বল ;
এই বেলা যা সময় আছে তাইতে মাকে ধরনা॥
মা পতিত পাবনী, এই জগৎ তারিণী, কাতর জনে রক্ষা করেন
দিবস রজনী ;
এখন সকল কষ্ট জানিয়ে রে ভাই মায়ের পায়ে পড়না॥
শেষে রক্ষা হবে তায় গিয়ে পড়্‌লে মায়ের পায়,
এই ললিতের মা ব'সে ব'সে সবই দেখ্‌তে পায় ;
ভাই মন বিশুদ্ধ হ'লে পরে, থাকে কি আর ভাবনা॥ ৯৬॥

বাউলসুর (কালাংড়া—আড়াখেমটা।)

বৃথা কাজে দিন গেল মন, ভাল ক'রে ধর্ না তাঁরে।
যে নিয়ে যেতে পার্বে তোকে, অপার ভব সাগর পারে ॥
কেমন ক'রে পারে যাবি, শেষে কি আর উপায় পাবি ;
নয়ন থাক্‌তে অন্ধ হবি, যমে নিয়ে যাবে ধ'রে ॥
ব'সে যা সব দেখ্‌ছ ভবে, মায়ার খেলা ভাব সবে ;
শেষে কি কেউ সঙ্গে যাবে, দেখেনে মন্ ভাল ক'রে ॥
ভব সাগর পারে যেতে, নৌকা নাই মন দেখ্‌বি তাতে ;
ডুবে মর্‌বি সেই জলেতে, উপায় না তুই কর্‌লে পরে ॥
ধন সম্পদ নিয়ে যত, এমন ক'রে ঘুর্‌বি কত ;
ক্রমে যে তুই প্রাণে হত, ভুগে ভুগে হবি যে রে ॥
কাতরে তাই বলি তোকে, চনা ভাল ক'রে দেখে ;
দেখিস্ যেন ভুলে থেকে, মরিস্ না রে অন্ধকারে ॥
গুরু যে ধন দিলেন কাণে, ধ'রে থাক্ তাই প্রাণপণে ;
প'ড়ে থাক্‌বি সেই চরণে, তবে আঁধার যাবে দূরে ॥
থাকিস্ না আর মোহের বশে, ঘুরিস্ না আর দেশ বিদেশে ;
দেখিস্ যেন ললিত শেষে, সেই চরণ যুগল ধর্‌তে পারে ॥ ৯৭ ॥

বাউলসুর (কালাংড়া—আড়াখেমটা।)

মিছে এলাম এই ভবেতে, দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল।
কবে যেতে তোমায় হবেরে মন, তার উপায় কি কর্‌লে বল ॥
ভবের এই সব বোঝা নিয়ে, মাথা গেল ব'য়ে ব'য়ে ;
ক্রমে ক্রমে পড়্‌লে দায়ে, শেষের দিন যে নিকট হ'ল ॥
বোঝা বওয়া মুটে হলে, নিজের কাজ সব ভুলে গেলে ;
আপন দোষে আপনি মলে এই কি তোমার কাজ হইল ॥

শেষেতে যে সাগর পাবে, কেমনে পার হয়ে যাবে;
যমের হাতে পড়ে রবে, ভুগ্‌বে যেমন কর্ম্মফল ॥
মাকে এক বার ডাকলে না মন ভুলে রইলে এ আর কেমন;
বৃথা গেল এইই জীবন, হ'ল দেখি সব বিকল ॥
বুঝে সুঝে চল্‌লে পরে, ঘুর্‌তে কি মন এত ক'রে;
পড়্‌লে এখন অনেক ফেরে, উপায় তোমার কৈ রহিল ॥
যা সব নিয়ে এখন আছ, সুখী হয়ে দেখিতেছ;
মিছে দেখে সব ভুলেছ, মায়ায় প'ড়ে সকল গেল ॥
যখন তোমায় যেতে হবে, কিছু ঠিক কি তখন পাবে;
এক বারেতে নিয়ে যাবে, আট্‌কাতে কে পার্‌বে বল ॥
আর কি ভাব্‌বার সময় আছে, পড়্‌গে ললিত মায়ের কাছে;
ধীরে ধীরে দিন যেতেছে, শেষ হলেই যে সব্‌ ফুরাল ॥ ৯৮ ॥

বাউলসুর।

(মন) দুর্গা নামের তুল্য নাম্‌ কি জগতে আছে।
যে নামের গুণে ভব সাগর, হেলাতে পার হতেছে ॥
ঐ দুর্গা নামেতে, মেলে সকল জগতে,
কালী হরি শিব রাম ঐ পাবে একেতে;
নাম মাহাত্ম্য জান্‌লে সত্য, সবাই সকল পেতেছে ॥
মন, বল দুর্গানাম, পাবে কৈবল্য ধাম,
এক মনেতে ডাকলে সদা, হবে যে বিশ্রাম;
শমন ভবন গমন বারণ দুর্গা নামে রয়েছে ॥
দুর্গা দুর্গা বল ভাই, তুমি পাবে যা সব চাই,
ঐ দুর্গা বিনা সংসারেতে আর্‌ যে কিছু নাই;
মিছে কথা কয়ে কেবল বিফলে দিন যেতেছে ॥

ভবের পাপী তাপী সব, যাদের রক্ষা অসম্ভব,
কেবল দুর্গা নামেই তারা পেতেছে মন্ সব ;
এক মনেতে ডেকে মাকে মায়ের কোল সব পেয়েছে ॥
ঐ দুই অক্ষরেতে, পূর্ণ আছে গুণেতে ;
সহজে কে সে সব কথা পারে বুঝিতে ;
এক মনে ভাই ডাকলে সবাই তবে কিছু জেনেছে ॥
ওর, 'দ'য়ে দৈত্য নাশ, "উ" য়ে বিঘ্ন হয় বিনাশ,
রোগের নাশ যে "রেফেতে" ভাই "গ"য়ে পাপের নাশ ;
"আকারেতে" শত্রু ভয় সব সদাই দূর যে হতেছে ॥
মন, দেখ নয়নে, সব পাঁচের মিলনে,
দুর্গা নামটি হয়েছে যে অতি যতনে ;
সকল গুণ্ ঐ একাধারে সদা প্রকাশ রয়েছে ॥
মন, বল অবিশ্রাম, ঐ পরম দুর্গানাম,
রতি মতি রাখ্‌লে নামে পাবে যে আরাম ;
দিন ফুরালে যাবে চ'লে রাখ্‌তে কে আর পেরেছে ॥
মাকে ডেকে বদনে, বসাও মানস্ আসনে,
পরম শক্তি পরম্ শিব্‌কে রাখ যতনে ;
যুগল রূপে দেখ্‌লে মাকে ভবের দুঃখ যেতেছে ॥
দুর্গা সাধনারি ধন, ডাক হয়ে এক মন,
আর যে ভবে হবে না ভাই জনন মরণ ;
দুর্গা নামটি পেয়ে ললিত সকল কষ্ট ভুলেছে ॥ ৯৯ ॥

ভয়রোঁ—একতালা।

জয়, গঙ্গাধর হর, ভূতেশ শঙ্কর,
শম্ভু দিগম্বর, শ্মশান চারি।

জয়, বৃষভ বাহন, ফণীন্দ্রভূষণ,
ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন, পিনাকধারি ॥
জয়, শিব মহেশ্বর, গৌরী মনোহর,
নাগ পবীত্র ধর, বিপত্তিহারি।
জয়. বিভূতি ভূষিত, ত্রিনেত্রে শোভিত,
ভক্ত জনাশ্রিত, ত্রিশূলধারি ॥
জয়. ভব বাণেশ্বর, হে প্রমথেশ্বর,
সর্ব্ব দুঃখ হর, কপালধারি।
জয়, রুদ্র বিশ্বেশ্বর, হে শশিশেখর,
জগদধীশ্বর, কামান্তকারি ॥
জয় বিভো কাশীশ্বর, নীলকণ্ঠধর,
গণাদি ঈশ্বর, ডমরু ধারি।
জয়, লোকেশ ধূর্জ্জটে, শুভ্র জটাজুটে,
ললিতে সঙ্কটে, তারণকারি ॥ ১০০

ঝিঁঝিট—একতালা।

কুঞ্জ বিহারি, হে মুরলীধারি, নটবর বেশ যে বৃন্দাবনে।
কি রূপ মাধুরী, কানন বিহারী, সেজেছে হেরনা সখীর সনে ॥
ওরূপের আধা, হয়েছে যে রাধা, কি শোভা যুগলে হের ঐ বনে।
সখিগণ মিলে, গাইছে সকলে, রূপের মহিমা আমোদ মনে ॥
যুগল মিলনে, অপরূপ গণে, হেরিয়া ব্যাকুল হয়েছে প্রাণে।
মোহিত হইয়া, কভু বা চাহিয়া, ধাইছে কাতরে প্রমাদ গণে ॥
নাচিতে নাচিতে, যাইছে ধরিতে, কেহ বা আমোদে হের নয়নে।
কেহ বা ঐ মত্ত, হয়েছে প্রমত্ত, উন্মত্তের মত পড়ে চরণে ॥
ময়ূর ময়ূরী, পুচ্ছ ঐ বিস্তারি, তালে তালে নাচে বাঁশীর স্বনে।
শ্যামলী ধবলী, নাচিছে গবালি, ঘুরিতেছে সবে প্রফুল্ল মনে ॥

মৃদঙ্গের বোলে, নূপুরের রোলে, শুনিতে মধুর হয়েছে বনে।
বিহঙ্গেরকুল, হইয়া আকুল, গাইছে সুরবে ও ধ্বনি শুনে॥
শ্যামরূপ হেরে, সকলে কাতরে, বলিছে জীবেরে দেখ নয়নে।
মাতা কিবা পিতা, অথবা বিধাতা, কিরূপে বলনা দেখিব জ্ঞানে॥
হেরিয়া ওরূপ, বলনা স্বরূপ, শ্যাম কিবা শ্যামা ভাবিব মনে।
এক ক'রে সবে, ললিত দেখিবে, ছাড়িয়া দ্বিভাবে থাক চরণে॥ ১০১॥

(কীর্ত্তন সুর তুক্ক) – ভৈরবী একতালা।

হে শ্যাম সুন্দর, ওহে নটবর, মুরলী ধারি হে।
ও রূপ মাধুরী, জানে সেই প্যারী, মোহিত তোমাতে হে॥
ওহে, বিপিন বিহারী, গোপী মনোহারী বৃন্দাবন চারী হে।
ওহে যজ্ঞেশ্বর হরি, সর্ব্বদর্পহারী, তোমাতে সম্ভবে হে॥
ওহে, গোপিনী বল্লভ, ওপদ দুর্লভ, হেরি এ জগতে হে।
ওহে, যমুনা পুলিনে, তব সখাগণে, দিয়াছ চরণ হে॥
ওহে. নন্দের নন্দন, বিপদ ভঞ্জন, ত্রিলোক রঞ্জন হে।
ওহে, যশোবতী সুত, শিশুপাল হত, তোমার প্রভাবে হে॥
ওহে, কংশ নিসূদন. কালীয় দমন, জগত মোহন হে।
ওহে, রুক্মিনী বল্লভ, বিপদে সুলভ, তুমি যে হয়েছে হে॥
ওহে, ভক্ত জন দাস, পাপিকুল ত্রাস, হইয়া রয়েছ হে।
ওহে, জগত পূজিত, অমর সেবিত সতত হতেছ হে॥
ওহে ধনঞ্জয় সখা, ময়ূরের পাখা, শিরেতে ধরেছ হে।
ওহে, পীতধড়া ধর, চরণে নূপুর মধুর, বাজিছে হে॥
ওহে, ত্রিভঙ্গ হইয়া, আছ দাঁড়াইয়া, কানন মাঝেতে হে।
ওহে, বরণ ঐ কাল ত্রিভুবন আলো করিয়া রয়েছ হে॥
ওহে, নিকুঞ্জ বিহারি, ওরূপ মাধুরী, কে পারে বর্ণিতে হে।
ওহে, হরি বংশীধর, কিবা মনোহর. সাজিয়া রয়েছ হে॥

ওহে, ধীর সমীরে, যমুনার তীরে, কত যে খেলেছ হে!
ওহে, কদম্বের মূলে, লইয়া সকলে, বিহার করেছ হে ॥
ওহে, পাতকী তারণ, জগত জীবন, তোমাকে হেরি যে হে।
ওহে, তব পদ বারি, লোক হিত কারি, সদা যে হতেছে হে ॥
ওহে, কুবুজা জীবন, ললিতামোহন, কাতরে ডাকিছে হে।
ওহে, খেলিতে খেলিতে, এস হৃদয়েতে, শীতল কর না হে ॥ ১০২

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—একতালা।

হে কৃষ্ণ কেশব, শ্রীহরি মাধব,
কোথা হে যাদব, কর দীনে ত্রাণ।
ওহে, বিপদ ভঞ্জন, হে মধুসূদন,
দিয়া ঐ চরণ, রাখ সর্ব্ব প্রাণ ॥
ওহে, ভব ভয় হারি, গর্ব্ব খর্ব্ব কারি,
বিপদ সংহারি, দেহি পদে স্থান।
ওহে, কাল ভয় নাশি, লক্ষ্মীসহ আসি,
হৃদয়েতে বসি, কর কৃপাদান ॥
ওহে, শেষের দুর্গতি, হেরে এ দুর্ম্মতি,
কাঁদিতেছে অতি,পাইয়াছে জ্ঞান।
ওহে, ভকত তারণ, কাল নিবারণ,
তোমার চরণ, সদা করি ধ্যান ॥
ওহে, বিপাকেতে প'ড়ে, ডাকি যে তোমারে,
অন্তিমেতে হেরে শমন ভীষণ।
ওহে, কালের ভয়েতে হইবে রাখিতে.
শেষের দিনেতে, দিও চরণ ॥
ওহে, বিধি হর সবে জগন্মাতা শিবে,
তোমাকে হেরিবে, যত জীবগণ।

ওহে, সকলই তোমাতে, পাই যে দেখিতে,
যা সব জগতে, হয়েছে সৃজন ॥
ওহে, করুণা অপার, কর ভবে পার,
তুমি সর্ব্ব সার, হও যে গণন।
ওহে, হে'র কৃপাকরি, দেহি পদতরি,
রাখ হে শ্রীহরি, ললিত জীবন ॥ ১০৩ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

কোথা হে শ্রীহরি, কংশ দর্প হারি,
কাতরে নিস্তারি দিও হে চরণ।
ওহে, কালভয় নাশি, রাখনা হে আসি
দেহি কৃপারাশি, জগত জীবন ॥
ওহে, ভবার্ণব হেরি রয়েছে অপার
কিসেতে সে সাগর হইব পার ;
কোন তরি তাতে, পাইনা দেখিতে,
রাখ এ বিপত্তে, হে মধুসূদন ॥
বিষয় বৈভব সব পরিজন,
শেষেতে সঙ্গে যাবে না কখন ;
মিছে মায়া বশে, রেখনা অবশে,
কর কৃপা দাসে, বিপদ ভঞ্জন ॥
অনিচ্ছাতে পাপে লিপ্ত যে আমি,
জানত সকল হয়ে অন্তর্য্যামী ;
সে সব পাপেতে, হবে উদ্ধারিতে,
নৈলে কাল হ'তে, হবে যে পীড়ন ॥

বিধি দেখি যে হে সৃজন করিছে,
তোমা হ'তে সবে পালন হতেছে ;
সেই সাহসেতে যাচি চরণেতে,
হইবে রাখিতে, করুণানিধান ॥
ওহে, বিরিঞ্চি শঙ্কর শিবা গজানন,
ভাস্করাদি রূপ করিয়া ধারণ ;
এ পঞ্চ রূপেতে, ভ্রমিছ জগতে,
যখন যাহাতে, করেছ মনন ॥
ক্রমে ক্রমে দিন যে ফুরায়ে এল,
হের না হে কাল নিকট হলো ;
কৃপা বিন্দু দানে পদাশ্রিত জনে,
রাখ হে জীবনে, ললিতামোহন ॥ ১০৪ ॥

আলেয়া—একতালা।

মিছে রে মন ভ্রমে থেক না, এমন সময় তুমি আর পাবে না,
মায়ার ছলাতে, ভুলনা ভুলনা, শেষেতে এসব কিছুই রবে না ॥
কর্ম্ম বিনা শেষে সঙ্গে কে যাবে, বুঝে দেখ যদি সকল পাবে,
যাহাকে খুঁজিবে, কেহ কি আসিবে, কর্ম্ম দেখে তোমার হবে তাড়না ॥
এখন এত ভাল বাসরে যারে, যার জন্য তুমি মররে ঘুরে,
শেষেতে ভাবরে, কেহ কি রবে রে, তোমার কষ্ট দেখে তারা ভাবে না ॥
ভরসা তাহাদের দুরাশা কেবল, নিজের জন্য তারা কাতর সকল,
কি আছে সম্বল, হ'তে তোমার বল, নিজের উপায় এখন নিজে কর না ॥
ভবের খেলা দেখ সব্ যে মিছে, সকলে ত্রাসিত কে কারে পোছে,
বহু দিন গেছে, কত আর আছে, ভেবে দেখ যদি পাবে যাতনা ॥
তৃণ রূপে এই অনন্ত জগতে, ভাসিতেছ তুমি বিষম স্রোতেতে,
শেষের দিনেতে, প'ড়ে সাগরেতে, প্রাণ্ গেলেও তবু কেহ দেখে না ॥

অপার দুস্তর সেই পারাবার, বল দেখি মন কিসে হবে পার,
কর্ম্ম বিনা আর, নাহি উপায় তার, পার ক'রে দিতে কেহ চাবে না ॥
বৃথা চিন্তা ছেড়ে বল দুর্গা নাম, যে নামেতে সদা পোরে মনস্কাম,
ডাক অবিরাম, হবে যে বিশ্রাম, এক মনে মায়ের কর সাধনা ॥
দুর্গা নাম সদা করিলে স্মরণ, এ ভব যাতনা হবে নিবারণ,
তারণ কারণ, তাঁহার চরণ, ললিত যেন সেটি ভ্রমে ভুল না ॥ ১০৫ ॥

প্রসাদি সুর।

এই বারে মা আস্‌তে হবে।
আর কিসে মা ফাঁকি দেবে ॥
অনেক দিন যে দেখিনাই মা, এইবার তোমায় দেখ্‌ব শিবে।
তেমন ক'রে আর্‌কি মাগো, লুকিয়ে থাকৃতে তুমি পাবে ॥
অনেক খেলা খেলেছ মা, সে সব্‌ এখন কোথায় রবে।
আপন কোটে পেয়ে তোমায় ভাল ক'রে দেখ্‌ব সবে ॥
অনেক কথা বল্‌বার আছে, সে সব্‌ এইবার শুন্‌তে হবে।
পায়ের কাছে বস্‌ব যখম, তখন মাগো কোথায় যাবে ॥
এম্নি দিন মা পাবার জন্য, কষ্ট সব যে সয় এ ভবে।
আর কি এখন ভোলে ললিত, এমন দিন মা কবে পাবে ॥ ১০৬ ॥

প্রসাদি সুর।

হেঁসে চ মন্‌ মায়ের কাছে।
দেখ্‌না তোর্‌ ঐ মা এসেছে ॥
মায়ের কোলে ব'স্‌গে গিয়ে, কিছু আর কি ভয় তোর আছে।
জগন্মা তোর ঘরে এসে, সকল বিপদ দূর করেছে ॥
যে সব্‌ কষ্ট পেয়েছিস তুই, শুন্‌বে তাই তোর মা এসেছে।
ভবের ভেলা চরণ দুটি, দেখ্‌না চেয়ে ঐ রয়েছে ॥
প্রাণ খুলে তুই ব'ল্‌গে মাকে, ক্রমে যে তোর দিন যেতেছে।
সহজেতে এমন দিন বল্‌, আপনা হ'তে কে পেয়েছে ॥
ডেকে ডেকে মরিস্‌ কেবল, সাম্‌নে কি তোর্‌ ভুল হতেছে।
ঘরে যাইরে মাকে দেখে, ললিত এখন সব্‌ ভুলেছে ॥ ১০৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মা ছাড়া কি মূর্ত্তি আছে।
এই জগৎ সব যে মায়ের মূর্ত্তি, চেয়ে দেখ্ না আগে পাছে॥
ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূণ্য নিয়ে পাঁচ হয়েছে।
ঐ পাঁচকে* বুঝে দেখ্‌লে পরে, সকলেতে মা রয়েছে॥
তেজোরূপে দুর্গা বোঝ, আকাশেতে কালী আছে।
এই মত সব্ মিলিয়ে গিয়ে, ভাবুকেতে সব্ দেখেছে॥
ললিতের বল্ এসব্ কথা, ভাব্‌বার কি মা সাধ্য আছে।
কেবল দুর্গা দুর্গা ব'লে, কেঁদে তোমায় ডাকিতেছে॥ ১০৮॥

প্রসাদি সুর।

পূজা তোর মা কিসে করি।
জবাফুল বেলপাতা মা, সচন্দনে দিতে পারি॥
চারি দিকে দেখ্‌তে পাই মা, পঞ্চ তত্ত্বের ছড়াছড়ী।
দাদারা সব তাতেই ব্যস্ত, কেউ দেখে না বিচার করি॥
মদ্য মাংস মুদ্রা মাগী, মন্ত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি।
ও সব্ নিয়ে থাকৃতে গেলে, যেতে হবে যমের বাড়ী॥
সহস্রারে যে অমৃত ঝরে, মদ্ তাকে তো বল্‌তে পারি।
স্থূল দেহটি মাংস শৈল, নৈবেদ্য যে তাকে করি॥
হাতের ক্রিয়ায় মুদ্রা হয় মা, কুণ্ডলিনী হলেন নারী।
পরম শিবে যুক্ত করা, তাকেই তো মা মিথুন ধরি॥

* ক্ষিতিরূপা কমলা।
বায়ু—প্রচণ্ডা;
জল—ভুবনেশ্বরী;
এই রূপেতে মা সেজেছে।

মন্ত্র আছে তন্ত্রেতে সব্, তাই নিয়ে পাঁচ মিলন করি।
এই পাঁচে তোকে পূজ্‌লে পরে, পাবে মা তোর চরণতরি॥
অপর কিছু নিয়ে রে মন্, করিস্‌নে তুই বাড়াবাড়ি।
দেখিস্ যেন ভ্রমে প'ড়ে, হারাস্ না এই ভবের তরি॥
বিলাস সুখে থাকৃতে গেলে, দাদাদের পাঁচ শুন্‌তে পারি।
ললিতের মন্ হ'স্ না তেমন, করে ধ'রে বিনয় করি॥ ১০৯

প্রসাদি সুর।

মা তোমার কি মনে আছে।
তুমিই জান কি হবে পাছে॥
গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন পথ, তাই ধ'রে মন ব'সে আছে।
সোজা বাঁকা সে জানে না, যা বলেছেন তাই শিখেছে॥
ছেলে বেলা জেনে শুনে, অনেক পাপ এই মন্ করেছে।
শেষের দিন তাই ভেবে মা গো, দুর্গা ব'লে কাঁদিতেছে॥
ভাল মন্দ বিচারের ভার, তোর উপর মা প'ড়ে আছে।
যা ইচ্ছা তাই করিস্ এখন, ললিতকে শেষ নিস্ মা কাছে॥ ১১০

প্রসাদি সুর।

কে মা তুই শ্যাম্ কি শ্যামা।
এই জগৎবাসী অন্ধ জনার, মনের ভ্রম দূর ক'রে দে না॥
কেউ বলে মা ধরিস্ বাঁশী, কেউ বলে তোর করে অসি।
এই দুই নিয়ে মা বিবাদ সকল, তুই না বল্‌লে কেউ বোঝে না॥
জগৎ সব্ যে তোরই মূর্ত্তি, জেনেও মা তো কেউ জানে না।

সেই ভ্রমে প'ড়ে মা গো আমার, সবাই করি আনা গোনা ॥
শ্যাম শ্যামা মা একই মূর্ত্তি, দেখেও তো মা কেউ দেখে না।
অভেদ ভাবে দেখ্‌লে পরেই, মনের কিছু ভ্রম থাকে না ॥
বেদ আগম পুরাণের মত, ভেদ ব'লে মন গোল ক'র না।
আমার শ্যাম শ্যামা মা দুইই এক, ব্রজ লীলায় আছে জানা ॥
তবু তুই না দেখিয়ে দিলে, জগদ্বাসী কেউ দেখে না।
এই ললিতের হৃদ্‌কমল আছে মা, যুগল রূপে ব'সে যা না ॥ ১১১ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার অন্তরে আছে।
সেইই জানে কি হবে পাছে ॥
মা মা ব'লে যত ডাকি, সে ত ব'সে সব শুনেছে।
খালি কর্ম্ম ভোগে ভুগ্‌ছি আমি, মায়ের দোষ্ দিই কেবল মিছে ॥
ছেলে নিয়ে মা বাপ্ খে'লে, এ কথা তো শোনা আছে।
তাই কি আমায় নিয়ে এত, ক্ষেপা ক্ষেপী খেল্ খেলিছে ॥
ভজন সাধন সকল মিছে, এ কথা তো সব জেনেছে।
ভক্তির জোরে ডাক্‌লে মাকে, চরণেতে স্থান পেয়েছে ॥
মাকে ডাক্‌লে বাবা রাগে, বাবা আসায় মা রেগেছে।
কারও কিছু ভয় থাকে না, মা বাবা যে এক করেছে ॥
যা ইচ্ছা তাই করিস্ মা গো, তোর পরে ভার প'ড়ে আছে।
শেষের দিনে ললিত তোর মা, স্থান যেন পায় পায়ের কাছে ॥ ১১২ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কেনরে ভাবিস্ ব'সে।
জানিস্ নাকি সর্ব্বনেশে ॥
কালের ভয়ে এত ভয় মন, এখন পেলি তুইরে কিসে।
ঐ মা আছে যার হৃদয় মাঝে, কি কর্‌বে তার শমন শেষে।

বুকের ভিতর আছে বেটী, পদ্মাসনে বসেছে সে।
যখন ভয় তুই পাবিরে মন্, বসিস্ ঐ পাদপদ্ম ঘেঁসে॥
মা থাকৃতে কাকে ভয়, রাখিস্ ঐ চরণে নিশে।
দেখ্‌বি কেমন মজা তখন, যম পালাবে দেখ্‌বি হেঁসে॥
ললিতের মন হ'স যদি তুই, থাকিস্ সদা তাহার বশে।
শেষে যখন আস্‌বে শমন, ধরিস্ রে ঐ চরণ ক'সে॥ ১১৩॥

প্রসাদি সুর।

মন্ তোর্ আর ভাব্‌না কিরে।
বস্‌না মায়ের ঐ চরণ ধ'রে॥
গুরু যে নাম নির্জ্জনেতে, শিখায়েছেন তোর্ কাণে ধ'রে।
সেই নামটি যেন ভুলিস্‌না মন্, রাখিস্ সদা মনে ক'রে॥
বিপদে সম্পদে রে মন্ স্বপ্নকালে কি শয়ন ক'রে।
সেই নামটি ধ'রে মাকে ডাকিস্, ভ্রমেও যেন ভুলিস্ নারে॥
মনে মনে ডাকৃবি সদাই, কাণ যেন তা শোনে না রে।
যেমন গরিবের ধন লুকিয়ে রাখে, তেম্নিভাবে রাখ্‌বি তাঁরে॥
ইন্দ্রিয়গুলি সবাই শত্রু, কাকেও বিশ্বাস করিস্ না রে।
সময় পেলে সবাই আপন, কাজ নিতে জোর করিবে রে॥
মনের মত সাজিয়ে মাকে, হৃদয় মাঝে রাখ্‌বি ধ'রে।
পূজা কর্‌তে যখন যাবি, সঙ্গে নিস্ এই ললিতে রে॥ ১১৪॥

প্রসাদি সুর।

মন্ রে মায়ের রূপ্ ভাব রে।
সেই চরণ তলে গিয়া বস্ না রে॥
হৃদি পদ্মের আসন দিয়ে, পদ্মাসনে বসানা রে।
সহস্রারে যে অমৃত ঝরে, পাদ্য ব'লে তাই দেনা রে॥

প্রসাদি সুর।

মন্ তুই নিজে অর্ঘ হয়ে, ঐ চরণেতে বস্‌গে নারে।
দেখ্ আচমনীয় দিবি মাকে, আবার ঐ যে অমৃতেরে॥
পুনঃ ঐ অমৃত ধারা, দিয়ে স্নান তুই করা না রে।
এই দেহ মধ্যের আকাশ তত্ত্ব, দেনা মাকে বস্ত্র ক'রে॥
গন্ধ তত্ত্ব গন্ধ হক্ মন্, পুষ্পের বেলা নিস্ চিত্তেরে।
প্রাণ আদি পঞ্চ ধূপে, ব'সে মাকে পূজিস্ না রে॥
তেজঃ তত্ত্ব দীপ ভাবেতে, জ্বেলে দেনা জ্বলুক না রে।
স্থূল দেহটি মাংসশৈল, দেনা তুই নৈবেদ্য ক'রে॥
অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, চামর কর্ মন্ বায়ু তত্ত্বেরে।
উপরেতে ছত্র ক'রে, ধর্ না মাকে সহস্রারে॥
ইন্দ্রিয় কর্ম্ম নর্ত্তকী হউক শব্দতত্ত্বে গাইবেরে।
দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান, আদিতে দেনা ফুলের মালা ক'রে॥
বলি ভাবে দেনারে মন্, কাম ক্রোধ এই দুই ছাগেরে।
ললিতকে তুই সঙ্গে নিস্ মন্, দেবে পূজার যোগাড় ক'রে॥ ১১৫॥

প্রসাদি সুর।

মন্ রে ভাল বাসিস্ যারে।
দেখ্ না চেয়ে হৃদয় মাঝে, পদ্মাসনে ব'সেছে রে॥
নয়নভ'রে দেখ্‌না তাঁকে. ব'সে থাক্ ঐ চরণ ধ'রে।
পলক্ যেন ফেলিস্ না তুই, সময় পেলেই লুকাবে রে॥
চেয়ে দেখ্ না ব'সে রে ঐ, মা মা ব'লে ডাকিস্ যাঁরে।
এই বেলা মন্ যা আছে তোর, প্রাণ খুলে তুই ব'লে নে রে॥
পেয়েছিস্ মন্ আপন কোটে, কোন মতে ছাড়িস্ না রে।
ফাঁকি দিতে পার্‌লে এখন, শেষের দিনেও পালাবে রে॥
ললিতের হয়ে বলিস্ দুটো, দেখিস্ যেন ভুলিস্ না রে।
এই ভব যাতনা ভুগ্‌বে না সে, যে ঐ চরণ ধ'রেছে রে॥ ১১৬।

প্রসাদি সুর।

মা, দয়াময়ী নাম ধরেছ।
ঐ নামের তুমি কাজ করেছ ॥
হৃদয়মাঝে ব'সে মা গো, পূজা তুমি সব্ নিতেছ।
বাহ্য পূজা অন্তর পূজায়, দুয়েতে মা এক করেছ ॥
স্বপ্নাবেশে দেখা দিয়ে, কোথা মা গো লুকায়েছ।
এই চর্ম্ম চক্ষে দেখ্‌তে চাই মা, তা কেন গো ভুলে আছ।
বিপদে সম্পদে মা গো, পদ্মাসনে জাগিতেছ।
তোমারই নাম সার করিতে, তুমিই যে মা শিখায়েছ ॥
কুসন্তানের প্রতি দয়া, সদা মাগো করিয়াছ।
ললিত যে কুপুত্র তোমার, তাতো তুমি বুঝিয়াছ ॥ ১১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মন্ তোর্ এত ভুল কেন রে।
যা বলে লোক্ বলুক না রে ॥
যাঁ হ'তে তুই এমন হলি, তাঁকে যেন ভুলিস্ নারে।
মনে মনে ভাব্‌বি সদা, থাক্‌বিরে সেই চরণ ধ'রে ॥
বিষয় বৈভব যা সব্ দেখিস্, সকল তোকে ভোলাতে রে।
যেমন ছেলে ভুলাতে মাটীর পুতুল, তেম্‌নি ধারা দেখ্‌বি তাঁরে ॥
দারা সুত পরিজন সব্, কেবল্ রে মন্ মায়ার তরে।
যদি মায়ায় প'ড়ে সকল ভুলিস্, তবেই মজা দেখাবে রে ॥
বিলাস্ ভোগ সব্ কত রকম, জগৎ মাঝে রয়েছে রে।
ভেবে দেখ্‌লে বুঝবি এখন, তাও যে তোর লোভ বাড়াতে রে ॥
তোর ভিতরে ছটী শত্রু, ধীরে ধীরে বাড়িছে রে।
তাদের চেপে রাখ্‌লে পরে, সেই চরণে স্থান পাবি রে ॥
জপ পূজাদি সকল মিছে, ভক্তিই সার দেখ হয়েছে রে।
ঐ ভক্তির জোরে সকল আশা, অকাতরে পূরিবে রে ॥

কপট ভক্তি করতে গেলে, আপনা আপনি মরবি যে রে।
যা তোর আছে সব টুকু দে, তবে তাঁকে পাবি যে রে॥
যাঁকে ধ'রে তরবি রে মন, তাঁকে এক বার দেখে নেরে।
ললিতের এই হৃদয় মাঝে, দেখলে পরেই পাবি তাঁরে॥ ১১৮॥

প্রসাদি সুর।

মা কেন ঐ চুল খুলেছে।
কি জন্য মা কালী হয়েছে॥
একবার ভাবি চরণ পেতে, চুলগুলি সব খুলে গেছে।
চরণ দুটি পেয়ে মায়ের, চরণেতেই প'ড়ে আছে॥
আবার ভাবি কালের জন্ম, মোহ হ'তে সব হয়েছে।
জীবের মোহ নষ্ট করতে, কালের দমন দরকার আছে॥
তাই ভেবে যে কালকে মা ঐ, পায়ের নীচে দেখ্ ধ'রেছে।
মোহ আঁধার সংহারিতে, চুল খুলে মা সব ঘেরেছ॥
মোহের ছলে জীব চরণ দুটি, পেছুন থেকে দেখে পাছে।
দয়ার সাগর মা ঐ আমার, পেছুন তাই পা ঢেকেছে॥
ঐ ভাবে পা দেখতে গেলে, মায়ের বাধাই তায় রয়েছে।
সম্মুখ হ'তে চরণ দুটি, দেখলে জীবের মোহ কেটেছে॥
আদ্যা শক্তি মা যে আমার, তাইতে দেখ নেংটা আছে।
ঐ চরণ তলে প'ড়ে থেকে, কাল্ দেখ না শিব হয়েছে॥
কালের স্পর্শে মা ঐ আমার, দেখনা শেষে কালী হয়েছে।
আবার শিবের মূর্ত্তি চরণ তলে, দেখে মা ঐ জীব কেটেছে॥
এক হাতে মা খড়্গ নিয়ে, মোহের মুণ্ড দেখ্ কেটেছে।
সেই মুণ্ড নিয়ে মা দেখনা, এক হাতেতে ধ'রে আছে॥

আর এক হাতে জীবকে ডেকে, অপর হাতে দেখাতেছে।
যে চরণ দুটি তারণ কারণ, কাল্ যাতে ঐ শিব হয়েছে॥
মোহের সঙ্গে রণ ক'রে মা, তোর বড় শ্রান্তি হয়েছে।
শ্রান্তি দূর তুই কর্ মা এসে, ললিতের মানস্ আসন্ আছে। ১১৯॥

প্রসাদি সুর।

মন ঢুকো না গণ্ডগোলে।
দেখ পাঁচ জনে পাঁচ মতে চলে॥
কেউ শ্যাম্‌কে বড় ক'রে, তারণ কারণ তাঁকেই বলে।
আমার শ্যামা মার নাম কর্‌তে হ'লে, গোল বাধায় সেইই কত ছলে॥
পাঁচ মতের উপাসনা, আছে দেখ মন সর্ব্ব কালে।
ঐ পাঁচকে ভেঙ্গে এক করিলে, মনের মত ফল যে মেলে॥
যে ভাবে যে ডাকুক্ তারে, সবাই যাবে একই স্থলে।
নদী যেমন চেয়ে দেখ্ মন, সবাই যায় সেই সাগর জলে॥
তেম্‌নি ধারা ভাব রে মন, গোল ক'র না কোন কালে।
ঐ শ্যাম শ্যামা মা শিব আদি সব, এক স্থানেতেই পাঁচকে মিলে॥
এই দেহটি দেখনারে, পাঁচ ভূতেতে হয় যে মিলে।
পাঁচই যাবে যে যার স্থানে, স্থূল দেহটি নষ্ট হ'লে॥
পাঁচ থেকে এক দেহ ছিল, এক থেকে পাঁচ হ'ল বলে।
এক থেকেই পাঁচ সাধন হয় যে, পুনঃ পাঁচই একে মিলে॥
পঞ্চ ভূতকে ডাকি আমরা, দেখ না পাঁচ সাধন ছলে।
ক্ষিতি হলেন গণেশ রে মন, মঙ্গলালয় সবাই বলে॥
তেজো রূপে সূর্য্য দেখ, জল হন্ বিষ্ণু পালন স্থলে।
আকাশ দেখ শক্তি মা হন, বায়ু যে শিব মরণ কালে॥
ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যে পাঁচ ভূত যে বলে।

প্রকৃতি হতেই পাঁচের জন্ম, হয় দেখ মন সৃষ্টি ছলে ॥
প্রকৃতি যে শ্যামা মা মোর, আদ্যা নাম তাঁর শাস্ত্রে বলে।
পুরুষ রূপ যে শিব ধরেছেন, জগৎ সকল উদয় কালে ॥
এই পঞ্চ তত্ত্ব ভাব্‌তে ললিত, থকিস্‌ না তোর্‌ মাকে ভুলে।
আকাশ রূপে মা যে সদা, সকলগুলিই রাখেন কোলে ॥ ১২০ ॥

প্রসাদি সুর।

কালী কালী বল্‌ বদন ভ'রে।
ঐ সুধা মাখা নামটি মায়ের, ডাক্‌রে সদাই আদর ক'রে ॥
এই ভবার্ণবের তরি ঐ নাম, দিনান্তে মন্‌ কর্‌লে পরে।
এই ভব যাতনা থাকে নারে, যে ঐ মায়ের চরণ ধরে ॥
বালক যুবা বৃদ্ধ জনে. সবাই যে নাম কর্‌তে পারে।
অলস্‌ হয়ে থাক্‌লে পরে, অন্তে যাবি যমের ঘরে ॥
দেহের ভিতর আছে মা তোর, জাগিয়ে মন তুই তোল্‌ না তাঁরে।
এই হৃদয় মাঝে বসিয়ে মাকে, পূজা কর্‌না অকাতরে ॥
ঢাক ঢোল বাজিয়ে বাহ্য পূজা, ক'রে তোর মন কি হবে রে।
লোক দেখান পূজা ক'রে, ফেটে মর্‌বি অহঙ্কারে ॥
অন্তরেতে পূজা কর্‌ মন্‌, রাখ্‌বি মাকে গোপন ক'রে।
বসিয়ে মাকে পদ্মাসনে, থাক্‌বি রে মন্‌ চরণ ধ'রে ॥
চরণে স্থান মা দিলে তোয় কালের ভয় আর থাক্‌বে না রে।
শেষের দিনে ঐ কোলে চ'ড়ে, হেঁসে যাবি কৈলাসপুরে ॥
মা ছাড়া যে সকল মিছে, ভেবে তুই মন দেখে নে রে।
কিসের দায়ে নৈলে বল্‌ না, পা দুটি শিব হৃদে ধরে ॥
সকল সময় মাকে ভাবিস্‌, ডাকিস্‌ রে মন তুই অক্ষরে।
চেয়ে দেখ্‌ না বুকের মাঝে, ললিতের মা বিরাজ করে ॥ ১২১ ॥

প্রসাদি সুর।

যাও মা আমি জানি তোমারে।
কষ্ট দিতে ছাড় না তুমি, যে কাঁদে মা তোমার তরে॥
মা মা ব'লে যে জন কাঁদে, দেখ্‌তে তুমি পাও না তারে।
হেতের তলওয়ার ধর্‌লে পরে, চরণ দাও মা প্রাণের ডরে॥
পা দুটি ঐ বাপ্‌কে দিয়ে, ধন বিতরণ ঘরে ঘরে।
আবার মহিষাসুর পা নিয়েছে, দেখি মা সে আপন জোরে।
পাষাণী যদি হতে চাও মা, জগন্মা নাম ধরে কি রে।
মা হওয়া কি মুখের কথা, কষ্ট যদি দূর না করে॥
ছেলে যে কি যত্নের ধন মা, গণেশ হ'তে তা জেনেছ রে।
শনির দেখায় মাথা গেল, কাঁদ্‌লে কত তাহার তরে॥
জগৎ মাঝে ছেলেদের সব, দেখ যদি তেম্‌নি করে।
তা হ'লে তো ভয় করি না, থাকি সদা আপন জোরে॥
দেখ না মা তোমার ললিত, ডাক্‌ছে তোমায় বারে বারে।
রাঙ্গা চরণ তারণ কারণ, অন্তিমেতে দিও তারে॥ ১২২॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌ দেখি মন্‌ ভাবিস্‌ কিসে।
ঐ ভব সাগর পারের তরি, ধ'রে তুই মন থাক্‌ না ব'সে॥
মা মা ব'লে কেন তুই মন, দৌড়ে বেড়াস্‌ দেশ বিদেশে।
দেখ্‌ না তোর ঐ বুকের ভিতর, পদ্মাসনে আছে ব'সে॥
সেথা গিয়ে মনের সাধে, মা মা, ব'লে ডাক্‌ না ক'সে।
ভ্রমেও যেন ভুলিস্‌ না রে, ঠকিস না তুই অবশেষে॥
মায়ের নামের ভেলা ক'রে, অন্তে তুই মন যাস্‌রে ভেসে।
নামের যখন বাজ্‌বে ডঙ্কা, দেখ্‌বি কেমন মজা হেঁসে॥
মায়ের নামটি সার ক'রে মন, থাকিস্‌ তুই রে আমার বশে।
ললিত তোকে পারে যাবার, পথ দেখাতে পার্‌বে শেষে॥ ১২৩

প্রসাদি সুর ।

থাকিস্ না মন কারও বশে ।
তোর কাজ ভুলিস্ না রঙ্গ রসে ॥
কত রকম রঙ্গ তুই যে, দেখ্‌লি রে মন ভবে এসে ।
কত সাজে বেড়াস্ রে তুই, ভেবে দেখ্ না ব'সে ব'সে ॥
ভবের খেলা দেখে এখন, লেগেছে কি চ'খে দিশে ।
নইলে দিশে হারার মত কেন, ঘুরে বেড়াস দেশ বিদেশে ॥
মা আছে এই হৃদয় মাঝে, বস্‌না রে ঐ চরণ ঘেঁসে ।
এই ধন্ জন্ মন্ সব অকারণ, বুঝ্‌বি কি তুই অবশেষে ॥
শেষের দিন তোর এলে প'রে, কাল যখন তোয় ধর্‌বে এসে ।
ঐ চরণ দুটি ছাড়া তখন, রাখ্‌বে না কেউ তোকে শেষে ॥
মায়ের চরণ ব্রহ্ম জেনে, ললিত থাকিস্ আপন বশে ।
মায়ের নামের গুণ গেয়ে তুই, দিন কাটা না হেঁসে হেঁসে ॥ ১২৪ ॥

প্রসাদি সুব ।

দুর্গা নামে মন্ মাতরে ।
সদা নামটি গান কর রে ॥
ঐ নামের গুণে সদা যে মন, মোক্ষ থাকে করতলে ।
নামটি গেয়ে আমোদ ভরে, চলে যাবি অকাতরে ॥
দিনান্তে ঐ মায়ের নামটি করলে বারেক ভক্তি ভরে ।
পাপ তাপ সব যায় যে দূরে, ডেকে মাকে দেখ না রে ॥
মায়ের চরণ রাখ্‌বি রে মন্, সদা আপন হৃদে ধ'রে ।
মানস আসন মাকে দিয়ে, পূজ্‌বি রে তুই আদর ক'রে ॥
কালের ভয় আর করিস্ কেন, সে কিছু কি কর্‌তে পারে ।
এই ভব যাতনা থাকে না তার, যে ঐ চরণ ধরেছে রে ॥
জগৎ মাঝে সকল মিছে, মায়ের নাম সার হয়েছে রে ।
চেয়ে দেখ মন্ সকল রূপেই, ললিতের মা সেজেছে রে ॥ ১২৫

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বল্ রসনা।
ভেবে দেখ মন ভবে এসে, এমন দিন তো আর পাবি না ॥
শয়নে স্বপনে জাগরণে, নামটি কভু তুই ভুলিস্ না।
ঐ নামের গুণে অকাতরে, ঘুচ্‌বে রে তোর আনাগোনা ॥
এই হৃদয় মাঝে বসিয়ে মাকে, সদা কর্ না রূপ ভাবনা।
মা যে আমার দয়াময়ী, দূর করিবেন সব্ যাতনা ॥
দুর্গা নামটি গান ক'রে মন, নামামৃত পান কর না।
নামের গুণে অকাতরে, ঘুঁচে যাবে সব যাতনা ॥
শেষের দিনে ত্রাণের তরে, যদি রে তোর থাকে বাসনা।
ললিতকে তোর সঙ্গে নিয়ে, ঐ নাম গেয়ে দিন কাটিয়ে দে না ॥ ১২৬।

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌না মাকে রসনা রে।
চেয়ে দেখ্ এই হৃদয় মাঝে, মা আমার যে বিরাজ করে ॥
বিষয় বৈভব পরিজন সব, সকলই যে মায়ার তরে।
মায়ায় বদ্ধ ক'রে জীবে, জগৎ মাঝে রেখেছে রে ॥
মায়া হতেই দেখ্ না রে মন, মোহের জন্ম হয়েছে রে।
জীবকে সদা অন্ধ ক'রে, রেখেছে যে অন্ধকারে ॥
মায়া মোহ ভেদ যে করে, মা বিনা আর কে পারে রে।
এই হৃদয় মাঝে বসিয়ে মাকে, পূজা কর্ মন অকাতরে ॥
মাকে আমার প্রাণ খুলে তুই, আদর ক'রে ডেকে নে রে।
মনের আঁধার দূরে যাবে, মায়ের দয়া হ'লে পরে ॥
দেহ রাজ্যের রাজা হয়ে, মা ঐ দেখ্‌না বসেছে রে।
শেষের দিনে শমন এসে, কর্‌তে কিছু পার্‌বে না রে ॥
চরণ তরি দেখ্ না আছে, ভব সাগর পারের তরে।
ললিত তুই ঐ তরি ধ'রে, ভেসে যাবি আমোদ্ ক'রে ॥ ১২৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কোথা গো মা ও শঙ্করি।
বল্ দেখি মা আমার উপর, কেন এত করিস্ জারি॥
বিপদ সম্পদ সকল সময়, দেনা মা তোর চরণ তরি।
সমান ভাবে আমার সময়, কাটিয়ে যেন দিতে পারি॥
মা মা ব'লে পেচু পেচু, যত স্তুতি মিনতি করি।
ততই কেন নিদয় হয়ে, আছিস্ মা গো শুভঙ্করি॥
বল্ না দেখি শুনি একবার, তোর বাপের মা কি ধার্ ধারি।
তোর বাপের খাতক হতাম যদি, কর্‌তিস্ না হয় জারিজুরি॥
বাপের বাড়ীতে টান দেখি মা, মেয়েদের তো আছে ভারি।
তোর বাবা ঐ যে পাহাড় পর্ব্বত, তুইও তো মা পাষাণী ভারি॥
আমার বাপ তো ক্ষেপা ভোলা, বেড়ায় শিঙ্গা ডমরু ধরি।
ক্ষেপী সেজে মা আমার তুই, অসুর করিস্ তাড়া তাড়ি॥
ক্ষেপা ক্ষেপীর ছেলে ক্ষেপা, কাঁদে সদা মা মা করি॥
কষ্ট দিয়ে তাকে বল্ মা, কি হবে তোর বাহাদুরি॥
বুঝেও যদি না বুঝিস্ মা, করিস্ বেশী বাড়াবাড়ী।
জোর ক'রে এই ললিত গিয়ে, ধর্‌বে তোর ঐ চরণ তরি॥ ১২৮॥

প্রসাদি সুর।

মা, এবার আমি বুঝবো তোরে।
ভাল চাস্‌তো চরণ দেরে॥
ভাল ক'রে ডাক্‌লে পরে, শুন্‌তে তো তুই পাবি না রে।
কেঁদে কেটে ধর্‌তে গেলেই, কষ্ট দিস্ তায় বারে বারে॥
তোর যে এসব উল্টো বিচার, কেউ কিছু কি বুঝ্‌তে পারে।
ভয় দেখাতে পার্‌লে তোকে, পা দুটি দিস্ প্রাণের ডরে॥

ধনের মধ্যে তোর ঐ চরণ, শিব যা দেখি হৃদে ধরে।
বাবার কাছে লুকিয়ে রেখে, এত ভয় তুই দেখাস্ কারে ॥
দান করা ধন পর্‌কে দিতে, কে কোথা মা পেরেছে রে।
এবার কি এই নূতন নিয়ম, আমার বেলা হয়েছে রে ॥
বাবার কাছে নালিস ক'রে, দেখ্‌ব কি সে বিচার করে।
সাক্ষী আছে বুকের ভিতর, তাও আমি যে দেখাব রে ॥
বাবা যদি না শুনে মা, কেঁদে তোদের ক্ষেপাব রে।
আপনার ভাল চাস্ যদি মা, যার ধন এখন দে না তারে ॥
আব্‌দেরে তোর ছেলে ললিত, বুঝিস্ তা তুই ভাল ক'রে।
ঐ চরণ দুটি দেনা মা আর, কষ্ট দিয়ে কি হবে রে ॥ ১২৯ ॥

প্রসাদি সুর।

নিত্য মাকে মন্ ডাকরে।
লোকে পাগল বলে বলুক্ না রে ॥
পাগ্‌লা পাগ্‌লীর ছেলে রে মন্, পাগল নয় ত কি হবেরে।
পাগ্‌লামী না কর্‌লে পরে, পাগ্‌লীকে কে ধর্‌তে পারে ॥
মাতালে মাত্‌লামী করে, ভণ্ডে ভণ্ড হতেছে রে।
তারা পাগল না হয়ে মন, মাকে ডাক্‌লেই পাগল কি রে ॥
মনে মনে বল্‌দেখি মন্, কে না মাকে ডাকিছে রে।
প্রাণ খুলে তুই ডাক্‌লে পরেই, লোকে তোকে পাগল ধরে।
মা মা ব'লে হেঁসে গেয়ে, এসব দিন তুই কাটিয়ে দেরে।
কারো কথায় ঐ সুধা মাখা, নামটী মায়ের ভুলিস্ না রে ॥
মা বাপ্ যখন ভেবে দেখ্ মন্, শ্মশানেতে বাস যে করে।
মণিকোটা তুচ্ছ ক'রে, হাড়মালা ঐ পরেছে রে ॥
মায়ের ছেলের সেইরূপ হ'লে, তবে মাকে পাবি যে রে।

এইটি দেখ শাস্ত্রের কথা, প্যাঁচের কথা শুনিস্ না রে ॥
বিকার শূন্য হ'লে পরে, মা তোয় আদর করবে যে রে।
বিষ্ঠা চন্দন সমান ব'লে, জ্ঞান যখন দেখ্ তোর হবে রে ॥
বিকার হীন তুই হ'তে গেলে, লোকে পাগল বলবে যে রে।
তোর্ ক্ষতি কি হবে তাতে, যার যা ইচ্ছা বলুক্ না রে ॥
পাগলের কথায় পাগল হয়ে, ললিত যেন ভুলিস্ না রে।
কারো কথা শুনিস্না তুই, থাকিস্ মায়ের চরণ ধ'রে ॥ ১৩০

প্রসাদি সুর।

মা আবার বল্ করলে একি।
বল না মা কি দোষ পেয়ে, ফাঁকির উপর দিচ্ছ ফাঁকি ॥
মনে আমার ইচ্ছা মাগো, হৃদে তোমায় বসিয়ে রাখি।
সদা আমি মনের সুখে, ঐ চরণ তলে ব'সে থাকি ॥
তাতে আমায় নিরাশ ক'রে, তুমি কি মা হও গো সুখী।
ব'সে তোমায় ভাবি যখন, সকল ভাবনাই আন দেখি ॥
অনেক ভাবনা মনে এলে, অস্থির হয়ে হই অসুখী।
মা হয়ে কেন এমন হ'লে, বল দেখি মা হয়েছে কি ॥
কষ্ট আমায় দিয়ে মা গো, সুখে তুমি থাক যদি।
তোমার সুখে আমার প্রাণ যায়, সেটার উপায় করেছ কি ॥
তোমার দোষে শেষের দিনে, হয় যদি মা হিসাব বাকি।
তোমায় ধরেই ললিত তখন, মিলিয়ে দেবে দেখ দেখি ॥ ১৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তুমি কেমন।
বেদ আগম পুরাণ যত, কেউ বলে না মনের মতন ॥
মনে মনে ভেবে ভেবে, ঠিক্ করতে মা করি যতন।
ভেবে চিন্তে অন্ত তোমার, খুঁজে পাই না এ আর কেমন ॥

একবার ভাবি সাকার দেখি, প্রমাণ প্রয়োগ আছে যেমন।
আবার যে মা নিরাকারে, দেখতে তোমায় হয় গো মনন্॥
আধারেতে হংসীরূপে, তোমায় যোগী করে সাধন।
সকল ঘটেই বিরাজ দেখি, যখন তোমার ইচ্ছা যেমন॥
আমাদের কি সাধ্য আছে, তোমার মায়া করি ছেদন।
শিবই কেবল তোমায় জেনে, হৃদে ধরে যুগল চরণ॥
সকল ঘটেই পূর্ণরূপে, বিরাজ তুমি কর যখন।
এই ব্রহ্মাণ্ডই যে তোমার মূর্ত্তি, বুঝ্‌তে মন যে করে যতন॥
একি ভ্রমে প'ড়ে তুই মন, হলি রে পাগলের মতন।
যখন সকলে মা বিরাজ করেন, সকল রূপই করেন ধারণ॥
এই জগৎ সব্‌কে ভেবে দেখ, পঞ্চ ভূতে হয় যে সৃজন।
ঐ পঞ্চ ভূতই মায়ের রূপ যে, দেখে ললিত ধর্‌না চরণ॥ ১৩২॥

প্রসাদি সুর।

কি দেখ্‌লি মন ব'লে দে রে।
কেমন ক'রে মা যে আমার, জগৎ মাঝে বিরাজ করে॥
কেউ বলে মাকে সাকার ভাব, ধ্যানের মত রূপ দেখ রে।
কারও মতে নিরাকার মা, আকার ভাব্‌তে নিষেধ করে॥
কি ভাবেতে ভাব্‌বি রে মন, একটা ঠিক্ তুই ক'রে নে রে।
দুই মত নিয়ে বিবাদ দে'খে, গোল ক'রে তোর্ কি হবে রে।
মায়ের রূপ্ যে কেমন ধারা, তাকি কেউ মন্ দেখেছে রে।
শাস্ত্র দেখে চল্‌তে গেলেই, ধ্যান্‌টি যে মার্ রূপ বলে রে॥
মা যখন ঐ সকল ঘটে, দেখ্‌না রে মন্ বিরাজ করে।
সাকারেতে বল্ না তবে, কেমন ক'রে দেখি তাঁরে॥
ঘটে পটে মায়ের পূজা, সর্ব্ব কালে হতেছে রে।

মূর্ত্তি ক'রে পূজ্‌তে গেলেও, ঘটের দেখ দরকার করে॥
পট প্রতিমা থাক্‌লে পরেও, ঘটে মাকে আরোপ করে।
ঘট্‌ বিনা মার পূজা কভু, বল দেখি মন হয়েছে রে॥
সোজা কথায় বুঝ্‌তে গেলে, নিরাকার মা হ'তে পারে।
ধ্যানের মত মূর্ত্তি ক'রে, ঘটে মাকে পূজিবে রে॥
জগৎ সব্‌ যে মায়ের মূর্ত্তি, নিরাকার মা কেমন ক'রে।
মায়ের ছেলে মাকে দেখ, সকল স্থানেই দেখেছে রে॥
বিরাট্‌ রূপে দেখ্‌লে মাকে, নিরাকার কৈ পাই্‌গো তাঁরে।
তাতেও মায়ের মূর্ত্তি আছে, ভাব্‌লে পরেই পাবি যে রে॥
দেহের মাঝে আধারেতে, কুণ্ডলিনী মা হয়েছে রে।
দেখ্‌ সাধকের ঐ হৃদয় মাঝে, মা হয়ে যে বসেছে রে॥
এ সব্‌ দেখ্‌তে গেলে পরে, মা নিরাকার নহে যে রে।
তবে পট পুতুলে মাকে সাকার, কোন মতে ভাবিস্‌ না রে॥
পঞ্চভূত রূপেতে মা, সকলেতেই আছে যে রে।
ঐ পঞ্চ ভূতই মায়ের মূর্ত্তি, কে তাতে বল বিবাদ করে॥
ঐ রূপেতে মাকে দেখে, ললিত তুই দিন কাটানা রে।
মা নিরাকার ভাব্‌তে গেলে, ছেলেদের সব গোল বাধে রে॥ ১৩৩॥

প্রসাদি সুর।

কেন মা মা ব'লে ডাক্‌ব না।
মায়ের কি আর দোষ বল না॥
কথন্‌ তুই মন গৃহবাসী, কথনই বা হস্‌ সন্ন্যাসী।
গৃহ সন্ন্যাস কিছুই তোর্‌ নয়, একথা কি ভেবে দেখ্‌লি না
ধন সম্পদ সব তুচ্ছ ক'রে, ভিক্ষা ক'রে দিন কাটা না।
বিলাস সুখ সব ছাড়্‌লে পরে, তবে মাকে পায় দেখ না॥

মায়ের একটা দোষ আছে মন, সকল সময় দেখ্‌তে পায় না।
জোর ক'রে তুই মাকে ধ'রে, আপন দশা দেখিয়ে দে না॥
ছেলে কাউকে কষ্ট দিতে, মায়ের ইচ্ছা কৈ শুনি না।
কর্ম্ম ভোগে ভুগী আমরা, মিছে মায়ের দোষ ব'ল না॥
মা যে কভু ছেলের শত্রু, এ কথা কি আছে জানা।
শত্রু হলে শেষের উপায়, আমাকে মন দেখিয়ে দে না॥
মায়ের চরণ হৃদে ধ'রে, মায়ের কাছে জোর কর না।
তা হ'লে এই ললিত কভু, জঠর যাতনা ভুগিবে না ১৩৪॥

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে কেন ডাক্‌বনা।
ঐ মাকে ডাক্‌তে কে করে মানা॥
মা যতই কেন নিষ্ঠুর হ'ক্‌না, তাঁকে ছাড়্‌তে কেউ ব'ল না।
মা ছাড়া এই জগৎ মাঝে, কে আছে তুই দেখিয়ে দেনা॥
কর্ম্মী ছেলে যত মায়ের, তাদের সদা মা দেখে না।
সময় কালে মাকে পাবে, তাতে কোন গোল হবে না॥
কুপুত্র মার হয় যে অনেক, কুমাতা নয় আছে জানা।
মায়ের দোষটি দিতে গেলে, মনে কি আর গোল বাধে না॥
অনেক ছেলে হয় যে মায়ের, সমান কর্‌তে সব পারে না।
কুপুত্রকে মা যে আমার, নজর ছাড়া কৈ করে না॥
মা সকল সময় দেখ্‌তে পায় না, একথা যে আছে শোনা।
মা ম'লে পর ছেলেরা সব, কত কষ্ট পায় দেখনা॥
মা যার দেখ শ্মশান বাসী, ছেলেতো তার ঘরে থাকে না।
যেতে চাও ঐ মায়ের কাছে, শ্মশান দেখে ভয় খেওনা॥
ভূতনাথ যার বাবারে মন, তাঁর ছেলেরা গোল ক'রনা।
মায়ের কোলে যাবি না তো, কোথা যাবি দেখিয়ে দেনা॥

মা দেখ মন ছেলের শত্রু, একথা তো নূতন শোনা।
যে ছেলের মা প্রথম শত্রু, আদর কর্‌তে শেষ ভোলে না॥
এখন মা তোয় কষ্ট দিয়ে, যদি রে মন দেয় যাতনা।
ভাবিস্ রে তোর ভালর জন্য, করে যে মা তোর তাড়না॥
কুসন্তানের প্রতি দয়া, মায়ের বেশী আছে জানা।
এই ললিত যে কুপুত্র তোর মা, ঐ চরণ দুটি তাকে দেনা॥ ১৩৫॥

প্রসাদি সুর।

মন্ তুই মাকে কর্ ভাবনা।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, নিত্য মাকে মন ডাকনা॥
যা শেখাই তাই শেখ মন্, ভুল ক'রে শেষ গোল করো না।
এখন ভুল্ না হ'লে পরে, শেষেও তোমার গোল রবে না॥
শেষের দিন্ যে বড়ই কঠিন, ভেবে একবার মন দেখ না।
মাকে সদা ডাক্‌লে পরে, নিকেশ দিতে আর হবে না॥
সময় শিরে ভুলে যায় মা, এ কথা তো আছে জানা।
নিত্য মাকে ডাক্‌লে পরে, তোমায় মায়ের ভুল হবে না।
এক মনেতে ডাক্‌বে মাকে, হৃদয় মাঝে তাঁয় রাখ না।
কালাকালের বিচার নাই মন্, সদাই কর তাঁর ভাবনা॥
মায়ের ছেলে মাকে ডাক্‌বে, তার কিছু কি আছে মানা।
শুদ্ধাশুদ্ধ সকল সময়, মায়ের কর্‌বে উপাসনা॥
হৃদয় মাঝে বসিয়ে মাকে, তোমার কথা তাঁয় বল না।
ভাল ক'রে আপন দশা, দেখাতে মন ভুল করো না॥
মাকে হৃদে পেলে ললিত, পূর্ণ হবে সব কামনা।
হেলাতে সেই শেষের দিনে, ঘুঁচে যাবে তার যাতনা॥ ১৩৬॥

প্রসাদি সুর ।

মা মা ব'লে কেন ডাক্‌বো রে ।
মায়ের কি আর কাণ আছে রে ॥
কাণ্ থাক্‌লে মা শুন্‌তে পেত, ছেলের কাছে আস্‌তো যে রে ।
ছেলের ডাকে মা কভু মন্, চুপ্ ক'রে কি থাক্‌তে পারে ॥
মা আমার যে কালা হয়ে, হৃদয় মাঝে বসেছে রে ।
সকলের ডাক্ সহজেতে, মা কখন শোনে না রে ॥
মাকে যে জন ডাক্‌তে জানে, সেই যে মাকে ডাক্‌তে পারে ।
তা হ'লে তাঁয় শুন্‌তে হবে, সহজে কে ছাড়্‌বে তাঁরে ॥
এক মনেতে কাতর হয়ে, ডাকিস্ যদি বারে বারে ।
না শুনে কৈ থাক্‌তে পারে, সেইটি আমি দেখ্‌বো যে রে ॥
তাতেও যদি না শোনে মা, পা'ধরে টান মারিবি রে ।
মুখ ধ'রে যেমন শিশু শোনায়, তাও কর্‌তে যে পারিস্ তাঁরে ॥
যেমন কর্‌লে মা শোনে রে, তেম্‌নি ক'রে বল্‌না জোরে ।
ঠিক্ কর্‌তে যদি তুই না পারিস্, মায়ের কাছেই জেনে নে রে ।
বলে দিতেই হবে তাঁকে, নইলে বল্ কে ছাড়িবে রে ।
ছেলের জিৎ দেখ্ কান্নায় আছে, কেঁদে শেষে ক্ষেপাবি রে ॥
মাকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে, অনেক সুখ্ যে তুই পাবি রে
ক্ষেপী মা তোর ক্ষেপে উঠে, স্বভাবেতে আসিবে রে ॥
সহজে তখন চরণ পাবি, আর কিছু গোল হবে না রে ।
ললিত মোহন ঐ চরণ পেয়ে, নেচে মাকে হাঁসাবেরে ॥ ১৩৭ ॥

প্রসাদি সুর ।

মা আমার সব গোল হয়েছে ।
তোর ভাল কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, কপাল ক্রমে উল্টে গেছে ॥
ভেবে ছিলাম তোর দয়াতে, সুখে থাক্‌বার পথ হয়েছে ।
এম্‌নি কালের অনুগ্রহ, সুখের পথটি সব্ গিয়েছে ॥

যা করিস্ তুই ভালর জন্য, এই কথা তো শোনা আছে।
আমার পক্ষে উল্টো বিচার, কেন বল্ মা এই হতেছে॥
আমার ধন্‌টি কেড়ে নিলি, পরের বেলা সব রয়েছে।
আমারটি তো যাবার সময়, বোঝা আমায় বেশ্ দিয়াছে॥
বোঝা বুঝি কালরূপে, আমার পক্ষে শেষ্ এসেছে।
কি পাপে বল্ আমার জন্যে, এমন বিচার তোর হতেছে॥
আর কত কাল পাপের ভোগে, আমার বল্ মা ভোগ্‌বার আছে।
বেশী দিন আর ভুগ্‌তে গেলে, প্রাণ যাবার যে পথ হয়েছে॥
কত কাল আর সহ্য করি, ভুগে ভুগে প্রাণ যেতেছে॥
বিচারের ভার তোকে দিয়ে, ললিত যে তোর ব'সে আছে॥
যা ইচ্ছা তাই করিস্ গো মা, কষ্টেতে এ বুক যে গেছে।
কষ্টের কথা কাকে জানাই, তুই ছাড়া মা কে আর আছে॥ ১৩৮॥

প্রসাদি সুর।

নিত্যই কে তোয় বুঝাবে রে।
বুঝেও যদি বুঝিস্ না রে॥
ধন জন আদি সব অকারণ, এ টা তো তুই জেনেছিস্ রে।
অন্ধের মত মোহের বশে, কেন মিছে বেড়াস্ ঘুরে॥
ভাই বন্ধু দারা সুতা, সকলই তোর মায়ার তরে।
শেষের দিন তোর এলে পরে, সঙ্গেতে কেউ যাবে না রে॥
মায়ের নামটি সাধন কর্ মন্, তবেই উপায় তোর্ হবে রে।
ঐ চরণ দুটি সম্বল ক'রে, যেতে পার্‌বি সাগর পারে॥
কাল্ যখন তোয় ধর্‌বে এসে, আঁধার দেখ্‌বি চারি ধারে।
তখন জীব্‌টি এড়িয়ে যাবে, মাকে ডাকৃতে পার্‌বি না রে॥

এই বেলা মন্ সময় থাক্‌তে, প্রাণ খুলে তুই ডেকে নে রে।
কারও কথায় ভুলিস্ না মন্, গোল ক'রে তোর্ কি হবে রে॥
যত কথা বলি তোকে, বুঝে দেখ্‌না ভালয় তরে।
ভোলাবার পথ অনেক আছে, ভাল কর্‌তে কে পারে রে॥
মাকে ডাক্‌লে একা তুই নয়, ললিত চরণ পাবে যে রে।
তাই বলি তোয় এত করে, শুন্‌তে তোর বল্ ক্ষতি কি রে॥ ১৩৯॥

প্রসাদি সুর।

মন্ কেন তুই ভাবিস্ এত।
মা আছে যার হৃদয় মাঝে, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
কালের ভয়ে কাঁপিস্ ব'সে, কেন তুই পাগলের মত।
ঐ মারণকর্ত্তা যে মহাকাল, সে ঐ মায়ের পদানত॥
এত ভ্রমে কেন প'ড়ে, ভাবিস্ মন্ তুই অবিরত।
দুর্গা দুর্গা বল্‌না সদা, কিছুতে তুই হস্‌নে ভীত॥
মায়ের চরণ যুগল্ ধ'রে, বল্‌বি তোর সব কষ্ট যত।
ছেলের উপায় কর্‌বেন মা তোর, কোন মতে ভাবিস্‌ না তো॥
হৃদ্‌পদ্মে বসিয়ে মাকে, পূজবি রে তুই মনের মত।
ঐ চরণ ধ'রে থাক্‌লে পরে, কি তোর ক'রবে রবিসুত॥
সকল স্থানেই মা আছে তোর, দেখ্‌ছে তোকে অবিরত।
মায়ের ছেলে মায়ের কাছে, জোর ক'রে তুই থাক্ সতত॥
মিছে ভয়ে কাতর হ'লে, মন্ তোয় আমি বুঝাই কত।
ললিত আপন মাকে ধরিস্‌, ঘুচ্‌বে রে তোর ভাবনা যত॥ ১৪০॥

প্রসাদি সুর।

ছি মা তাই তোর নিন্দা করি।
একা আমায় পেয়ে বুঝি, করিস্‌ এই সব জারি জুরি॥
মা মা সদা বলি ব'লে, আমার উপর রোক্ যে ভারি।
এই ছেলেকে মা মেরে এখন, কি হবে তোর বাহাদুরী॥

চারিদিকে চেয়ে দেখ্ মা, ছেলের যে তোর বিপদ্ ভারি।
একা আমি ঝগ্‌ড়া ক'রে, সকল্ কে কি আঁটতে পারি॥
অপর নিয়ে সবাই ব্যস্ত, দেখে না কেউ বিচার করি।
এক থেকে যে পাঁচ হয়েছে, বোঝাতে বল্ কিসে পারি॥
তুই না ব'ল্‌লে কে বলে মা, চক্ষু অন্ধ দেখ্ সবারি।
স্থির হয়ে মা অমন্ করে, কেন আছিস্ রাজকুমারি॥
আমি অবাক্ হয়ে আছি, দেখে তোর মা সব্ চাতুরী।
কত খেলা খেলাস্ সদা, বুঝ্‌তে কি মা সবাই পারি॥
অভেদ ভাবে ললিত দেখে, ধর্‌না মায়ের চরণ তরি।
সেইই যে তোর্ শ্যাম শ্যামা মা, সেইই যে তোর ব্রজেশ্বরী॥ ১৪১॥

প্রসাদি সুর।

কষ্টকে ভয় খাস্ না রে মন।
যাকে যেমন মা রাখে মন্, থাকা উচিৎ তারও তেমন্॥
জগতে মা তোকে এনে, ভাল কর্‌তে করে মনন্।
কর্ম্ম দোষে তোর উল্টে গেলে, কি কর্‌বি তুই ক'রে যতন॥
শত চেষ্টা কর্‌লে উপায়, কিছু যে তোর হবে না মন।
এই ভবে এসে চ'ল্‌তে হবে, কর্ম্ম ফলে চালায় যেমন॥
কষ্ট তোর সব্ দূরে যাবে, মায়ের ইচ্ছা হবে যখন।
এক মনে তুই ধর্ না মাকে, উপায় তিনি কর্‌বেন এখন॥
মায়ের চরণ হৃদে ধ'রে, পূজ্‌বি তুই রে মনের মতন।
মায়ের দয়া হ'লে পরে, চাঁদ্‌কে ধর্‌বি হয়ে বামন॥
মাকে ধ'রে থাক্‌না ললিত, দেখ্‌বি হৃদে ক'রে যতন।
মার উপরে ভার দিলে সব, মনের মত পাবি রতন॥ ১৪২॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার কি সামান্য মেয়ে।
যাঁর চরণ যুগল হৃদে ধ'রে, শিব সদা ঐ আছেন শুয়ে ॥
মায়ের চরণ তারণ কারণ, দেখে কাল্ যে কাঁপে ভয়ে।
সেই মায়ের যে ছেলে হয়ে, কত আমি থাকি সয়ে ॥
ইচ্ছা করি ঐ মায়ের চরণ, ভাল ক'রে ধরি গিয়ে।
এম্‌নি খেলা খেলেছে মা, থাকি কেবল বোকা হয়ে ॥
এত ছলা ক'রে কেন, ফেল্‌ছ মা গো আমায় দায়ে।
কি দোষে মা বল দেখি, লুকিয়ে সদা আছ গিয়ে ॥
এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় মা, একবার তুমি দেখ্‌লে চেয়ে।
মনের কষ্ট দূর কর না, চরণ দুটি আমায় দিয়ে ॥
ভাল মন্দ সকল বোঝ, থাক্‌তে কি মা হয় লুকিয়ে।
তুমি বিনা ললিতের যে, পারে যাবার নাইকো নেয়ে ॥ ১৪৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমি গো বড় দুখী।
সংসার সুখে মত্ত হয়ে, হারাই তোমার কৃপা রাশি ॥
যে ভবের বোঝা মাথায় দিয়ে, রেখছ মা রাজমহিষি।
কি দোষেতে তুমি বল, ছেলের গলায় দিচ্চ ফাঁশি ॥
কেন গো মা আমায় নিয়ে, কর্‌লে তুমি সংসারবাসী।
তোমায় ডাক্‌তে সময় পাই না, ঘুরে বেড়াই দিবা নিশি ॥
আমারই মা হয়ে কেন, হয়ে আছ শ্মশান বাসী।
সংসার মাঝে ছেলে রেখে, বাহাদুরী কি এলোকেশী ॥
সকল দশাই দেখ্‌তে পাও মা, হয়ে আছ হৃদয় বাসী।
ডাক্‌লে পরে শুন্‌তে পাওনা, চুপটি করে থাক বসি ॥

এ সংসারেতে সবাই যে মা, আছে নিয়ে দ্বেষা দ্বেষী।
চেয়ে দেখ্‌লে সব ঘুঁচে যায়, কেন তুমি হও উদাসী॥
ললিতের সেই শেষের দিনে, চরণ দুটি দিও আসি।
যে চরণ মা পেতে কাতর, আছেন সম্ভু দেব ঋষি॥ ১৪৪॥

প্রসাদি সুর।

মা তোমায় জানাব কত।
দুঃখের সাগরে দিচ্ছি সাঁতার, কুল্‌ কিনারা দেখি না তো॥
ষড় রিপু দেহের মাঝে, বাড়্‌ছে শালের কোঁড়ার মত।
তাদের উপায় কি হবে মা, ভাবি তাই যে অবিরত॥
তোমার চরণ দুটি পেলে, কেন আমি ভাব্‌বো এত।
কত রকম খেলা খে'লে, দিন তুমি মা কর্‌ছ গত॥
তোমার খেলা দেখে মাগো, প্রাণে আমি হই যে হত।
কৃপা ক'রে একবার দেখ, কষ্ট আমার হচ্ছে যত॥
যত কষ্ট পাই না কেন, তোমায় আমি ভুলি না তো।
ভাল মন্দ সকল সময়, চরণেতে থাকি রত॥
ডেকে ডেকে মরি যে মা, শুনেও তুমি শুন্‌লে না তো।
এত কঠিন্‌ হয়ে তোমায়, থাকৃতে কি মা হয় সতত॥
বুঝ্‌ব আমার কেমন মা ঐ, মন তুই চরণ ছাড়িস্‌ না ত।
ললিত যখন কষ্ট পাবে, দেখ্‌বো মায়ের সয় গো কত॥ ১৪৫॥

প্রসাদি সুর।

কি হবে মা ভবের ধনে।
যা যাবে না মা আমার সনে॥
যে ধনেতে তোমায় পাব, সেই ধন্‌ আমায় দাওনা কেনে।
এ সব নিয়ে কি কর্‌বো মা, মোক্ষ চরণ ধন বিহনে॥

চরণ দুটি দাও গো আমায়, দয়া ক'রে নিজগুণে।
যা দেখি মা সকল ফাঁকি, নাই কিছু যে তোমা বিনে॥
এই জগৎ মাঝে প'ড়ে আছি, চেয়ে দেখ্ মা একটি কোণে।
প'ড়ে প'ড়ে ডাক্‌ছি তোমায়, আছ তো হৃদ্‌পদ্মাসনে॥
গুরু আমায় যে ধন দিলেন, নির্জনেতে কাণে কাণে।
সেই অমূল্য ধন্ পেয়ে মাগো, হারাই আমি সাধন বিনে॥
সাধনার আমি কি জানি মা, চেয়ে আছি চরণ পানে।
কেঁদে কেঁদে ডাকি তোমায়, রেখ আমায় ঐ চরণে॥
যা ইচ্ছা তাই করো মা গো, জানতো সব আপন মনে।
ভুলে যেন থেকো না মা, ললিতের সেই শেষের দিনে॥ ১৪৬॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার এ কি হলো।
যত ভালর চেষ্টা করি, ভাগ্যক্রমে উল্টে গেল॥
অদৃষ্ট চক্র ঘুরায় আমায়, তার বেলা কি করি বল।
সেবা কর্‌তে গেলে পরেও, শত্রুভাব যে হয়ে গেল॥
ভাল ভেবে যার ভাল করি, মন্দ ভাবে সে যে নিল।
আপন ভাল হ'লে দেখি, শত্রুর দলে যোগ্ যে দিল॥
এমন ধারা অদৃষ্টের ফের, কেউ কোথাও কি দেখে বল।
তোমার হাতে ঐ চক্র ঘোরে, যা ইচ্ছা তাই ক'রে চল॥
নেবা থোবার অনেক আছে, নিয়ে কৈ মা আশ্ মিটিল।
ভাল কারও কর্‌লে পরে, সেইই উল্টে শত্রু হ'ল॥
এম্‌নি আমার কর্ম্মদোষ মা, মিত্র যে কেউ না রহিল।
জগৎ মাঝে এসে মাগো, শত্রু নিয়েই দিন কাটিল॥
যে রূপে তুই রাখিস্ আমায়, সেই রূপেতেই থাকা ভাল।
শেষ পর্য্যন্ত ললিত তোর মা, সুখে থাকিতে কৈ পারিল॥ ১৪৭

প্রসাদি সুর।

মা আমি কি জগৎ ছাড়া।
তুমি থাক্‌তে কেন বল্ মা, কালের আমি খাই গো তাড়া॥
ভবের মাঝে দেখি মাগো, মা থাকে কি ছেলে ছাড়া।
আমায় খালি দেখ্‌তে পাও না, এম্‌নি আমার কপাল পোড়া॥
যা কিছু মা চ'খে পড়ে, এই জগতের মাঝে তারা।
সবাই দেখি ঘেরে আছে, হয়ে কেবল মায়ার গোড়া॥
দেখে কি তোর কষ্ট হয় না, ছেলে আছে দুঃখে ঘেরা।
এই জগৎ মাঝে দেখ্‌ না চেয়ে, তোর ছেলের মা কত ফাঁড়া॥
ভেবে যে তোয় ঠিক্ পাবনা, এম্‌নি মন যে সৃষ্টি ছাড়া।
লুকিয়ে কেন থাকিস মাগো, ভেবে আমি হলাম সারা॥
ললিতকে তুই দেখ্ মা চেয়ে, করিস্ না মা অমন্ ধারা।
এই ভবের মাঝে পারের উপায়, নাই কিছু তোর চরণ ছাড়া॥ ১৪৮॥

প্রসাদি সুর।

আমার দুঃখ শুন্‌বে কত।
সময় পেলে বলি মাগো, মনে আমার আছে যত॥
স্থির হয়ে মা বারেক দাঁড়াও, দেখি তোমায় মনের মত।
চঞ্চল হয়ে কেন বেড়াও, আমি যে মা অনুগত॥
কত রকম ভোগ্ ভুগী মা শুন্‌তে বড় অদ্ভুত।
তুমি অমার মা হয়ে মা, কেন বল ভুগী এত॥
চির কালই দেখ না মা, হয়ে আছি পদানত।
তবে কেন তোমার জন্য, ভেবে ভেবে হই মা হত॥
কেন্দে কেন্দে মনের কষ্ট, জানাই তোমায় অবিরত।
কালের ভয়ে দেখ না মা, হয়েছি যে বড়ই ভীত॥

তোমার দুর্গা নামটি ব'লে, তরে দেখি পাপী যত।
কি দোষে মা আমার প্রতি, কৃপণ হয়ে আছ এত॥
মা মা ব'লে কাঁদলে পরে, মা যে কোলে করেন সুত।
চারি ধারে এই দেখি মা, ললিত কি ছাড়া জগত॥ ১৪৯॥

প্রসাদি সুর।

মন্ ভাব রে দিবা নিশি।
জগৎ মাঝে সকল মিছে, সার কেবল সেই এলোকেশী॥
মায়ের চরণ তলে রে মন্, থাক তুমি সদা বসি।
মিছে যেন গোল ক'র না, নিয়ে সকল দ্বেষাদ্বেষী॥
চরন ধ'রে থাক্‌লে পরে, মা যে তোকে রাখ্‌বেন আসি।
কথার ছলে ভুলিস্ না আর, চাইবি মায়ের কৃপারাশি॥
ফাঁকি দিতে জানে যে মা, হয়েরে মন্ মিষ্ট ভাষী।
সে কথাতে ভুল্‌লে পরে, পড়্‌বে যে তোর গলায় ফাঁশি॥
চেয়ে দেখ্‌না হৃদাকাশে, মা যে অকলঙ্ক শশী।
গিয়ে সেথা ভাল ক'রে, বস্ না রে ঐ চরণ ঘেঁসি॥
ঐ মায়ের চরণ তারণ কারণ, হয়েছে দেখ্ সুধা রাশি।
দেখিস্ যেন শেষে ললিত, কাঁদে না রে পথে বসি॥ ১৫০॥

প্রসাদি সুর।

দেখনা বাবা মা শোনে না।
যত ক'রে ডাকি মাকে, করে না কৈ বিবেচনা॥
দেখে শুনে আমার মনে, আসে দেখ্ না কত ভাবনা
হৃদয় মাঝে মা যে ব'সে, আমার দিকে কৈ দেখেনা

হৃদয়েতে দেখে মাকে, মনের সাধ যে মিটিল না।
বল্‌না বাবা ঐ চরণ দিতে, করে না যেন আর ছলনা॥
ভেবে ভেবে প্রাণ গেল যে, এই কি বাপ্‌ মার বিবেচনা।
ছেলে ম'লে কাকে নিয়ে, থাক্‌বি বাবা দেখিয়ে দেনা॥
তোদের বড় দুর্নাম হবে, যদি আমি পাই যাতনা।
তোর কথাই যে মেনে চলি, যেমন আছে দেখা শোনা॥
মা কভু যে ঘুমিয়ে কাটায়, এর উপায় বাপ্‌ ব'লে দেনা।
তোদের যুগল চরণ পাব, মনে আমার এই বাসনা॥
আপ্‌নি দয়া ক'রে বাবা, উপায় এখন ক'রে নেনা।
ললিতের এই হৃদ্‌কমলে, যুগল রূপে বসে যানা॥ ১৫১॥

প্রসাদি সুর।

মন্‌ বলি তোয় ভালর তরে।
দেখিস্‌ মাকে ছাড়িস্‌ নারে॥
যে ভাবে কেন থাকিস্‌ না রে, ডাক্‌বি মাকে বদন ভ'রে।
ঐ সুধা মাখা নামটি মায়ের, রাখিস্‌ সদা স্মরণ ক'রে॥
ভুল্‌লে পরে তোরই ক্ষতি, তা যেন মন ভুলিস্‌ না রে।
কালের হাতে এড়িয়ে যাবার, উপায় কি আর তোর রবে রে॥
বিষয় লোভে মত্ত হ'লে, শেষের উপায় কৈ হবে রে।
সময় ক্রমে ফুরিয়ে এলে, ডেকে ফল তুই কি পাবি রে॥
ভাল মন্দ দেখে শুনে, বুঝ্‌তে তুই কি পারিস্‌ না রে।
ভাল যেটা সেইটি কর্‌ না, মন্দের বড় ভোগ আছে রে॥
নিত্য মাকে ডাক্‌লে পরে, ক্ষতি তোর মন হবে কি রে।
ঐ নামটি কেবল ভক্তি ভরে, ক'র্‌তে অলস্‌ কর্‌বি না রে॥
দয়া যাতে হয় রে মায়ের, তার উপায় তুই ক'রে নে রে।
এই ভব সাগর মাঝে ফেলে, ললিতকে শেষ্‌ ডুবাস্‌ না রে॥ ১৫২॥

প্রসাদি সুর।

কেন তুই মন কাতর হলি।
মাকে ডাকৃতে ভুলে ছিলি॥
সদাই যে মন শিখাই তোরে, সেইটি কি তুই ভুলে গেলি।
বিষয়ের সব্ গণ্ডগোলে, ব্যস্ত হয়ে দিন কাটালি॥
ভবের খেলা তুচ্ছ ক'রে, সদাই মাকে ভাব্তে বলি।
নইলে শেষে যম্ এসে যে, ভাঙ্গবেরে তোর মাথার খুলি॥
সংসারের সব মিছে যে মন্, অনেক বার তুই দেখে নিলি।
তবে কেন ভ্রমে প'ড়ে, ভুল্লি তোর সেই সাধের বুলি॥
কাতর হ'লে চল্বে কেন, শোন্ যা আমি তোকে বলি।
স্থির হয়ে তুই একা ব'সে, বল্ না সদা কালী কালী॥
এত ক'রে শিখাই তোকে, এখন তার তুই কি করিলি।
ভাল কাজে মন উঠে না, তুচ্ছ নিয়ে কেন মলি॥
মোহের বশে প'ড়ে কেন, চিনি ফেলে মাটি খেলি।
মিছে ভ্রমে প'ড়ে শেষে, ললিতকে যে ডুবিয়ে গেলি॥ ১৫৩।

প্রসাদি সুর।

মন তুই মিছে পাগল হলি।
ব'সে ব'সে নিত্য কেন, ভাবিস্ কেবল টাকার থলি॥
ধন রত্ন ফাঁকি মাত্র, এ কথা কি ভুলে গেলি।
শেষের দিনের সঙ্গে কারও, যাবে না তা দেখেছিলি॥
মিছে ধনে মত্ত হয়ে, মায়ের চরণ ছেড়ে দিলি।
মুখ্য ধন ঐ মায়ের চরণ, ভাব্তে তাই যে তোকে বলি॥
সোণা ফেলে কেন মিছে, হাতে করে মাটি নিলি
শেষের দিনে সঙ্গে কেবল যাবে যে তোর কাঁথা ঝুলি॥

সকল কথা বুঝে সুঝে, কেন এত গোল বাধালি।
ভব সাগর পারের উপায়, কর্‌তে কি তুই ভুলে গেলি॥
টাকা কড়ির মাঝে প'ড়ে, ললিতকে বেশ শিক্ষা দিলি।
মিছে লোভে প'ড়ে কেন, মাকে ডাকৃতে ভুলে ছিলি॥ ১৫৪॥

প্রসাদি সুর।

আঁধার দেখে ভাবিস্ নারে।
ঐ কাল রূপ যে আলো করে॥
মায়ের রূপে দেখবি রে মন্, অন্ধকার সকল যাবে দূরে।
হৃদয়পদ্মে বসিয়ে মাকে, মনের আঁধার তাড়িয়ে দে রে॥
জ্যোতির্ম্ময় সব দেখ্‌তে পাবি, কাল কিছু থাকৃবে না রে।
ঐ কালই আলো ক'রে শেষে, হৃদয় মাঝে থাকিবে রে॥
কাল যেয়ে আলো হ'লে, কালের ভয় আর করিস্ না রে।
দেখ্‌বি তখন মজা কেমন, ঐ আলো দেখে কাল্ পালাবে রে॥
এই জগৎ জুড়ে মাকে ভেবে, পূজা ক'রবি ভাল ক'রে।
হৃদয়মাঝে ভাব্‌বি সদা, তবেই কাল ঘুচিবে রে॥
সাধন আদি সকল মিছে, ধারণা মূল হয়েছে রে।
ভাল ক'রে ধরিস যদি, ভাবনা তোর আর থাকৃবে না রে॥
বিপদ সম্পদ সকল সময়, মায়ের চরণ থাকৃবি ধ'রে।
ললিতের সব্ মনের আঁধার, দেখ্‌বি তখন যাবে দূরে॥ ১৫৫॥

প্রসাদি সুর।

মাকে দেখ্‌তে কে চাবে রে।
এই হৃদয়মাঝে বসিয়ে তাঁকে, পূজা কর্‌বার ইচ্ছা যে রে॥
দেখে আমার কি হবে মন্. দেখ্‌লে যে সাধ মিট্‌বে না রে
চ'খের দেখা দেখ্‌লে কেবল, শেষের দশা কি হবে রে॥

ভাল মন্দ অনেক রকম, চক্ষেতে তুই দেখিস্ ঘুরে।
একবার দেখে বল্‌না শুনি, ঠিক্ করুতে তুই পার্‌বি কি রে॥
এমন ক'রে রাখ্‌না যাতে, পালাবার পথ পাবে না রে।
যেন তোর ঐ হৃদয়মাঝে, বসিয়ে দেখ্‌তে পারিস তাঁরে॥
হৃদয়মাঝে এলে পরে, ভক্তি ডোরে বেন্ধে নে রে।
নইলে আবার পালিয়ে যাবে. ফাঁকের পথ তুই রাখিস্ না রে॥
চ'কে চ'কে রাখিস্ সদা, ব'সে থাকবি চরণ ধ'রে।
স'রে যাবার চেষ্টা পেলে, পা ধ'রে ললিত বসাবি রে॥ ১৫৬॥

প্রসাদি সুর।

ভাল ক'রে ধর্‌না তাঁরে।
দেখিস্ আবার পালিয়ে যেতে, মাকে কভু দিবি না রে॥
মা ছাড়া তোর শেষের দিনে, উপায় কিছু হবে কি রে।
গুরু যে পথ ধরিয়েছেন তোয়, থাকৃবি সদা সেইটি ধ'রে॥
যা বলেছেন কর্‌বি যে তাই, ভাল মন্দ দেখ্‌বি না রে।
ধর্ম্ম নিয়ে কারও সঙ্গে, বিচার করা ভাল কি রে॥
জগৎ মাঝে কত রকম, গোল ক'রে লোক বেড়াচ্ছে রে।
মিল ক'রে সব বুঝিয়ে দিতে, কেউ কি কভু পেরেছে রে॥
যে যা বলে সেইটি ভাল, দেখি সবাই বলে জোরে।
মিলিয়ে দিতে কিন্তু শেষে, গোলে মালে সবাই সারে॥
পাঁচ উপাসনার মধ্য হ'তে, কোন্ পথটি কে ধরিবে রে।
গুরু দেখিয়ে দিতে আছেন, নিয়ম যে এই জগৎ জুড়ে॥
গুরু দেখ্‌বেন বিচার ক'রে, ভাল কিসে কার্ হবে রে।
গুরুই তোর যে তারণ কারণ, ভেবে এখন দেখে নে রে॥
গুরুর আজ্ঞা মত ললিত, চলিস্ সদা ভক্তি ভরে।
সহজে তোর উপায় হবে. আপনি ধরা পড়িবে রে॥ ১৫৭॥

প্রসাদি সুর।

কেন মা এত খেল্ খেলিলে।
সহ্য ক'রে থাকা উচিৎ, কেন মা গো ভুলে গেলে॥
ভাল মন্দ সবাই করে, চলে কি মা দোষ ধরিলে।
বুঝে সুঝে বল্ দেখি মা, জগতে কি সবাই চলে॥
দোষ্ কি ধ'র্‌তে আছে কিছু, যদি হয় মা মনের ভুলে।
তোর কাছে মা নিত্যই দূষী, সবাই যে দেখ তোরই ছেলে॥
তোকেই যে মা ডাকে সদা, দেখি অপর নামের ছলে।
তবে কেন নিদয় হয়ে, ডোবাস্ ধ'রে অতল জলে॥
কাজ দেখে তোর ভাবি সদাই, কি হতো মা আমার হ'লে।
মিছে দোষে বল দেখি তুই, যেতিস্ কি মা আমায় ফেলে॥
তুই বিনা যে গতি নাই মা, এ কথা তো চিরকেলে।
দোষ কিছু তুই ধরিস্ না মা, ললিতকে নিস্ চরণ তলে॥ ১৫৮॥

প্রসাদি সুর।

আমার দশা বল্ কি হবে।
সুধা দেখে সবাই নাচে, কি ক'রে দিন আমার যাবে॥
শুনি মা ঐ সুধা পেলে, লজ্জা শরম পালাইবে।
গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না, সুধা যখন হাতে পাবে॥
সুধার স্বাদ যে জানিনা মা, তোকেই উপায় ক'র্‌তে হবে।
ভাল ক'রে খাইয়ে দে না, যাতে আমার পেট্ ভরিবে॥
শুঁড়ী বাড়ীর সুধা নিয়ে, বল্ আমার মা কি আর হবে॥
তোর্ নাম সুধারস দেনা আমায়, পান ক'রে মা আশ মিটিবে॥
ঐ নামরূপ সুধার বিন্দু, পান ক'রে মন মাতাল হবে।
তখন নেচে গেয়ে হেঁসে কেঁদে, মাতলামিতে দিন কাটাবে॥

অপর সুধা চাই না আমি, ঐটি আমায় দিতে হবে।
ঐ সুধা রাশি পান ক'রে মন, তোর চরণে স্থান যে পাবে ॥
ছোট বড় নিয়ে ললিত, সমান তখন ক'রে নেবে।
চাকর মনিব এক হয়ে মা, সুধারস যে পান করিবে ॥ ১৫৯ ॥

প্রসাদি সুর ।

পেট্ টা ভ'রে মদ খাইব ।
মাতাল হয়ে লোকের মাঝে, ইচ্ছা যে মা বেড়াইব ॥
মাতাল বলে বলুক না মা, তাতে কেন ভয় খাইব ।
যে জন আমায় ব'ল্‌বে মাতাল, সে যে মাতাল তাই দেখাব ॥
তোর নামরূপ মদ পান ক'রে মা, নেসার জোরে বিভোর হব ।
তখন নেচে গেয়ে মাতাল হয়ে, ট'লে ট'লে বেড়াইব ॥
তন্ত্র ভাটীর চোলাই করা, দুর্গা নামের মদ খাইব ।
শুঁড়ী বাড়ীর মদ খেয়ে মা, কেন আমি জাৎ খোয়াব ॥
ঐ নাম রূপমদ পান ক'রে মা, মাতোয়ারা শেষ যখন হব ।
তখন ছোট বড় সমান ক'রে, এক সঙ্গে মা ব'সে খাব ॥
তোর কাছে ঐ মদের জন্য, অতিথি আমি মনে ভাব ।
এই অতিথি মা বিমুখ হ'লে, নিন্দা ক'রে বেড়াইব ॥
দুর্গা নামের মদ যে আছে, সেইটি পেলেই চ'লে যাব ।
আব্‌দারে এই ললিত মা তোর, ভয় তোকে আর কেন খাব ॥১৬০॥

প্রসাদি সুর ।

দুঃখের কথা শোন্ মা তারা ।
সবাই দেখি বিবাদ ক'রে, বলে তোমায় নিরাকারা

মা নিরাকার হ'লে পরে ছেলেরা সব্ আছে যারা।
তাদের দশা কি হবে মা, ভেবে যে সব্ হবে সারা॥
তোমায় নিয়ে বিবাদ তুলে, গোলে পূর্ণ হ'ল ধরা।
যা হয় উপায় ক'রে দে মা, হয় না যেন অমন্ ধারা॥
ডেকে ডেকে মরি যে মা, ভাল কি তোর এমন করা।
চারি ধারে শত্রু দে'খে, কঠিন হ'ল ঘোরা ফেরা॥
তোমায় ডাকি ব'লে যদি, লুকিয়ে থাকৃতে হয় মা তারা।
তোমার আর নাম গাইবে কে মা, কেঁদে যদি হব সারা॥
ললিতের কথা শুনিস্ মাগো, নাই কিছু তার তোমা ছাড়া।
এই জগৎ মাঝে যা দেখি মা, সব্ই কেবল গোলে পোরা॥ ১৬১॥

প্রসাদি সুর।

মন্‌রে বড় গোল বাধালে।
ঐ ম'ল ভবের গণ্ডগোলে॥
ভবের বোঝা মাথায় ক'রে, ঘুরে বেড়ায় গোলে মালে।
কি হবে যে শেষের গতি, একবার কি মন ভেবেছিলে॥
সংসার কেবল মায়ার গোড়া, তাতো তুমি দেখে নিলে।
মিছে মায়ায় তবে কেন, ঘুরে বেড়াও সদাই ভুলে॥
কালের হাতে মরণ আছে, তোমার এ সব কর্ম্ম ফলে।
সময় থাকৃতে ডাক মাকে, পড় গিয়া সেই চরণ তলে॥
এত ক'রে বোঝাই তোমায় কেন তুমি ভুলে গেলে।
সকল কাজই ক'রতে পার, মাকে ডাকতে কাতর হ'লে॥
ভব সাগর পার হ'তে যে, হবে তোমার শেষের কালে।
মাঝে গিয়ে আকুল দেখে, মরবে ডুবে অতল জলে॥
হৃদয়মাঝে মা যে আছে, প্রধান কাণ্ডারী সেই আকুলে।
তাঁরই চরণ ধ'রগে ললিত, পারে যাবি অবহেলে॥ ১৬২॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে ভ্রম হয়েছে।
ভাল ক'রে ডাকলে পরে, তোমায় বল কে পেয়েছে॥
তোমার কাছে কান্দা কাটা, চিরকাল মা যে ক'রেছে।
এত ছল্ মা কর তাকে, কষ্টে কেবল দিন কেটেছে॥
তোমার সঙ্গে রাগা রাগী, যে করে তার সুখ হয়েছে।
দেখ্‌তে পাই মা তোমার নিয়ম, সকলেও যে তাই জেনেছে॥
তোমার সঙ্গে লড়াই ক'রে, বল্ না মাগো কে ডুবেছে।
হেলাতে ঐ চরণ পেয়ে, ভব সাগর ত'রে গেছে॥
স্তব স্তুতি করে যে মা, তার বেলাতেই গোল বেধেছে।
তোমার খেলায় মুগ্ধ হয়ে, এক বারেতে সব ভুলেছে॥
এমন ধারা ছল ক'রে সব, তোমার কি মা ফল হতেছে।
ঐ চরণ দুটি পাবার আশে, সবাই তোমায় ডাক্ দিতেছে॥
ডুবেছি না ডুব্‌তে আছি, জোর্ ক'র্‌ব মা তোমার কাছে।
ললিতের সেই শেষের দিনে, কি কর তাই দেখা আছে॥ ১৬৩

প্রসাদি সুর

দোল্ আমার মা করিতেছে।
হৃদয়মঞ্চে পদ্মাসনে, মা দেখনা দুলিতেছে॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসম্নাতে, তিনটি দড়ি হয়ে আছে।
ঐ দড়ি বেঁধে মা যে আমার, পদ্মাসনটি ঝুলায়েছে॥
অন্তর্ব্বায়ু দুলিয়ে সদা, ধীরে ধীরে বহিতেছে।
রুধির্‌কে যে আবীর ক'রে, দেখনা ঐ মা মেখেছে॥
কামরূপ মেড্রাসুরে, মা দেখি যে বধ করেছে।
তাই আমোদ ক'রে নিয়ে সবে, দোলেতে ঐ মা সেজেছে

অনাহত ধ্বনিরূপে, খোল করতাল তায় বাজিছে।
ইন্দ্রিয় কর্ম্ম ঘুরে ঘুরে; মায়ের নামটি গান করিছে॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সখী, চারি ধারে নাচিতেছে।
সশিব মা হৃদয় মাঝে, যুগলরূপে বিরাজিছে॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, মোহ তার সব পালায়েছে।
যা দেখে এই ললিতের মন, সুখ সাগরে ভাসিতেছে॥ ১৬৪॥

প্রসাদি সুর।

ভাল ক'রে মাকে ধর।
সকল সময় মন্ রে আমার, মায়ের নামটি সাধন কর॥
সাধনার ধন মা ঐ আমার, সহজে কি ধর্‌তে পার।
কি হবে এই সংসার নিয়ে, যদি সদাই গোলে পড়॥
সময় ক'রে ডাক্‌তে মাকে, কেন রে মন্ ভাব আর।
যা দেখ সব চারি ধারে, অসার ব'লে মনে কর॥
মাকে ছেড়ে কেন তুমি, এত ঘুরে ঘুরে মর।
কি হবে সেই শেষের গতি, ভেবে ঠিক কি কর্‌তে পার॥
ললিত ভেবে দেখ সদা, যাঁ হতে এই দেহ ধর।
তাঁকে ডাক্‌তে ভুলে থেকে, ফল তোমার কি হবে আর॥ ১৬৫

প্রসাদি সুর।

মাগো আমার শেষ্ কি হবে।
আমায় নিয়ে বল দেখি, কেন এত ঘোরাও ভবে॥
দেখ্‌না মা গো ডাক্‌তে তোমায়, ভুলে আমি থাকি কবে।
সদাই যা সব নিয়ে আছি, তুচ্ছ আমি ভাবি সবে॥

তোমায় ধ'রে থেকে যদি, কষ্টে আমার এদিন যাবে।
বল দেখি জগৎ মাঝে, আর তোমাকে কে ডাকিবে॥
কষ্ট কত সহ্য করি, চেয়ে বারেক দেখ শিবে।
কৃপাদৃষ্টি কর্‌লে পরে, সকল কষ্টই দূরে যাবে॥
আমায় এত ভুগিয়ে তোমার শেষে মা গো কি সুখ হবে।
ললিতকে ঐ চরণ দিলে, আপন ছেলে কোলে পাবে॥ ১৬৬॥

প্রসাদি সুর।

সাপ ধ'র্‌তে মন শেষে হবে।
মূলাধারে কুণ্ডলিনী, আছেন তুমি দেখ্‌তে পাবে॥
সকল তুচ্ছ ভাব রে মন্, যা সব তুমি দেখ ভবে।
সহজে কে ধর্‌তে পারে, ভাব্‌লে বারেক্ সব্ বুঝিবে॥
অন্তর্দ্দিষ্টি ক'রে আগে, ভাল ক'রে দেখে নেবে।
একবার ধর্‌তে পার যদি, সকল কষ্ট দূরে যাবে॥
সাপ ধরা কাজ সহজ নয় মন্, তন্ত্র মন্ত্র শিখ্‌তে হবে।
বায়ু সাধন ক'রে তুমি, আধারে যাও একটি ডুবে॥
শত বিজলিরূপে তাঁকে, সেই খানেতে দেখ্‌তে পাবে।
রূপ দেখে মন্ প্রথমেতে, অন্ধ তুমি হয়ে যাবে॥
সাম্‌লে তুমি যাবে রে মন্, নৈলে বড় গোল বাধিবে।
দুর্গা ব'লে দৌড়ে গিয়ে, অবশেষে ধ'রে লবে॥
আর এক উপায় বলি ললিত, সহজে যায় সাপ ধরিবে।
কেঁদে কেটে আব্‌দার ক'রে, হৃদে মাকে বসিয়ে লবে॥ ১৬৭

প্রসাদি সুর।

শেষ্ আমার কি কর্‌বি শিবে।
এই সংসার মায়ায় বদ্ধ ক'রে, কেন এত রাখিস্ ভবে॥
মা মা ব'লে ডেকে ডেকে, কত আমি মর্‌ব ভেবে।
নামের গুণে কৃপাময়ি, আমায় শেষে রাখ্‌তে হবে॥
কণ্ঠ রোধ শেষ্ করিস্ না মা, যখন শেষের দিন আসিবে।
আমার এই যে রসনাকে, অবশ্ হ'তে নাহি দিবে॥
এক ভাবেতে কষ্ট পেয়ে, আমার দেখি এদিন যাবে।
এখন কিছু না হয় যদি, শেষে তোকে দেখ্‌তে হবে॥
ললিত যে মা বড়ই দুখী, তোর্ দয়া মা কিসে পাবে।
শেষে যদি ডাকৃতে পারে, সে ডাক্ তোকে শুন্‌তে হবে॥ ১৬৮॥

প্রসাদি সুর।

পূর্ণিমার ঐ চাঁদ উঠেছে।
জ্যোতির্ম্ময় সব্ হয়ে গেছে॥
সকল সখী নিয়ে দেখ, আমার মা রাস করিতেছে।
ঐ কল্প তরুর মূলেতে মা, যুগলরূপে দাঁড়ায়েছে॥
সশিব মা মণি বেদিতে, কেমন দেখ শোভিতেছে।
দয়া, ক্ষমা, জ্ঞান, অহিংসা, আদিকে ফুল করিয়াছে॥
আরও কত ফুল দেখি মা, অদ্বেষ মন্ আদি আছে।
ঐ সকল্ কে ফুল ক'রে মা, চারি ধারে সাজায়েছে॥
অনাহত ধ্বনিরূপে, মৃদঙ্গ যে বাজিতেছে।
শব্দ তত্ব বাঁশী রূপে, সপ্তস্বরে গায়িতেছে॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সনে, সুমতি আদি মিলিয়াছে।
সবে মিলে নৃত্য ক'রে, রাসেতে মা মাতিয়াছে॥

কল্পবৃক্ষে আশা কোকিল্, বুদ্ধি ভ্রমর ডাকিতেছে।
হৃদয় তন্ত্রী পঞ্চ বায়ু, বীন্ সেতারা হইয়াছে ॥
ললিতের যে ইচ্ছা মনে, ঐ রাসে গিয়া বারেক নাচে।
পূর্ণ কর কামনা মা, চরণ ধ'রে সে প'ড়ে আছে ॥ ১৬৯

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বল রসনা রে।
ঐ নামের গুণে অকাতরে, যাবি ভবসাগর পারে ॥
ঐ দুর্গা নাম দুই অক্ষরে, সুধা যা সব আছে ধ'রে।
পান ক'রে তাই মত্ত হ'লে, কালের ভয় আর থাক্‌বে না রে
মনে জ্ঞানে ঐক্য ক'রে, ডাক্‌না সদা বদন ভ'রে।
ভাব্ দেখি মন্ শেষের দিনে, তোর্ দশা আর কি হবে রে ॥
কেবল মা মা ব'লে কেন, ডাকিস্ তুই রে প'ড়ে প'ড়ে।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ডাক্‌না সদা আদর ক'রে ॥
যত মা মা ব'লে ডাকিস্, শুন্‌তে কৈ মা পেয়েছে রে।
ঐ নামের গুণে দেখ্‌বি তখন, মাকে পাবি অকাতরে ॥
সংসারেতে আছে যা সব, কিছুই তোর যে হবে না রে।
কর্ম্ম বিনা কিছুই শেষে, সঙ্গে তোর আর যাবে কি রে ॥
এমন কর্ম্ম কর্‌না রে মন্, হয় যেন সব ভালর তরে।
না যদি তা পারিস্ ললিত, দুর্গা নামে মেতে যারে ॥ ১৭০ ॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামের সাধন কর।
ভাল ক'রে মাকে ধর ॥
ভবের এই সব গণ্ডগোলে, কেন ঘুরে ঘুরে মর।
এই ভব সংসার সকল মিছে, কেউ যে হেতা নয় রে কার

ব'সে ব'সে মাকে ডে'ক, যত তুমি ডাকৃতে পার।
গোলে মালে প'ড়ে কেন, অন্ধ হয়ে থাক আর॥
ক্রমেতে দিন ফুরিয়ে যাবে, অসার নিয়ে কেন ফের।
দুর্গা দুর্গা ব'লে তুমি, গিয়ে মায়ের চরণ ধর॥
কাল্ যখন শেষ্ ধ'র্‌বে এসে, উপায় কি মন থাকৃবে আর।
আপ্‌না আপ্‌নি মজ কেন, এ পথ থাকৃতে কেন ছাড়॥
এতেও যদি না বোঝ মন্, তবে তোমার নেহাৎ গের।
নিজেও তখন মজ্‌বে তুমি, সব যাবে আর ললিতের॥ ১৭১॥

প্রসাদি সুর।

মন্ থেক না গোলে মালে।
থাকৃলে কি মন্ তোমার চলে॥
তোমায় যারা ঘেরে আছে, আসে তারা কত ছলে।
কত রকম লোক এসে মন্, জোটে দেখ সাঁজ সকালে॥
একা তুমি এয়েছ মন্, একাই তুমি যাবে চ'লে।
আপন আপন ক'রে মর, এখন কেবল নিজের ভুলে॥
গুরু যে ধন দিলেন তোমায়, ভুল্‌লে কি আর সেইটি চলে।
সদা মনে ক'র্‌বে ব'সে, স্মরণ রাখ্‌বে সাধন ছলে॥
সাধনাটি সহজ নয় মন, গোপনেতে কর্‌তে বলে।
অসার সংসার তুচ্ছ কর, ছাড় রে সব গণ্ডগোলে॥
সংসারে মন যারা আছে, সঙ্গে কেউ কি যাবে ম'লে।
মায়ার গোড়া কেবল তারা, শেষ ডোবাবে অতল জলে॥
স্থির হয়ে মন থাক সদা, জগন্মায়ের চরণ তলে।
সকল ভাব্‌না দূর হবে শেষ, তর্‌বে ললিত অবহেলে॥ ১৭২

প্রসাদি সুর

টাকাতেই যে সব ভুলেছে ।
টাকা নিয়ে সুখী সবাই, মাকে বল কে ভেবেছে ॥
দারা পুত্র পরিজন সব, টাকা টাকা সব করেছে ।
টাকার লোভে মত্ত হয়ে, শেষের দিন সব কে দেখেছে ॥
শেষের দিনে পারে যাবার, উপায় বল কে ভেবেছে ।
টাকাই দেখ কুহকরূপে, জগতে মা পাঠায়েছে ॥
জগতের সব্ ধন সম্পদ, ভেবে নে মন্ সকল মিছে ।
অন্ত কালে কে কত বল্ সঙ্গে ক'রে ল'য়ে গেছে ॥
টাকা কারো হ'লে পরে, সুখেতে তার দিন কেটেছে।
নিত্যানন্দ মায়ের চরণ, কেউ কি তখন আর খুঁজেছে ॥
জন্মাবধি পেটের দায়ে, সবাই দেখি বেশ ঘুরেছে ।
কাট আগুনে শোবে যখন, তখনও কি ছাড়ান আছে ॥
কুটি ব'য়ে মজুৎ ক'রে, শেষে বন্দেজ্ তার করেছে ।
এই খেলা সব দেখে ললিত, দিশে তাকে বেশ লেগেছে ॥ ১৭৩

প্রসাদি সুর ।

দেনা মা ঐ চরণ তরি ।
তোরই ছেলে হয়ে আমি, কষ্ট কত সইতে পারি ॥
অনেক কষ্ট সয়েছি মা, ভুগ্‌তে ভুগ্‌তে প্রাণে মরি ।
চেয়ে দেখ্ মা আমার পানে, দয়া কর্‌না শুভঙ্করি ॥
কামনা কিছু নাই যে আমার, ভিক্ষা কেবল এইটি করি ।
শেষের দিনে অকাতরে, পারে যেন যেতে পারি ॥
ঐ চরণ দুটি পেলে মা গো, আর কি আমি কাউকে ডরি ।
শেষের দিনে কাল্ এলে মা, মার্‌তে পারি মাথায় বাড়ি ॥
তুই মা নিদয় হ'লে আমায়, ভাঙ্গ্‌বে যম্ সব্ জারি জুরি ।
এখন যত লাফালাফি, তখন তেম্‌নি কষ্ট ভারি ॥

দিনান্তে তোয় ডাকি ব'লে, এত জোর যে আমি করি।
কভু দেখ খোঁজ করি না, কোথা আছেন হর আর হরি॥
শেষের দিনে কালের হাতে, ফেলিস্ যদি রাজকুমারি।
তোরই নাম যে গেয়ে ললিত, হেঁসে যাবে যমের বাড়ী ॥ ১৭৪ ॥

প্রসাদি সুর।

তোমাকে মন্ শেখাই কত।
ছাড় না সব্ ভাব্না যত॥
ঘুরে কেন মর মিছে, হওনা সদা মনের মত।
গুরু দত্ত রত্ন নিয়ে, সুখেতে কাল কাটাও যত॥
গুরু যে ধন্ তোমায় দিলেন্, মনে তোমার আছে তা ত।
সেইটির তত্ত্ব সদা কর, কর্‌বে কি আর রবি সুত॥
শেষের দিনটি নিকট হ'লে, আঁধার দেখে হবে হত।
তখন সবাই শত্রু হ'বে, এখন যারা আছে মিত॥
ইন্দ্রিয়গণ এখন তোমার, ভয়ে আছে অনুগত।
হাল্ ছেড়ে শেষ সবাই দেবে, সহায় তখন হবে না ত॥
বামুন গেলে ঘর লাঙ্গল তোল, ডাকের কথা শুনেছ ত।
প্রভু বিনা ইন্দ্রিয় সব্, ক'র্‌বে দেখো সেইই মত॥
এই বেলা মন্ সময় থাকৃতে, সাধনাতে হওনা রত।
ললিতের মন্ হয়ে কেন, মায়ের চরণ ভুল্‌লে এত ॥ ১৭৫ ॥

প্রসাদি সুর।

ব্রহ্মময়ী কি লোকে বলে।
মন্ বলে মা সময় পেলে॥
সুখেও বলে দুঃখেও বলে, দেখ না মা কত ছলে।
স্মরণ করিয়ে দেয় সে সদা, তোমায় মা গো ভুলে গে'লে॥

এই জগতে ঘুরে বেড়াই, আমরা সবাই কর্ম্মের ফলে।
ভাল সময় ভুলি তোমায়, মনে আসে কষ্ট হ'লে॥
দিন্ কি আবার ফিরে আসে, একবার সেটি চ'লে গেলে।
যে দিন্‌টি মা বৃথা যাবে, সেইটি নষ্ট হ'ল বলে॥
ক্রমে ক্রমে দিন ফুরালে, যেতে হবে আমায় চ'লে।
মন সদা তাই বুঝিয়ে দেয় মা, ব্রহ্মময়ী উক্তির ছলে॥
মনের মত বন্ধু নাই মা, তাকে এখন বশ করিলে।
ললিতের মন্ তার বশে মা, থাকে যেন সকল কালে॥ ১৭৬

প্রসাদি সুর।

সুখে কি মা তোমায় ভাবে।
সুখেতে মা ভাব্‌লে পরে কষ্ট কি আর আস্‌তে পাবে॥
ছেলেদের এই নিয়ম দেখি, ভয় খেলে সে মাকে চাবে।
খেলা ধূলায় দিন কাটালে, মায়ের কি আর খোঁজ করিবে॥
জগৎ জুড়ে নিয়ম এই মা, তার বিপরীত কেন হবে।
শৈশব হ'তে তারই শিক্ষা, আমরা যে মা করি ভবে॥
বিপদ্ আবার এলে পরে, তবে তোমায় মনে হবে।
তাতেও দেখ পাঁচ রকমে, ঘুরে শেষে ধরি তবে॥
তোমায় ধ'র্‌লে মনে জানি, বিপদ্ আমার দূরে যাবে।
কুমতি যে সঙ্গে জুটে, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় ভবে॥
সুমতি কুমতি সব্‌ই তুমি, তোমার আজ্ঞায় সব্ চলিবে।
ললিতের এই মতি দাও মা, সদা তোমায় হৃদে পাবে॥ ১৭৭

প্রসাদি সুর।

হর হরি মা এক হয়েছে।
সকল রূপই মিলে গেছে॥
সকলের ঐ মিলনেতে, কি সুখ মা গো শেষ্ হয়েছে।
দ্বেষা দ্বিষী ঘুচে গিয়ে, আপনা হ'তে সব মিলেছে॥
মনের ভুলে দ্বেষা দ্বিষী, ক'রে সবাই বেড়াতেছে।
রূপের ভেদে নামের ভেদ হয়, এ কথা কি কেউ বুঝেছে॥
ভেদাভেদ মন্ সকল মিছে, শাস্ত্রেতেও যে তাই বলেছে।
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাই, বেদেও দেখ লেখা আছে॥
ব্রহ্ম ব'ল্‌তে বুঝি কাকে. এটি দেখ্‌লেই গোল মিটেছে।
সকল সৃষ্টির আদি যাহা, ব্রহ্ম বল্‌তে সেই হয়েছে॥
সর্ব্ব আদি আকাশ্ দেখ, শাস্ত্রেতে তা শিখাতেছে।
ঐ আকাশ্‌কেই যে প্রকৃতি রূপে, সৃষ্টির আগে দেখায়েছে॥
ঐ প্রকৃতি যে শ্যামা মা মোর, আত্মা সবাই তাঁয় ব'লেছে।
ঐ আকাশেই পঞ্চভূত যে, অদৃশ্য ভাবে সব রয়েছে॥
জীব সকলকে ঘটাকাশের, সঙ্গে তুলনা সব ক'রেছে।
বায়ু আবার পুরুষ হয়ে, শিব নাম যে তায় ধ'রেছে॥
ঐ আকাশ হ'তে পঞ্চভূতকে, বায়ু সমষ্টি শেষ্ ক,রেছে॥
তাই পঞ্চভূতের মিলনেতে, জগৎ সৃজন সব হয়েছে॥
সর্ব্ব আদি আকাশ্‌কে যে, ব্রহ্ম নামে বুঝায়েছে।
ললিতের মা ব্রহ্ম রূপে, হর হরি আদি এক ক'রেছে॥ ১৭৮॥

প্রসাদি সুর।

ভাল ব'ল্লে শুনিস্ না রে।
তোর গের এখন ধ'রেছেরে॥
যত বলি শুনিস্ না তুই, কালা আবার হলি কি রে
ভাল ব'ল্লে মন্দ ভাবিস্, এইটি আমি দেখি যে রে॥

যত ক'রে বলি তোকে, মাকে ডাক্‌তে ভাল ক'রে।
বিষয় নিয়ে মত্ত আছিস্‌, কিছুতে তুই শুন্‌বি না রে॥
কি যে হবে শেষেতে তোর্‌, সেইটি কভু ভাবিস্‌ কি রে।
মায়ের চরণ বিনা দেখ, কেউ কি তোকে রাখ্‌তে পারে॥
পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে, সে সব শুনে কি হবে রে।
সবাই নিজে ভাল বোঝে, অপর্‌কে সব বোকা ধরে॥
অভেদ ক'রে দেখ্‌লে পরে, গোল কিছু আর থাক্‌বে না রে।
গুরু তোকে যা দিয়েছেন, থাক্‌না সদা সেইটি ধ'রে॥
পাঁচ পথে তুই ঘুর্‌লে পরে, অনেক কষ্ট পাবি ঘুরে।
ঠিক্‌ ক'রে তুই এক পথে থাক্‌, তবেই ভাল হবে যে রে॥
আদর মাখা মা কথাটি, ব'ল্‌তে কত সুখ আছে রে।
মা ব'লে তাই ডাক্‌তে তোকে, ললিত সদা বলিছে রে॥ ১৭৯।

নাই আমার মা আর ভাবনা।
যা ইচ্ছা তাই করে নে না॥
তোরই চরণ ধ'রে আছি, কাউকে আমি ভয় করি না।
ভয় থাকে যদি তোকে ধ'রে, ডাক্‌তে তোকে কেউ যাবে না॥
মায়ের কোলের কাছে গিয়ে, ছেলে কি আর পায় যাতনা।
ভয় পেলেই সে মাকে ধরে, চিরকাল্‌ যে আছে জানা॥
মা হয়ে কি অবশেষে, রক্ষা কর্‌তে তুই চাবি না।
শেষে রক্ষা কর্‌তে হবে, গোল কর্‌লে মাআর শুনি না॥
কাল দুরন্ত শেষে আছে, তার উপায় সব্‌ করে দেনা।
ঐটি ছাড়া আর কিছু মা, আমার মনে নাই কামনা॥
অপর কামনা থাক্‌লে পরে, ফাঁকি দিলে ভয় ছিল না।
বিলাস সুখে কি হবে মা, ললিতকে তোর চরণ দেনা॥ ১৮০॥

প্রসাদি সুর।

কে তোকে মন্ বল্‌বে এত।
শুন্‌লি না তো বলি যত॥
শেষের দিন তোর্ এলে পরে, খাবি যখন কালের গুঁত।
এই কথা সব্ বুঝ্‌বি তখন, বাঁচ্‌তে কিন্তু পার্‌বি না ত॥
আগে যে সব্ কাজ করেছিস, তার ভোগাভোগ আছে কত।
সেইটি একবার ভেবে নে না, তবেই তুই সব বুঝ্‌বি যত॥
এখন হ'তে চেষ্টা কর্‌তে, তাইতে বলি অবিরত।
কি হবে তোর্ দিন ফুরালে, হাত্‌ড়াবি যে কাণার মত॥
ভবে জীবের সহায় সম্পদ, মায়ের চরণ রয়েছে ত।
ঐ চরণ ছাড়া নাই কিছু মন্, হ না সেথা অনুগত॥
এই ভবের খেলা তুচ্ছ কর্‌তে, কতবার্ তোয় বলেছি ত।
সংসার নিয়ে মেতে আছিস্, শুন্‌তে তুই মন্ পার্‌বি না ত॥
ললিতের মন্ হয়ে তুই রে, কেন হ'স্ না মনের মত।
যত ঘুর্‌বি তত ভুগ্‌বি, ডাকের কথা আছে খ্যাত॥ ১৮১॥

প্রসাদি সুর।

গেলি তুই মন্ ভবের ঘোরে।
এই সংসার নিয়ে ঘুরে ঘুরে, সকল যে তুই দিলি ছেড়ে॥
যে বোঝা তোর মাথায় আছে, তাই নিয়ে তুই থাক্‌লে পরে।
শেষের উপায় নাই রে কিছু, সেটি কি তুই ভাবিস্ না রে॥
বোঝা বওয়া মুটে ক'রে, মা যে তোকে পাঠিয়েছে রে।
ঐ বোঝা মাথায় ক'রে থেকে, পারের উপায় ক'রে নে রে॥
নামাতে যে মাইই আছে, ভাল ক'রে ধর্ না তাঁরে।
তাঁর দয়া শেষ হ'লে পরে, আপ্‌নি বোঝা নাম্‌বে জোরে॥

কষ্ট তোর সব দেখা মাকে, দেখ্‌লে দয়া হবে তোরে।
মায়ের কাছে কাঁদ্‌না সদা, ব'সে থাক্‌ তাঁর চরণ ধ'রে॥
কত জন্ম ভার বয়েছিস্‌, তার কিছু ঠিক আছে কিরে॥
বইবি এখন কত জন্ম, তাও কি সে কে জান্‌তে পারে।
মা কখন নিদয় নয় মন্‌, দেখ্‌বি তাঁকে ধর্‌লে পরে।
যে চরণ ধ'রে বোঝা নাবে, ললিত ধ'রে থাক্‌না তারে॥ ১৮২

প্রসাদি সুর।

তোর্‌ খেলা বল্‌ কে বোঝে মা।
ঐ খেলাতে যে সবাই মলো, আর কেন মা দে না ক্ষমা॥
যে মা মা ব'লে নিত্যডাকে, তাকেই কষ্ট দিতে চাস্‌ মা।
কত রকম খেল্‌ যে খেলিস্‌, ক্ষেপী সেজে আছিস্‌ যে মা॥
ক্ষেপীর কাজ্‌ কি এম্‌নি ধারা, কেউ কখন দেখেছে মা।
কত লীলা তোর্‌ যে আছে, কে তার বল কর্‌বে সীমা॥
ঐ চরণ যুগল আমায় দিয়ে, যত ইচ্ছা কষ্ট দে মা।
ঐ চরণ ছুটি পেলে পরে, সকল কষ্টই সইব গো মা॥
এই স্থূল দেহটি ধ'রে কভু, কেউ কি তোকে দেখেছে মা।
আপ্‌নি দেখা দিলে পরে, দেখ্‌তে সবে পায় দেখি মা॥
মা মা ব'লে অন্ধের মত, সবাই দৌড়ে বেড়ায় যে মা।
কোথায় বসে আছিস্‌ তা কি, কেউ কখন বলে না মা॥
ললিতের এই হৃদয়মাঝে, এসে একবার ব'স্‌ দেখি মা।
পবিত্র এ দেহ হবে, তোর ঐ চরণ স্পর্শেতে মা॥ ১৮৩॥

প্রসাদি সুর।

সকল কি মা বুঝ্‌তে পারি।
ভুল হ'লে শেষ্‌ কষ্ট দিয়ে, কি হয় মা তোর বাহাদুরি

এই জাগা ঘরের ভিতর এখন, কত যে মা হ'চ্চে চুরি।
ঐ চোর্‌কে ধ'র্‌তে গিয়ে মাগো, কত ছুটা ছুটি করি॥
ছয়টি রিপু দেহের মাঝে, বলী তারা আছে ভারি।
সাধ্য আমার কি আছে মা, যে ভাঙ্গি তাদের জারি জুরি॥
তোমার কৃপা হ'লে পরে, তাদের দমন কর্‌তে পারি।
তুমি বল্‌লে জোর ক'রে মা, রাখ্‌ব আমি তাদের ধরি॥
তারা যে মা চারি ধারে, আছে সদা আমায় ঘেরি।
দেখে শুনে ভয়ে আমি, সদাই যে মা প্রাণে মরি॥
প্রতি দিন যা লাভ করি মা, নেয় যে তারা অংশ করি।
উপায় না তার কর্‌তে পেরে, চাই মা তোর ঐ চরণ তরি॥
সকল সময় বুঝে চলা, কঠিন হয় যে শুভঙ্করি।
রক্ষা কর্ মা ললিতকে তুই, আছে সে তোর চরণ ধরি॥ ১৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন তুই মা ঘোরাস্ এত।
সংসারের এই ভারে যে মা, কাতর করে দেখ্ সতত॥
জগৎ মাঝে মায়ার গোড়া, আছে যে মা দারা সুত।
শেষের দিনে কেউ কারু নয়, বুঝেও মাগো বুঝিস্ না ত॥
কালের ক্রিয়া দেখে মা গো, বড়ই আমায় কর্‌লে ভীত।
মা হয়ে তুই সাহস্ দে মা, নৈলে প্রাণে হই যে হত॥
তুই না মা গো রাখ্‌লে পরে, বাঁচ্‌বার উপায় পাব না ত।
শুন্‌বি কি মা মনের কথা, আছে আমার বল্‌বার যত॥
হৃদয়মাঝে ব'স্‌লে মাগো, ললিত অনেক সুখী হ'ত।
ঘুরে ঘুরে প্রাণ গেল মা, স্থির হ'তে কৈ দিলি না ত॥ ১৮৫

প্রসাদি সুর।

কেন বল্ মা ডাক্‌ব তোরে।
কর্ম্মফল মা যদি ভুগে, জগতে দিন কাটাব রে।
কর্ম্ম ফলের ভোগাভোগ মা, আছে দেখি চিরকালে।
তোমায় ধ'রে কি ফল হ'ল, সমান যদি ভুগিবে রে॥
যে রূপে মা চালাও তুমি, সেইরূপে যে সবাই চলে।
দুঃখের সুখের ভাগী কেবল, মিছে কর সকলে রে॥
এই জগৎ মাঝে সর্ব্ব জীবই, তোমার দেখি আদেশ পালে।
ভাল মন্দ তবে কেন, ভোগাভোগ্ সব্ এই আছে রে॥
ভাল ক'রে ব'লতাম মাগো, তোমার একবার দেখা পেলে।
কোথায় আছ তাই জানি না, নইলে কেউ কি তোমায় ছাড়ে॥
তোমায় কি কেউ ডাকত জীবে, কালের ভয় মা না থাকিলে।
ললিত শেষের দিন ভেবে মা, তোমায় কেবল ডাকিছে রে॥১৮৬॥

প্রসাদি সুর।

ভাল হব কি কোন কালে।
আমার পোড়া মন্ যে দেখি, সদা কুপথেতে চলে॥
পূজা কর্‌বার ইচ্ছা মাকে, জবাঞ্জলি বিল্বদলে।
সকল কথাই ভুলে্ যায় মন, সংসার নিয়ে মত্ত হ'লে॥
সংসারার্ণব মাঝে আমি, ভেসে যে মা বেড়াই জলে।
কুল কিনারা দেখ্‌তে পাই না, কি হবে মা শমন এলে॥
ভবের মাঝে ঘুরে বেড়াই, কত রকম গোলে মালে।
স্থির হ'তে যে পারি না মা, দেখ একবার বদন তুলে॥
ভাবি এক হয় মা আর, স্থান দাও না আমায় কুলে।
এই সাগর মাঝে ডুবে মরি, বাঁচাও গো মা আপন ছেলে॥
শমন যখন আস্‌বে শেষে, ডাক্‌বে ললিত দুর্গা ব'লে।
তখন তুমি রাখ্‌বে কি না, তোমার যুগল চরণ তলে॥ ১৮৭

প্রসাদি সুর।

ডুব্‌লো নৌকা ভবার্ণবে।
সাম্‌লে যদি চল রে মন্, তবেই তুমি বাঁচ্‌তে পাবে॥
চারি ধারে ঝড় উঠেছে, নৌকা শেষে ডুবি হবে।
চৌদ্দ পোয়া নৌকা নিয়ে, সহজে কি পারে যাবে॥
মাঝী শক্ত হ'লে পরে, তুফানে কি ডরাইবে।
ডুবু ডুবু হ'লে পরেও, পার যে তোমায় ক'রে নেবে॥
দক্ষিণ মুখে এক টানেতে, নৌকা তোমার পড়্‌বে যবে।
মাঝীর গুণে উজান যেতে, অকাতরে পার্‌বে তবে॥
পাক্‌নায় প'ড়ে হাবু ডুবু, যখন তোমায় খেতে হবে।
সেই ভব চক্র এড়িয়ে যেতে, তুমি কি মন্ উপায় পাবে॥
শক্ত নেয়ে মা যে আমার, ললিত তাঁকেই ধ'রে রবে।
পারের দিনে দুর্গা ব'লে, নৌকা খানি ভাসিয়ে দেবে॥ ১৮৮।

প্রসাদি সুর।

আমার মনের কি দোষ আছে।
তুমি যে মা হৃদয় বাসী, যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচে॥
এই জগৎ মাঝে ধর্ম্মাধর্ম্ম, তোমার হাতে সব রয়েছে।
তোমার ছলায় ভুগে মাগো, সকলেতেই গোল বেধেছে॥
পঞ্চ ভূত সব তুমিই যে মা, তাও যে এ মন্ শেষ্ বুঝেছে।
এমন অন্ধ তায় ক'রেছ, ঘুরে সদা প্রাণ যেতেছে॥
শিব দেখি মা তোমায় সদা, ভক্তি মুক্তির মূল ব'লেছে।
সুখ দুঃখ সকল তুমি, কেবল মাগো এই জেনেছে॥
তোমার খেলা এম্‌নি মা গো, তেলা মাথায় তেল পড়েছে।
অক্ষম্ জনে দেখ্‌তে পাওনা, কর্ম্মী দয়া সব পেয়েছে॥

ললিতকে শেষ্ দেখ্‌লে পরে, সে যে মাগো প্রাণে বাঁচে।
মা হয়ে কি দোষ ধরে মা, সদা ছেলের দোষ রয়েছে॥ ১৮৯

প্রসাদি সুর।

ঘোরাবি মা আমায় কত।
এই ভবের মাঝে ঘুরে ঘুরে, প্রাণে আমি হই গো হত॥
বিপদ্ সময় এলে পরে, কাতর হয়ে বেড়াই এত।
সুখের সময় ডাক্‌বার মতি, থাকে যেন অবিরত॥
ভাল ভেবে তোমায় আমি, বলি মনের কথা যত।
চরণ তলে প'ড়ে মা গো, আছি সদা অনুগত॥
যত আমি বলি না মা, উপায় কিছু হ'ল নাত।
চারি ধারে ঘুরে বেড়াই, যেন আমি অন্ধের মত॥
শোনা আছে তোমায় ধর্'লে, সুখেতে দিন হয় মা গত।
আমার বেলা তোমায় দেখি, বিপরীত ভাব ধরেছ ত॥
যত তোমায় ডাকি আমি, কষ্ট আমার বাড়ে তত।
কি দোষেতে এমন হ'ল ললিত আর মা কাঁদ্‌বে কত॥ ১৯০॥

প্রসাদি সুর।

মায়াতে মা সব্ ভুলায়।
ঐ রূপেতে ভুলে মা গো, সবাই দেখি কষ্ট পায়॥
এই জগতে কষ্ট পেলে, সবাই যে মা তোমায় চায়।
মায়া চক্র এম্‌নি ঘোরে, ঘুরে সবাই ভুলে রয়॥

বিপদ্ কাল্ মা এলে পরে, তোমায় দেখি মনে হয়।
সংসারমায়ায় বদ্ধ রেখে, সবাই তোমায় ভুলিয়ে দেয়॥
তোমায় ডাক্‌লে ফল্ যদি মা, জীবে কিছু দেখ্‌ত তায়।
তবে সবাই ডাক্‌ত তোমায়, অনুগত থাক্‌ত পায়॥
মরণের পর জীবের মাগো, ক'রবে তুমি সব্ উপায়।
এ আশাকুহকেতে ভুলে, সবাই কি মা থাক্‌তে চায়॥
নগদ দানের বড় গুণ মা, প্রচার আছে জগৎ ময়।
সদ্য ফলের আশায় দেখ, কুল ছেড়ে অকুলে যায়॥
ক্রমে একে একে মাগো, পাঁচের কাছে সবাই ধায়।
ডাকার মত ডাকুক্ ললিত, মাকে যদি ধর্‌তে চায়॥ ১৯১॥

প্রসাদিসুর।

কেন ভ্রমে প'ড়ে ছিলে।
মাকে ধ'রবে মনে ক'রে, এখন এত ভুলে গেলে॥
হৃদয়মাঝে মাকে পেয়ে, সহজেতে ছেড়ে দিলে।
সংসারমায়ায় বদ্ধ হয়ে, আপ্‌না হতেই আপনি ম'লে॥
কি হবে যে শেষের উপায়, যখন তোমায় ধ'র্‌বে কালে।
ম'র্‌বে তখন কষ্ট পেয়ে, এখনকার সব্ কর্ম্ম ফলে॥
ভালয় ভালয় এই বেলা মন্, ব'স মায়ের চরণ তলে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাক, ভুল নারে কোন কালে॥
কালের ভয়ে ব্যাকুল আছ, স্থির থাক্‌লে কি তোমার চলে।
দিন ক্রমে যে ফুরিয়ে এল, যেতে হবে সন্ধ্যা হ'লে॥
ললিত মিছে অমন কেন, হয়ে আছ মনের ভুলে।
সংসার মায়া ছাড় হেঁসে, ঢুকো না আর গণ্ডগোলে॥ ১৯২॥

প্রসাদি সুর।

ডাকার মত ডাক্ না মাকে।
ফল্ কি কিছু হবে রে মন্, চুপটি ক'রে ব'সে থেকে॥
কাল দুরন্ত আছে দেখে, ভয় কি কিছু হয় না বুকে।
শেষের দিন কি ভাবিস্ না মন্, এম্নি এখন আছিস্ ঝোঁকে॥
মায়ায় এখন বদ্ধ হয়ে, সব ভুলেছিস্ যাদের দেখে।
বল্ দেখি মন্ তুই ম'লে শেষ্, সঙ্গে কি সব যাবে শোকে॥
এই বেলা তোর্ সময় থাক্তে, ভাল ক'রে নে না ডেকে।
চরণ ধ'রে মাকে এনে, বসা না মন্ আপন বুকে॥
মাকে হৃদয়বাসী ক'রে, সদাই ঘুরে বেড়া সুখে।
শেষের দিন তোর্ এলে পরে, ভয় হবে না কালের পাকে॥
সহজে না শুন্‌লে তুই মন্, ছেড়ে কি আর দেব তোকে।
একটু সময় পেলে পরেই, মর্‌বে ললিত ব'কে ব'কে॥ ১৯৩॥

প্রসাদি সুর।

কে বলে মন সকাল আছে।
তোমার পক্ষে অনেক দিন সেই, সকাল দেখি চ'লে গেছে॥
ক্রমেতে যে দিন ফুরাবে, তোমার কি তায় ভুল হ'তেছে।
শেষের দিন তাই সন্ধ্যারূপে, ক্রমেতে দেখ্ আস্‌ছে কাছে॥
সবাই বলে সকাল্ সকাল্, মধ্যাহ্ন যে হয়ে গেছে।
সন্ধ্যা এসে পড়্‌লে পরেই, যেতে হবে যমের কাছে॥
তখনকার কি উপায় আছে, বল্ দেখি কি স্থির হয়েছে।
এখন উপায় না হ'লে শেষ্, তখন ভুগে মর পাছে॥
তাই সদা আমি বলি তোমায়, বস মায়ের চরণ তলে।
কারো কথা শুন না আর, অনেক সময় আর গিয়েছে॥
ভবসাগরের অতল জলে, ডুব্‌তে ললিত বেশ বসেছে।
চেয়ে দেখ হৃদয়মাঝে, মা যে তোমার ঐ রয়েছে॥ ১৯৪॥

প্রসাদি সুর।

কি হবে মন সময় গেলে।
ফিরে আন্‌তে পার্‌বি কি তুই, একটি দিন তোর গত হ'লে॥
একটি পল্‌ কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে, পার্‌বেনা যে চেষ্টা পেলে।
পড়্‌বি রে তুই যমের হাতে, ক্রমে ক্রমে দিন ফুরালে॥
কি হবে তোর শেষের উপায়, একবার কি মন্‌ ভেবে ছিলে।
ভবসাগর পার হ'তে যে, ডুবে মর্‌বি অতল জলে॥
নৌকা ভেলা সেই সাগরে, কেউ দেখেনি কোন কালে।
কে তোকে পার্‌ ক'রে দেবে, অপর পারে যেতে হ'লে॥
এই বেলা যে সময় আছে, পড়্‌গে মায়ের চরণ তলে।
সেই মায়ের দয়া হ'লে পরে, পারে যাবি অবহেলে॥
মায়ের কাছে চরণতরি, পাবি তুই মন্‌ চেয়ে নিলে।
সেই চরণতরি সহায় ক'রে, ললিত যেতে পার্‌বে চ'লে॥ ১৯৫॥

প্রসাদি সুর।

দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে গেল।
কেন বল প'ড়ে প'ড়ে, এখনও যে সকাল ছিল॥
সকাল আবার কেমন ক'রে, দুই প্রহর যে হয়ে এল।
বাঁচ্‌বে কদিন জান যদি, সেইটি তুমি আমায় বল॥
চেয়ে দেখ ভাল ক'রে, ক্রমে সন্ধ্যা নিকট হ'ল।
দিন ফুরালে যাব চ'লে, সেইটি বোঝাই ভার হইল॥
এই বেলা যা সময় আছে, তাতেই মাকে ধ'র্‌বে চল।
সংসারমায়ায় বদ্ধ হয়ে, থাকৃলে কি আর হবে বল॥
মায়া মোহ ঘেরে থেকে, তোমায় অন্ধ ক'রে দিল।
সোজা পথটি ছাড়িয়ে দিয়ে, বাঁকাটি যে ধরিয়ে নিল॥

এখন সময় থাক্‌তে রে মন্, বুঝে তোমার চলা ভাল।
মায়ের চরণ মোক্ষ ভেবে, ললিত সোজা পথে চল ॥ ১৯৬।

প্রসাদি সুর।

আজ বিমাতার পূজা হবে।
তাতেই আমোদ ক'র্‌ছে সবে ॥
মাকে সবাই ধরে সদা, দেখি রে মন কত ছলে।
বিমাতার যে শরণ নিলে, সদ্য মোক্ষ ফল সে পাবে ॥
সর্ব্ব মূল সেই মা যে আমার, তাঁর পূজা হয় সর্ব্ব কালে,
দশহরা এলে দেখি, বিমাতাকে পূজ্‌বে সবে ॥
পাপীর পক্ষে মা চেয়ে ঐ, বিমাতাকে বড় ভাবে,
পতিত্‌পাবনী নাম ধরে তাই, ঘুরে ঘুরে বেড়ান ভবে ॥
কাতরেতে আশ্রয় নিলে, বিমাতা যে কোলে লবে,
আমার মাটি এম্নি নিদয়, কেঁদে ম'লেও কৈ শুনিবে ॥
মায়ের ছেলে সবাই ব'লে, মায়ের দয়া কম দেখিবে,
বহু পুত্রের মা যে হবে, দেখ্‌তে কি সে পায় গো সবে ॥
ঐ বিমাতার দয়া হ'লে, অকাতরে মাকেও পাবে,
আপন মাকে ধর্‌বে ললিত, কেন বিমাতার কাছে যাবে ॥ ১৯৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মা চেয়ে বিমাতা ভাল।
পাতকীর সব কষ্ট দেখে, বিমাতার মন কাতর হ'ল ॥
পতিতপাবনী নাম ধ'রে তাই, ঘুরে বেড়ায় চিরকাল।
বিমাতার ঐ কোল পেলে সব, মাকেও পাবার পথ হইল।

দেহের মাঝে মা যে আছে, এইটি তুমি বুঝে চল।
শেষ্ বিমাতার কোলে গেলে, মা বিমাতা মিলে গেল॥
সগর বংশ উদ্ধারিতে, ভগীরথ তাঁয় এনে ছিল।
তাই বিমাতার শরণ লয় সব্, হ'লে দেখি অন্ত কাল॥
ভবসাগরপার হ'তে যে, গঙ্গায় দেহ ভাসান্ দিল।
তার নৌকা ভেলা চাইনা কিছু, তাঁর দয়াতেই ত'রে গেল॥
মা বিমাতা তফাৎ ক'রে, সবাই দেখি গোল করিল।
ললিত ভাবে মা বিমাতা, এক হলেই যে হ'ত ভাল॥ ১৯৮॥

প্রসাদি স্থর।

মায়ের চক্র ঘুরায় সবে।
এই ভবচক্রে ঘুরে ঘুরে, সবাইকে যে দেখ্‌তে পাবে॥
কোথা হ'তে কে ঘুরে আসে, সেইটি সবাই বুঝ্‌তে চাবে।
এম্নি মায়াচক্র মাগো, সহজে কি কেউ বুঝিবে॥
এই ভব চক্রে ঘোরাও সবে, দেখ্‌তে পাই মা সমান ভাবে।
এম্‌নি বেড়া বেঁধেছ মা, কেউ কি কোথাও পালিয়ে যাবে॥
একটি কর্ম্মক্ষেত্র ক'রে, সবাইকে যে এনে দেবে।
যে যার দেখি অংশ মত, অভিনয় মা ক'রে নেবে॥
এই রঙ্গ ভুমির মাঝেতে মা, কত অভিনয় দেখ্‌তে হবে।
জীবের রঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, তোমার রঙ্গও দেখি শিবে॥
রঙ্গ ছাড়া থাকনা মা, দেখি আমি এই ভবে।
এই রঙ্গালয়ের রঙ্গ নিয়েই, ললিতের কি জীবন যাবে॥ ১৯৯।

প্রসাদি স্থর।

আমার মা যে সব করেছে।
যা করে মা ভালর জন্যে, এইটি খালি বোঝ্‌বার আছে॥

মা দেখনা চক্র ক'রে, সবাইকে সব করাতেছে॥
তাঁরই ইচ্ছামত এখন, সবাই দেখি চলিতেছে॥
ভাল মন্দ সব করাতে, মাইই আমার দেখ্ রয়েছে।
এক মায়ায় বদ্ধ করে জীবে, হেলাতে মা ঘুরাতেছে॥
কত রকম ছলা ক'রে, ক্ষেপা ক্ষেপী খেলিতেছে।
ভাল ক'রে আমাদের সব, সেইটি বোঝাই ভার হয়েছে॥
সকল কথা বুঝে দেখি, মাকে আমার যে ধ'রেছে।
তারই কপাল ক্রমে শেষে, মায়ের দয়া তায় হয়েছে॥
তোমার কাজের প্রতিকার মা, কর্‌তে বল কে পেরেছে।
ললিত কে মা চেয়ে দেখ, ঐ চরণে সে রয়েছে॥ ২০০॥

প্রসাদি সুর।

বিপদ্ কি মা এক্ বারে হয়।
একটি বিপদ্ হ'লে পরে, ক্রমেতে সে বেড়ে যায়॥
কত রকম বিপদ দেখি, আছে এই সব জগৎ ময়।
ধীরে ধীরে আসে তারা, কেউ কি তাদের দেখ্‌তে পায়॥
এই দেহের মাঝে কত বিপদ্, গুপ্ত ভাবে সদাই রয়।
ষড় রিপু প্রধান যে মা, অধিকার সব ক'রে লয়॥
ষড় রিপুর বশে প'ড়ে, জীবের কত কষ্ট হয়।
ঐ কারণে শেষেতে মা, কষ্টেতে দিন কেটে যায়॥
অবশেষে কাল এসে মা, শেষের দিনে ধরে তায়।
কর্ম্মফল সব্ দেখে তাদের, কত কষ্টে রেখে দেয়॥
ঐ ষড় রিপুর দমন হ'লে, মাকে তবে ধর্‌তে পায়।
এই কথাটি বুঝে ললিত, পড়্‌গে যা তোর মায়ের পায়॥ ২০১

প্রসাদি সুর।

ঐ যে কাল মেঘ উঠেছে।
আমার হৃদাকাশে শ্যামা মা ঐ, মেঘ রূপেতে দেখ্ ঘেরেছে ॥
ঐ মেঘের কোলে বলাকিনী, মুণ্ডমালা তায় হয়েছে।
অলকা গুচ্ছ দুলে হেরি, ঐ বিজলীর রূপ্ ধ'রেছে ॥
ষড় রিপু দমন ছলে, গর্জন ঐ যে সব্ হতেছে।
সংসারের সব বিঘ্নরূপে, বজ্র সকল তায় পড়িছে ॥
এ মেঘ হ'তে যে স্নেহ বারি, পাতে শীতল বেশ করিছে।
নিষ্ঠুরতা শীলারূপে, কভু আবার বর্ষিতেছে ॥
মেঘের ছটা দেখে জীবের, হৃদয় কাঁপে শোনা আছে।
এমন মেঘ সব্ দেখ্‌তে পেলে, কে বল ভয় আর খেয়েছে ॥
মেঘে যেমন জগৎকে সব্, অন্ধকারে ঘেরিতেছে।
এ মেঘের যে বিপরীত ভাব, মনের আঁধার নাশিতেছে ॥
এমন মেঘের সদা বিকাশ, ললিত কামনা করিতেছে।
স্নেহ বর্ষণে শীতল কর, কাতরে সে যাচিতেছে ॥ ২০২ ॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম ফল মা সবাই বলে।
কাকে কর্ম্ম ফল বলে মা, বুঝি তুমি বুঝিয়ে দিলে ॥
এই মাত্র আমি জানি, তোমার হুকুম সবাই পালে।
তবে কাকে কর্ম্ম বলি, ফলই তার মা কিসে ফলে ॥
হৃদয়মাঝে আছ তুমি, দেখি যে মা সর্ব্বকালে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম আদি, সবাই বোঝে মনের ভুলে ॥
হৃদি পদ্মাসনে ব'সে, যেমন চালাও তেমনি চলে।
দেখ্‌তে পাই মা চারি ধারে, কি হবে মা গোল বাধালে ॥
ভ্রমে প'ড়ে আছে সবাই, দেখ্‌তে পাই মা তোমার ছলে
সকল কাজই করিয়ে তুমি, বলাও হ'ল কর্ম্মের ফলে ॥

কর্ম্ম কোন্‌টি সেইটি মাগো, তুমি এক বার দেখিয়ে দিলে।
ভাল ক'রে বুঝে দেখি, কি হচ্ছে মা কিসের ফলে ॥
এসব ছলের কথা এনে, কেন আমায় ফেল গোলে।
মিছে কথায় ভুল্‌ব না মা, ললিত তোমার কোলের ছেলে ॥ ২০৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন মিছে গোল বুঝিলে।
হয় না কিছু জগৎ মাঝে, ভাব রে মন্ কর্ম্ম ফলে ॥
অনেক অমন গোলের কথা, রয়েছে যে সর্ব্বকালে।
ভ্রমে এখন বোঝায় সবাই, মিছে কথা অনেক ব'লে ॥
জগৎমাঝে কেবল দেখি, মায়ের আদেশ সবাই পালে।
বুঝ্‌তে কিছু না পেরে মন, ফেল্‌ছে কত গণ্ডগোলে ॥
কর্ম্ম ফলটি কিছু নয় যে, ভাল ক'রে বুঝে নিলে।
আপ্‌না হতেই বুঝ্‌বে তুমি, দেখে শুনে চ'লে গেলে ॥
পাঁচ রকমে ভুগ্‌তে হয় যে, মা নিদয় দেখ্ তোকে হ'লে।
সেই মা সদয় হবে যখন, সুখেতে দিন কেটে চলে ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল মিছে, মাকে আমার সার ভাবিলে।
অনেক গোল যে দেখ্‌তে পাবে, সেইটি বুঝ্‌তে ভুল করিলে ॥
কর্ম্ম তোর যে নাই কিছু মন্, থাক্ না মায়ের চরণতলে।
ললিত সেই তার শেষের দিনে, দৌড়ে যাবে মায়ের কোলে ॥ ২০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন তোর্ ঐ দৈতোর হাসি।
আমার মা রয়েছে সকল ঘটে, এতে নাই যে দ্বেষাদ্বিষী ॥

পাঁচুকে নিয়ে গোল ক'রে মন্, কেন বেড়াস্ হয়ে খুসী।
আমার কথা লাগ্‌বে ভাল, যখন শেষে হবে বাসি॥
এক থেকে পাঁচ হয়েছে মন্, এইটি বুঝে দেখ্ না আসি।
সেইটি বুঝ্‌তে পার্‌লে পরে পাবি মায়ের কৃপারাশি॥
পাঁচের কথায় ভুলিস্ সদা, এইটি দেখে নিত্য হাঁসি।
ব্রহ্ম নিরূপণ কর্‌তে এগুস, বামন হয়ে ধর্‌বি শশী॥
পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রে নে, সুখ্ পাবি তুই ঘরে বসি।
তাহলে মন্ দেখ্‌বি কেমন, দূর হবে তোর তমোরাশি॥
ললিত মাকে প্রধান জেনে, ব'স্‌না মায়ের চরণ ঘেঁসি।
তোর হৃদয়ে গোল বাধাবার, প্রধান যে সেই সর্ব্বনাশী॥ ২০৫॥

প্রসাদি সুর।

কত রকম দেখ্‌তে পাবে।
এই জগৎ মাঝে থাক্‌তে গেলে, কত যে সব ভুগ্‌তে হবে॥
নিজের দোষে ভুগিস্ সদা, পরিত্রাণ শেষ্ হবে কবে।
সকল দিনই নূতন ক'রে, কিছু কিছু ভোগ করিবে॥
সকল কথাই বুঝ্‌বে তুমি, মায়ের কৃপা যে দিন হবে।
এখন কেবল সংসার নিয়ে, মত্ত হয়ে আছ ভবে॥
অনেক রকম ভোগাভোগে ঘুরে তুমি বেড়াও সবে।
ভাল কথা বল্‌তে গেলে, মন্দ ভাবে ধ'রে নেবে॥
সকল কথা বুঝ্‌তে যদি, এত কেন গোল বাধিবে।
তাইতে সদা বোঝাই আমি, বারেক তুমি দেখ ভেবে॥
ললিতের কথা শুন্‌লে পরে, কষ্টে কেন এ দিন যাবে।
মাকে যেদিন সার ভাবিবে, সেই দিনেতেই গোল মিটিবে॥ ২০৬।

প্রসাদি সুর।

আয়না মা এই পদ্মাসনে।
ভয় খেয়ে মা ডাকি তোকে, সদা আমি কাতর প্রাণে॥
ভাল মন্দ সকল বুঝে, এত ছলা করিস্ কেনে।
দিন যে ক্রমে হ'চ্ছে গত, দেখবি না কি নয়ন কোণে॥
কালের ভয়ে ভীত হয়ে, ডাকি তোকে প্রাণপণে।
সকল ভয় যে দূর হবে মা, স্থান যদি দিস্ তোর চরণে॥
কামনা কিছু নাই মা আমার, সংসারের এই তুচ্ছ ধনে।
কিসে তোকে দেখ্‌তে পাব, ভাবি সদা আপন মনে॥
মন্‌কে শিখাই দিন কাটাতে, সদা তোর ঐ গুণগানে।
যত আমি বলি কিন্তু, কৈ মা আমার কথা শোনে॥
মা দয়া না ক'র্‌লে পরে, রাখ্‌বে কে এই কাতর জনে।
ললিতকে তুই দয়া ক'রে, তার কথা সব শোন্ শ্রবণে॥ ২০৭

প্রসাদি সুর।

ভাল কাজ্ কি মন পার না।
মন্দ কাজ্‌টি দেখি সদা, ভাল ক'রে আছে জানা॥
যে কাজ্‌টি আজ সদা তোকে, কর্‌তে আমি করি মানা।
সেই কাজ্‌টি তুই ক'র্‌বি তেড়ে, ভাল এতে কৈ হ'ল না॥
এক মনেতে ব'সে ব'সে, হৃদে মাকে কর্ ভাবনা।
তাহ'লে তোর শেষের দিনে, কষ্ট পেতে আর হবে না॥
এই বেলা তোর সময় থাক্‌তে, মাকে তুই মন্ বুঝে নে না।
আপ্‌নি বুঝে পর্‌কে বোঝা, তবেই দেখিস্ গোল রবে না॥
দিন ক্রমে সব ফুরিয়ে গেলে, ডেকে তুই আর ফল পাবি না।
জগৎ মাঝে ঘুরে ঘুরে, অনেক পাবি শেষ্ যাতনা॥

সংসার মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে, থাকৃতে কি তোর গোল বাধে না।
আমার আমার ক'র্‌তে সদা, তোকে আমি করি মানা ॥
ললিত তোর সেই শেষের দিনে, খাস্‌নে যেন যম্ তাড়না।
মায়ের চরণতলে ব'সে, থাকৃলে তোর আর ভয় হবে না ॥ ২০৮ ॥

প্রসাদি সুর।

এমন দিন মা হবে কবে।
তোমার নামটি শুনে মা গো, কাঁদিয়ে আকুল ক'রে দেবে ॥
তমো সকল দূর্ হয়ে মা, আমোদেতে মন নাচিবে।
ভক্তি ভরে সদা তোমার, নাম সুধারস পান করিবে ॥
পাঁচ ভেঙ্গে যখন এক হবে মা, সবাই তখন দেখ্‌তে পাবে।
পাঁচাপাঁচি ছেড়ে এ মন্, একেতে যে মেতে যাবে ॥
তোমার নামের গুণ গেয়ে মন্, জগৎ যখন মাতিয়ে দেবে।
এক সত্য জগৎ মিছে, ভাল ক'রে সব দেখাবি ॥
দ্বেষাদ্বিষী ঘুচে গিয়ে, সত্য নিয়ে দিন কাটাবে।
তোমার ঐ যে চরণ যুগল, হৃদে কখন দেখতে পাবে ॥
মা যে আমার কেমন সে সব, সবাই তখন দেখে নেবে।
মায়ের কৃপায় হেঁসে হেঁসে, কবে ললিত বেড়াইবে ॥ ২০৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আমার কি মা ক্ষতি হবে।
নেহাৎ যদি নিদয় হস্ মা, যম্ না হয় শেষ্ নিয়ে যাবে ॥

ভবে পুনর্জন্ম দিয়ে, জঠর যাতনা ভোগাইবে।
এ ছাড়া মা আর কি কষ্ট, পরে তুমি দিতে পাবে॥
শ্রীচরণে মন্ থাকে যদি, কি হবে মা আমার ভেবে।
যা ইচ্ছা তাই করে নে মা, হবে কি তায় আমার শিবে॥
তোমার রঙ্গ দেখে মাগো, আমার মন্ কি ভয় আর খাবে।
বাকী কিছু রেখ না মা, ভাল ক'রে খেলে যাবে॥
একা যদি না পার মা, মহাকালকে সঙ্গে নেবে।
সেটা যেন ভুল না মা, ফাঁক্ দিতে শেষ্ কেন দেবে॥
তোমার ছলায় প'ড়ে যখন ললিতের এই জীবন যাবে।
মা বেটা এই দুয়ের মধ্যে, ভাল কে তা দেখ্তে পাবে॥ ২১০॥

প্রসাদি সুর।

এম্নিই কি মা থাক্তে হবে।
এত ক'রে কাঁদ্ছি আমি, তাকি তুমি দেখ্তে পাবে॥
শেষ্ পর্য্যন্ত কেঁদে কেঁদে, আমার কি মা এদিন যাবে।
ভবের খেলা ফুরিয়ে গেলে, কাল এসে যে কষ্ট দেবে॥
বল দেখি শেষের দিনেও, নিদয় কি মা তুমি রবে।
দয়া কি গো হবে না আর, ভোগাবে কি এম্নি ভাবে॥
কুপুত্র আমি যদি হই মা, আমাকে কি ফেলে দেবে।
কাল দুরন্ত আস্বে যবে, কে আমাকে রাখ্‌বে শিবে॥
মায়ামোহের বশে প'ড়ে, আমার কি মা দিন কাটিবে।
ষড়রিপু এই দেহটি, অধিকার কি ক'রে রবে॥
সেই ভবসাগরের ঘুর্ণিপাকে, তুমি বিনা কে রাখিবে।
ললিত কি মা শেষের দিনে, ঐ চরণভেলা ধর্‌তে পাবে॥ ২১১॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রমেতে মন ভুল ক'রনা
শ্যাম শ্যামাকে তুই ভেব না ॥
সকল রূপই মা ধরেছেন, ভাল ক'রে বুঝে নে না।
অভেদ ভাবে দেখ্‌লে পরে, আর যে কিছু গোল হবে না ॥
এক স্থানেতে যেতে হলে, পাঁচটি পথ মন তার দেখ না।
পাঁচের মিলন সেই এক স্থানে, তাতে যেন গোল ভেব না ॥
পাঁচকে নিয়ে পাঁচ ভাবিলে, অনেক ভবে হয় যাতনা।
মাইই আমার সকল রূপের, প্রধান ব'লে হন গণনা ॥
তাই তোকে মন সদা বলি, ভাল ক'রে ধর্‌গে যা না।
পাঁচের কথা শুন্‌তে গেলে, ভাল কভু তোর হবে না ॥
পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রে মন্, সদা ব'সে কর্ ভাবনা।
তাহ'লে আর ললিত কভু, মিছে ঘুরে বেড়াবে না ॥ ২১২ ॥

প্রসাদি সুর।

মা কেন তুই ভাবাস্ এত।
কেঁদে কেঁদে হই মা হত ॥
মা থাক্‌তে এই জগৎমাঝে, কষ্ট কেন পাই গো এত
চিরকাল যে চরণ তলে, আছি হয়ে অনুগত ॥
তোর ব্যবহার দেখে মাগো, প্রাণে আমি হই যে হত।
ক্রমেতে মা সন্ধ্যা হ'ল, কষ্ট আমায় দিবি কত ॥
বিফলেতে দিন গেল মা, চরণ ছুটি পেলাম্ না ত।
কেন এমন নিদয় হয়ে, দেখ্‌লি না মা আপন সুত ॥
হৃদয়বাসী ক'রে তোকে, সদা আমি রেখেছি ত।
মনের সাধে দুর্গা ব'লে, কাঁদি আমি অবিরত ॥
কাল দুরন্ত শেষের দিনে, এসে কষ্ট দেবে কত।
সেইটি একবার দেখ্ না চেয়ে, ললিত যে তোর পদাশ্রিত ॥২১৩॥

প্রসাদি সুর।

আমি যে মা বড়ই দুখী।
এই সংসারমাঝে এসে এখন, কষ্ট পাই যে রাশি রাশি ॥
ছল্ ক'রে মা ভুলিয়ে আমায়, রাখিস্ কেমন দেখ্না আসি।
বিবাদ ঝগ্ড়া গণ্ডগোলে, মত্ত আছি অহর্নিশি ॥
ভোর হ'তে মা সংসার নিয়ে, অকুল সাগর মাঝে ভাসি।
তোকে ডাক্তে সময় পাই না, এম্নি কষ্ট পাই যে বসি ॥
মনের কষ্ট বলি কাকে, কে আর শুন্বে মুক্তকেশী।
দেহ সদা জ্বল্ছে যে মা, উপায় কি তার রাজমহিষি ॥
আর কষ্ট মা দিবি কত, হৃদয় মাঝে থাক্না বসি।
সকল কষ্ট সইতে পারি, পেলে তোর মা কৃপারাশি ॥
অপর ভিক্ষা নাই ললিতের, চরণ যুগল অভিলাষী।
সংসার বন্ধন কেটে দে মা, নইলে বল্ব সর্ব্বনাশি ॥ ২১৪ ॥

প্রসাদি সুর।

শ্যাম শ্যামাকে ভাব মনে।
ঐ দুইকে এখন এক ক'রে মন, সদা ব'সে দেখ্ নয়নে ॥
দ্বেষাদ্বিষী ছেড়ে দিয়ে, পড়্গে গিয়ে ঐ চরণে।
বিপথেতে গেলে পরে, ঘুরে ঘুরে মর্বি প্রাণে ॥
কত রূপে এই জগতে, মা বিরাজেন তাই বুঝে নে।
গোল ক'রে তোর কি হবে বল, চল্না সদা দেখে শুনে ॥
দুই দুই নিয়ে বিবাদ ক'রে. মরে দেখি অন্ধজনে।
এক থেকে যে সব হয়েছে, সহজে কি তারা মানে ॥
মিলনেতে কি সুখ আছে, তাকি রে মন্ সবেই জানে।
ভাল ক'রে বুঝ্বে তারা, এক বারেতে শেষের দিনে ॥

ভ্রম্ ছেড়ে তুই থাক্‌বি ব'সে, স্থির ভাবেতে সেই চরণে।
পূজা কর্‌বি যুগল চরণ, যেমন জানিস্ মনে জ্ঞানে॥
কামনা হীন হয়ে হৃয়ে, বসানা হৃদপদ্মাসনে।
সকল দ্বেষ্ তুই ছেড়ে ললিত, হর হরি মা এক ক'রে নে॥ ২১৫॥

প্রসাদি সুর।

আয় দেখি মন হাটে যাবি।
অনেক রকম ব্যাপার হচ্ছে, সেথা যে তুই দেখ্‌তে পাবি॥
কত জিনিস্ আস্‌ছে সদা, দেখে দেখে প্রাণ জুড়াবি।
ভাল মন্দ অনেক রকম, বেচা কেনা ক'রে নিবি॥
পসরা মাথায় ঘুর্‌ছে অনেক, তাদের সকল তুই সুধাবি।
কি ভার কে যে ব'য়ে বেড়ায়, সেইটি একবার দেখে লবি॥
বিকি কিনি ক'রে যখন, ঘরে যেতে কাতর হবি।
নিজের মত অনেক মুটে, তখন সেথা সঙ্গে পাবি॥
নগ্‌দা মুটে পাবি কোথা, নিজেই তোর মোট ব'য়ে যাবি।
সন্ধ্যা হ'লে পরের ঘাটে, নায়ের জন্য ব'সে রবি॥
নেয়ে এলে আপন ভার্ সব, ভাল ক'রে দেখিয়ে দিবে।
দেখে শুনে নায়ে নিলে, তবে ললিত পার যে হবি॥ ২১৬॥

প্রসাদি সুর।

সুখ্ যে নাই মা কোন কালে।
যত তোমার জন্য কাতর, ততই ঘুরি গণ্ডগোলে॥
চেয়ে দেখি সকল সময়, আগে পিছে কষ্ট চলে।

তোমায় মিছে দোষী করি, আমরা সবাই মনের ভুলে॥
কর্ম্মভোগে ভুগী আমরা, কি হবে মা কাতর হ'লে।
আপন দোষেই মজি সবাই, তাও দেখি যে চিরকালে॥
তুমি জীবে কষ্ট দাও মা, এ কথা ত সবাই বলে।
তোমার কাজ মা তুমিই জান, হ'চ্চে এসব কিসের ফলে॥
মা হয়ে কি কষ্ট দিয়ে, মার্‌তে পার আপন ছেলে॥
এ ছাড়া মা জানি না যে, ঢুকৃতে কৈ আর পারি গোলে॥
আর যে ভুগ্‌তে পারি না মা, রাখ সবে চরণ তলে।
এখন যদি কষ্টে যাবে, দেখ্‌বি কি মা ললিত ম'লে॥ ২১৭॥

প্রসাদি সুর।

মাকে ধরে থাকৃতে হবে।
এ ছাড়া সেই শেষের উপায়, বলরে মন আর কি পাবে॥
মায়ের ঐ যে যুগল চরণ, ভাল ক'রে ধরে রবে।
চরণ ধ'রে হেঁসে হেঁসে, ভবের পারে চলে যাবে॥
বৃথা কাজে দিন গেলে মন, তোমার দশা কি যে হবে।
সেইটি একবার ভাব্‌তে গেলে, সকল তুমি বুঝে নেবে॥
কর্ম্ম ফলের ভোগে এখন সদা সবাই ঘোরে ভবে।
বুঝে চল্‌তে না পার তো, কষ্টেতে সব দিন যে যাবে॥
চির কাল এই দেখ্‌তে পাই যে, সঙ্গ দোষেই মজে সবে।
অসৎ সঙ্গ কর্‌লে পরেই, শেষ কালেতে যম ধরিবে॥
মাকে ধ'র্‌তে পার্‌লে পরে, সৎ অসৎ কি কর্‌তে পাবে।
ললিত যে তার মায়ের চরণ, সদা ধ'রে দিন কাটাবে॥ ২১৮॥

প্রসাদি সুর।

ক’র না মা আর চাতুরী।
এমন ক’রে রেখে আমায়, হ’চ্চে কি শেষ্ বাহাদুরী॥
শেষের দিনে কাল এসে মা, করবে যখন জারি জুরী।
তখন আমার কি যে হবে, বল দেখি শুভঙ্করি॥
ভবের গণ্ডগোলে প’ড়ে, পাঁচ রকমে ঘুরে মরি।
কাতর ক’রে রাখলে ফেলে, ডাক্‌তে কি মা তোমায় পারি॥
তোমার খেলায় ঘুরি সদা, কি ক’রে মা সময় করি।
যা ইচ্ছা তাই কর তুমি, যশ অপযশ সব তোমারি॥
তোমার চাতুরী দেখে যে মা, আমি এখন প্রাণে মরি।
তা হ’লে কি তোমার পক্ষে, হবে ভাল রাজকুমারি॥
ওসব ছলা ছেড়ে মাগো, দাওনা আমায় চরণ তরি।
সকল তুচ্ছ ক’রে ললিত, আছে দেখ তোমায় ধরি॥ ২১৯॥

প্রসাদি সুর।

ছাড়্‌না রে মন দ্বেষাদ্বিষী।
চাস্ যদি মার্ কৃপারাশি॥
পাঁচ রকমের কথা শুনে, আমি মনে মনে হাঁসি।
পাঁচের কথা শুন্‌লে পরে, তুই যে সদা হ’বি দূষী॥
শাক্ত বৈষ্ণব বিবাদ করে, চিরকাল্ তো দেখে আসি।
কেউ কিছু না বুঝে মিছে, বামন ধর্‌তে চায় রে শশী॥
এক থেকে যে পাঁচ হয়েছে, সেইটী একবার দেখ প্রবেশি।
মনের মতন পাবি রতন, গোল করিস্ না বেশী বেশী॥
সকল রূপই ধরেছেন দেখ্, আমার সেই যে এলোকেশী।
সকল রূপ্‌কে এক ক’রে যে, হৃদয় মাঝে আছেন বসি॥
গোল করে তুই বেড়ালে শেষ্, দুঃখ পাবি রাশি রাশি।
ললিত মাকে ধ’রে থাকিস্, তাতেই পাবি গঙ্গা কাশী॥ ২২০

প্রসাদি সুর ।

মা ঐ তোর পূর্ণিমার শশী ।
মায়ের চরণ তারণ কারণ, তীর্থ তাতে রাশি রাশি ॥
যত তীর্থ দর্শন হবে, একেতে তোর ঘরে বসি ।
ভাল ক'রে ধর্‌বি তাঁকে, কেন তুই মন্ হ'স্ রে দূষী ॥
ঐ পদেতে আছে সদা, গয়া গঙ্গা বারাণসী ।
যখন যেমন ইচ্ছা হবে, তেম্‌নি তখন দেখ্‌না আসি ॥
গয়ার পিণ্ড দিয়ে সবে, পিতৃ উদ্ধার করে হাঁসি ।
দ্বেষাদ্বিষী যে ক'রে ফেরে, তার ভাগ্যে সব উপবাসি ॥
ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে, সবই আমার মুক্তকেশী ।
সর্ব্ব সৃষ্টির আগেতে তাই, আত্মা রূপে আছেন বসি ॥
সবাই দেখ ললিতের মা, সদাই অকলঙ্ক শশী ।
মিছে কেন বিবাদ করা, বস মায়ের চরণ ঘেঁসি ॥ ২২১

প্রসাদি সুর ।

বিবাদ ঝগ্‌ড়া আর করো না ।
মাকে ধ'রে থেকে সদা, কর দেখি উপাসনা ॥
কোথা থেকে কি যে হল, তার্ তো কিছু শেষ জান না ।
ধর্ম্ম নিয়ে বিবাদ কর্‌লে, কারো ভাল শেষ্ হবে না ॥
পাঁচ উপসনা নিয়ে মত্ত, আছে দেখি জগজ্জনা ।
সব্‌কে ভাল মনে ক'রে, এক ক'রে তুই বুঝে নে না ॥
মন্ উন্মত্ত হ'লে পরে, রাখ্‌তে্ ভবে কেউ পারে না ।
ভাল মন্দ বুঝিয়ে দিতে, দেখ্‌না রে মন কেউ জানে না
শাস্ত্র শাস্ত্র ক'রে এখন, ক্ষেপে উঠে সব্ দেখ না ।
কত রকম অর্থ হয় যে, সে কথাতো কেউ বোঝে না ॥

যে ভাবে যে শাস্ত্র দেখে, বিপরীত ভাব সে পাবে না।
সিদ্ধি হবে তেম্‌নি মত, যাদৃশী যার হয় ভাবনা॥
ধর্ম্মের কথা কেউ বা শোনে, কেউ বা তাতে করে মানা।
পাঁচ ফুলে যে সাজি সাজে, একথা তো আছে জানা॥
অনেক রকম লোক্‌ যে আছে, ভবের মাঝে দেখে নে না।
সকল কথা তুচ্ছ ক'রে, ললিত মাকে ধ'রে র না॥ ২২২॥

প্রসাদি সুর।

অনেক দোষ মা করি ভবে।
সহজেতে দেখ্‌তে গেলে, অনেক দোষ যে দেখ্‌তে পাবে॥
ছেলের দোষ যে মায়ে ধরে, একথা কৈ শুনি কবে।
দোষ গুলি সব ভুলে গিয়ে, গুণ বল্‌তে মা ব্যস্ত রবে॥
ভবের এই যে নিয়ম মা গো, মাকে কর্‌তে দেখি সবে।
তুমি কি সেই নিয়ম ছেড়ে, নিদয় হ'য়ে সদাই রবে॥
তুমি নিদয় হ'লে পরে, আমাদের কি উপায় রবে।
কাল দুরন্ত কর্‌লে দণ্ড, তোমার ছেলের প্রাণটী যাবে॥
মা সোহাগে বাপের্‌ আদর, ডাকের কথা আছে ভবে।
তুমি দয়া না কর্‌লে মা, বাবাও অনেক কষ্ট দেবে॥
ললিত তোমার ছেলে হ'য়ে, এই করে কি প্রাণ হারাবে।
অমন করে নিষ্ঠুর হয়ে, সহজে কি থাকৃতে পাবে॥ ২২৩॥

প্রসাদি সুর।

আব্‌দার ক'রে ধর্‌ না মাকে।
রাখ্‌না সদা চ'কে চ'কে॥
ধীরে ধীরে হৃদে গিয়ে, আয়না তোর সেই মাকে দেখে।
সময় পেলেই মনের কথা, ভাল করে বল্‌বি তাঁকে॥

মিছে কেন ঘরে বসে, কাঁপিস্ সদা কালের পাকে ।
এক মনেতে ডাক্‌না সদা, উপায় পাবি ধর্‌লে যাঁকে ॥
চুপ ক'রে তুই থাক্‌লে পরে, শেষের দিনে পড়্‌বি ফাঁকে ।
তাও কি ভাল বুঝিস্ না মন্, এত ভোগ তুই দেখে চ'কে ॥
মনের মতন হ'য়ে সদা, ডাক্‌না পায়ে পড়ে থেকে ।
তা হলেই মা দয়া করে, বিপদ কালে রাখ্‌বেন তোকে ॥
দেখিস্ যেন কথা শুনিস্, ফেলিস্ না মন আর বিপাকে ।
ললিতকে মা দেখলে পরে, কাটবে দিন তার অনেক সুখে ॥ ২২৪

প্রসাদি সুর ।

কে বলে মা তুমি সদয় ।
ভাল ক'রে দেখ্‌লে পরে, নিষ্ঠুর বলে মনে হয় ॥
সদয় হ'লে দেখ্‌তে যে মা, কত কষ্ট দাও আমায় ।
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, এত দিন মা রাখ্‌তে পায় ॥
কেঁদে কেটে বেড়াই সদা, তুমি তো মা দেখতে তায় ।
এমন ক'রে বৃথা আমার, ভেবে ভেবে দিন কি যায় ॥
যে দিকেতে যাই দেখ মা, আগে পিছে কষ্ট ধায় ।
কষ্টেতেই যে জীবন যাবে, আর প্রাণে মা কত সয় ॥
দেখি তুমি আমার পক্ষে, পূর্ণরূপে হও নিদয় ।
শুন্‌তে নৈলে সকল কথা, রাখ্‌তে যে মা পড়লে দায় ॥
আর কত মা ভুগ্‌ব আমি, রাখনা ঐ যুগল পায় ।
আর কিছু যে ভিক্ষা নাই মা, ললিত কেবল ঐটি চায় ॥ ২২৫ ॥

প্রসাদি সুর।

বিমল ভাবে দেখ্‌তে হবে।
হৃদ্‌ কমলে মাকে এনে, স্থির ভাবেতে ব'সে রবে॥
সদা দেখি চঞ্চল হ'য়ে, মা আমার যে বেড়ায় ভবে।
স্থির ভাবেতে না থেকে মা, পলকেতে লুকিয়ে যাবে॥
পদ্মের মাঝে আসন দিয়ে, চরণ ধরে থাক্‌তে হবে।
নিস্পলকে দেখ্‌বে সদা, তবে মাকে ধ'র্‌তে পাবে॥
মন্‌কে স্থির যে সদা ক'রে, মায়ের নামটী জপ্‌ করিবে।
তবে তোমার কঠিন আশা, অকাতরে পূরে যাবে॥
মন্‌ বিশুদ্ধ ক'রে তুমি, মায়ের চরণ হৃদে লবে।
দিবা রাত্র সকল সময়, মায়ের নামের গুণটি গাবে॥
সংসার নিয়ে মত্ত হ'লে, বিফলেতে দিন যে যাবে।
দ্বেষাদ্বেষী ছেড়ে দিয়ে, সবাইকে এক ক'রে নেবে॥
এমন ক'রে থাক্‌লে ললিত, তবে তোমার মাকে পাবে।
খালি মা মা ব'ল্‌লে পরে, তোমার শেষে কি আর হবে॥ ২২৬॥

প্রসাদি সুর।

শেষের দিনে কি তোর হ'বে।
এম্নি কষ্ট কি আর পাবে॥
যত মাকে ভুলবি শেষে, ততই দিন তোর কষ্টে যাবে।
একথা তুই সকল বুঝে, চুপ্‌টি করে থাকিস্‌ ভবে॥
বদন ভ'রে মা মা ব'লে, ডেকে দিন সব কাটিয়ে দেবে।
জগৎ মাঝে যা সব দেখিস্‌, তুচ্ছ বলে ভাব্‌না সবে॥
স্থির ভাবেতে মাকে ধ'রে, সেই চরণে পড়ে রবে।
সকল কামনা ছেড়ে দিয়ে, যুগল চরণ কেবল চাবে॥

মিছে কেন ঘরে বসে, কাঁপিস্ সদা কালের পাকে।
এক মনেতে ডাক্না সদা, উপায় পাবি ধর্‌লে যাঁকে ॥
চুপ ক'রে তুই থাক্‌লে পরে, শেষের দিনে পড়্‌বি ফাঁকে।
তাও কি ভাল বুঝিস্ না মন্, এত ভোগ তুই দেখে চ'কে ॥
মনের মতন হ'য়ে সদা, ডাক্না পায়ে পড়ে থেকে।
তা হলেই মা দয়া করে, বিপদ কালে রাখ্‌বেন তোকে ॥
দেখিস্ যেন কথা শুনিস্, ফেলিস্ না মন আর বিপাকে।
ললিতকে মা দেখলে পরে, কাটবে দিন তার অনেক সুখে ॥ ২২৪

প্রসাদি সুর।

কে বলে মা তুমি সদয়।
ভাল ক'রে দেখ্‌লে পরে, নিষ্ঠুর বলে মনে হয় ॥
সদয় হ'লে দেখ্‌তে যে মা, কত কষ্ট দাও আমায়।
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, এত দিন মা রাখ্‌তে পায় ॥
কেঁদে কেটে বেড়াই সদা, তুমি তো মা দেখতে তায়।
এমন ক'রে বৃথা আমার, ভেবে ভেবে দিন কি যায় ॥
যে দিকেতে যাই দেখ মা, আগে পিছে কষ্ট ধায়।
কষ্টেতেই যে জীবন যাবে, আর প্রাণে মা কত সয় ॥
দেখি তুমি আমার পক্ষে, পূর্ণরূপে হও নিদয়।
শুন্‌তে নৈলে সকল কথা, রাখ্‌তে যে মা পড়লে দায় ॥
আর কত মা ভুগ্‌ব আমি, রাখনা ঐ যুগল পায়।
আর কিছু যে ভিক্ষা নাই মা, ললিত কেবল ঐটি চায় ॥ ২২৫ ॥

প্রসাদি সুর।

বিমল ভাবে দেখ্‌তে হবে।
হৃদ্‌ কমলে মাকে এনে, স্থির ভাবেতে ব'সে রবে॥
সদা দেখি চঞ্চল হ'য়ে, মা আমার যে বেড়ায় ভবে।
স্থির ভাবেতে না থেকে মা, পলকেতে লুকিয়ে যাবে॥
পদ্মের মাঝে আসন দিয়ে, চরণ ধরে থাক্‌তে হবে।
নিষ্পলকে দেখ্‌বে সদা, তবে মাকে ধ'র্‌তে পাবে॥
মন্‌কে স্থির যে সদা ক'রে, মায়ের নামটী জপ্‌ করিবে।
তবে তোমার কঠিন আশা, অকাতরে পূরে যাবে॥
মন্‌ বিশুদ্ধ ক'রে তুমি, মায়ের চরণ হৃদে লবে।
দিবা রাত্র সকল সময়, মায়ের নামের গুণটি গাবে॥
সংসার নিয়ে মত্ত হ'লে, বিফলেতে দিন যে যাবে।
দ্বেষাদ্বেষী ছেড়ে দিয়ে, সবাইকে এক ক'রে নেবে॥
এমন ক'রে থাক্‌লে ললিত, তবে তোমার মাকে পাবে।
খালি মা মা ব'ল্‌লে পরে, তোমার শেষে কি আর হবে॥ ২২৬॥

প্রসাদি সুর।

শেষের দিনে কি তোর হ'বে।
এম্নি কষ্ট কি আর পাবে॥
যত মাকে ভুলবি শেষে, ততই দিন তোর কষ্টে যাবে।
একথা তুই সকল বুঝে, চুপ্‌টি করে থাকিস্‌ ভবে॥
বদন ভ'রে মা মা ব'লে, ডেকে দিন সব কাটিয়ে দেবে।
জগৎ মাঝে যা সব দেখিস্‌, তুচ্ছ বলে ভাব্‌না সবে॥
স্থির ভাবেতে মাকে ধ'রে, সেই চরণে পড়ে রবে।
সকল কামনা ছেড়ে দিয়ে, যুগল চরণ কেবল চাবে॥

বুঝতে গেলে দেখ্‌তে পাই মন্, মায়ের দয়া সর্ব্ব জীবে।
ভাল ক'রে ধর্‌তে পার্‌লে, শেষ্ উপায় মা করে দেবে॥
ললিতের এই হৃদয় মাঝে, মাকে দেখ্‌তে সদাই চাবে।
শমন এলে হৃদয় খুলে, মাকে তখন তায় দেখাবে॥ ২২৭

প্রসাদি সুর।

মিছে কাজে দিন যে গেল।
মত্ত হয়ে থাকলে সদা, আমি কি আর করি বল॥
ভাল ক'রে দেখ্‌লে পরে, বোঝ্‌বার উপায় অনেক ছিল।
সংসার নিয়ে ঘুরে ফিরে, বল্‌না রে মন্ তোর কি হ'ল॥
মন্‌কে আমি কত বলি, সকল কথা কৈ শুনিল।
আপ্‌না হতেই পাঁচ রকমে, মত্ত থেকে আপ্‌নি ম'ল॥
সংসার মাঝে যা যা আছে, মায়ার গোড়া সব্ যে হল।
কাউকে এখন ছাড়িয়ে যেতে, উপায় কর্‌তে কৈ পারিল॥
আপ্‌না হতেই মনের এখন, বুঝে দেখে চলা ভাল।
বল্‌তে গেলে শোনে না সে, কি করি তাই ভাব্‌না হ'ল॥
মন অবাধ্য হ'লে পরে, ললিতের কি উপায় বল।
নিজে কৃপা না কর্‌লে মা, ক্রমে যে সব হাত ছাড়াল॥ ২২৮

প্রসাদি সুর।

কাকে নিয়ে কে যে ম'ল।
এইটি দেখ্‌তে গিয়ে মা গো, সকল দিকেই গোল বাধিল
এ সংসারের পরিজন্ সব্, কেউ কি আমার সঙ্গে ছিল।
ভেবে কিছু পাই না যে মা, এখন কোথা থেকে এল॥

কেউ কারো নয় একথাটি, অনেক দেখে বোঝা গেল।
তবে কেন ভ্রমে প'ড়ে, আমার আমার করি বল॥
সংসার মাঝে আপনার কোন্‌টি, দেখ্‌তে বল কে চাহিল।
কেবল মা তোর চক্রে প'ড়ে, বুঝে দেখ্‌তে ভার যে হল॥
একটা বন্ধন না থাকৃলে শেষ্‌ ভবে কেউ কি থাকে বল।
তাইতে শত বন্ধন দিয়ে, মা যে জীবে রেখে দিল॥
ও'সব মায়া নষ্ট কর মা, আর কেন শেষ্‌ কষ্টে ফেল।
ললিত কাতর হয়ে আছে, দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল॥ ২২৯॥

প্রসাদি সুর।

ভবের বন্ধনে কাতর সবে।
তোমার কৃপা বিনা মা গো, কেউ কি ছাড়িয়ে যেতে পাবে॥
দিনে দুপুরে সন্ধ্যাকালে, কত খেলা খেল্‌তে হবে।
রাত্র এলে ঘুমের ঘোরে, সবাই দেখি ম'রে রবে॥
ভোর হ'লে মা নূতন ক'রে, খেলা সুরু কর্‌বে সবে।
সুরু থেকে পেটের জন্য, কেঁদে কেঁদে দিন যে যাবে॥
ক্রমেতে ফের রাত্র এলে, আবার খেলা ফুরাইবে।
এই রূপেতে চক্রাকারে, ঘুরে ফিরে বেড়ায় জীবে॥
এ সব চক্র থাম্‌বে কবে, সেইটি একবার বল্‌না শিবে।
একাকার সব করিস্‌ যে মা, দিনটি ফুরিয়ে যাবে যবে॥
রাত্রি এলে আঁধার হেরে, সবাই যে মা কাতর হবে।
এই ললিতের কি যে হবে, সেইটি কি মা ব'লে দেবে॥ ২৩০॥

প্রসাদি সুর।

কাজ হারালাম সংসার নিয়ে।
ক্রমে দিন যে ফুরিয়ে এলো, থাক্‌ব কি মা এসব সয়ে॥
যা কিছু মা উপায় করি, গেল সব যে পরের দায়ে।
কিছু সুখে দিন কাটালে, সবাই দেখ আস্‌ছে ধেয়ে॥
কিছু কিছু ভাগ দিতে মা, যায় দেখ না সব্ ফুরায়ে।
নিজের বেলা ফাঁকে পড়ি, খাটুনিটি যায় মা রয়ে॥
আমার কষ্টের জিনিস্ ব'লে, কার বল মা যাবে ব'য়ে।
অংশ ক'রে নিয়ে কেবল, ফেলে সবাই আমায় দায়ে॥
তুমিও সব বোঝ না মা, পর্‌কে কি আর ব'ল্‌ব গিয়ে।
মনে যে মা সুখী থাক, আমাকে সব কষ্ট দিয়ে॥
তোমার বোঝা মাথায় নিয়ে, ঘুর্‌ছি এত দেখ চেয়ে।
মোট বওয়া কাজ ছেড়ে ললিত, ফেল্‌বে বোঝা তোমার পায়ে॥ ২৩১॥

প্রসাদি সুর।

কিছুই যে মা শেষ রবে না।
জগৎ মাঝে তোমার ছেলের, নামও যে মা কেউ পাবে না॥
এখন এসব লাফালাফি, শেষের দিনে আর থাকে না।
ঘর বাড়ি এই পরিজন সব, সঙ্গে আবার কেউ যাবে না॥
আমার আমার ক'রে মরি, আমার কোনটি তাই জানি না।
ভাল ক'রে দেখ্‌তে গেলে, নিজের কিছু আর পাব না॥
একা এসেছি একা যাব, সঙ্গে থাকৃতে কেউ চাবে না।
আজ যারা সব আদর করে, তারাই শেষে কর্‌বে ঘৃণা॥
গোবর ছড়া দিয়ে মা গো, বিদায় শেষে দেয় দেখ না।
আগুন্ দিয়ে এই দেহকে, পুড়িয়ে চিহ্ন কেউ রাখে না॥
যশ্ অপযশ্ থাক্‌বে খালি, এইটি মাত্র আছে শোনা।
চরণ ছাড়া ললিতের যে, অপর কিছু নাই কামনা॥ ২৩২॥

প্রসাদি সুর।

সব গেলে মা কি থাকে গো।
এই জগৎ হ'তে যারা গেছে, খুঁজলে তাদের কি পাবে গো॥
আগে যারা চ'লে গেল, কেউ কি তাদের খোঁজ করে গো।
কারো বেলায় আপদ গেল, এই কথা যে সব বলে গো॥
আর যে কিছু দেখি না মা, কর্ম্মগুণেই সব হবে গো।
কাউকে আপদ বালাই বলে, কারো জন্মে সব কান্দে গো॥
কুকাজে মা রত যারা, আপদ তাদের বলে যে গো।
পরের জন্মে মন্ কান্দে যার, তারই জন্মে সব কাঁদে গো॥
আপ্‌নি না মা কাঁদলে পরে, পর কাঁদাতে কৈ পারে গো।
সুনাম কুনাম সবার আছে, জগৎ মাঝে তাই দেখি গো॥
এম্‌নি ললিতের মতি দে মা, ম'লে যেন আশ্ পোরে গো।
তোর হাতে মা সকল আছে, ইচ্ছা কর্‌লে সব পার গো॥ ২৩৩॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রান্তে যেন ভুলিস্ না মন।
স্থির ভাবেতে ভেবে দেখ, মা যে আমার নিত্য ধন॥
অনিত্য কেবল জগৎ মাঝে, দেখিস্ যা সব ধন পরিজন।
শেষের দিনে কেউ রবে না, ভাল করে এইটি শোন॥
বিষয় লোভে মত্ত হ'লে, তুচ্ছ মধ্যে হ'স্ গণন।
পরহিতে রত থাক্‌না, যদি পেতে চাস্‌রে ত্রাণ॥
এক মনেতে গান কর মন্, মায়ের আমার সকল গুণ।
পরের জন্মে কাতর হ'লে, ধর্‌বে না রে তোর শমন॥
দিনান্তে কারো উপকারে, ব্যস্ত যদি থাকিস্ রে মন।
দেখ্‌বি কেমন সুখ হবে তোর, আছে তাতে অনেক গুণ॥
সর্ব্ব জীবে তোর মা দয়া, করে সদা এইটি শোন।
মায়ের ছেলে তেম্‌নি হ'য়ে, তবে ললিত ধর চরণ॥ ২৩৪॥

প্রসাদি সুর।

নিজেই যে মা গোল ক'রেছি।
এখন আমি সব্ বুঝেছি॥
চারি ধারে চেয়ে দেখি, একা আমি রয়ে গেছি।
পরিজন সব নিয়ে যে মা, নিত্য আমি বেস ভুগেছি॥
অনিত্যকে নিত্য ভেবে, এখন সবে নিয়ে আছি।
ঐ সকলে ভুলে থেকে, আসল কথা কৈ ভেবেছি॥
সংসারেতে একা থেকে, সবাইয়ের মা কাল হ'য়েছি।
সকলকে মা ঠাণ্ডা কর্তে, কষ্ট পেয়ে বেস্ মরেছি॥
আপনার কে সেই শেষের দিনে, এইটি ভাব্তে ভুল করেছি।
আপ্না হ'তেই ধরা দিয়ে, সব রকমে আজ্ মজেছি॥
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, উপায় তার মা কৈ ভেবেছি।
সব্কে সুখে রাখতে গিয়ে, নিজে দুঃখে বেস্ পড়েছি॥
পাঁচ ফিকিরে পড়ে গো মা, আপনি ফকির হ'য়ে গেছি।
ললিতের জন্য এমন ফিকির, পেলি কোথা সুধাতেছি॥ ২৩৫॥

প্রসাদি সুর।

জগতে মা সব ফুরাল।
সকল দিকে কষ্ট স'য়ে, প্রাণে কে আর বাঁচ্বে বল॥
যে সংসারে ফেলেছ মা, কেউ কি থাকৃতে পারে ভাল।
ছয় জনাতে মার্লে পরে, উপায় তার্ মা কৈ রহিল॥
আমাদের যে কপাল মন্দ, তাইতে নিদয় হলে ভাল।
ছয়কে সুখের ভাগী করে, দুঃখের ভাগ্টি আমার এল॥
তারা যে মা প্রবল শত্রু, কর্তে কি আর পারি বল।
একটাকেও যে পারি না মা, ছটার হাতে প্রাণটি গেল॥

জগৎ মাঝে আমার সহায়, চারি ধারে কৈ রহিল।
তোমার চরণ আশ্রয় বিনা, উপায় হওয়া ভার যে হল॥
ঐ চরণে আছে ললিত, মিছে আর মা কষ্টে ফেল।
তাহার সহায় সম্পদ বল্, ভরসা, চরণ যুগল চিরকাল॥ ২৩৬॥

প্রসাদি সুর।

সংসার বড় জঞ্জাল হল।
আর কত মা থাকব পড়ে, আশা সব মা ফুরিয়ে এল॥
সংসার যে সব দুঃখে পূর্ণ, এছাড়া কি পাই মা বল।
দারা সুত পরিজন সব্, ঘেরে শেষে প্রাণটি নিল॥
তোমায় ডাক্‌তে সময় পাই না, এ যে আবার কি মা হল।
এমন বদ্ধ ক'রেছ মা, বিফলে দিন ফুরিয়ে গেল॥
একেতে মা মন অবাধ্য, তাতে আবার সদাই ভুলো।
তোমায় নিয়ে থাকি যদি, পরিজন সব রাগ করিল॥
কেউ বা ভণ্ড ব'লে দেখ, তোমার ছেলের নাম রটাল।
এতেও মা গো সুখী আছি, কষ্ট ভাব্‌লে হয় কি বল॥
কেবল ভিক্ষা করি গো মা, তোমার ঐ যে পদ যুগল।
ভাল করে তোমায় ধর্‌তে, ললিত কৈ মা সময় পেল॥ ২৩৭

প্রসাদি সুর।

কি হবে মা আমার শেষে।
দেখ্‌তে তো মা পাও গো সকল, হৃদয় মাঝে বসে বসে॥
সংসারেতে পড়ে যে মা, কষ্ট আমি সই গো হেঁসে।
সবাইকে যে ক্ষান্ত কর্‌তে, প্রাণ গেল মা অবশেষে॥

মনের মত যার না হব, সেই যে আমার প্রতি রোষে।
পত্নী কন্যা সহোদরা, কেউ থাকে না আমার বশে॥
অনেক রকম ভোগাভোগ মা, শুনি আছে দেশে দেশে।
এমন ধারা কষ্টের ভোগ্‌টি, কেউ কি আপনি রাখে পুষে॥
সকলকে কি শান্ত কর্‌তে, পারি গো মা মিষ্ট ভাষে।
বিফলেতে দিন গেল মা, কেবল দেখি আপন দোষে॥
তাইতে ললিত প'ড়ে আছে, তোমার যুগল চরণ আশে।
কষ্ট আমায় দিয়ে মা গো, কেন এত ভোগাও ব'সে॥ ২৩৮

প্রসাদি সুর।

শেষ কালে কি ডুব্‌বো জলে।
দয়া কি মা হবে ম'লে॥
এমন ধারা মা যে কারো, দেখ্‌তে পাই না কোন কালে।
ছেলে কাঁদলে দেখি যে মা, সবার মাইই করে কোলে॥
বিমাতা তো নস্‌ গো তুই মা, ভেসে যে শেষ্‌ যাব জলে।
তোর কাজে মা ছেলে ম'লে, ডাক্‌বে কে আর কষ্ট পেলে॥
মায়ের চরণ ধর্‌তে দেখ, চারি ধারে সবাই বলে।
দয়া হীন যে মা হ'য়েছে, বুঝ্‌বে কি মা আছে ভুলে॥
ভয়ে ছেলে কাতর হ'লে, মাকে ডাকে চিরকালে।
মাকে দেখায় ভয়ের কারণ, ভয়টি কিছু ক'মে গেলে॥
যে ভয়েতে কাতর সবে, শেষের মাগো দিনটি এলে।
ললিত সেইটি দেখিয়ে দিচ্ছে, দেখেও কি মা নিদয় হ'লে॥ ২৩৯

প্রসাদি সুর।

মায়ের রূপ কে ঠিক পেয়েছে।
শাস্ত্র দেখে বুঝ্‌তে গেলেই, অনেক গোল যে তায় হতেছে॥
যে যেরূপে মাকে ভাবে, সেই রূপে সে মা দেখেছে।
পর্‌কে বুঝিয়ে বল্‌তে গেলেই, গোলে আবার সে পড়েছে॥
মায়ের রূপ্‌টি ঠিক করে মন্‌, আপনি কোথাও কেউ পেরেছে।
মনের ভ্রমে পড়ে দেখ, সবাই বিবাদ তায় করেছে॥
কোটি সূর্য্য রূপেতে মা, হৃদয়ে যার শেষ্‌ বসেছে।
মায়ের রূপ যে কেমন ধারা, সেই দেখে সব তার বুঝেছে॥
সেই রূপের যে তুল্য কর্‌তে, এই জগতে কি আর আছে।
যে দেখেছে সেই বুঝেছে, পরকে বল্‌তে কৈ পেরেছে॥
সূর্য্যের তাপে জগত বাসী, কত কষ্ট সব পেতেছে।
সাধ্য কি যে দেখে চেয়ে, অন্ধ হয়ে তায় যেতেছে॥
এ সূর্য্যের কি শীতলতা, প্রাণকে শীতল বেস্‌ করেছে।
এমন আলো দেখ্‌তে পেলে, সদা জীবের প্রাণ খুলেছে॥
জ্যোতির মাঝে মায়ের ছেলে,মাকে দেখ্‌তে সব পেতেছে।
তেম্‌নি রূপ্‌টি ধরে মাগো, থাক্‌না এই ললিতের কাছে॥ ২৪০ ॥

প্রসাদি সুর।

মাকে সাকার ভাবনা রে।
নিরাকার রূপ ভাব্‌তে গেলে, বড়ই গোলে পড়্‌বি যে রে।
ধ্যান কালেতে সাকার রূপে, দেখ্‌তে মাকে বলেছে রে।
নিরাকারে বল দেখি মন, কেমন করে ভাবি তাঁরে॥
সাধনাতে রত হ'লে, সদা থাক্‌বে মাকে ধরে।
ক্রমে ক্রমে জ্যোতির প্রকাশ, হৃদয় মাঝে হবে যে রে॥

সেই জ্যোতির মাঝে পূর্ণ রূপে, যখন তোর মা বসিবে রে।
তখন সাকার আপ্‌না হতেই, দেখ্‌তে তোকে হবে যে রে॥
মায়ের রূপের ঠিক্ না পেয়ে, আকার ভাব্‌তে নিষেধ করে।
প্রথমে যে সাকার ভাবে, তার কিছু কি গোল আছে রে॥
মা নিরাকার ভাব্‌তে গেলে, বুকের ভিতর কেমন করে।
তাইতে ললিত সাকার ভাব্‌তে, সদা মনকে বলিছে রে॥ ২৪১ ॥

প্রসাদি সুর।

অহঙ্কারে মরিস্ না রে।
সহজেতে বল্ দেখি মন্, মাকে কেউ কি ধরতে পারে॥
অবিদ্যা সব প্রবল হ'লে, ভাল তোর কি তায় হবে রে।
টেনে নিয়ে অন্ধ কূপে, পুনঃ ফেলে রাখ্‌বে তোরে॥
অবাধ্য সব্ আছে সদা, সেইটি একবার বুঝে নে রে।
তাদের বাধ্য ক'র্‌তে হ'লে, রাখ্‌না রিপু দমন করে॥
তুচ্ছ আশা কুহক্ ধ'রে, যেন রে মন্ থাকিস্ না রে।
শেষ হ'তে যে অনেক বাকি, বুঝতে সেইটি হবে তোরে॥
জগৎ মাঝে কোন আশা, এখন তোর আর কৈ আছে রে।
তবে আমায় বল্ দেখি মন্, কিসের ফল তোর ফলিবে রে॥
শেষের দিনে মায়ের পায়ে, যাতে ললিত থাকৃতে পারে।
সকল আশা ছেড়ে দিয়ে, থাকৃনা রে মন সেইটি ক'রে॥ ২৪২ ॥

প্রসাদি সুর।

আড়ম্বরেই সব মরেছে।
বহু আড়ম্বর যে স্থানেতে, সেই স্থানেতেই গোল বেধেছে॥

কোন পূজা কর্‌তে গিয়ে, আড়ম্বর সব যে ক'রেছে।
সেই খানেতেই দেখ্‌তে পাই মা, আমোদের ভাগ বেশী আছে॥
আমোদ বেশী কর্‌তে গেলে, আমোদেতেই মন্ মেতেছে।
তাইতে দেখ ভুলে থেকে, ভক্তির উদয় কৈ হতেছে॥
আমোদেতে কি হবে মন্, ভক্তিই দেখ মূল ব'লেছে।
ভক্তি বিনা পূজা আদিতে, আপনি বিফল সব হতেছে॥
মা বাবাকে যাঁকেই পূজ, আমোদটি তার কৈ দেখেছে।
ভক্তি নিয়ে দরকার কেবল, ভক্তি হীন কাজ সকল মিছে॥
কপট ভক্তি দেখাতে গেলে, সকল দিকেই সব মজেছে।
ওরূপ ক'রে দেখি অনেক, আপনা হ'তেই বেস্ ভুগেছে॥
সাবধানেতে চল্‌বি ললিত, মজাবার পথ অনেক আছে।
বুঝে দেখে চল্‌লে পরে, কষ্ট কে আর তায় পেতেছে॥ ২৪৩॥

প্রসাদি সুর।

পূর্ণ কলি কাল এসেছে।
ক্রমে ক্রমে দেখি যে মা, বিপরীত ভাব্ সব্ ধ'রেছে॥
নীচের ব্যবহার ভাল হ'ল, ভাল দেখি নীচ হতেছে।
ধর্ম্মে মতি গিয়ে এখন, অধর্ম্ম সব স্থান পেয়েছে॥
দেব দেবীকে পূজ্য ব'লে, মানতে কৈ আর সব চেয়েছে।
মূর্ত্তি ভেদের অস্তিত্বটী, তর্ক স্থানে সব ছেড়েছে॥
একবারেতে লাফিয়ে উঠে, ফল পাবে কেউ তাই ভেবেছে।
কর্ম্ম কাণ্ড সকল মিছে, অপনি এইটি সব বলেছে॥
কাউকে দেখি বড় হ'তে, আপনার মনেই স্থির করেছে।
শাস্ত্র সকল ভ্রান্ত বলে, সবাইকে যে বুঝাতেছে॥
সার অর্থ কেউ বা ছেড়ে, অসার অর্থে মেতে গেছে।
উদয় পিণ্ডি বুদর ঘাড়ে, কেউ বা এখন বেস্ ফেলেছে॥

এই মত মা কত রকম্, কলিতে যে সব হয়েছে।
নিজ ধর্ম্ম ছেড়ে কেউ মা, পর ধর্ম্মে মন্ দিতেছে॥
কলির মাহাত্ম্যে গ্রামে গ্রামে, হরি সভা সব হতেছে।
দ্বেষ আমোদে ব্যস্ত সদা, ভক্তি তাতে কৈ মা আছে॥
কেউ বা কপট ভক্তি ক'রে, পরাকাষ্ঠা দেখাতেছে।
মনে মনে আত্ম স্বার্থের, উপায় সদা তায় ভেবেছে॥
এই কি সব তোর কলির ধর্ম্ম, দেখে যে মা প্রাণ কাঁপিছে।
পূজ্য পূজক সম্বন্ধ যে, এক বারেতে লোপ পেয়েছে॥
ভাব্‌তে গেলে ললিত যে মা, আপনি আঁধার সব দেখেছে।
চিন্তার স্রোত সব রোধ করিতে, ব্রহ্মময়ীর চরণ আছে॥ ২৪৪॥

প্রসাদি সুর

আর কেন মা কষ্ট দেবে।
কুসন্তান যে আমি তোর মা, এইটি তোমায় বুঝতে হবে॥
শেষের দিন মা এলে পরে, ভবের খেলা সব ফুরাবে।
দেহের পঞ্চ ভূত যে শেষে, বিরাট্ পঞ্চে মিসিয়ে যাবে॥
তখন তোমার ছেলের মা গো, জগতে আর নাম কি রবে।
আপন খেলায় মেতে থেকে, সবাই তাকে ভুলে যাবে॥
নাম দূরে থাক্ চিহ্ন কিছু, ভবের মাঝে নাহি পাবে।
এত কান্না শুন্‌তে পাওনা, তখন কি আর মনে রবে॥
এখন কি মা সময় থাক্‌তে, আমায় উপায় কর্‌তে দেবে।
কষ্ট সদা দিলে পরে, সাম্‌লাতে কৈ পারি শিবে॥
স্তব স্তুতি পূজা আদি, কেমন করে শিখ্‌ব ভবে।
কুপুত্র এই ললিত যে তোর, বুঝে তুমি সেইটি নেবে॥ ২৪৫

প্রসাদি সুর।

কালের গুণে অন্ধ সবে।
ক্রমেতে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম, দেখি যে মা নষ্ট হবে॥
মা মা ব'লে ডাকি সদা, সহজে কি আস্‌বে শিবে।
কাল মাহাত্ম্যে দেখি যে মা, তুমিও নিদয় হ'য়ে রবে॥
ক্ষেত্র মাঝে গুরু এসে, বীজ যে বপন ক'রে দেবে।
কাল ক্ষেত্র দুয়ের দোষে, বীজের কি আর অঙ্কুর হবে॥
কোন ক্ষেত্র মাঝে দেখি, বীজের চিহ্ন নাহি রবে।
আবাদ বিনা কোন ক্ষেত্র, পতিত ভাবেই রয়ে যাবে॥
কালের গতি দেখে মা গো, কাতর হই যে ভেবে ভেবে।
আর কত ভোগ বল মা গো, দিনে দিনে দেখিয়ে দেবে॥
দেখে শুনেই কাতরেতে, ললিতের কি এ দিন যাবে।
শেষের দিনে তোমার চরণ, অধম্ কি মা দেখতে পাবে॥ ২৪৬॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের রূপ কেউ বল্‌তে পারে।
মা যে কেমন কে বল মন্, দেখ্‌তে কভু পেয়েছে রে॥
সাধকেতে হৃদয় মাঝে, মাকে সদা দেখিছে রে।
যে যে ভাবে দেখ্‌তে চাবে, সেই ভাবেতেই পাবে তাঁরে॥
এক মা আমার কত রূপে, ভক্তের জন্য সেজেছে রে।
কে বল না ভাব্‌তে পারে, বলার কথা থাকুক্ দূরে॥
ক্রমে ক্রমে বুকের মাঝে, জ্যোতির্ম্ময় সব হবে যে রে।
রূপের ছটায় দেখ্‌বে তখন, থাক্‌বে মা সব আলো ক'রে
সে আলোকের সঙ্গেতে কি, সূর্য্যের তুলনা হ'তে পারে।
ছটা তাঁর সব দেখ্‌লে পরে, সূর্য্য আঁধার ভাবিবে রে॥

কেমন ক'রে তেমন আলো, ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে ধরে।
সেইটি বুঝতে পারা দেখি, জীবের ভার যে হ'য়েছে রে॥
মা যেখানে আছেন ব'সে, ত্রিভুবন যে সেথা ধরে।
বিরাট রূপে দেখ্‌লে ললিত, ভাবনা কি তোর থাকিবে রে॥ ২৪৭॥

প্রসাদি সুর।

কেন মা সব আলো করে।
কিছু কি মন্ বুঝেছে রে॥
মাকে দেখ্‌তে পাবার জন্য, সকলেরই ইচ্ছা যে রে।
হৃদয় মাঝে আছে যে মা, দেখ্‌তে পায় কি অন্ধকারে॥
দেহের মাঝে চির আঁধার, দেখনা মন্ রয়েছে রে।
সে আঁধারটি দূর না হ'লে, কেউ কি রে মন্ দেখ্‌বে তাঁরে॥
তাতেই দেখ ধীরে ধীরে, মা আমার যে আলো করে।
এক বারেতে পূর্ণ আলোক, হ'লেই দৃষ্টি হীন হবে রে॥
ক্রমে ক্রমে আলো এলে, দেখ্‌তে বড় সুখ আছে রে।
সেই আলোতে মনের আঁধার, ক্রমেতে যে নাশিবে রে॥
অন্ধকার সব্ দূরে গেলে, মাকে দেখ্‌বে অকাতরে।
সেই কারণে ললিতের মা, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ যে ধরে॥ ২৪৮॥

প্রসাদি সুর।

ভাবনা কি মন্ দেখে নে রে।
এই যে ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে, মা আমার দেখ বিরাজ করে॥
যে রূপেতে দেখতে চাবি, সেই রূপেতেই পাবি তাঁরে।
ভাল ক'রে দেখে তখন, থাক্ না রে মন্ চরণ ধ'রে॥

খল কাপট্য ছেড়ে দিয়ে, তবে মাকে দেখতে যা রে।
নৈলে কি মন্ দেখ্‌তে পাবি, অন্তরেতেই লুকাবে রে॥
অন্তর শুদ্ধি করবার জন্য, ন্যাস্ আদি সব্ হ'য়েছে রে।
ঐ রূপেতে শুদ্ধ হ'লে, তবে মাকে ধর্‌তে পারে॥
হৃদয় মাঝে বসে থেকে, আছে যে মা আলো করে।
আলোর ভিতর মাকে আমার, স্থির ভাবে তুই দেখে নে রে॥
কোটি বিজলি সমরূপে, পদ্মেতে মা বসেছে রে।
মায়ের ছেলে ললিত যখন, ধরগে যানা আপন জোরে॥ ২৪৯॥

প্রসাদি সুর।

এক আলোতেই জগৎ আলো।
সেই বিনা যে দেখ্‌তে পাবি, সকলই তোর হ'বে কালো॥
আলোয় আলো করে শুনি, নূতন এ যে দেখি চল।
এমন ধারা কালোয় আলো, দেখে কেউ কি কোম কাল॥
কোটি সূর্য্য সম জ্যোতি, ধরে সদা এইই আলো।
কোটি চন্দ্রের শীতলতা, আছে এতে চিরকাল॥
এ আলোতে জগৎ আলো, করে কেন আমায় বল।
সেইটি বুঝতে পার্‌লে পরেই, আর কি কিছু গোল থাকিল
এক সূর্য্যেতে এই পৃথিবী, যেমন দেখ করে আলো।
সেইরূপেতে মা যে আমার, জগৎ চক্ষু রূপ ধরিল॥
ললিতের এই হৃদয়ে মা, জগজ্জ্যোতি হয়ে গেল।
মনের আঁধার নষ্ট করে, চক্ষু সব যে ফুটিয়ে দিল॥ ২৫০॥

প্রসাদি সুর।

মা কেন গো এমন হ'লে।
কেঁদে কেঁদে মলাম যে মা, সব কথাই কি ভুলে গেলে॥
দিনে দিনে দেখ্‌ব কত, দেখ্‌লে কি মা আমার চলে।
সংসারেতে কষ্ট পেয়ে, গেলাম যে মা সকল ভুলে॥
কাজের সময় কাজ করি না, ভুলে থাকি সময় কালে।
মিছে কাজে দিন যে গেল, কি করবো মা তোমায় ব'লে॥
গুরুদেব যে নিদয় হয়ে, আমায় ফেলে গেছেন চ'লে।
ভুল আমার কে দেখিয়ে দেবে, নেই যে কেউ মা ভাব্‌তে গেলে॥
হৃদয় মাঝে আছ গো মা, দেখ্‌তে পাই তা সর্ব্বকালে।
তুমি বিনা কে আর আমায়, ভুল হ'লে মা দেবে ব'লে॥
কৃপা ক'রে দেখ চেয়ে, ললিত যে মা তোমার ছেলে।
তুমি এখন নিদয় হ'লে, এই অভাগার আর কি চলে॥ ২৫১॥

প্রসাদি সুর।

কোন্ রূপে মা ডাক্‌ব তোরে।
যে দিকেতে দেখি মা গো, পাঁচ রূপেতেই বেড়াও ঘুরে॥
পাঁচকে মিলিয়ে এক ক'রে মা, দেখ্‌তে তোকে পার্‌ব কি রে।
তেমন্ সাধ্য হয়নি এখন, কি ক'রে মা রাখ্‌ব ধ'রে॥
শৈশব হ'তেই মাকে ডাক্‌তে, শিক্ষা আমরা ক'রেছি রে।
মা যে কেমন সে কথাটি, সহজে সব্ বুঝ্‌তে পারে॥
মাতৃস্নেহ যে পেয়েছে, সে কি কভু ভুলেছে রে।
মা ব'লে সে ডাক্‌তে গেলেই, চ'ক্ দিয়ে জল পড়িবে রে॥
মা মা ব'লে তাইতে দেখ, ডাকা সহজ হ'য়েছে রে।
হর হরি আদি ধর্‌তে গেলে, পড়ি যে মা ভাবনার ফেরে॥
সহজ পথটি যাব ধ'রে, গোলে ঢুক্‌তে পার্‌ব না রে॥
পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রে মা, ললিতকে তোর দেখিয়ে দে রে॥২৫২॥

প্রসাদি সুর।

কেন আমার এমন হ'ল।
এখনি মা ব'সে ছিল, কোথায় গিয়ে লুকাইল॥
যতক্ষণ ঐ ধ'রে ছিলাম, ততক্ষণ মা ব'সে ছিল।
পলক মাত্র ফাঁক পেয়ে মা, কেথায় দেখি চ'লে গেল॥
আলো এখন কোথায় গেল, অন্ধকার যে ক'রে দিল।
দেখে প্রাণ যে কাতর হ'ল, কি উপায় তার করি বল॥
তেমন ধারা মূর্ত্তি মায়ের, কেউ কি কভু দেখেছিল।
সেই আদর মাখা হাসি মুখ্‌টি, দেখ্‌লে পরেই প্রাণ জুড়াল॥
পলক হীনে দেখব ব'সে, মনের ইচ্ছা রয়ে গেল।
কর্ম্ম দোষে নয়নতারা, হৃদয়েতেই মিশাইল॥
ছেলেকে এ কষ্ট দিয়ে, মায়ের কর্ম্ম হ'ল ভাল।
তেম্‌নি ক'রে বস্‌না গো মা, নৈলে যে তোর ললিত ম'ল॥২৫৩॥

প্রসাদি সুর।

কোথা গেলে মাকে পাব।
এইটি ভেবে প্রাণ যে কাতর, এখন আমি কোথায় যাব॥
সহজে কি তোকে মা গো, লুকিয়ে থাক্‌তে আমি দেব।
যেমন ক'রে পারি আমি, আবার তোকে ধ'রে নেব॥
এবার তোকে ধরা পেলে, আর কি আমি ছেড়ে দেব।
কেমন ছেলে আমি যে তোর, সেইটি একবার দেখাইব॥
জোর ক'রে মা চরণ ধ'রে, হৃদয় মাঝে বসাইব।
কষ্ট যে মা কেমন ধারা, সেইটি তোকে বুঝাইব॥
কষ্ট দিলে কষ্ট পাবি, সেটাও তোকে শিখাইব।
যেমন কর্ম্ম ক'রলি এখন, তেম্‌নি ধারা ফল ফলাব॥
লোকের কর্ম্ম দেখে বেড়াস্‌, তোর কর্ম্ম মা দেখে লব।
ও ছলে কি ললিত ভোলে, ধ'রে তবে স্থির যে হব॥ ২৫৪॥

প্রসাদি সুর ।

বল দেখি মা ভোগাস্ কারে ।
তোর জন্য শেষ্ যে কাঁদে মা, এত কষ্ট দিস্ কি তারে ॥
যার কান্না মা যত দেখিস্, ততই কি তায় ভোগাবি রে ।
কি সুখ এতে পাবি গো মা, সেইটি এক বার ব'লে দে রে ॥
ছল ক'রে তুই ভুলিয়ে রাখিস্, এইটি সদা দেখি যে রে ।
তোর কথাতেই সবাই যে মা, ভুগে ভুগে মর্‌বে ঘুরে ॥
বুকের ভিতর দেখে মা গো, ননীর পুতুল ভাবি তোরে ।
কাজ দেখে তোয় কঠিন ভাব্‌তে, সদা ইচ্ছা হতেছে রে ।
তোর ঐ যখন কোমল ভাব্‌টি, বুকের ভিতর দেখেছি রে ।
সেই মা কি আজ এমন কঠিন্, বারে বারে ভেবেছি রে ॥
দ্বিভাবেতে থাকিস্ কেন, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দে রে ।
ঐ চরণ তলে ব'সে যেন, ললিত মা গো শুন্‌তে পারে ॥ ২৫৫ ॥

প্রসাদি সুর ।

বল্ দেখি মা কি দোষ পেলি ।
ভেবে কিছুই ঠিক হ'ল না, কেন তুই মা এমন হ'লি ॥
মনে জ্ঞানে কিছু দোষ কি, কর্‌তে আমায় দেখে ছিলি ।
দেখ্‌লি যদি সুধ্‌রে নিতে, কেন তুই মা ভুলে গেলি ॥
দোষ্‌টি দেখে ফিকির ক'রে, হৃদয়মাঝে তুই লুকালি ।
তোকে ভাব্‌তে গেলে পরেই, অপর ভাবনা এনে দিলি ॥
এত ক'রে তোর ছেলে মা, ধ'র্‌বে শেষ্ কি কাঁথা ঝুলি ।
আর কিছু যে ভাবি না মা, দোষের ভাগী শেষে হ'লি ॥
তোকে দোষী না করে মা, আমায় দোষী করুক খালি ।
মা যে দোষী শুন্‌তে কষ্ট, তাইতে এত ক'রে ব'লি ॥
এত দিনের পরে কি মা, দিবি আমায় পায়ে ঠেলি ।
মিছে ভ্রম্‌টী দেখে কি মা, তোর ললিতকে প্রাণে মেলি ॥ ২৫৬

প্রসাদি সুর।

প্রাণ গেল মা তোরই তরে।
কি দোষে মা অমন ক'রে, বল্ দেখি মা লুকালি রে॥
সকল সময় সকল কথা, রাখ্‌তে পারি কি মনে ক'রে।
তোর ব্যবহার দেখে আমি, অবাক্ হ'য়ে আছি যে রে॥
যে ভাবেতে ভবে এনে, সংসারে মা রাখ্‌লি ধরে।
আছি ত মা তেম্‌নি মত, গোল্ কিছু তার ক'রি না রে॥
তবে কেন সকল সময়, ভাবলে পরে পাই না তোরে।
লুকিয়ে থেকে কষ্ট দিলে, সুখ কিছু তোর হবে কি রে॥
কেন এমন বোঝা মাথায়, দিয়ে ফেলে রাখ্‌লি জোরে।
সে দোষ্ এখন আমার নয় মা, তোরই দোষ সব ব'ল্‌ব যে রে॥
আপন দোষে ভুগ্‌তাম যদি, বল্‌তাম কি মা এত ক'রে।
বোঝা নামিয়ে দিলে মা গো, ললিত যে আর ভুগ্‌বে না রে॥ ২৫৭॥

প্রসাদি সুর।

মন মেতেছে আর কি শোনে॥
সকল কথাই সে যে জানে॥
জেনে শুনে আর কি মা গো, ছেড়ে দিতে পারে জ্ঞানে।
সংসার আদি বিষয় বৈভব্, তুচ্ছ ব'লে সদাই মানে॥
আমাকেই মা এত ক'রে, ছেড়ে দিবি এ কোন্ প্রাণে।
আমার যা সব্ ভিক্ষা আছে, জানিস্ না কি আপন মনে॥
সুখের আশা ত্যাগ ক'রে মা, পড়ে আছি ঐ চরণে।
ঐ দুটি আর দেনা মা গো, ইচ্ছা নাই ছার অন্য ধনে॥
যখন ইচ্ছা ক'র্‌ব মাগো, থাক্‌তে যেন পাই চরণে।
দেখ্‌তে যেন পাই মা হৃদে, ডাক্‌ব যখন কাতর প্রাণে॥
এ ছাড়া আর অপর কিছু, ভিক্ষা নাই মা এ জীবনে।
তোর ঐ চরণ ছাড়া ললিত, তুচ্ছ ব'লে সকল গণে॥ ২৫৮॥

প্রসাদি সুর।

স্থূল দেহটি শুদ্ধ কি রে।
ভাল ক'রে দেখে রে মন, এইটি আমায় ব'লে দে রে॥
শুচি অশুচির মধ্যে দেখ, দেহ কে কি বল্‌তে পারে।
সেইটি দেখ্‌তে গেলে পরেই, আপন দশা বুঝ্‌বি ওরে॥
রাজ ভোগ্য জিনিষ সকল, বেড়াস্ যে তুই ভোজন ক'রে।
দেবের প্রসাদ্ কভু তুই মন, গ্রহণ করিস্ ভক্তি ভরে॥
কিছু সময় গত হলেই, জীর্ণ উহা করিস্ যে রে।
তোর দেহকে পোষণ ক'রে, শেষেতে মল হ'তেছে রে॥
মল ত্যাগ যে ক'রে জীবে, তাকে সদাই ঘৃণা করে।
ত্যক্ত মলটি ভেবে দেখ, প্রথমেতে কি ছিল রে॥
দেখ্‌তে গেলে দেহের স্পর্শেই, ঘৃণার দ্রব্য হয়েছে রে।
এইতে ভেবে দেখরে মন, দেহ শুদ্ধ বটে কি রে॥
আর এক কথা বুঝলে পরেই, সকল ভ্রম তোর যাবে দূরে।
নিজ কৃত পাপের স্পর্শে, দেহাশুদ্ধ সদা যে রে॥
ললিত এইটি সার বুঝেছে, মন হতে সব হ'তেছে রে।
মনটি শুদ্ধ যার হবে সে, বিষ্ঠা চন্দন এক যে করে॥ ২৫৯॥

প্রসাদি সুর।

দিন পেয়ে কাল ধরবে যবে।
তখন যে মা এইই দীনে, তোমাকেই শেষ্ রাখ্‌তে হবে॥
সেই দুরন্ত কাল এলে মা, কে আর আমায় অভয় দেবে।
কাউকে আর যে ডাকি না মা, তোমায় ছাড়া দেখ শিবে॥
সকল রূপই তুমি যে মা, এতে কিছু গোল যে ভাবে।

আকাশ কুসুম পাবার আশা, ক'রে সে যে বেড়াইবে ॥
এক থেকে পাঁচ পাঁচে একই, এইটি যে মা বুঝে লবে।
তার কাজে মা বল দেখি, কোন দিকেতে ফাঁক্ পড়িবে ॥
শৈশব হ'তে মাকে ছেড়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই ভবে।
মা মা বলে মা পেয়েছি, মন আমার কি ছাড়তে চাবে ॥
যত ভয় শেষ্ থাকুক না মা, তাতে আমার কি আর হবে।
মায়ের কোলে উঠ্‌বে ললিত, কেন মিছে ভয় সে খাবে ॥ ২৬০ ॥

প্রসাদি সুর।

বৃথা এসে দিন হারালাম।
কৈ দেখি মা ভাল ক'রে, তোমায় আমি ডাক্‌তে পেলাম ॥
ভবের গণ্ডগোলে প'ড়ে, আমি যে মা ডুবে গেলাম।
পাঁচ রকমে ঘুরে ঘুরে, দেখে শুনে বোকা হ'লাম ॥
সংসারেতে যা দেখি মা, আপনার কোলে টেনে মলাম।
আমার আমার ক'রে এখন, শেষের পথে কাঁটা দিলাম ॥
গুরু পথ্‌টি দেখিয়ে দিলে, সেই পথটি যে ধ'রে ছিলাম।
অন্ধকারে প'ড়ে ক্রমে, তেমন সোজা পথ হারালাম ॥
বিপথেতে গিয়ে মা গো, কাঁটায় প'ড়ে কষ্ট পেলাম।
কাঁটা তুল্‌তে গিয়ে দেখি, আপনা হ'তেই পা কাটিলাম ॥
এখন তোমার কাছে যাব, তার পথ মা কৈ রাখিলাম।
ললিত তোমার বোকা ছেলে, সেটি তোমায় দেখিয়ে দিলাম ॥ ২৬১

প্রসাদি সুর।

জগৎ মাঝে কে কার হবে।
কেউ কি কারো সঙ্গে যাবে॥
ভেবে বুঝ্‌তে গেলে পরেই, সকলে মা দেখ্‌তে পাবে।
আপ্‌নার আপ্‌নার ক'রে মিছে, সকলেতেই বেড়ায়্‌ ভবে॥
এখানে যে সকল ফাঁকি, বুঝ্‌লেও কি মা বুঝ্‌তে দেবে।
এম্‌নি চক্র করেছ মা, অন্ধ হয়ে সবাই রবে॥
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এই নিয়ে জীব আছে সবে।
এতেই যে মা দিন কেটে যায়, ভবের মাঝে দেখি শিবে॥
ভবেতে মা য দিন আছি, পরিজন সব ঘেরে রবে।
চারি ধারে থেকে মা গো, আদর ক'রে বেড়ায় সবে॥
শেষের দিনটি এলে যখন, ললিতকে মা যেতে হবে।
তার পরেতে কেউ কি কভু, হতভাগার খোঁজ আর লবে॥ ২৬২

প্রসাদি সুর।

সংসারে মা কে কি করে।
তুমিই হৃদে ব'সে থেকে, সকল কাজই করাচ্ছ রে॥
এ কথা যে বুঝেছে মা, সে গোলে কি পড়েছে রে।
বিপদ হ'লেও সে কি কভু, বিপদ ব'লে ভাবে তারে॥
বিপদ সম্পদ সকল সময়, থাকে যে মা তোমায় ধ'রে।
তার কি বিপদ হবে কভু, সকল কষ্ট যাবে দূরে॥
তবে কষ্ট পাই যে সবে, কেবল মা গো কপাল ফেরে।
সংসারেতে অন্ধ হয়ে, দেখি যে মা সবাই মরে॥
বুঝ্‌তে পার্‌লে ভাবনা কি মা, বোঝাই যে ভার হয়েছে রে।
মায়া মোহ এই দুয়েতে, অন্ধ ক'রে রেখেছে রে॥
তোমাকে মা যে বুঝেছে, সে কি আবার ভুল্‌তে পারে।
ললিত চরণ ধ'রে আছে, তুমি যেন ভুল না রে॥ ২৬৩॥

প্রসাদি সুর।

এক দোষে মা দোষী হ'লাম।
তোর কথাতে ভুলে গিয়ে, আপনার মাথা আপনি খেলাম ॥
তোর ছলা সব ভেদ্ করে মা, এমন সাধ্য কার্ দেখিলাম।
তোর ঐ সকল ছলের মর্ম্ম, এখন আমি বুঝে নিলাম ॥
তোকে বিশ্বাস করি বেশী, এইটি আমার দোষ যে পেলাম।
আর কিছু মা উপায় থাক্‌লে, তোয় কি বিশ্বাস কর্‌তে যেতাম ॥
বাবার কথা শুনে মা গো, আমি যে সব কাজ করিলাম।
তোর ছলাতে ভুলে গিয়ে, সে সবেতে গোল বাধালাম ॥
যা কিছু মা আমার আছে, তোর পায়েতে ফেলে দিলাম।
তুই যে এমন ফাঁকি দিবি, তা কি আমি বুঝে ছিলাম ॥
দোষ খোঁজা যে রোগ তোর আছে, সেটা তখন কৈ বুঝিলাম।
ললিত কি আর বোকা হবে, এখন যে সব দেখে নিলাম ॥ ২৬৪ ॥

প্রসাদি সুর।

চেয়ে দেখ্ মন্ কে ব'সে রে।
অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিয়ে, আছে যে সব আলো ক'রে ॥
যদি বলিস্ সূর্য্য এসে, বুকের মাঝে রয়েছে রে।
এমন ধারা স্নিগ্ধ শীতল, সূর্য্যের তাপ কি হ'তে পারে ॥
যদি ভাবিস্ হৃদাকাশে, পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে রে।
কলঙ্ক আছে চাঁদে যে মন, নিষ্কলঙ্ক এ দেখি রে ॥
এক সূর্য্যেতে এত জ্যোতি, কভু কি মন ধর্‌তে পারে।
এক ঐ চাঁদকে এত শীতল, কেউ কখন দেখেছে রে ॥
কোটি চাঁদের শীতলতা, কোটি সূর্য্যের তেজ যে ধরে।
তার মাঝেতে দেখ্‌না চেয়ে, হাঁসি মুখে কে ব'সে রে ॥
অমন মুখটি দেখ্‌লে পরেই, সকল কষ্ট যায় যে দূরে।
এত দেখেও বুঝ্‌লি না মন, ললিতের মা ঐ ব'সে রে ॥ ২৬৫ ॥

প্রসাদি সুর।

এক বারে কে মাকে পাবে।
ধীরে ধীরে দেখ্‌বি রে মন, মায়ের কাছে যেতে হবে॥
কত বিঘ্নবাধা সদা, পথের মাঝে দেখা যাবে।
সে সবেতে মুক্ত হ'লে, তবে মাকে দেখ্‌বে সবে॥
ধ্যান ধারণা ক'রে আগে, মাকে হৃদে বসিয়ে লবে।
মায়ের দয়া হবে যখন, জ্যোতির্ম্ময় মা রূপ ধরিবে॥
জ্যোতির প্রকাশ হ'লে পরে, মনের আঁধার দূর যে হবে।
নির্ম্মল সব তোর হ'য়ে গেলে, তবে মা যে চরণ দেবে॥
মায়ের রূপটি চিন্তা ক'রে, নির্ম্মল আগে ক'রে লবে।
ভক্তিভরে ডাক্‌বে মাকে, তবে মনের ময়লা যাবে॥
চরণ দর্শন হ'লে পরে, মনের ভয় সব নষ্ট হবে।
এমন ভাবটি যে পেয়েছে, তার কি কালের ভয় আর রবে॥
সকলকে মন তুচ্ছ ভেবে, মাতৃ চিন্তায় কাল কাটাবে।
ললিতকে মা কৃপা কর্‌লে, সকল কষ্টই তার যে সবে॥ ২৬৬॥

প্রসাদি সুর।

তোমায় যে মা আছি ধ'রে।
দিবারাত্র যা করি মা, সকলি যে পূজার তরে॥
প্রাতঃকাল হ'তে উঠে, সবাই হেথা যা সব করে।
তোমার পূজা ছাড়া মা গো, আর কিছু যে দেখি না রে॥
স্নান আদি সব কর্‌তে গিয়ে, তোমার সেবাই করি যে রে।
মধ্যাহ্নে যে আহার করি, তোমারই মা তৃপ্তির তরে॥
যা কিছু মা কথা বলি, তোমারই গুণ গান করি রে।
দেখতে গেলে তোমা ছাড়া, এ জগতে কি আছে রে॥

তোমার কার্য্য বিনা জীবে, কেউ কি কিছু কর্‌তে পারে।
পঞ্চ রূপেই তুমি সদা, জগৎ মাঝে ভ্রমিছ রে॥
জগতের মা আদি অন্ত, যে বুঝে সব দেখেছে রে।
সেই তোমাকে বুঝেছে মা, আর কি কভু ভুলেছে রে॥
সকল রূপেই মা গো তুমি, পূজা গ্রহণ করিছ রে।
এইটি বুঝ্‌তে ভুল ক'রে শেষ্, ললিত গোলে পড়িস্ না রে॥ ২৬৭॥

প্রসাদি সুর।

ভাল মা আর কিসে করে।
জগৎমাঝে মাকে আস্‌তে, কেউ কি কভু দেখেছে রে॥
মায়ের কৃপা দৃষ্টি হ'লে, সুখেতে দিন কাটে যে রে।
মা ঐ নিদয় থাকৃলে পরে, কেউ কি ভাল থাকৃতে পারে॥
জগতে তোর কীট পতঙ্গ, হ'তে সুরু হয়েছে রে।
কর্ম্ম দেখে সদয় তোকে, উচ্চস্থান মা দিয়েছে রে॥
এখন যে তোর কর্ম্ম বেশী, এইটি তুই মন বুঝে নে রে।
প্রধান কাজ তোর লোকের হিতে, রত থেকে দিন যাবে রে॥
কীট পতঙ্গ থেকে রে তুই, মাতৃ সেবা করেছিস্ রে।
নৈলে এমন মায়ের দয়া, দেখ্‌তে কভু পেতিস্ কি রে॥
উচ্চ হয়ে উঠ্‌বি যত, মায়ের নিকট হবি যে রে।
কর্ম্মদোষে দেখিস্ যেন, নীচের দিকে নামিস্ না রে॥
কর্ম্ম গুণে দেখিস্ ললিত, ধর্‌বি মাকে আপন জোরে।
মিছে ভয়ে কাতর হয়ে, আপন কাজ সব ভুল্‌বি কি রে॥ ২৬৮॥

প্রসাদি সুর।

আমার এখন বিপদ ভারি।
আলো যেয়ে আঁধার হ'লে, চারি ধারে হাতুড়ে মরি॥
কভু দেখি মা যে লুকায়, এর উপায় মন কি আর করি।
বুকের মাঝে ব'সে থেকে, মা যে খেল্‌ছে লুকোচুরি॥
এ সব খেলার মর্ম্ম কি যে, বুঝতে কি মন আমি পারি।
আর কিছু যে জানি না তাই, আছি কেবল চরণ ধরি॥
আলোর পরে আঁধার হ'লে, সে আঁধার দেখ্‌ হয় যে ভারি
মা ছেলেকে কষ্ট দিলে, সব দিকেতেই আমি হারি॥
মায়ের খেলার মর্ম্ম বুঝ্‌তে, পারেন না যে ত্রিপুরারি।
সে সব খেলা আমার সঙ্গে, কর্‌লে কি আর সইতে পারি॥
আর কিছু যে চায় না ললিত, ভিক্ষা কেবল চরণতরি।
এতে বিঘ্ন দিয়ে কেন, কষ্ট দিস্‌ তুই শুভঙ্করি॥ ২৬৯॥

প্রসাদি সুর।

কত ভাবনা ভাব্‌ব বসি।
সকল কষ্টই সয়ে বেড়াই, দেখ না মা এলোকেশি॥
সংসার ভাবনা নিয়ে কত, পেতেছি মা দুঃখ রাশি।
সেইটি একবার দেখ্‌লে চেয়ে, তবেই আমি সুখে ভাসি॥
কত ছলে ঘুর্‌তে হয় মা, তা দেখে যে নিজেই হাঁসি।
কার জন্য মা করি এত, একবার বুঝিয়ে দে না আসি॥
আর কিছু যে চাই না আমি, চরণ পাবার অভিলাষী।
তার উপায় না কর্‌লে পরে, ডাকব ব'লে সর্ব্বনাশী॥
কি দোষে তুই আমায় মা গো, করেছিস্‌ যে এত দোষী।
বুঝ্‌তে সেইটি পার্‌লে আমি, কষ্ট পাই কি মুক্তকেশি॥
ললিতের এই হৃদয়মাঝে, সদা তুই মা থাক্‌ না বসি।
তা হ'লেই মা কষ্ট যাবে, দূর হবে সব তমোরাশি॥ ২৭০

প্রসাদি সুর।

মন আমার মা বেশ বুঝেছে।
সংসারমাঝে এনে জীবে, কত খেলা মা খেলেছে॥
কত রকম তামাসা যে, দেখ্‌তে আমায় শেষ্ হতেছে।
ভেবে দেখ্‌তে গেলে পরে, তার কি মা আর সীমা আছে॥
প্রথমে যার কেউ ছিল না, কোথা হ'তে সব এসেছে।
যতই শেষ যে নিকট হবে, ততই মায়া বেড়ে গেছে॥
দৈন্য দশা থাক্‌লে পরে, কেউ কি মা তার খোঁজ্ ক'রেছে।
কিছু পয়সা হাতে হ'লেই, আপনার ব'লে সব সেজেছে॥
তেমন আপনার পেয়ে যে মা, মায়া বেশী তায় বেড়েছে।
মায়া এসে পড়্‌লে পরে, কিছুতে কি নিস্তার আছে॥
কার জন্য মা এত করে, সেইটি বুঝে কে দেখেছে।
দেখে শুনে তোর ললিতের, হেঁসে এখন প্রাণ যেতেছে॥ ২৭১॥

প্রসাদি সুর।

সুখ্ কি আর মা আছে হেথা।
সংসারেতে কষ্ট যা পাই, সে সব কি মা বল্‌বার কথা॥
মনে সে সব হ'লে পরে, অন্তরেতে পাই যে ব্যথা।
ইচ্ছা হয় এ সংসার ফেলে, ছুটে বেড়াই যথা তথা॥
এমন মা বাপ থাক্‌তে আমি, এত কষ্ট পাই যে বৃথা।
শেষের দিনে বাপ মা ছেড়ে, এ অভাগা যাবে কোথা॥
ষড়রিপু দেহের মাঝে, থেকে কষ্ট দিচ্ছে হেথা।
তারা সবাই মিলে এখন, তোর ছেলেরই খাচ্ছে মাথা॥
এত দিনের পরেতে মা, যাব কি বিমাতা যথা।
দোষের ভাগী হবি তাতে, বুঝে দেখ্ না জগন্মাতা॥
তোর দয়া শেষ দেখ্‌লে পরে, বলবার কি মা আছে কথা।
মায়ের কোলে গেলে ললিত, কেন কর্‌বে হেথা সেথা॥ ২৭২॥

প্রসাদি সুর।

মনের মত কেউ হ'ল না।
সংসারেতে প'ড়ে কেউ মা, শেষের কথা আর ভাবে না॥
এম্নি আমার মন অবাধ্য, ভাল কথা কৈ শোনে না।
সংসারেতে মত্ত থেকে, করে না তোর রূপ ভাবনা॥
কাণকে বলি অপর ছেড়ে, খালি মায়ের নাম শোন না।
কৈ মা তোর ঐ নামটি এখন, শুন্‌তে চেষ্টা আর করে না॥
রসনাকে বলি সদা, মায়ের নামটি জপ কর না।
অপর গণ্ডগোলে থেকে, তোকে ডাক্‌তে সেও চাবে না॥
করকে বলি সদা নামের, জপসংখ্যা কর্ রাখ না।
অপর কাজ সে ক'রে বেড়ায়, সে সব কথা কৈ শোনে না॥
মন অবাধ্য দেখে ললিত, উপায় কর্‌তে আর পারে না।
তোর ঐ দয়া বিনা মা গো, কেউ যে বাধ্য শেষ্ থাকে না॥ ২৭৩

প্রসাদি সুর।

কে আমার মা আপ্‌নার হবে।
চারি ধারে চেয়ে দেখি, শত্রু হয়ে আছে সবে॥
হস্ত চক্ষু রসনা বুদ্ধি, তুচ্ছ নিয়ে মত্ত রবে।
মন কে দেখি সদা ব'সে, অপর নিয়ে কাল কাটাবে॥
এ সকল মা দূরের কথা, পরিজন যে আছে ভবে।
তারাও যে কেউ আপ্‌নার নয় মা, সুখের ভাগী হ'তে চাবে॥
সুখ্ স্বচ্ছন্দে থাক্‌বে য দিন, আপ্‌নার বলতে পাব সবে।
নিদয় তুমি হ'লে পরেই, সবাই যে মা পালিয়ে যাবে॥
এইত দেখি ভবের খেলা, কোন দিকে সুখ কি হবে।
দিনে দিনে আরও কত, তুমিও মা দেখিয়ে দেবে॥
এ সকলের মাঝে ফেলে, ললিতকে কি শেষ্ ডোবাবে।
তাই ভেবে সে কাতর এত, কৃপা ক'রে দেখ্ না শিবে॥ ২৭৪॥

প্রসাদি সুর।

মাকে পেলেই সব যে হবে।
মায়ের দয়া হ'লে পরেই, সবাই দয়া কর্‌তে চাবে॥
অনেক কষ্ট পাবি রে মন, মা যত দিন নিদয় রবে।
সবাই শত্রু হ'য়ে এখন, চারি ধারে কষ্ট দেবে॥
কেউ যে আপ্‌নার হবে না মন, দেখ্‌তে এইটি পাবি ভেবে।
এক বিনা তোয় সকল দিকে, আঁধার ক'রে রাখ্‌বে সবে॥
সহজে কি এমন ক'রে, তোর সেই মায়ের ধরা পাবে।
মিছে কাজে দিন গেলে সব, আপ্‌নার মাথা আপ্‌নি খাবে॥
এখন যেমন কাট্‌ছে রে মন, শেষের দিন কি তেম্নি যাবে।
এখন থেকে ভাব্‌লে পরে, তবে শেষের উপায় পাবে॥
চিত্ত শুদ্ধ ক'রে তবে, মাকে যে তোর ডাকতে হবে।
সেইটি বুঝে দেখ্‌লে ললিত, মিছে কেন কাজ হারাবে॥ ২৭৫॥

প্রসাদি সুর।

দেখে শুনে অবাক্ হ'লাম।
নিজের ঘরই ভাল ক'রে, এখনও মা কই বুঝিলাম॥
বুঝ্‌তে আমায় দেবে কে মা, সকলেতেই গোল করিলাম।
সোজা পথে কেউ চলে না, এইটি. এখন দেখ্‌তে পেলাম॥
দিশে হারা হ'য়ে আমি, চিরকালটা বয়ে গেলাম।
নিজেকেই যে বুঝি না মা, পরকে বুঝ্‌তে কৈ পারিলাম॥
সবাই ফাঁকি দিতে চায় মা, এইত আমি বুঝে নিলাম।
সুখের ভাগী সব্‌কে ক'রে, দুঃখের ভাগটি নিয়ে ম'লাম॥
একা এসেছি একা যাব, এ কথা কৈ বুঝে ছিলাম।
এখন বুঝে কি হবে আর, মায়াতেই যে সব ভুলিলাম॥
আদরেতে মুগ্ধ হ'য়ে, সকল পথই বেশ্ হারালাম।
ডুবেব ললিত অতল জলে, রক্ষা কর্‌তে কই পারিলাম॥ ২৭৬।

প্রসাদি সুর।

এই হ'ল মা অবশেষে।
ছয় জনার মা খেলায় প'ড়ে, দোষী আমি হ'লাম শেষে ॥
আপনার মনে ঘোরে তারা, থাকে না মা আমার বশে।
পাঁচ রকমে কষ্ট দিয়ে, সুখী হয় মা দেখি এসে ॥
তাদের আশা সদাই এখন, বেড়েছে মা আমার দোষে।
দমন করতে গেলে পরেই, আমায় দেখে তারা হাঁসে ॥
বুঝাই তাদের সদা আমি, কত রকম মিষ্ট ভাষে।
আর কি কথা শোনে মা গো, ঘোরায় আমায় দেশবিদেশে ॥
তাইতে সদা প'ড়ে আছি, তোমার যুগল চরণ আশে।
নিদয় হ'য়ে থেক না মা, কৃপা কর দীন দাসে ॥
আর কিছু মা চায় না ললিত, ভিক্ষা নাই মা বৃথা যশে ॥
রিপু দমন ক'রে দিয়ে, হৃদয়মাঝে থাক ব'সে ॥ ২৭৭ ॥

প্রসাদি সুর।

আঁধার ঘরে আলো জ্বলে।
তাই দেখে মা গোলে প'ড়ে, ঘুরে বেড়াই কত ছলে ॥
কেউ কি বুঝ্তে পেরেছে মা, কাকে সবাই আলো বলে।
কত বিঘ্ন আছে তাতে, সেইটি এক বার দেখ্তে গেলে ॥
এক ঘরে মা পাঁচ জনাতে, বাস করে যে সবাই মিলে।
তাতে আলো না দিলে মা, সবাই ছেড়ে যেত চ'লে ॥
কেমন ক'রে জ্বলে সেটি, ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে।
দেখি যে মা আপ্না হতেই, ঘুরে ফিরে পড়ে গোলে ॥
যে দেখেছে সেই বুঝেছে, আর্ কি যেতে পারে ভুলে।
ইচ্ছা কারো হ'লে কি মা, সহজেতে দেখ্তে মেলে ॥
সকল ঘরেই সেই এক আলোর, কণামাত্র দিয়েছিলে।
কণা মাত্র আলোয় ললিত, আপনার ঘর সব দেখ্তে পেলে ॥ ২৭৮।

প্রসাদি সুর।

মা আমায় কি দেখ্‌বি না রে।
ছ জনাতে মিলে এখন, আমায় মার্‌তে ব'সেছে রে॥
ছ'টাতে মা শত্রু হ'লে, একলা আমি করব কি রে।
পাঁচ ভুতের মা ঘর্ যে ইটি, রাখব কাকে বাধ্য ক'রে॥
আমার সাধ্য নাই দেখ মা, কাউকে যে শেষ্ বল্‌ব জোরে।
জোর কর্‌তে মা গেলে পরে, উল্টে আমার টিকি ধরে॥
স্তব স্তুতি কর্‌লে পরে, তাতেই বা কি হ'তে পারে।
মিষ্ট কথা শুন্‌লে পরেই, দেখি তারা বেশী বাড়ে॥
নরম গরম সকল রকম, দেখেছি মা আমি ক'রে।
উপায় কিছু না পেয়ে মা, তোর ঐ চরণ আছি ধ'রে॥
এখন তোর বল আর না পেলে, ললিত কি শেষ্ কর্‌তে পারে।
আয় দেখি মা মায়ে পোয়ে, মিলে তাদের মারি জোরে॥ ২৭৯॥

প্রসাদি সুর।

কে তোমাকে দেখ্‌তে পাবে।
যাকে তুমি আপনি এসে, দয়া ক'রে দেখা দেবে॥
দিব্য চক্ষু তুমি দিলে, তবে তোমায় দেখা যাবে।
অমন চক্ষু বিনা মা গো, অমরেও যে বিফল হবে॥
সহজে কে দেখ্‌বে মা গো, রূপে অন্ধ হয়ে রবে।
তোমার জ্যোতি সহ্য করে, এমন সাধ্য কার মা হবে॥
ধীরে ধীরে জ্যোতীরূপে, হৃদয়ে তাই আস্‌বে শিবে।
আপন রূপটি দেখিয়ে যে মা, মুগ্ধ ক'রে রাখ সবে॥
মোহিত ক'রে চ'লে গেলে, সবাই ব'সে ব'সে ভাবে।
সেই নিয়ে মা সুখী হ'য়ে, থাকৃতে হয় যে এ ছার ভবে॥
ও সব মিছে ভাবনা নিয়ে, ললিত শেষে কি মা পাবে।
হৃদয়মাঝে থাকৃলে সদা, তবে যে মা কষ্ট যাবে॥ ২৮০॥

প্রসাদি সুর।

আয় দেখি মন বেড়াই সবে।
দেখ্‌তে পাবি ভবের মাঝে, ঘোরে সবাই কে কোন ভাবে॥
খল কপট যার মনে আছে, তাকে ত মন বোঝা যাবে।
ভাল মন্দ অনেক রকম, ভোগাভোগ সব দেখে লবে॥
সকল কথাই দেখে শুনে, তোমায় যখন চল্‌তে হবে।
না বেড়ালে দেখ্‌বে কিসে, ঘরে ব'সে কোথা পাবে॥
দেখ্‌লে পরে বিচার ক'রে, সকল কথাই বোঝা যাবে।
আপনি যেমন বুঝবে রে মন, পরকেও তেমনি বুঝিয়ে দেবে॥
অমন ক'রে স্থির হ'য়ে আর, কেন তুমি থাক ভবে।
ভাল ক'রে দেখ্‌লে সকল, আর কি মিছে ভাবনা রবে॥
আপনা হ'তে না দেখিলে, ললিতকে কে দেখিয়ে দেবে।
অন্ধ হ'য়ে ব'সে থেকে, এমন দিন কি সব কাটাবে॥ ২৮১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন খুঁজিস্ কি অমন ক'রে।
মিছে কাজে দিন কাটালে, মাকে কেউ কি ধর্‌তে পারে॥
রিপু ছটি বশে এনে, সবাইকে মন রাখ্ না ধ'রে।
নৈলে তারা সবাই মিলে, শেষে তোকে ডুবাবে রে॥
এই বেলা তার চেষ্টা কর্ না, নৈলে শেষে কি হবে রে।
কাউকে তারা মানে না যে, সদা আছে আপন জোরে॥
রিপুরা সব বশে এলে, আপনি শুদ্ধ হবি যে রে।
খল কপট সব ছেড়ে দিয়ে, তবে মাকে ধর্‌তে যা রে॥
যোগ ক'রে সব যোগী হবে, যোগের বল্ না কে ধার্ ধারে।
সোজা পথে চলে যাবি, কেউ কি কিছু বল্‌তে পারে॥
বাহ্য পূজা ছেড়ে দিয়ে, অন্তরেতে পূজ্‌বি তাঁরে।
মাকে ললিত অকাতরে, পাবে তখন আপন ঘরে॥ ২৮২ ॥

প্রসাদি সুর।

বল্ দেখি তোর মা কোথা রে।
চারি ধারে ঘুরে ঘুরে, এত ক'রে খুঁজিস্ যাঁরে॥
গাছ্ পাথরে আকাশ জলে, মাটির ভিতর আছে কি রে।
কোথায় তোর সেই মা যে আছে, দেখ্না সেটি ভাল ক'রে॥
সেইটি বুঝ্তে পারবি যবে, মাকে তবে পাবি যে রে।
ঘুরে ঘুরে কি ফল হবে, আপনি প্রাণে মরিস্ না রে॥
এত ভাবনা কষ্ট যত, এক বারেতে যাবে দূরে।
মা যে কোথা সেইটি দেখে, ঠিক ক'রে তুই তবে চ রে॥
চারি ধারে চেয়ে দেখ, মা যে আছেন জগৎ জুড়ে।
তোর ঘরেতেও মা রয়েছেন, সেইটি একবার দেখে নে রে॥
অন্তরেতে চ না ললিত, মনকে নিবি সঙ্গে ক'রে।
সে যে সকল কথাই জানে, ভাল ক'রে দেখাবে রে॥ ২৮৩॥

প্রসাদি সুর।

এখন কি আর বল্ব তোরে।
দিন এলে পর দেখ্ব আমি, মা আমার শেষ কি যে করে॥
এখন সুখে কাট্‌ছে বটে, শেষে আমার কি হবে রে।
মা ছাড়া দেখ্ সেই কথাটি, কেউ কি এখন বলতে পারে॥
সম্বল কিছু নাই যে আমার, বুঝ্‌ব আমি কেমন ক'রে।
নিজের কোটে পেলে পরে, বুঝে নিতাম আপন জোরে॥
কেঁদে কেটে বল্‌লে পরেও, মা কি আমার তায় শোনে রে।
সঙ্গমেতে পড়্ব যখন, তখনি সব বুঝ্‌ব তাঁরে॥
এইটি বুঝে থাক না রে মন, মা ছেলেকে মারবে না রে।
মা মারেতো দেখ্না ভেবে, ছেলেকে আর রাখ্‌বে কে রে॥
মায়ের চরণ ধ'রে ললিত, হেলায় সাগর যাবে ত'রে।
দেখ্বি তখন শেষের দিনে, সমান সুখ যে তুই পাবি রে॥ ২৮৪

প্রসাদি সুর।

মনের কথা মনই জানে।
কেন সে যে সদা ব'সে, আছে এত কাতর প্রাণে॥
ভাল ক'রে সকল কথা. সে কি বুঝিয়ে দিতে জানে।
নিজেও কিছু বোঝে না সে, পরকে বল্‌তে পার্‌বে কেনে॥
দেখে শুনে অনেক রকম, ভ্রম ব'লে সে কভু মানে।
বিচার ক'রে আবার দেখে. সৎ ব'লে যে তাকেই গণে॥
বুঝিয়ে তাকে বল্‌তে গেলে, সকল কথা কৈ সে শোনে।
একের জন্য কাতর সদা, ভিক্ষা নাই তার অন্য ধনে॥
বোকা হ'য়ে আছে দেখি, সকল কথাই জেনে শুনে।
মায়ামোহবদ্ধ হ'য়ে, ঘুরে বেড়ায় আপন মনে॥
সদসৎ সব্ বিচার ক'রে, দেখে নে মন্ আপন জ্ঞানে।
যাঁকে খুঁজিস্ সে যে আছে, ললিতের এই হৃদাসনে॥ ২৮৫

প্রসাদি সুর।

কে মাকে বল্ প্রণাম করে।
এই জগৎ মাঝে যাকে দেখি, বাহ্য পূজা ক'রে ফেরে॥
বাহ্য পূজায় প্রণাম আছে, অন্তর পূজায় নাহি যে রে।
মা বেটাতে এক হ'লে পর, প্রণাম এখন করি কারে॥
সোহং ভাবটি ধ'রে তবে, অন্তর পূজা হ'তেছে রে।
সে ভাবের যে বিচ্ছেদ হ'লে, মাকে কেউ কি ধর্‌তে পারে।
আসা যাওয়ার কালে সবে, প্রণাম কর্‌তে দেখেছি রে।
প্রণামের আর সময় কোথা, অবিচ্ছেদে রাখ্‌লে ধ'রে॥
মায়ের ছেলে মায়ের কাছে, সদা যখন থাক্‌বে জোরে।
প্রণাম কেন কর্‌বে তখন, আসা যাওয়া ফুরাবে রে॥
সকাল সন্ধ্যা মা প্রণম্য, শাস্ত্রের মাঝে ব'লেছে রে।
আব্‌দার ক'রে ধর্‌বে মাকে, ললিত প্রণাম কর্‌বে কারে॥ ২৮৬

প্রসাদি সুর।

প্রণামের কি সময় আছে।
সদা আমার হৃদয়মাঝে, মা যখন ঐ দেখ্ রয়েছে॥
ভবের মাঝে আপন মাকে, প্রণাম কি সব করিতেছে।
মা মা ব'লে যায় যে কাছে, এইত সবাই দেখিতেছে॥
জগন্মায়ের পক্ষে কি মন, নূতন নিয়ম কিছু আছে।
সকলের মা যখন সেই মা, মা মা ব'লেই যা না কাছে॥
প্রণাম কর্‌লে পূজ্য পূজক, সম্বন্ধ যে তায় হ'তেছে।
পূজ্য পূজক বল্‌তে গেলে, গোল যে কেমন তার বেধেছে॥
জোর আদর আব্‌দার ক'রে, সবাই মাকে ডাকিতেছে।
আশায় নিরাশ হ'লে পরে, অভিমানে কাঁদিতেছে॥
ওরূপ ভাবের উদয় যেথা, প্রণাম কর্‌তে কে পেরেছে।
আপনার ধন ঐ মাকে ভেবে, ললিত এখন্ সব ভুলেছে॥ ২৮৭॥

প্রসাদি সুর।

আর কি তেমন দিন আছে রে।
মায়ের ছেলে মা পেয়েছে, কেউ কি কিছু কর্‌তে পারে॥
মায়ের কোলে থাক্‌বে ছেলে, মিছে ভয় আর খাবে কারে।
শেষের দিনে পারে যাবে, হেঁসে মায়ের কোলে চ'ড়ে॥
দেখ্‌না মায়ের রূপেতে যে, আছে সকল আলো ক'রে।
জ্যোতির প্রকাশ ক'রে সদা, হৃদয়মাঝে ব'সেছে রে॥
যখন যেমন ইচ্ছা হবে, তখন তেমন দেখ্‌না তাঁরে।
আদর ক'রে কভু মাকে, সাজাও দেখি আমোদ ভরে॥
কত রূপে মা যে সাজে, কেউ কি সে সব বল্‌তে পারে।
যে দেখেছে সেই বুঝেছে, বল্‌তে কি সে পেরেছে রে॥
সেই মাকে যে ধ'রে ললিত, সদা প'ড়ে রয়েছে রে।
দশ দিকে ঐ দশ রূপেতে, দেখ্‌না মা তার বিরাজ করে॥ ২৮৮

প্রসাদি সুর।

কেন মাকে ভক্তি করে।
ভক্তি সদা কর্‌তে গেলে, মাকে কি মন ধর্‌তে পারে॥
যত্নের ধন ঐ মা যে আমার, ধর্‌ব সদা আব্‌দার ক'রে।
বিপদ কালে ছেলেরা সব, আশ্রয় চাবে আপন জোরে॥
যত্ন হ'তে স্নেহের উদয়, ভবের মাঝে দেখি যে রে।
স্নেহের সঙ্গে জোর আদর, আব্‌দার সদা আসিছে রে॥
ভক্তির সঙ্গে ভয় সম্মান, পূজা আদি হ'তেছে রে।
ভক্তি হ'লে পূজ্য পূজক, সম্বন্ধ যে ধরিবে রে॥
মাকে যে মন ডাক্‌বে সদাই, জোর আব্‌দার আদর ক'রে।
মা কথাটি বল্‌তে গেলে, ও ভাব ছাড়া কি আসে রে॥
মা ছেলেকে স্নেহ করে, ছেলেও স্নেহ কর্‌বে তাঁরে।
ভক্তির কথা বল্‌তে গেলে, আর কি আব্‌দার জোর চলে রে।
সোজা কথায় বুঝে ললিত, মাকে ডাকে স্নেহের ভরে।
মায়ের হাতে কষ্ট পেলে, অভিমান যে আসিবে রে॥ ২৮৯॥

প্রসাদি সুর।

মাকে ভক্তি কর্‌বে কথন।
বাহ্য পূজা করবার জন্য, সবাই যে মন ব'স্‌বে যখন॥
ভক্তি ভরে পূজা কর্‌তে, সবাই দেখি করে মনন।
ভাল জিনিস মাকে দিতে, সদা তারা কর্‌বে যতন॥
আত্মবৎ সেবা কর্‌তে, শাস্ত্রে সদা বলেছে মন।
ভক্তি ভরে দিতে গেলে, তুচ্ছ কে কি করে গণন॥

স্নেহেতে যে সকল জিনিস, পার্‌বে দিতে সর্ব্বজন।
এই রূপেতে স্নেহ বেড়ে, মা যে সদা হয় আপন॥
স্নেহের বশে ধর্‌না মাকে, তবেই পাবি মার চরণ।
স্নেহেতে তুই দেখ্‌বি মাকে, সে যে তোর ঐ নিত্য ধন॥
স্নেহ যখন বেড়ে উঠে, মায়ে পোয়ে হয় মিলন।
ভক্তি স্নেহ দুয়ের মধ্যে, স্নেহই ললিত কর্ গ্রহণ॥ ২৯০॥

প্রসাদি সুর।

আর কত মা বল্‌বো তোরে।
তুই কি এত অবুঝ হ'তিস্, কপাল ভাল থাক্‌লে পরে॥
কপালে যার ভাল নাই মা, তারই সকল রিপু বাড়ে।
রিপুবৃদ্ধি হ'য়ে মা গো, দেহকে যে জীর্ণ করে॥
এত দিন মা কষ্ট পেয়ে, আর কি দেহ ভুগতে পারে।
পাপেতে মা দগ্ধ করে, সেইটি একবার দেখ্‌বি কি রে॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে কাঁদি, তোকে আমি পাবার তরে।
স্নেহ মমতা সব ভুলেছিস্, সেইটি কেবল দেখি যে রে॥
এত ক'রে ভুল্‌লে পরে, আমার আর মা হবে কি রে।
না হয় আমায় আবার তুই মা, গর্ভ যাতনা দিবি ধ'রে॥
এত যে তোয় ডাক্‌লাম আমি, নামের গুণ কি হবে না রে।
নামের গুণে অধম ললিত, তর্‌বে কেবল এই জানে রে॥ ২৯১

প্রসাদি সুর।

কেন এত বিড়ম্বনা।
আপন ধনের ভিক্ষা কেবল, এতেই দেখি যত ছলনা॥

ডাকি যে মা বারে বারে, করি সদা তোর সাধনা।
চরণ যুগল যাচি কেবল, আর যে কিছু নাই কামনা॥
ভবের মাঝে আছি প'ড়ে, তুচ্ছ মধ্যে হই গণনা।
ছল ক'রে মা ভুলিয়ে সদা, কেন আমায় দিস্ যাতনা॥
শেষের দিনে কালের হাতে, কত খেতে হয় তাড়না।
আমার ধন যা শিবের হৃদে, সে ধনটি কি আর পাব না॥
আপন ধনটি পেলে পরে, তোর কাছে মা আর যাব না।
এবার আমি হাতে পেলে, কাউকে যে মা আর দেব না॥
আপনার ধনে দাবি কর্‌তে, কেন এত হয় ভাবনা।
লুকিয়ে রেখে ফাঁকি দিবি, ললিতের যে তাও সবে না॥ ২৯২

প্রসাদি সুর।

এই হবে কি শেষ্ কালেতে।
এত কষ্ট পেয়ে কি মা, কালের হাতে হবে যেতে॥
জগৎমাঝে পাঠিয়েছ কি, এত কষ্ট ভোগ করিতে।
সোজা পথে যেতে গেলে, বেঁকে যায় মা আপ্‌না হ'তে॥
ভালয় থাক্‌তে ইচ্ছা হ'লে, থাক্‌তে পাই কি কোন মতে।
মন্দ কাজে মন যে রত, আপনার মাথা আপ্‌নি খেতে॥
অস্থির হ'য়ে ঘোরে সদা, দেখি যে মা দিনে রাতে।
কষ্টের এত ভোগ দেখি যে, হচ্ছে আমার সেই ফলেতে॥
কেন এত ছলা কর, চরণ ছুটি আমায় দিতে।
আমার জিনিস আমায় দেবে, কেন গোল মা হচ্ছে তাতে॥
রোগের কুটি এ দেহ মা, কখন আমায় হবে যেতে।
তখন ললিত থাক্‌বে কোথা, সেইটি যদি দেখ্‌তে পেতে॥ ২৯৩॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌তে আমায় সময় দে রে।
এমন ক'রে রেখেছিস্‌ মা, বল্‌তে যে আর পারি না রে ॥
বলব ব'লে যদি বসি, ফেলিস্‌ আমায় ভাবনার ফেরে।
অম্‌নি সকল ভুলি যে মা, মরি আবার ঘুরে ঘুরে ॥
দারা সুতা পরিজন সব, কেউ ভাবে না আমার তরে।
তাদের সুখি করতে গিয়ে, আপনি প্রাণে মরি যে রে ॥
সকাল থেকে খেটে খেটে, ওষ্ঠাগত প্রাণ হ'ল রে।
স্থির হ'তে মা দিলি কখন, সেইটি একবার দেখে নে রে ॥
এম্‌নি ক'রে দিন গেলে মা, শেষে আমার কি হবে রে।
ব'ল্‌তে তো মা পাইনা সময়, তাইতে বেণী কাতর করে ॥
ললিত ম'লে সবাই বাঁচে, ভাবনা কিছু থাক্‌বে না রে।
বারেক তাকে স্থির হ'য়ে মা, চরণতলে বস্‌তে দে রে ॥ ২৯৪

প্রসাদি সুর।

কাল্‌ যে আমার ধর্‌বে জটে।
সেই ভয়ে মা কাতর হ'য়ে, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে ॥
তুমি বিনা অভাগাকে, রাখ্‌বে কে মা এ সঙ্কটে।
শেষের দিনটি মনে হ'লে, বুদ্ধি কি আর থাকে ঘটে ॥
তোমার কাছে কাঁদলে পরে, কষ্ট দাও মা দেখি বটে।
অপর উপায় থাক্‌লে কি মা, এত সদা যেতাম ছুটে ॥
সাম্‌লে সদা চল্‌বো ভাবি, এই মা তোমার ভবের হাটে।
ভাল কিছু দেখ্‌তে পাই না, তোমার কীর্ত্তি ঘেঁটে ঘুঁটে ॥
যমকে ধ'রে দিলে ছেলে, আর কি তোমার সুনাম রটে।
ছেলের দশা এই হবে মা, দাঁত খিচোবে মাঠে ঘাটে ॥
শেষের দিনে দেখো মা গো, যখন যাব পারের ঘাটে।
ললিতকে শেষ কৃপা ক'রে, নিয়ে যেও অপর তটে ॥ ২৯৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি ভাল কাজ জান না।
কু কাজেতে রত হ'লে, শেষের দিন যে তোর কাটে না॥
এত খেটে মর্‌বে বটে, তাতেও যে মন ফল হবে না।
মায়ের চরণ ধর্‌বে যদি, মিছে কাজে আর যেতো না॥
সংসারের কাজ কর্‌তে হবে, তাতেও কিছু ফাঁক পাবে না।
সেটাও মায়ের আজ্ঞা পালন, ভাল ক'রে তাই দেখ না॥
নির্লিপ্ত মন হ'য়ে থেকে, সংসারেতে কাজ কর না।
তা হ'লে আর কোন রকম, মিছে কষ্ট ভোগ হবে না॥
পরের বিপদ দেখ্‌লে পরে, আপন ব'লে তায় ভাব না।
চেষ্টা ক'রে বিপদ থেকে, উদ্ধার আগে তায় কর না॥
তেমন হ'লে শেষের দিনে, ললিতের আর গোল রবে না।
ভাল কাজ সব কর্‌বে সদা, মন্দ কাজে মন দেবে না॥ ২৯৬

প্রসাদি সুর।

বিকারহীন কৈ হ'ল না মন।
সকল বুঝ্‌তে পেরে মা গো, কেন আমার হয় গো এমন॥
নির্ব্বিকারে ডাক্‌বো মাকে, এইটি সদা করি মনন।
ভবের মাঝে ঘুর্‌তে হবে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
আত্ম পর সব বুঝে নিয়ে, তবে যে মন চল্‌বি এখন।
আত্মহারা হ'য়ে কেন, সদা ভবে করিস্ ভ্রমণ॥
বিকারযুক্ত লোক্‌কে দেখি, ভেদাভেদে করে যতন।
ভাল মন্দ বিচার কর্‌লে, মনের মত পায় কি রতন॥
অভেদ ভাবে দেখ্‌তে হবে, এইটি সদা কর্ না স্মরণ।
মা যে আছেন সর্ব্ব ঘটে, তিনিই যে মন সর্ব্ব কারণ॥
সেই কথাটি বুঝে ললিত, মায়ের চরণ কর্‌বি ধারণ।
নির্ব্বিকারে ধর্‌লে মাকে, কর্‌বে কি তোর এসে শমন॥ ২৯৭॥

প্রসাদি সুর।

কি হবে তোর পূজা দানে।
খলের মত ব্যাভার ক'রে, থাকিস্ যদি আপন মনে॥
মা যে সদা ব'সে ব'সে, দেখ্‌ছে তোকে নয়নকোণে।
কর্ম্ম দোষে ভুলিস্ সদা, বুঝিস্ নাকি জেনে শুনে॥
এখন যেমন কর্‌বি হেথা, তেম্নি ভুগ্‌বি শেষের দিনে।
কেউ যে তোকে রাখ্‌বে না রে, কাঁদবি যখন কাতর প্রাণে॥
ভিতর ময়লাপূর্ণ রেখে, পূজা কর্‌বি লোক দেখানে।
ঘুস্ দিবি কি মাকে আমার, বুঝে দেখ্ না আপন মনে॥
ভিতর সাদা বাহিরে সাদা, কর্‌লে ফল তোর হয় পুজনে।
পরের হিতে দান করে যে, দানের মধ্যে সবাই গণে॥
শুভ্র জ্যোতি রূপেতে মা, বস্‌বে যখন পদ্মাসনে।
দেখে ললিত মনের সুখে, পড়্‌বে গিয়ে সেই চরণে॥ ২৯৮॥

প্রসাদি সুর।

মা আমি যে পদাশ্রিত।
এত ক'রে ডাকি তোমায়, দেখেও তুমি দেখ্‌লে না তো॥
আশ্রিতকে কৃপা করে, এই ত ভবে দেখি যত।
তুমি কি সেই নিয়ম ছেড়ে, কর্‌বে সদাই বিপরীত॥
তোমার এমন কাজ দেখে মা, ক্রমে আমি হই যে ভীত।
শেষের দিন যে এলে পরে, ধর্‌বে এসে রবিসুত॥
তোমার চরণ স্মরণ ক'রে, কষ্ট যদি পাব এত।
কে মা তবে ভবের মাঝে, থাক্‌বে তোমার অনুগত॥
তোমার নামের গুণে দেখি, ত'রে গেল পাপী কত।
ঐ চরণ ধ'রে অভয় পেলে, দূর হবে মা ভাবনা যত॥
কেন নিদয় হ'লি মা গো, ললিত কি সে দোষী এত।
দেখা দে না ব্রহ্মময়ি, দেখি তোকে মনের মত॥ ২৯৯॥

প্রসাদি সুর।

আয় দেখি মন্ সুধা খা রে।
মার নাম সুধারস্ পান ক'রে তুই, আপ্না হ'তেই মেতে যা রে॥
মত্ত হ'য়ে দৌড়ে যখন, মায়ের কাছে তুই যাবি রে।
কল্পতরু মূলে তখন, মাকে আমার পাবি যে রে॥
কত রঙ্গের ফুল যে আছে, দেখ্‌তে পাবি সেই গাছে রে।
কোকিল ভ্রমর সুরব ক'রে. চারি শাখায় বেড়ায় ঘুরে॥
মণি বেদিতে রতন আসন, সেই খানে দেখ নয়ন ভ'রে।
তার উপরে সশিব মা. যুগল রূপে বিরাজ করে॥
সর্ব্ব বীজের উদয় তথা, দেখ্‌বি যে মন্ হ'তেছে রে।
সকল তত্বই সেই স্থানেতে, মাকে ঘেরে র'য়েছে রে॥
মায়ের ওরূপ যে দেখেছে, আর সে ভবে আস্‌বে না রে।
এমন ভাগ্য কৈ ললিতের, সেই রূপে যে দেখ্‌বে তাঁরে ॥ ৩০০ ॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামটি ভুল না রে।
মনে জ্ঞানে ঐক্য ক'রে, সদা মাকে ডেকে নে রে॥
কেবল দুর্গা নাম যে বলে, তাতেও যে তার ফল হবে রে।
ঐ শমন দমন নামের গুণে, শমন কি আর আস্‌তে পারে॥
মধু মাখা মা মা ব'লে, জীবে যে সুখ পেয়েছে রে।
ঐ মায়ের দুর্গা নামের ভিতর, তার অধিক্ যে সুখ আছে রে॥
দুর্গা ভক্তি দুর্গা গতি, দুর্গা শক্তি যে ভাবে রে।
ঐ দুর্গা নামের গুণ যে কত, সকলই যে সে বোঝে রে॥
মায়ের দুর্গা নামটি শুনে, পাষাণ দ্রব যে হতেছে রে।
তাপিত প্রাণকে শীতল ক'রতে, নাম বিনা আর কে পারে রে॥
দুর্গা নামের গুণ গেয়ে যে, ললিত সুখে ভাসিছে রে।
ঐ দুর্গা বিনা ভবের মাঝে, এ অভাগার কে আছে রে॥ ৩০১ ॥

প্রসাদি সুর।

কে জানে মা তুমি কেমন।
কেবল মাত্র জানি তোমায়, শাস্ত্রের প্রমাণ আছে যেমন ॥
ধ্যানের মতে সাজিয়ে তোমায়, হৃদয়মাঝে করি গ্রহণ।
নিরাকার মা তোমায় বলে, সাকার ভাব্তে হয় যে মনন ॥
পুরুষ কি প্রকৃতি কোন রূপেতে, ভবেতে মা কর ভ্রমণ।
সর্ব্ব ঘটে বিরাজ কর, কোন রূপটি মা ক'রে ধারণ ॥
তোমাকে মা দেখি সদা, যোগীর পক্ষে হও যে জীবন।
গঙ্গাধর সব বুঝে তোমার, হৃদে ধরে যুগল চরণ ॥
বীজ রূপী হ'য়ে তুমি, সর্ব্ব জগৎ কর সৃজণ।
জগন্মাতা রূপেতে মা, সর্ব্ব জীবে কর পোষণ ॥
ললিত কেবল এই জানে মা, তোমার চরণ তারণ কারণ।
কোমল ভাবটি ধ'রে সদা, হৃদয়মাঝে কর আসন ॥ ৩০২ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের দুঃখ কাকে বলি।
ভুলে আমায় থাকিস্ না মা, দেখিস্ যেন মুণ্ডমালি ॥
অপর ভিক্ষা নাই মা আমার,ভিক্ষা কেবল চরণ ধূলি।
তুমি বিনা কে আর আছে, কাকে আমার কষ্ট বলি ॥
যত কষ্ট পাইনা কেন, ভুলিনা মা তোমায় কালি।
তবে কেন ছল ক'রে মা, অভাগার এই মন ভুলালি ॥
সংসারেতে আমায় এনে, অনেক সুখ ত দিয়েছিলি।
ক্রমে ক্রমে দেখি যে মা, একে একে সকল নিলি ॥
কখন সুখের ভিক্ষা ছিল, সে সব আমায় কেন দিলি।
আশা দিয়ে নিরাশ ক'রে, এখন মা গো কি সুখ পেলি ॥
ললিতকে মা এত দিনে, কেন এত নিদয় হ'লি।
এখন যা হয় করে নে মা, শেষে কিন্তু যাস্‌না ভুলি ॥ ৩০৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কালের বশে সব ভোলে রে।
ভবের মাঝে কোন কথা, কেউকি মনে রাখ্‌তে পারে॥
ক্রমে ক্রমে দিন ফুরাবে, এইত সদা দেখি ঘুরে।
কারো জন্যে কারও দিন মা, স্থির ভাবেতে থাক্‌বে না রে॥
সংসারেতে অনেক কষ্ট, সবাই দেখি ভুগ্‌ছে পড়ে।
কালের বশে সবাই এখন, ভোলে সে সব অকাতরে॥
কোন মায়া ছিন্ন হ'লে, রাখে জীবে কাতর ক'রে।
দিন গতে মা ভুল্‌বে তাকে, অন্যে গিয়ে মায়া ধরে॥
এই রূপেতে চক্রাকারে, মায়াচক্র সদাই ঘোরে।
নইলে মা গো এই জগতে, কেউকি তোমার থাকৃতে পারে॥
কি সুন্দর এ চক্র তোমার, অন্ধ জীব তার কি বোঝে রে।
এমন চক্র এড়িয়ে যেতে, ললিত এখন পার্‌বে কি রে॥ ৩০৪॥

প্রসাদি সুর।

দ্বিভাব ছেড়ে এক ভাব রে।
নইলে কি মন সহ্‌জেতে, মাকে আমার ধর্‌তে পারে॥
এক ক'রে সব ভাব সদা, তবে মা যে আসিবে রে।
মনে তোমার গোল থাকে ত, সকল দিকেই গোল হবে রে॥
পাঁচটি পথ তোয় দিয়েছেন মা, যেটি ইচ্ছা ধ'রে নে রে।
একটি পথে থাক্‌বি সদা, ঘোরা ফেরা কর্‌বি না রে॥
এক্‌কে ধ'রে থাক্‌লে পরে, তাতেই শেষে সুখ হবে রে।
পরের ভাল দেখে কভু, আপন পথটি ছাড়্‌বি না রে॥
যেমন কর্ম্ম কর্‌বি এখন, তেম্নি যে শেষ্ ফল পাবি রে।
সেইটি বুঝে দেখে রে মন, আপন পথে চলে চ রে॥
সবার লক্ষ্য একই স্থানে, সমান সকল পথ আছে রে।
দাগ দিয়ে মন প'ড়ে গেলে, আর কি ললিত ছাড়তে পারে॥ ৩০৫

প্রসাদি সুর।

এক ভেঙ্গে যে এক গড়ে রে।
এইত আমার মায়ের নিয়ম, দেখ্‌ছি কেবল ঘুরে ঘুরে॥
কারও মুখ্য ধন নিয়ে মা, অপরকে যে দিতেছে রে।
কারও আবার অসার নিয়ে, অপরের সার করেছে রে॥
এক বারেতে কাউকে ভেঙ্গে, নষ্ট ক'রে দিতেছে রে।
কারও আবার দুধে চিনি, সুখেতে সুখ বেড়েছে রে॥
ভাঙ্গড় বাবা মায়ের সঙ্গে, যোগ দিয়ে যে ভাঙ্গে গড়ে।
তাই দেখে মন কাতর হ'লি, উপায় তার আর কি পাবি রে
দোষ দিয়ে সব বলে মাকে, কর্ম্ম ফল সে বিচার করে।
কর্ম্ম দেখে ভাঙ্গলে মা গো, দুঃখ কারো হ'ত না রে॥
এইটি কেবল বোঝে ললিত, যা করে মা ভালর তরে।
ধর্ম্মের যে সব সূক্ষ্ম গতি, জীবে কি তা বুঝ্‌তে পারে॥ ৩০৬॥

প্রসাদি সুর।

ছয় পাগলের মেলা হ'ল।
তাই দেখে এই সংসারেতে, চুপ্‌ ক'রে যে থাকা ভাল॥
এক পাগলে রক্ষা নাই মা, ছ'টাকে কি করি বল।
তারা কারও বাধ্য নয় ত, দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল॥
সংসারেতে ঢুকে তারা, এক বারেতে মেতে গেল।
মাতামাতি ক'রে এখন, অনেক গোল যে ক'রে দিল॥
একে একে ছ'টাতেই যে, ভাল ক'রে বেড়ে নিল।
তাদের বা'ড়ের সময় মা গো, আমায় কষ্টে রেখেছিল॥
আছ ত মা বুকের মাঝে, দেখ্‌তে কি আর বাকি বল।
চুপ্‌ক'রে মা থাক্‌লে পরে, তোমারই যে ছেলে ম'ল॥
সবাই মিলে ললিতের যে, ভাল ক'রে মাথা খে'ল।
মাইই এখন কৃপা ক'রে, তাদের বাধ্য করে ফেল॥ ৩০৭॥

প্রসাদি সুর।

ছয় পাগলে সব্ ডুবুলে।
দেখ্‌বি কি মা জীবন গেলে॥
জোর-জাবুরি করে তারা, তিলেক মাত্র সময় পেলে।
এত সাম্‌লে থাকা কি মা, তোমার ছেলের হেথা চলে॥
চ'কে চ'কে রাখি সদা, ভুলিনা সব কোন কালে।
সংসারী মা হ'তে গেলে, কভু যেতে হয় যে ভুলে॥
যে বোঝা এই মাথায় দিয়ে, রেখেছ মা আমায় ফেলে।
তার ভারেতে কষ্ট পেয়ে, কাতর আমায় ক'রে দিলে॥
সেই সব বোঝা এখন ব'য়ে, শেষ কালেতে ডুব্‌ব জলে।
যাহ'ক করে দেখি কেবল, পাগল ছ'টা মাতাও ছলে॥
ললিতের এই জীবন বাঁচে, এখন ছ'টা পাগল ম'লে।
সাম্‌লাতে যে পারি না মা, থেকো না আর আমায় ভুলে॥ ৩০৮

প্রসাদি সুর।

সাধ ক'রে কি কান্না পায়।
ফাঁক পেলে সেই সর্ব্বনাশী, দেখ্‌না আমায় ভুলে যায়॥
এমন সংসার বোঝা নিয়ে, সব কথা কি মনে হয়।
এক কথা মন বল্‌তে গেলে, অপর কথা ভুলে রয়॥
আপন্ ভুল্‌টি জান্‌তে পেরে, আবার যখন বল্‌তে ধায়।
অম্‌নি দেখি ছল ক'রে মা, লুকিয়ে থেকে কষ্ট দেয়॥
চরণ-যুগল ধর্‌তে গেলে, কৈ মা আমায় রাখ্‌ছে পায়।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে আবার, কত রকম দিচ্ছে দায়॥
বোঝা ক্রমে বাড়্‌ছে এখন, মা কি আমার দেখ্‌ছে তায়।
আপন কষ্ট বল্‌তে যে মন, সদা মায়ের কাছে ধায়॥
মা হ'য়ে যে কষ্ট দেবে, ছেলের কি তা প্রাণে সয়।
লাথি খেকো ললিত দেখ, তবু মাকে বল্‌তে চায়॥ ৩০৯॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে ঘরে ঘরে।
ভাল ক'রে বল্‌লে পরেও, সে কথা কে বুঝ্‌তে পারে॥
দেখ্‌তে গিয়ে দেখি সবাই, তাড়াতাড়ি ক'রে ফেরে।
তাড়াতাড়ির কাজ কি এটা, স্থির ভাবে মন দেখে নে রে॥
একে একে খুঁজলে পরেই, দেখ্‌তে তুই যে পাবি তাঁরে।
এই ভবেতে ঘুরে ঘুরে, মাতৃভাবে ডাকিস্ যাঁরে॥
মূলাধারে দেখ্‌তে পাবি, আছে যে মা স্বয়ম্ভূ বেড়ে।
ঘুম ভাঙ্গানা প্রথমেতে, তবে মায়ের কাছে যা রে॥
সহজে কি ভাঙ্গবে ও ঘুম, ছল ক'রে যে রয়েছে রে।
ঘুম যদি হয় ভাঙ্গা সহজ, মিছে হ'লেই কষ্ট যে রে॥
পা ধ'রে তুই টান্‌না ললিত, তবে মা তোর উঠিবে রে।
স্তব স্তুতিতে শোনে কি আর, এখনও তুই শিখ্‌লি না রে॥ ৩১০॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের দোষ আর বল্‌ব কারে।
বাবার কাছে নালিশ্ কর্‌ব দেখ্‌ব সে কি বিচার করে॥
মায়ের দোষ সব্ দিতে গেলে, পড়ে যে মন আপ্‌নার'পরে॥
তাইতে সাম্‌লে ছিলাম এত, আর কত মন সইতে পারে।
বাবার নামে মায়ের কাছে, নালিশ্ করি কালের ডরে॥
এবার আমায় মায়ের নামে, বাবার কাছে বল্‌তে দে রে॥
মা আর বাবা ছাড়া কি কেউ, ছেলের পক্ষে রয়েছে রে।
তারা সকল দেখ্‌তে পেলে, আরকি ছেলে কষ্টে ফেরে॥
কাকেই বা মন ভাল বলি, দুইই আমার সমান যে রে।
যেম্‌নি বাবা তেম্‌নি যে মা, কার বেলাতেই গুণ গাব রে॥
মনের মত মা হ'লে পর, আর কি ললিত ঘুরে মরে।
মা নিজে সব বিচার কর্‌লে, ভাবনা এত থাকৃত কি রে॥ ৩১১॥

প্রসাদি সুর।

মা জানে ত ছেলে কেমন।
তার ফলেতে এই কি হলো, মিছে কষ্টে যায় এ জীবন ॥
মায়ের কাছে ছেলে কভু, দোষী ব'লে হয় কি গণন।
সবার মায়ের এই দেখি মা, কেন উল্‌টে যায় গো এমন ॥
মা মা ব'লে কাঁদে দেখি, তোমার জন্য এ ত্রিভুবন।
এই কি তাদের ফল হ'ল মা, কেঁদেই জীবন কর্‌বে যাপন ॥
শেষের জন্য কেউ বা কাঁদে, কেউ বা দেখ্‌তে করে মনন।
অকামেতে কেউ বা ডাকে, হৃদয়মাঝে দিয়ে আসন ॥
কেউ বা কাতর হ'য়ে যাচে, তোমার ঐ যে যুগল চরণ।
সর্ব্ব কালেই দেখি যে মা, ভক্ত জনের হও যে জীবন ॥
কাতরেতে ললিত ডাকে, তার কথা মা কর শ্রবণ।
স্নেহের ভরে কর কোলে, দেখে পালিয়ে যাগ্‌রে শমন ॥ ৩১২

প্রসাদি সুর।

অভাবেতেই স্বভাব যাবে।
স্বভাব নষ্ট হ'লে পরেই, আর কি মা গো তোমায় পাবে ॥
কলি কালে দেখি যে মা, ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সবে।
ধর্ম্ম যে মা কেমন জিনিস, সহজে কে বুঝে নেবে ॥
আপন বুদ্ধি পর্‌কে দিতে, সবাই যে মা কাতর হবে।
সহজে কি কোন কথা, কাউকে ভবে বুঝ্‌তে দেবে ॥
যে যার আপন বুদ্ধি নিয়ে, পরের দেখি মাথা খাবে।
পরের মাথা খেতে কভু, নিজের মাথাই খেয়ে লবে ॥
তোমার দয়ার অভাব দেখে, বিপথে সব যেতে চাবে।
জানা পথ্‌টি ছেড়ে দিয়ে, ঘুরে ঘুরে ম'রে রবে ॥
নিজের জন্য কাতর হ'য়ে, বেড়ায় ললিত এ ছার ভবে।
দিন ক্রমে কি ফুরিয়ে যাবে, বল্‌ দেখি মা এম্‌নি ভাবে ॥ ৩১৩

প্রসাদি সুর।

ভবের মায়া কিসে কাটি।
এম্‌নি জাল তুই ফেলেছিস্ মা, এড়াবে না চুনো পুঁটি॥
আপ্‌নার জনে মিলে এখন, ধর্‌ছে মুখে ক্ষীরের বাটি।
শেষের দিনে কাট্‌আগুনে, মার্‌বে তারাই মাথায় লাটি॥
সংসারেতে প'ড়ে কেবল, মিছে কাজের খাটা খাটি।
আসল কথা ভুলে গিয়ে, বুঝি কেবল মোটা মুটি॥
এখন যেন খেয়ে দেয়ে, হেঁসে খেলে মজা লুটি।
শেষের দিন যে বড় বিষম, ধর্‌বে যম যে চুলের মুটি॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে মায়া, তাতে যে মা নাইকো ত্রুটি।
এই বেলা না উপায় পেলে, কিসে আমি কাট্‌ব সেটি॥
ললিত লক্ষ্য ক'রে আছে, তোর ঐ রাঙ্গা চরণ ছুটি।
সাহস কিন্তু নাই মা মনে, তুই যে পাষাণের বেটি॥ ৩১৪॥

প্রসাদি সুর।

মা যে আমার নিত্য ধন।
এইটি বুঝে নিয়ে কেবল, সদা মন্ রে কর্ স্মরণ॥
শুদ্ধ চিত্তে মাকে ধ'রে, হৃদয় মাঝে দিস্ আসন।
সকলকে মন পর যে ভেবে, মাকে আমার কর্ আপন॥
মাতৃচিন্তা ক'রে সদা, আমাকে তুই কর্ শোধন।
দেহাশুদ্ধ থাক্‌লে পরে, ল'য়ে যাবে তোয় শমন॥
সৎ ব'লে তুই দেখ্‌বি যাকে, সেইটি মন্ রে কর গ্রহণ।
অসৎকে সব ধ'রে থাক্‌লে অরণ্যে যে হয় রোদন॥
মাকে মনে রেখে সদা, জগৎ মাঝে কর ভ্রমণ।
সকল কাজই সফল হবে, সকল আশাই হয় পূরণ॥
মা কে মুখ্য মনে ভেবে, ললিত গিয়ে ধর্ চরণ।
সৎ হ'লেন দেখ্ মা যে তোর ঐ, অসৎ ব'লেও হন গণন॥ ৩১৫॥

প্রসাদি সুর।

সব্ রকমে দেখে নিলাম।
দেখে শুনে ভবের মাঝে, বোকা হ'য়ে ব'য়ে গেলাম ॥
আর কি মিছে ব'লব মা গো, সকল কথাই ব'লে ছিলাম।
শুন্‌লি না মা কোন কথা, এই তো কেবল দেখ্‌তে পেলাম ॥
আপনার জন্‌কে বোঝাই সবে, বুঝিয়ে যে মা হা'র মানিলাম।
স্বার্থ নিয়ে সবাই ব্যস্ত, বুঝে নিতে কৈ দেখিলাম ॥
আপ্‌নার কাজ্‌টি বুঝি ভাল, পরের কাজ্‌টি কৈ বুঝিলাম।
এই রকমে গোল ক'রে মা, সকল কাজই শেষ্ হারালাম।
অভাগার সুখ কোথাও নাই মা, ভাল ক'রে বুঁঝে নিলাম।
আপ্‌না হ'তেই মর্‌বো সবাই, রক্ষা হ'তে কৈ পারিলাম ॥
ললিত তোমার ছেলে হ'য়ে, কেন এত ভুল করিলাম।
সোজা কাজ সব ভুলে গিয়ে, বাঁকা পথে ঘুরে ম'লাম ॥ ৩১৬ ॥

প্রসাদি সুর।

এ দেখি সব ক্ষেপীর খেলা।
কষ্ট এত পাচ্ছি যাতে, সেইটি হ'ল মায়ের লীলা ॥
সময় কালে মা যে আমার, কর্‌ছে সবে কত ছলা।
ছল ক'রে সব ভুলিয়ে রাখে, দেখি যে মন কাজের বেলা ॥
ক্ষেপী মায়ের সঙ্গে দেখি, ঘোরে সদা ক্ষেপা ভোলা।
সিদ্ধি গাঁজায় মত্ত সদা, শুন্‌তে পায় না একি জ্বালা ॥
যম এসে সেই শেষের দিনে, ধর্‌বে যখন ছেলের গলা।
হেঁসে যেমন কাট্‌ছে এখন, তখন তেম্‌নি কান্নার পালা ॥
ক্ষেপা ক্ষেপী খেলাচ্ছে যে, বিফল কষ্টের কথা বলা।
বাপ্ মা ক্ষেপা ছেলে ক্ষেপা, লাগ্‌ল ভবে ক্ষেপার মেলা ॥
ক্ষেপী মা তোর ক্ষেপা ছেলে, কাঁদ্‌ছে দেখে গেল বেলা।
পারের ঘাটে দয়া ক'রে, ললিতকে দিস্ চরণ ভেলা ॥ ৩১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার পাষাণের বেটী।
কাজ দেখেও যে বুঝ্‌বে সেটি॥
চারি দিকে দেখ চেয়ে, মায়ের খেলা পরিপাটি।
খেলার জ্বালায় ছেলেরা সব, করে সদা ছুটা ছুটি॥
কাঁদ্‌ব কি আর মায়ের কাছে, শুনেও কি আর শুনবে সেটি
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে যে মা, করি কেবল হাঁটা হাঁটি॥
আসা যাওয়া ঘুচ্‌ল না যে, মা কি আমার দেখ্‌ছে এটি।
দোষী আমায় কর্‌লে শেষে, দেহের যে ঐ রিপু ছটি॥
যে ছেলেরা ডাক্‌তে জানে, তাদের ডাকার নাই কো ক্রটি।
অবুঝ ছেলে যারা মায়ের, তারা কর্‌ছে কান্না হাটি॥
ললিতের মা হ'য়ে আছে, " রূপার কাটী " "সোণার কাটী
মাকে সরল দেখ্‌লে পরে, কেন কর্‌ব খাটা খাটি ॥ ৩১৮॥

প্রসাদি সুর।

এ বার বড় বিপদ হলো।
সকল দিকে গোল যে ভারি, আমার কি মা হবে বল॥
মনে মনে আশা ছিল, ভেবে ছিলাম হবে ভাল।
কপালের সব ভোগ দেখে মা, মন দেখি শেষ্‌ ভয় যে খেল॥
বিষম ঝড় যে উঠেছে মা, সাম্‌লাবার কৈ উপায় হ'ল।
তুফানেতে প'ড়ে এখন, সবই আমার উল্টে গেল॥
আশায় নিরাশ হব কি মা, কষ্টের কি আর বাকি ছিল।
অবশেষে কপাল দোষে, এই কি আমার ফল ফলিল॥
এই ভবেতে সবাইকে মা, বাধ্য রাখ্‌তে কে পারিল।
রিপু দোষী হ'য়ে শেষে, আমায় এত কষ্ট দিল॥
এত কষ্ট পেলে পরে, তোমারই যে ললিত ম'ল॥
সেইটি একবার দেখ চেয়ে, ঘুমিয়ে কি আর থাকা ভাল॥ ৩১৯।

প্রসাদি সুর।

তোর কাছে মা আর যাব না।
আমার সঙ্গে ব্যাভার দেখে, মন্‌কেও এখন করি মানা॥
মায়ের কাজ যে এমন ধারা, কোথাও দেখ্‌তে কেউ পাবে না।
অনেক ক'রে ব'ললাম তোকে, তাতেও কি মা ফল হ'ল না॥
বিমাতার ন্যায় কাজ যে করিস্, দেখে আমার হয় ভাবনা।
তোর বাপের মা গুণ ধরে শেষ, আমায় কেবল দিস্ যাতনা॥
আপনার ছেলে আপ্‌নি দেখ্‌বি, দেখিয়ে তোকে কেউ দেবে না
তোর দোষেতে ছেলে ম'লে, ছেলে ফিরে আর পাবি না॥
দোষ যদি মা ক'রে থাকি, সে কথা তুই বলে দে না।
আপনা হ'তেই দেখে শুনে, সে সব এখন সুধ্‌রে নে না॥
দেখ্‌বি এখন তোর এই ললিত, মিছে কথায় আর ভোলে না।
ভাল দেখ্‌তে চাস্ যদি মা, মনের মত মাটি হ না॥ ৩২০॥

প্রসাদি সুর।

থেকে থেকে লুকাস্ কেনে।
তোর যত মা খেলা আছে, আমার মন্ যে সকল জানে॥
এত ছলে ভোগাস্ কেন, ভাবি যখন আপন মনে।
ভেবে চিন্তে অন্ত তোর মা, দেখ্‌তে পাই না আপন জ্ঞানে
মা হ'য়ে যে কষ্ট দিবি, আপনার এখন সন্তান গণে।
এত দিনে মাকে পেয়ে, ভাব্‌না সে আর হয়নি মনে॥
ক্রমে সকল নষ্ট হ'ল, একবার চেয়ে দেখ নয়নে।
তোকে আমি পেয়ে এখন, তুচ্ছ ভাবি অন্য ধনে॥
লুকিয়ে থাকৃলে কষ্ট বড়, হয় দেখ মা আমার প্রাণে।
মা কি নিদয় হ'য়ে থাকে, ছেলের কষ্ট দেখে শুনে॥
সকল কাজ্ মা ছেড়ে ললিত, প'ড়ে আছে ঐ চরণে।
দেখ্‌তে যেন পায় মা তোকে, সদা হৃদি পদ্মাসনে॥ ৩২১॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের কাছে মন চ না রে।
ব'সে মায়ের চরণ তলে, ভাল ক'রে ধ'র্‌গে না রে॥
এত আশা এত সাহস, সকল বিফল হবে কি রে।
কাল্ যে এসে ধর্‌বে শেষে, বাঁচ্‌বার উপায় কৈ পাবি রে॥
আকুল হ'য়ে চারি ধারে, কেন রে মন্ মরিস্ ঘুরে।
দেখ্‌না বুকের ভিতর গিয়ে, সুখেতে মা বিরাজ করে॥
তোর আশা যে অনেক বেশী, তাও কি সফল হ'তে পারে।
দুরাশা সব কর্‌তে গেলে, আপ্‌নি গোলে পড়্‌বি যে রে॥
আশায় অন্ধ হ'য়ে আছিস্, কেমন ক'রে বুঝ্‌বি তাঁরে।
(আমার) প্রাণ বুঝেছে মা যে কেমন, তার কাছে তুই জেনে নে রে॥
ললিতকে তোর এত ক'রে, ডুবিয়ে শেষে কি হবে রে।
আপ্‌নার জেনে ধর্‌বি মাকে, সবই হবে সুখের তরে॥ ৩২২॥

প্রসাদি সুর।

এই হ'ল কি এত ক'রে।
ছল দেখে তুই ভুলে গেলি, ভাব্‌লি না তোর শেষের তরে॥
কার জন্য তুই এত ঘুরিস্, সেইটি একবার বুঝিয়ে দে রে।
আপ্‌নার বল্‌তে কেউ হেথা নাই, মিছে দায়ে পড়িস্ ঘুরে॥
হেথা যখন প্রথম এলি, সঙ্গে কি তোর কেউ ছিল রে।
যাবি যখন এখান হ'তে, সঙ্গে ক'রে নিবি কারে॥
ঘেরে এখন আছে যারা, কে বা তারা বুঝে নে রে।
আদর যত্ন ক'রে সবে, মায়া কেবল বাড়ায় যে রে॥
আপ্‌নার যদি হ'ত তারা, দায়ের দায়ী তোর হ'ত রে।
তাদের জন্য যে কাজ করিস্, তারও ভাগ যে সব্ নিত রে॥
শেষের দিন তোর আস্‌বে যখন, তোর হ'য়ে কেউ বল্‌বে কি রে
দেখ্‌বি ললিত মজা তখন, উল্টে সবাই ধর্‌বে তোরে॥ ৩২৩॥

প্রসাদি সুর।

নার বল্‌তে কেউ হ'ল না।
বিপদ সময় এলে পরে, কেউ যে কাছে দাঁড়াবে না॥
মজা এখন দেখ্‌ছে সবে, খাটিয়ে খাটিয়ে প্রাণ রাখে না।
তাদের জন্য ভেবে ভেবে, পলক মাত্র স্থির থাকি না॥
কিসে তারা সুখী রবে, সার হয়েছে সেই ভাবনা।
সর্ব্বে সুখী কর্‌তে গিয়ে, আমার সুখ যে আর থাকে না॥
ধর্ম্ম অর্থ শান্তি ছেড়ে, করি যাদের উপাসনা।
আমার কষ্ট দেখে তারা, বারেক "আহা" কেউ বলে না॥
কষ্টের উপর কষ্ট দেবে, কভু তারা তায় ভাবে না।
এই দেখি মা ভবের নিয়ম, কেউ যে সুখী আর হবে না॥
এমন ভাবে রেখে মা গো, কেন আমার দিস্ যাতনা।
এর চেয়ে যে অনেক ভাল, ভাবি আমি যম তাড়না॥
সে দিন আমার কেমন দিন মা, যে দিন ভবে আর রব না।
বগল বাজিয়ে দুর্গা বলে, ললিত পেছু আর চাবে না॥ ৩২৪

প্রসাদি সুর।

মনে প্রাণে ঐক্য হ রে।
তবে তুই মন্ আমার মাকে, ডাক্‌লে পরে পাবি যে রে॥
সবাই কি মন সহজেতে, মাকে আমার ধর্‌তে পারে।
মিলে মিশে না থাকে ত, কেবল ঘুরে ঘুরে মরে॥
দুজনাতে এক হ'য়ে যে, তবে মাকে ডাক্‌গে না রে।
আপ্‌না হ'তেই দেখ্‌বি তখন, আমার মা যে দেখ্‌বে তোরে

মিছে চিন্তা ছেড়ে দে রে, মিছে কাজও ছাড়্‌গে যা রে।
যার পক্ষে যা সহজ হবে, সেইটি এখন কর্‌গে না রে॥
শুদ্ধ ভাবে থাকবি সদা, অশুদ্ধ ভাব ছেড়ে দে রে।
তোর দোষে যে দেখ্‌না চেয়ে, সকল বিফল হতেছে রে॥
সোজা পথে চল্‌লে তোরা, ললিত কাউকে ভয় কি করে।
মায়ের কোলে যাবে সে যে, শেষের দিনে আপন জোরে॥ ৩২৫॥

প্রসাদি সুর।

ভাব দেখি মন শেষের কথা।
ভেবে দেখে বুঝ্‌তে গেলে, পাবি যে তুই অনেক ব্যথা॥
সংসার নিয়ে ঘুরে ম'রে, কেন করিস্ হেথা সেথা।
আপনার বল্‌তে চারি ধারে, কেউ যে নাই তোর দেখ্‌বি হেথা॥
মা ছাড়া তুই কাকে পাবি, বল্‌বি যে তোর দায়ের কথা।
এখন ভুলে থাক্‌লে পরে, ধর্‌বি শেষে ঝুলি কাঁথা॥
বাপের ভরসা করিস্ না মন, ভোলার আশা করা বৃথা।
মাকে ধ'রেই বাপ্‌কে পাবি, ঘুরে ঘুরে ম'রিস্ কোথা॥
মা সোহাগে বাপের আদর, এই তো শুনি ডাকের কথা।
মায়ের স্নেহ কম হ'লে শেষ্, বাপই যে তোর ভাঙ্গবে মাথা॥
ললিতের কথা শুনিস্ যদি, ঘুরে মর্‌তে হয় না বৃথা।
এখনও যে থাক্‌বি সুখে, শেষেও সুখ যে পাবি সেথা॥ ৩২৬॥

প্রসাদি সুর।

সাম্‌লে যেতে পার্‌বি কি রে।
শেষের দিনটি ভেবে দেখে, আপ্‌নি এখন বুঝে নে রে

কালের হাতে পড়্‌বি যখন, ছাড়িয়ে যেতে পার্‌বি না রে।
তেমন সময় মা বিনা তোর, উপায় কে আর কর্‌তে পারে॥
শেষের দিনে ভবসাগর, যেতে হবে তোকে ত'রে।
নৌকা ভেলা নাই যে তাতে, কি ক'রে মন যাবি পারে॥
সাম্‌লাতে না পার্‌লে পরে, ডুবে তখন মর্‌বি যে রে।
অকুলপাথার সেই পারাবার, ঘেরে আছে অন্ধকারে॥
কালের দণ্ড অপার সাগর, শেষের দিনে রয়েছে রে।
সে সবেতে বল্‌দেখি মন, সাম্‌লে যাবি কেমন ক'রে॥
তাই দেখে মন্ ললিত আছে, শ্যামা মায়ের চরণ ধ'রে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে তখন, ভাসান দেবে অকাতরে॥ ৩২৭॥

প্রসাদি স্থর।

আপ্‌নার বেলা কেউ বুঝে না।
স্বার্থঅন্ধ হ'য়ে সবে, দেখি যে মা পায় যাতনা॥
স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত সদা, অপর কিছু নাই কামনা।
তাদের দশা দেখ্‌লে পরে, মনে বড় হয় ভাবনা॥
সংসার নিয়ে মেতে থেকে, অপর দিকে মন দেবে না।
কার সংসার কে যে করে, সে কথা ত কেউ ভাবে না॥
এই মত মা কাট্‌লে এ দিন, শেষের উপায় কেউ পাবে না।
ভ্রমেতে মা মুগ্ধ হ'য়ে, করে কেবল আনাগোনা॥
আমার আমার করে সবে, আপ্‌নার বল্‌তে কেউ রবে না।
সময় হ'লেই যাবে চ'লে, রাখ্‌তে যে মা কেউ পারে না॥
এখন যেমন দিন পেয়েছি, এমন দিন ত আর পাব না।
দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত, সদা মাকে ডেকে নে না॥ ৩২৮॥

প্রসাদি সুর।

সাম্‌লে হেথা আসিস্ শমন।
বুকের মাঝে রয়েছে ঐ, দেখ্‌না চেয়ে শমনদমন॥
অনেক কষ্ট পেয়েছি যে, আর কি কষ্ট পাই রে এখন।
মাকে রেখে হৃদয়েতে, করেছি যে সব নিবারণ॥
ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বি না রে, এইটি যে কাল কর্ শ্রবণ।
এক্‌কে আমি আছি ধ'রে, আর কি ছাড়্‌তে হয় মনন॥
তোর যাতনা সইব কি আর, কর্‌বো এখন তোরই শাসন।
মায়ের কৃপাগুণে আমি, বুঝেছি যে তোর্ ধরণ॥
মায়ের চরণতলে প'ড়ে, আছে যে রে তোর শমন।
দেখ্‌না চেয়ে ভাল ক'রে, মাইই আমার সর্ব্ব কারণ॥
ললিত এখন পেয়েছে যে, হৃদয়মাঝে মার চরণ।
আর কি কাঁপে তোর ডরে সে, মাই যে তার কাল বারণ॥ ৩২৯

প্রসাদি সুর।

শুন্‌বি কি মন বল্‌লে পরে।
মিছে কাজে ব্যস্ত আছিস্, তাইতে আমি সুধাই তোরে॥
অনেক বার যে বলেছি তোয়, শুনেও শুন্‌তে পেলি না রে।
মুগ্ধ হ'য়ে আছিস্ প'ড়ে, কেবল মিছে কাজের তরে॥
মায়ের চরণ কর্‌বি স্মরণ, সদা মাকে ডেকে নে রে।
আদর যত্ন ক'রে সদা, হৃদয়মাঝে রাখ্‌বি তাঁরে॥
ব'সে কভু জোর করে মন, আপন কথা বলবি চ রে।
সহজেতে তোর মা এখন, ভাল কথা শুন্‌বে কি রে॥
মা যে কত ছলা করে, সেইটি একবার দেখে নে রে।
নিজে ভাল না হ'লে পর, মায়ের ছল কে বুঝ্‌তে পারে॥
ললিতের কথা না শুনিস্ ত, অনেক রকম ভোগ হবে রে।
আপন ভাল চাস্ যদি মন, শোন্ না সকল ভাল ক'রে॥ ৩৩০॥

প্রসাদি সুর।

বহু রূপে বেড়াই ভবে।
নূতন ক'রে বহুরূপী, কেন আবার সাজ্‌তে হবে ॥
যে রূপে মা যখন সাজাও, সেই রূপেতে সাজি সবে।
আপ্‌নার সাজে আপ্‌নি হাঁসি, পরের সাজ আর দেখ্‌ব কবে ॥
কভু আমীরি করি সবাই, কভু ঘুরি ফকির ভাবে।
রং বেরঙ্গের সাজ করি মা, যেমন চাইবে তেমন পাবে ॥
ছোট বড় সবাই সাজে, সংসারেতে যারা রবে।
জগৎ মাঝে ঘুরে ঘুরে, কত চিত্র দেখা যাবে ॥
এমন সাজের বাহার দেখে, অপর সাজ কে দেখ্‌তে চাবে।
আপ্‌না আপ্‌নি দেখ্‌না রে মন, সকল সাজই দেখে লবে ॥
মাও আমার বহুরূপী, সেজেছে দেখ্‌ কত ভাবে।
মায়ের ছেলে হ'য়ে ললিত, এক রূপে কি থাক্‌তে পাবে ॥ ৩৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

কেন ভোগাস্‌ শুভঙ্করি।
চির দিন মা হ'য়ে আছি, আমি যে তোর আজ্ঞাকারী ॥
ডেকে ডেকে প্রাণ গেল মা, কত ডাক্‌তে আমি পারি।
ছল ক'রে মা থাক্‌লে পরে, আমি এখন প্রাণে মরি ॥
সংসারেতে প'ড়ে সদা, কত রকম ক'রে ঘুরি।
একবার চেয়ে দেখ্‌লে পরে, সকল বিপদ্‌ থেকে তরি ॥
আপন ছেলে দেখ চেয়ে, প'ড়ে আছে চরণ ধরি।
এতেও আমায় কষ্ট দিয়ে, হবে কি তোর বাহাদুরী ॥
ভ্রমে প'ড়ে কোন কাজে, ভুল যদি মা কিছু করি।
তোর হাতে তো সকল আছে, সুধ্‌রে নে না রাজকুমারি ॥
ললিতকে মা শেষের কালে, দিতে হবে চরণ তরি।
আপ্‌নি সাহস না দিলে মা, কিসে সাহস কর্‌তে পারি ॥ ৩৩২

প্রসাদি সুর।

ভোগাভোগ মা আর সবে না।
মনে মনে জানিস্ সকল, উপায় ক'রে কৈ দিলি না॥
সাধ্যমত আমার কাজের, কখন ত ভুল হবে না।
তবে কেন ভুলি এত, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দে না॥
কষ্টে পড়্‌লে ভুলি কভু, এইটি ত মা কেউ দেখে না।
ভুলিয়ে তুমি রাখ্‌লে পরে, শেষের উপায় আর পাব না॥
তুমি ছাড়া শেষের দিনে, সহায় আমার কেউ রবে না।
সব ফুরালে ধর্‌বে শমন, সেই যে আমার সার ভাবনা॥
ভবের মাঝে মায়ার বশে, প'ড়ে যে মা পাই যাতনা।
কাকে এত মায়া করি, তাওতো বুঝ্‌তে কৈ পারি না॥
তোর ঐ চরণ ভিক্ষা কেবল, আর যে ভবে নাই কামনা।
ললিতের সব মনের কথা, আছে ত মা সকল জানা॥ ৩৩৩।

প্রসাদি সুর।

দুর্গা বল্‌তে কান্না পায়।
দুর্গা নামে কি সুখ পেয়ে, সবাই বল্‌তে কাতর হয়॥
দুর্গা নামটি বল্‌লে পরে, জীবের সকল কষ্ট যায়।
তাইতে সদা মন যে আমার, ঐটি ব'লে ডাক্‌তে চায়॥
দুর্গা দুর্গা ব'ল্‌লে দেখি, লক্ষ্য ছেড়ে শমন ধায়।
নামের গুণে দেখ্‌তে পাবে, সবাই ভবে হয় সদয়॥
মায়ের চেয়ে দেখি যে মন, নামের গুণটি বেশী হয়।
সদা দুর্গা বলে যে জন, তার হৃদে মা ব'সে রয়॥
দুর্গা নামের ভেলা ক'রে, ভবসাগর ত'রে যায়।
শেষের আঁধার কেটে গিয়ে, আপ্‌নি জ্যোতি হয় যে তায়॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত, যদি মায়ের কাছে ধায়।
মাইই নিজে কৃপা ক'রে, সকল বাধা কাটিয়ে দেয়॥ ৩৩৪॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না।
যতক্ষণ না বুঝ্‌বে দুজন, কোন ক্রমেই কেউ শোনে না॥
মনের আশা আছে যে সব, সে ত কভু আর পোরে না।
মনে প্রাণে ঐক্য হ'য়ে, কখন যে মন চলে না॥
মনের বিশেষ দোষ দেখি এই, বাধ্য কারও শেষ্ থাকে না।
মন্‌কে বাধ্য কর্‌তে পার্‌লে, আর কি আমার রয় ভাবনা॥
মনের কথা মনই জানে, কাউকে সে ত সব বলে না।
কি হবে যে শেষের উপায়, একবার সেটা তাও ভাবে না॥
কি ক'রে শেষ্ তরি মা গো, সেইটি ভেবে পাই যাতনা।
তোমার কৃপা বিনা যে আর, ভবে আমার নাই কামনা॥
মনের দোষে দোষী ললিত, সাম্‌লে নিতে তাও পারে না।
কেবল আমার এই হবে মা, ঘুচ্‌বে না আর আনা গোনা॥ ৩৩৫

প্রসাদি সুর।

অনেক কষ্ট শেষে পাবে।
সংসার নিয়ে যে মেতেছে, তার কিছু কি বাকী রবে॥
ভবের এদিন বুঝে রে মন, কাটাও যদি এম্নি ভাবে।
শেষের দিনে কালের হাতে, অনেক মজা দেখ্‌তে হবে॥
বল্‌লে পরে শুন্‌বে না ত, কে আর এখন বুঝিয়ে দেবে।
এখানকার সব আপন কাজের, আপ্‌নিই শেষে ভুগ্‌বে সবে॥
অনেক খেলা হয়েছে যে, বাকী কি আর আছে ভবে।
ভাব দেখি শেষের উপায়, আবার হেথা কর্‌বে কবে॥
একবার ব'সে শেষের দিনটি, ভাল করে নাও না ভেবে।
সে দিন তুমি এসব ছেড়ে, ভবের নিকাশ দিতে যাবে॥
ললিত তখন কি ক'রে শেষ্, সকল কথার হিসাব দেবে।
তোমার দোষে বিপদ হ'লে, শেষের দায় সব কে আর লবে॥৩৩৬।

প্রসাদি সুর।

আপ্‌নি বুঝ্‌লে আপ্‌নার ভাল।
না বুঝ্‌লে মন আপ্‌না হ'তে, আপনারই যে গোল বাধিল॥
এখন যাদের আপন ভাব, তখন তারা কোথায় ছিল।
ভবের খেলা ফুরিয়ে গেলে, তারা কি আর থাক্‌বে বল॥
এখন আপ্‌নার করি বটে, আপ্‌নার কর্‌তে কে শিখাল।
সেইটি একবার বুঝে দেখ, তবেই কষ্ট সব মিটিল॥
যা হ'তে মন এসব পেলে, সুখের তরে এদিন হ'ল।
তাকেই ভাল ক'রে ধ'রে, শেষের উপায় ক'রে চল॥
যখন এলে এই ভবেতে, এসব কি আর সঙ্গে এল।
যারা গেছে এখান থেকে, তাদের সঙ্গে কি আর গেল॥
আপ্‌না হ'তেই বুঝ্‌লে পরে, ললিত কেন ভাব্‌বে বল।
মায়ামোহ বদ্ধ হ'য়ে, সকল দিকে গোল বাধিল॥ ৩৩৭॥

প্রসাদি সুর।

আর ক্ষেপামি ছেড়ে দে রে।
স্থির ভাবে তুই থাক্‌বি সদা, অমন ক'রে কি হবে রে॥
ক্ষেপীর ছেলে হ'য়ে এমন, ক্ষেপামি কি কর্‌তে পারে।
মায়ের সঙ্গে থাক্‌তে পেলে, তবে ওসব সাজ্‌ত যে রে॥
সাধ্য নাই তোর মাকে ধর্‌তে, ক্ষেপা সাজ্‌লে কি হবে রে।
ক্ষেপা ক্ষেপীর নাম গেয়ে তুই, আপ্‌না হ'তে সুখী হ রে॥
তাদের সঙ্গে দেখ্‌তে পাবি, পাগ্‌লা পাগ্‌লী অনেক ঘোরে।
পাগ্‌লামি যে অনেক রকম, ক'রে সদা বেড়াচ্ছে রে॥
ক্ষেপা বল্‌তে অনেক পাবি, তেমন ক্ষেপা কৈ আছে রে।
অন্ধ হ'য়ে থাক্‌লে সদা, ক্ষেপা ছাড়া কি বলে রে॥
তোর ক্ষেপামি দেখে এখন, কষ্টেতে যে ললিত মরে।
ভাল কর্‌তে চাস্ যদি মন, ক্ষেপামি সব ছাড়্‌গে না রে॥ ৩৩৮॥

প্রসাদি সুর।

আপ্না হ'তেই আস্‌তে হবে।
কেমন ক'রে বল্ দেখি মা, শেষে ফাঁকি দিতে পাবে॥
মা হ'য়ে শেষ্ আপন ছেলে, দেখ্‌বে না কি এখন ভবে।
এমন ক'রে কষ্ট দিয়ে, শেষেতে কি মার্‌বে সবে॥
সবাই দোষী তোমার কাছে, তবে কেন ভয় আর থাবে।
মায়ের কাছে ছেলে কেন, দোষের তরে এত ভাবে॥
দোষী হই তো দণ্ড দে মা, যম্‌কে কেন ধরে দেবে।
তোমার হাতে বিচার হ'লে, আর কি আমার ভাবনা রবে॥
সকল সময় বুকে থেকে, ব'সে আছ একই ভাবে।
তোমার হুকুম্ মেনে চলি, অবাধ্য মা আছি কবে॥
ললিতকে মা বিনা দোষে, কষ্ট যদি দিতে চাবে।
এমন ধারা মা হ'লে শেষ্, ভবে তোমার কেউ কি রবে॥ ৩৩৯॥

প্রসাদি সুর।

সহজে কি ছাড়ান পাবে।
মনে মনে ভেবেছ মা, ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রবে॥
পিতৃ আজ্ঞা শুন্‌বে যারা, কিসে তারা ছেড়ে দেবে।
জেনে শুনে বিপদ্ মা গো, আপ্‌নি কে আর ঘাড়ে লবে॥
গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন পথ, সেই ধ'রে সব্ চ'লে যাবে।
সোজা পথে থাক্‌লে পরে, আপ্‌নি যে তোয় আস্‌তে হবে॥
তোর চরণ মা হৃদে ধ'রে, আসা যাওয়া সব্ ফুরাবে।
এই কথা যে বাবা আমার, সকল স্থানে বোঝান্ সবে॥
তাতেই সাহস ক'রে এখন, যে ছেলে তোর থাক্‌তে চাবে।
বল্ দেখি মা তাকে শেষে, কেমন ক'রে ফাঁকি দেবে॥
বাবা মিথ্যাবাদী হ'লে, উপায় যে মা নাই গো ভবে।
দাগ্ দিয়ে মা প'ড়ে এখন, ললিত কি আর ছেড়ে দেবে॥ ৩৪০॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের ভরসা কেউ ক'র না।
আপন দশা দেখে আমি, সবাইকে যে করি মানা॥
মা যে কেমন ব্যাভার করে, সকলই ত আছে জানা।
মনের মত মা হ'লে পর, কারো কিছু ভয় থাকে না॥
সকল সময় সকল কথায়, মা যে আমার কাণ দেবে না।
এই তো মায়ের নিয়ম দেখে, মনে বড় হয় ভাবনা॥
যে জন মাকে ধ'রে থাকে, তাকে তো মা দেয় যাতনা।
অনেক বিঘ্ন বাধা দিয়ে, করে সদা তায় তাড়না॥
বিপদকালে ডাক্‌লে পরে, মা যে চেয়ে কৈ দেখে না।
সম্পদ নাশে বিপদ বাড়ায়, এ ছাড়া মা কাজ জানে না॥
মায়ের গুণ আর বল্‌ব কত, বল্‌তে গেলে ফুরাবে না।
ললিতের মা কঠিন বড়, জান্‌তে বাকী আর থাকে না॥ ৩৪১॥

প্রসাদি সুর।

কে আর আমায় সাহস দেবে।
মাইই যদি কঠিন হ'ল, শেষের দশা কি যে হবে॥
অপর চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, মাকে ধ'রে আছি ভবে।
কেউ যে আমার নাই এখানে, অভয় দিয়ে কে বাঁচাবে॥
বুকের মাঝে মা কি আমার, স্থির ভাবেতেই ব'সে রবে।
কষ্ট সকল দেখ্‌ছে ব'সে, আমায় বল বাঁচায় কবে॥
মন্ ত আছে মায়ের কাছে, সকল কথাই বল্‌তে চাবে।
শুন্‌তে চাইলে শুন্‌ত সকল, কৈ শোনে মা সুস্থির ভাবে॥
মন্‌কে যে মা ঘোরায় সদা, বল্‌তে সময় কখন পাবে।
পাঁচ রকমের ভাবনা এনে, গোল যে বাধিয়ে রাখে ভবে॥
তাইতে ললিত কাতর এত; শেষের কষ্ট দেখে সবে।
মা যদি না সাহস দেবে, কে আর সাহস দিতে চাবে॥ ৩৪২॥

প্রসাদি সুর।

কার সাহসে সাহস করি।
এ কথাটি আপন মনে, বুঝে দেখ্ না রাজকুমারি ॥
সদা যে মা ডাকি তোকে, এতেই আমার এত জারি।
নৈলে কি আর কারও জোরে, এত জোর মা কর্‌তে পারি ॥
ছেলেকে মা নিদয় নয় যে, এইটি সাহস আছে ভারি।
মিছে কি আর আপন মনে, করি এত বাহাদুরি ॥
শেষের দিনে ভিক্ষা আছে, কেবল তোর ঐ চরণতরি।
অপর ভিক্ষা নাই মা মনে, জানিস তো সব শুভঙ্করি ॥
দয়ায় কৃপণ হ'লে যে মা, আমি এখন প্রাণে মরি।
সংসারেতে বিঘ্ন রূপে, বিপদ সদা আছে ঘেরি ॥
একবার কি মা দেখ্‌বি চেয়ে, ললিত যে তোর আজ্ঞাকারী।
একটু লক্ষ্য কর্‌লে পরে, এ বিপদে যাবে তরি ॥ ৩৪৩ ॥

প্রসাদি সুর।

লুকোচুরি ছেড়ে দে রে।
ভাল কি আর দেখায় মা গো, অমন ক'রে থাক্‌লে পরে ॥
লুকিয়ে যে কাল গেল তোর মা, লুকাস্ এত কিসের তরে।
স্বভাবের দোষ ছাড়্‌বি না কি, দেখে কাতর করে যে রে ॥
যখন দেখ্‌তে পাই মা তোকে, মনের ভিতর আমোদ বাড়ে।
একবার তোকে না পেলে মা, খুঁজে বেড়াই ঘরে ঘরে ॥
কি দোষে মা করিস্ এমন, বুঝ্‌তে যদি পাই আমি রে।
তবে কি আর করি সেটি, সুধ্‌রে নিতাম ভাল ক'রে ॥
তুই লুকালে মরি যে মা, ঘুরে বেড়াই অন্ধকারে।
ঘুরিয়ে শেষে কি সুখ পাবি, সেইটি আমায় বলে দে রে ॥
ছেলেকে মা সুখে রাখ্‌লে, মায়েরও সুখ বাড়ে যে রে।
মায়ের প্রাণ তো জানে সকল, ললিত কেন কষ্টে মরে ॥ ৩৪৪

প্রসাদি সুর।

ফাঁকি দেওয়া আর হবে না।
অমন ক'রে ফাঁকি দিতে, আমি তোকে আর দেব না॥
অনেক ফাঁকি হ'য়ে গেছে, এখন আর মা শেষ কর না।
এমন ফাঁকি আমায় কেন, যাতে আমি পাই যাতনা॥
কিছুরই যে অন্ত নাই তোর, হ'য়ে আছে এই ধারণা।
অন্তে আমার কাজ কি আছে, চরণ দুটি আমায় দে না॥
তোকে বড়ই চঞ্চল দেখে, মনে আমার হয় ভাবনা।
একটি বার মা স্থির হ'লে তুই, এত কষ্ট আর পাব না॥
থাক্‌বি ব'সে হৃদয়মাঝে, সদা মনের এই বাসনা।
দেখ্‌না বুঝে জগৎ মাঝে, আর ত আমার নাই কামনা॥
এবার ধ'রে রাখ্‌ব তোকে, সরে যেতে আর পাবি না।
তোরই ছেলে ললিত যখন, ফাঁকি দেওয়া আর চলে না॥ ৩৪৫॥

প্রসাদি সুর।

ফাঁক পেলে তোর আমোদ ভারি।
একটু সময় পেলে পরেই, করিস্ অনেক জারি জুরি॥
ছেলে মার্‌তে আমোদ বাড়ে, ক্ষেপীর কাজ মা এইটি হেরি।
এইটি ছাড়া অপর কাজে, ক'রে বেড়াস্ সব চাতুরী॥
ছল ক'রে তুই ঘোরাস্ যত, তা যদি মা বুঝ্‌তে পারি।
তা হ'লে কি কর্‌তে পারিস্, আমার কাছে বাহাদুরি॥
মনের মত হবি কি মা, সেইটি বল্ না শুভঙ্করি।
মিছে কষ্ট দিলে আমায়, অবশেষে প্রাণে মরি॥
সংসারের কাজ কর্‌ব কি মা, থাক্‌ব আমি তোকে ধরি।
তোর সংসার তুইই নিলে, আমি বিপদ হ'তে তরি॥
সাম্‌লে বুঝে সকল কাজই, কি ক'রে মা আমি করি।
সেইটি ললিত পার্‌লে কি আর, কর্‌ত এত ধরাধরি॥ ৩৪৬॥

প্রসাদি সুর।

ছেলের হার তো চিরকেলে।
এ সব কথা বুঝবি কি মা, আমার সময় ফুরিয়ে গেলে॥
বল্‌তে আমি যাই মা ছুটে, মনে কিছু কষ্ট হ'লে।
একবারও তুই শুনিস্ না ত, লুকিয়ে থাকিস্ কত ছলে॥
দোষী আমায় করিস্ সদা, কিছু হ'লে মনের ভুলে।
সেই দোষেতে আমায় যে মা, ঘুরিয়ে ফেলিস্ অনেক গোলে॥
মা হ'য়ে দোষ ধরিস্ যদি, তাহ'লে কি ছেলের চলে।
ঘেরে আবার রেখেছিস্ যে, চারি ধারে মায়াজালে॥
এত ক'রে ভোগাস্ কি মা, আমার সকল কর্ম্মের ফলে।
রিপুর দোষে আমায় মারিস্, কর্‌বি কি মা ধর্‌লে কালে॥
এত দিনের পরেতে মা, ছেলেকে বেশ শিখিয়ে দিলে।
বুঝ্‌বি কি মা এ সব কথা, শেষেতে তোর ললিত ম'লে॥ ৩৪৭

প্রসাদি সুর।

জগৎ মাঝে কেউ কি আছে।
আপ্‌নার ব'লে গিয়ে আমি, দাঁড়াই এখন কাহার কাছে॥
যে দিকে মা চেয়ে দেখি, শত্রু সব যে রয়ে গেছে।
আপনার ব'লে ভাবি যাদের, তারাই এখন ভোগাতেছে॥
যে ভার আমায় দিয়েছিস্ মা, ক্রমে ভারি দেখ হ'তেছে।
সেই ভারে মা কাতর হ'য়ে, এখন আমার প্রাণ যেতেছে॥
এই জগতে কষ্ট ছাড়া, সুখ্ কি কভু কেউ পেতেছে।
দুঃখের সাগর অকুল যে মা, সবাই তাতে দেখ ভেসেছে॥
আপনার এখন বলি যাকে, সেই যে ফাঁকি দেখাতেছে।
ফাঁকির উপর ফাঁকি দিতে, তোর খেলা মা সব বেড়েছে॥
আর মিছে কি ভাব্‌ব এখন, ললিতের যে সকল গেছে।
এত দিন যে মুগ্ধ থেকে, সকল আশাই ফুরাতেছে॥ ৩৪৮॥

প্রসাদি সুর।

ছেলের সঙ্গে দাগাদারি।
এই কি কাজ তোর রাজ্যেশ্বরি ॥
এমন তোর সব কাজের মর্ম্ম, বুঝ্‌তে কি মা আমি পারি।
অপর কিছু জানি না মা, হ'য়ে আছি আজ্ঞাকারী ॥
দোষের ভাগী হবি যে মা, বুঝে তবে করিস্ জারি।
কর্‌ছিস্ কি সব দেখ না চেয়ে, এইটি ভিক্ষা আমি করি ॥
আশ্রিতকে মার্‌তে পারিস্, তাতে নাই যে বাহাদুরি।
যা ইচ্ছা তাই করে নে মা, কিছুতে নাই ছাড়া ছাড়ি ॥
কষ্ট দিতে কত পারিস্, সইতে আমি কত পারি।
দেখ্‌ব এবার মায়ে পোয়ে, তুই হারিস্ কি আমি হারি ॥
আমার কথা আগে শুনে, ক'র্‌গে না মা জোরা জুরি।
ললিতকে শেষে করিস্ যেন, চরণ-ধূলার অধিকারী ॥ ৩৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

অমন ক'র্‌লে মান্‌বে কে রে।
মিছে ক'রে কষ্ট দিলে, মায়ের কাজ যে হবে না রে ॥
আপ্‌নি করিয়ে আপ্‌নি দেখিস্, এই কি তোর মা কাজ হ'ল রে।
তোর সাহসে সাহস ক'রে, আমরা যে মা বেড়াই ঘুরে ॥
তুই যদি সব মার্‌বি ছেলে, রাখ্‌বে কে আর বল্ মা তারে।
তোর ছেলে সব ব'লে যে মা, বেড়াই আমরা এত জোরে ॥
দোষ কখন করে ফেলি, কেবল মা গো সময় ফেরে।
মা হ'য়ে এই ছেলের দোষ সব, এত ক'রে কেউ কি ধরে ॥
কেউ যে নাই মা জগৎমাঝে, আশ্রয় আমরা পাব কারে।
মায়ের ছেলে ব'লে যখন, নাম রটেছে চাক্‌লা জুড়ে ॥
তোর ছেলে এই হ'য়ে ললিত, ভয় কি কাউকে খেতে পারে।
তোকেই যে ভয় আছে কেবল, খেলিস্ না মা অমন ক'রে ॥ ৩৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

ভুল যে আমার অনেক পাবে।
তাই দেখে কি অভাগাকে, পা থেকে মা তাড়িয়ে দেবে॥
এম্‌নি ছেলে অনেক আছে, সবার ভাগ্যে এই কি হবে।
নিদয় সদা হ'লে পরে, ছেলেদের কি জীবন রবে॥
যা ইচ্ছা শেষ করে নে মা, কাটিয়ে দেব একই ভাবে।
শেষের দিনে মা হ'য়ে আর, তুমি কি মা ফাঁকি দেবে॥
একটু তুমি সদয় হ'লে, সকল দুঃখ দূরে যাবে।
সেই আশাতে সয়ে আছি, এত কষ্ট এখন ভবে॥
শেষেও যদি ছল ক'রে মা, আমায় ফাঁকি দিতে চাবে।
তখন কি আর উপায় হবে, সেইটি আমি ম'লাম ভেবে॥
ভিক্ষা কেবল এইটি আছে, অন্তকাল মা আস্‌বে যবে।
ললিতকে মা কৃপা ক'রে, কোলের কাছে টেনে নেবে॥৩৫১

প্রসাদি সুর।

আপ্‌নার ভেবে করি যতন।
আমার পোড়া কপাল ক্রমে, কেউ হ'ল না মনের মতন॥
মায়ের করতলে দেখি, অনেক রকম আছে রতন।
আপন ছেলে কাতর দেখে, নিদয় থাকে এ আর কেমন॥
মায়ের আমার কেমন রূপ যে, সেইটি একবার দেখ্‌রে নয়ন।
দেখ্‌তে যখন পাই না মাকে অন্ধকারে করি ভ্রমণ॥
ভবে যাদের আছি ল'য়ে, আপ্‌নার ব'লে করি গণন।
তারাই দেখি সদা আমায়, কষ্ট দিতে করে মনন॥
আশাকুহক ভুলিয়ে সদা, রাখে যে মা এইই জীবন।
সকল আশাই বিফল হবে, কোনটি শেষ্‌ হয় না পূরণ॥
অন্ধের মত ঘুরে ঘুরে, যখন আবার হবে মরণ।
যাদের আপ্‌নার ভাবিস্‌ ললিত, তারাই যে তোর কর্‌বে শাসন॥৩৫২॥

প্রসাদি সুর।

আশা ভরসা সব্ ফুরাল।
এত দিনের পরে কি মা, আমার ভাগ্যে এইটি ছিল॥
তোকে পেয়ে ভেবেছিলাম, আমার এইবার হবে ভাল।
এম্নি পোড়া কপাল আমার, সবই যে শেষ্ উল্‌টে গেল॥
তোর ঐ চরণ ধ'রে থেকে, কপালেতে এই কি হ'ল।
যমে মানুষে ছুয়ে নিলে, টানাটানি করে নিল॥
বাকী কিছু রইল না মা, কত আমি ভুগী বল।
যা কিছু মা আশা ছিল, তাও এখন ফুরিয়ে এল॥
দিন যে ক্রমে শেষ হল মা, জীবনটাও যে বৃথা গেল।
দেখ্‌না চেয়ে কৃপা ক'রে, হবে কি মা সব বিফল॥
বুঝিয়ে দে মা তোমার পক্ষে, ললিত ম'লে হয় কি ভাল।
কি ছলে মা এত কর, এখন কে তার বল্‌বে বল॥ ৩৫৩॥

প্রসাদি সুর।

ভুল হ'লে কি ছাড়্‌বি না রে।
এই কি মায়ের কাজ হ'ল রে॥
অনেক সময় ভুল্ যে হয় মা, তাতে দোষ কি হয়েছে রে।
পদাশ্রিত জনের কি মা, সহজে কেউ দোষ আর ধরে॥
আশ্রিত কেউ দোষী হ'লে, তার যে দোষ কেউ দেখে না রে।
এইত সদা নিয়ম দেখি, বিপরীত তোর সব দেখি রে॥
নূতন নিয়ম শিখ্‌লি কোথা, সেইটি আমায় ব'লে দে রে।
আপন বাপের মত হ'লে, আমাদের কি হাত আছে রে॥
আমার বাপের মত হ না, তা হ'লে ত প্রাণ বাঁচে রে।
বাবা আমার এম্‌নি সদয়, অল্পেতেই যে ক্ষমা ক'রে॥
মায়ের কাছে কাঁদ্‌লে পরেই, ছেলের কথা সব শোনে রে।
ললিতের এই সাহস ছিল, ভয় হ'ল মা তোর ব্যাভারে॥ ৩৫৪॥

প্রসাদি সুর।

ক্ষেমঙ্করি ক্ষমা দেরে।
আর কেন মা ডোবাস্ আমায়, ফেলিস্ এত ভাব্‌নার ফেরে॥
মনে মনে দেখ্‌না বুঝে, অনুগত আমি যে রে।
কি সুখ পাবি বল্‌না মা গো, তোর এই অনুগত মেরে॥
দোষী তোকেই করবে সবাই, আমায় মার্‌লে এমন ক'রে।
মায়ের মত ব্যবহার হ'লে, কেউ কি কিছু বল্‌তে পারে॥
মনে মনে বুঝিস্ ত মা, ছল ক'রে আর থাকিস্ না রে।
অনেক যে মা হ'য়ে গেছে, ছলনার আর বাকি কি রে॥
আঁধার ঘরে আলো দিলি, বল্ দেখি মা কিসের তরে।
আবার কেন এমন ক'রে, ফেল্‌তে চাস্ মা অন্ধকারে॥
এখন কি আর ক'র্‌লে ললিত, ডোবাতে যে চাস্ মা তারে।
দোষী হ'লেও ক্ষমা ক'রে, তোকেই রাখ্‌তে হবে যে রে॥ ৩৫৫॥

প্রসাদি সুর।

কপালের দোষ কারে বলি।
আশা দিয়ে কি দোষেতে, এখন আবার ভুলে গেলি॥
প্রথমেতে আমার দোষেই, আমায় তখন ভুলে ছিলি।
সে সব দোষে ক্ষমা ক'রে, নিজ গুণে আশা দিলি॥
এখন যে মা ছেলের পক্ষে, অনেক রকম গোল বাধালি।
বল্ দেখি মা কেন তখন, অমন ক'রে মন ভুলালি॥
বোঝা মাথায় দিয়ে যে মা, অনেক রকম ভোগ ভোগালি।
আরও যে মা ভুগ্‌ব অনেক, ভাল ক'রে তাও বোঝালি॥
এমন করতে পার্‌তিস্ কি মা, যদি আমি বুঝে চলি।
কেবল আমায় ভুলিয়ে রেখে, এমন ক'রে মাথা খেলি॥
নূতন ক'রে ললিতের কি, কোন কিছু দোষ মা পেলি।
যা ক'রে হ'ক সেইটি একবার, সদয় হ'য়ে দে না বলি॥ ৩৫৬॥

প্রসাদি সুর।

পাথর চাপা কপাল হ'ল।
ঐ দোষেতেই আমার যে মা, সকল দিকই ব'য়ে গেল ॥
আর কি আমি বল্‌ব তোমায়, যা ইচ্ছা মা ক'রে চল।
বল্‌বার উপায় থাক্‌লে পরে, এমন কি আর করতে বল ॥
হাত যে নাই মা তাইতে এখন, এত ক'রে গোল বাধিল।
সাধ্য থাক্‌লে আমার হাতে, পেতে যে মা প্রতিফল ॥
জোরের কাছে সবাই সোজা, এইটি যে মা জানা ছিল।
কাজেও তোমার তাই দেখি মা, জোর ক'রে সব চরণ নিল ॥
ললিত কেবল কাঁদে ব'লে, কষ্ট তাকে দিলে ভাল।
ছেলের ভাল কর্‌বে যদি, পাথরটিকে সরিয়ে ফেল ॥ ৩৫৭ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল্ দেখি সব্ ভুলিয়ে দেয়।
কালের গুণ মা এম্‌নি আছে, সবাই সকল ভুলে রয় ॥
শোকে তাপে সবাইকে মা, জীর্ণ এখন ক'রে লয়।
কাল মাহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে, তারাই ভাল হ'য়ে যায় ॥
শোকের পারাবারে প'ড়ে, জীবনে যে কষ্ট হয়।
কালের বশে প'ড়ে জীবে, তেমন শোকও করে জয় ॥
আবার দেখি আমোদ ক'রে, আমোদেতে মিল্‌তে চায়।
ধীরে ধীরে কেমন ক'রে, ভোলে তা কি বুঝ্‌তে পায় ॥
প্রথম যেমন কষ্ট হয় মা, সইতে কেউ কি পারে তায়।
কাল্ হ'তে যে দেখি মা গো, সকল কষ্ট সবার সয় ॥
মনে কষ্ট হ'লে পরেই, ললিত মাকে বল্‌তে ধায়।
ছল ক'রে মা ভুলিয়ে রাখিস্, এইটি হ'ল বিষম দায় ॥ ৩৫৮ ॥

প্রসাদি সুর।

সুখ হবে কি সব্ ফুরালে।
দেখ্‌বি কি মা জীবন গেলে ॥
জগৎ মাঝে বল্ দেখি মা, সুখ কি আছে কোন কালে।
চিরদিন মা কেবল ভুগী, বুঝি সকল ফুরিয়ে এলে ॥
বিফলেতে এ দিন গেল, আছি আমি সদাই ভুলে।
অপর সময় কাঁদি কাটি, মনে হয় না সময় হ'লে ॥
অনেক সুখ যে হ'ত গো মা, মনের মত সবকে পেলে।
তুমিই যে মা গোল ক'রে আজ, ভোলাও আমায় কত ছলে ॥
সকল নষ্ট কর্‌লে তুমি, সকল দিকেই গোল বাধালে।
পোড়া মন যে তাও বোঝে না, এম্‌নি বোকা সাজিয়ে দিলে ॥
গোল ক'রে মা থাক্‌লে পরে, ললিতের সব আর কি চলে।
যে সুখ ছিল তাও ফুরাল, আরও কি মা আছে ভালে ॥ ৩৫৯ ॥

প্রসাদি সুর।

রঙ্গ রসেই কাট্‌লো জীবন।
সকল দিকে জুড়াই আমি, এখন আমার হ'লো মরণ ॥
আপ্‌নার বল্‌তে কেউ যে নাই মা, যে দিকেতে ফিরাই নয়ন।
সুখের ভাগী সবাই হয়ে, দুঃখী আমায় কর্‌লে এখন ॥
ভাল ভেবে যাকে আমি, আপনার ব'লে করি গ্রহণ।
সেই যে দেখি ব'সে ব'সে, কষ্ট দেবার হয় মা কারণ ॥
সময় পেলেই চেপে ধরে, এখনকার মা এই যে ধরণ।
দেখে শুনে সকল ফেলে, পালিয়ে যেতে হয় যে মনন ॥
সংসারের মা কষ্ট সকল, বেড়ে আমার গেছে এখন।
আকুল করে রাখে সদা, কর্‌তে দেয় না তোমায় স্মরণ ॥
রঙ্গ রসে মত্ত হ'য়ে, তৃণ মধ্যে হই গণন।
মিছে মায়ায় প'ড়ে ললিত, হারাবে শেষ্ মার চরণ ॥ ৩৬০ ॥

প্রসাদি সুর।

এ কপালে সুখ হবে না।
তুচ্ছ সংসার নিয়ে থেকে, মিছে কেবল পাই যাতনা॥
অনেক ক'রে দেখ্‌লাম যে মা, সুখের ভাগী কেউ হ'ল না।
আপ্‌নার ব'লে ধরি যাকে, সেইই কর্‌তে চায় ছলনা॥
এমন ক'রে ক দিন যাবে, সেইটি মা গো বুঝিয়ে দে না।
কালের হাতে পড়্‌ব শেষে, খেতে হবে তার তাড়না॥
এ ছার মনের যে সব আশা, তার কি কিছু ফল পাবনা।
কেমন ক'রে বল্‌ব তোকে, কিসে শুন্‌বি তাই জানিনা॥
প্রাণপণে যে ডাকি তোকে, যেমন আছে জানা শোনা।
সদা কাতর হ'য়ে আছি, তবু ভুলি এই ভাবনা॥
ললিতের দোষ নিস্ না গো মা, মায়ে ছেলের দোষ ধরে না।
এখনও দোষ ধর্‌তে গেলে, কষ্ট যে তার আর সবে না॥ ৩৬১॥

প্রসাদি সুর।

এ সব আমায় কেন দিলি।
একবার সদয় হ'য়ে আমায়, এখন কেন নিদয় হলি॥
কেন আমায় ডোবাস্ মা গো, বল্‌না এখন কি দোষ পেলি
এর চেয়ে যে আমার পক্ষে, ভাল ছিল কাঁথা ঝুলি॥
প্রথম সুখে রেখে আমায়, শেষে কষ্ট দিতে গেলি।
এখন কেন হতাশ করিস্, আশা যে মা দিয়ে ছিলি॥
ধন রত্ন সকল ফেলে, সবাই যে মা গেছে চলি।
জন্ম সফল হয়েছে তার, যে পেয়েছে চরণধূলি॥
এ সব কখন চেয়ে ছিলাম, আমায় মা গো দে না বলি।
এই সকলের মাঝে ফেলে, যা সুখ ছিল তাও যে নিলি॥
দেখ্‌না চেয়ে এখন যে তোর, ললিতকে মা প্রাণে মেলি।
সংসারের সব দেখে শুনে, দেহ সদা গেল জ্বলি॥ ৩৬২॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌তে যে মা আর পারি না।
ভাবনার এখন শেষ হ'ল না ॥
প্রাতঃকালে উঠে ভাবি, কর্‌ব যে আজ তোর সাধনা।
এম্নি মায়ায় বেঁধেছিস্ মা, কিছুতেই যে মন লাগে না ॥
ভূতের বেগার খেটে খেটে, আমার যে মা প্রাণ রবে না।
কোন্ ভূতের যে বেগার খাটি, সেইটি মা গো কেউ বোঝে না ॥
ছয় জনাতে ঘেরে থেকে, অনেক আমায় দেয় যাতনা।
সার হ'ল মা পেটের চিন্তা, আর যে কিছু নাই ভাবনা ॥
ইচ্ছামত কোন কাজই, কর্‌তে আমায় কেউ দিলে না।
ভুলিয়ে যে মা রাখিস্ সদা, ডাক্‌তে যত হয় বাসনা ॥
কেবল কষ্ট পেয়ে ললিত, সইতে এখন আর পারে না।
ভবের বন্ধন ছিঁড়ুক্ আগে, নইলে যে তার সুখ হ'বে না ॥ ৩৬৩ ॥

প্রসাদি সুর।

আলো দেখেই ভুল্‌ব কি রে।
আলোর কাজটি না হ'লে মা, ছেড়ে তোকে দেব না রে ॥
তোর ঐ জ্যোতিঃ দেখে মা গো, হৃদয়মাঝে আছি ধ'রে।
আমায় সদয় না হ'লে শেষ্, স্থির হ'তে কি দেব তোরে।
ঐ রূপটি যে দেখে আমি, থাকি সদা আমোদ ভরে।
মনের মত মা হয় সেই, আমোদটিকে বাড়ায়ে দে রে ॥
বেশী ভিক্ষা নাই যে আমার, সেটাও জানিস্ ভাল ক'রে।
কেন তবে জ্বলাস্ আমায়, ঘুরিয়ে ফেলিস্ অন্ধকারে ॥
একবার সাহস দিয়ে আমায়, আবার কষ্ট দিবি কি রে।
দান করা ধন ফিরিয়ে নিতে, কেউ কি কভু পেরেছে রে ॥
ললিতের এই হৃদয়মাঝে, সদা তোকে দেখ্‌তে দে রে।
মনের আঁধার দূরে গেলেই, শেষের দিনে যাবে ত'রে ॥ ৩৬৪

প্রসাদি সুর।

নরক যাতনা বলে কারে।
জগৎ মাঝে সংসারকেই মা, নরক সবাই বল্‌তে পারে॥
পেটের দায়ে কুকাজেতে, সবাই রত হ'তেছে রে।
পর্‌কে সুখী কর্‌তে গিয়ে, আপ্‌নার কাজ যে সব ভোলে রে॥
পরের দায়ে কাউকে দেখি, বোঝা মাথায় ক'রে ফেরে।
মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা, অঙ্গের সব যে ভূষণ করে॥
ভবের মাঝে ঘুরে ঘুরে, সুখ কি কেউ মা পেয়েছে রে।
যে সব কষ্ট ভোগ করি মা, নরক যাতনা বলি তারে॥
সে যাতনার হ্রাস বৃদ্ধি, আবার দেখি রয়েছে রে।
বিশেষ ক'রে কষ্ট ভুগে, অবশেষে প্রাণে মরে॥
জেনে শুনেও সে যাতনার, উপায় কেউ কি কর্‌তে পারে।
ললিত মাকে ডাক্‌ছে সদা, তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দে রে॥ ৩৬৫॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের তুল্য কেউ কি আছে।
মাতৃস্নেহ যে পেয়েছে, সেই দেখ না সব ভুলেছে॥
ভাই ভগিনী দারা সুতা, জগৎ মাঝে সব রয়েছে।
মায়ের মতন যত্ন স্নেহ, কর্‌তে বল কে পেরেছে॥
বিপদকাল ঐ ছেলের হ'লে, মা বিনা বল কে রেখেছে।
কাতরেতে শান্ত কর্‌তে, মা যে ছেলের সহায় আছে॥
অপরেতে কষ্ট দিলে, মাই তাকে বাঁচাতেছে।
মাতৃস্নেহ বিনা কভু, ছেলের রক্ষা কৈ হ'তেছে॥
ছেলের জন্য মায়ের আবার, কষ্টের সীমা কে দেখেছে।
গর্ভ থেকে সুরু হ'য়ে, বাকী কি শেষ্ তায় রয়েছে॥
জগন্মা যে তেম্নি ধারা, সবার পক্ষে মা হয়েছে।
ললিত তোর এই মনের কেন, তেমন মাকে ভুল হ'তেছে॥ ৩৬৬॥

প্রসাদি সুর।

ধরা পথ কে ছাড়্‌তে পারে।
যে পথ্‌টি যে ধ’রে আছে, সেইটি ছাড়্‌লে বিপদ যে রে॥
এক পথেতে চল্লে পরে, গোল যে কিছু থাক্‌বে না রে।
ঘোরা ঘুরি কর্‌লে পরেই, আপনা হ’তে প্রাণে মরে॥
মনের ভুলে প’ড়ে যদি, পরের পথ্‌টি কেউ বা ধরে।
সকল দিকই নষ্ট হ’য়ে, থাক্‌বে সদা অন্ধকারে॥
সকল পথই সমান আছে, সে কথা আজ কে বোঝে রে।
যে বোঝে সে থাক্‌বে একেই, সেটি যে আর ছাড়্‌বে না রে॥
পাঁচটি পথ যে রয়েছে মন, সর্ব্ব জীবের যাবার তরে।
গুরু দেখিয়ে দেবেন সবে, যে পথ্‌টি মন ধর্‌বে যে রে॥
যে পথেতে আছিস্‌ ললিত, সেইটি ধ’রে থাক্‌না প’ড়ে।
আপ্‌নি সরল হ’য়ে যাবে, সদাই মা যে দেখ্‌বে তোরে॥ ৩৬৭॥

পসাদি সুর।

গোলের প্রধান মন্‌কে বলি।
মাকে পেয়েও হৃদয়মাঝে, কেন বল মন্‌ এমন্‌ হ’লি॥
বারে বারে মায়ের কাছে, যখন তুই রে দৌড়ে গেলি।
অপর কাজে মেতে থেকে, বল্‌না শুনি কি সুখ পেলি॥
ভাল ক’রে ক্রমে যে তুই, আপ্‌নার মাথা আপ্‌নি খেলি।
শেষ কালে কি কাঁধে কর্‌বি, সাধ ক’রে সেই ঝোলাঝুলি॥
ভাল কথা বুঝ্‌বি না রে, যত আমি তোকে বলি।
এত দিনের পরে আমায়, তুই যে কেমন দেখিয়ে দিলি॥
গোল ক’রে তুই ঘুরে ঘুরে, সকলই যে দেখে নিলি।
ললিতের মন হ’য়ে এখন, ছাড়িস্‌ না তোর সাধের বুলি॥ ৩৬৮

প্রসাদি সুর।

মিছে এ সব জারি জুরি।
কার উপর যে করিস্ এত, সেইটি দেখ্‌না রাজকুমারি॥
আমাকে মা কষ্ট দিয়ে, কর্‌লি বড় বাহাদুরি।
ভাল ক'রে মার্‌তে পারিস্, যে হবে তোর আজ্ঞাকারী॥
বিপদ দেখে যত আমি, কর্‌ছি তোকে ধরা ধরি।
ততই ফাঁকি দিলি আমায়, দেখ্‌তে পাই যে শুভঙ্করি॥
নিদয় হ'তে পারিস্ ভাল, সদয় হ'তে কৃপণ ভারী।
এ সব গতিক দেখে তোর মা, ভাবনার জ্বালায় প্রাণে মরি॥
এমন মায়ের বেটা হ'য়ে, মিছে ভয় আর কাকে করি।
ললিত কেবল মাকে ডরায়, আর সকলের কি ধার ধারি॥ ৩৬৯॥

প্রসাদি সুর।

মনের গোলেই গোল বাধে রে।
মন্‌কে সোজা রাখে যে জন, আবার ভয় সে কাকে করে॥
মন্‌কে বাধ্য করাই দেখি, কঠিন সদা হয়েছে রে।
মনের দোষে সবাই এখন, আমায় কষ্টে ফেলেছে রে॥
সুখের ভাগী হ'তো যদি, রাখ্‌তাম তারে আপন জোরে।
সুখ্ যে কিছু চায় না সে মন, একাই সদা ঘুরে ফেরে॥
মনের সঙ্গে চিন্তা যুটে, কুপথেতে ঘোরায় তারে।
ঐ দুটিতে মিল হ'লে মা, কেউ কি তাদের আঁট্‌তে পারে॥
ঐ যে দুটোর হাতে প'ড়ে, এই বার তোর মা ললিত মরে।
ওরা প্রবল থাক্‌লে সদা, শেষের উপায় হবে না রে॥ ৩৭০॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বল না রে।
ঐ নামের গুণে অবহেলে, যাবে ভবসাগরপারে॥
মায়ের নামের ভেলা ক'রে, ভাসান্ দিবি আপন জোরে।
দুর্গা নামে মত্ত হ'লে, কাল যে দেখে পালাবে রে॥
নাম মাহাত্ম্য যে জেনেছে, তার বিপদ আর আছে কি রে।
ঐ নামের গুণে বাধা বিঘ্ন, সকলই যে যাবে দূরে॥
ভ্রমে দুর্গা নাম যে বলে, তার হবে সব সুখের তরে।
শেষেও তার যে কাট্‌বে সুখে, যমের হাতে পড়্‌বে না রে॥
দুর্গা নামের গুণ যে কত, পঞ্চানন কি বল্‌তে পারে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে দেখি, সবাই সকল বিপদ তরে॥
দুর্গানামটি সার ক'রে মন, থাক্‌না মায়ের চরণ ধ'রে।
ঐ নাম বিনা তুই দেখ্‌বি ললিত, কাঁকে সদাই পড়বি ঘুরে॥ ৩৭১॥

প্রসাদি সুর।

এমন মজা কে দেখেছে।
আপ্‌না হ'তেই সব মরেছে॥
গোপন ভাবে ছিল সকল, এখন প্রকাশ সব হয়েছে।
আপ্‌না থেকেই দেখি এসে, সবাই ধরা বেশ পড়েছে॥
কুকাজ ক'রে সবাই যে মা, গোপন ক'রে সব রেখেছে।
ধর্ম্ম যে তার পিছে ঘোরে, সেইটি দেখ্‌তে কৈ পেয়েছে॥
সময় কালে পিছন থেকে, ধর্ম্মের তখন ঢাক্ বেজেছে।
সকলের মা দোষ যা আছে, ধর্ম্মই প্রকাশ শেষ্ ক'রেছে॥
ভয় যে খাই মা কেবল তোকে, অপর কাকেও ভয় কি আছে।
ললিত তোকেই বল্‌ছে সদা, যখন যা সব তার হ'তেছে॥ ৩৭২॥

প্রসাদি সুর।

আপ্‌নি মলে কে বাঁচাবে।
দোষ কি কেউ মা সাম্‌লে নেবে ॥
বাঁচ্‌বার চেষ্টা কর্‌লে পরে, টেনে এনে ফেলে দেবে।
কত দোষে দোষী সবাই, খুঁজে দেখ্‌লে অনেক পাবে ॥
আপ্‌নি গিয়ে কাঁটা বনে, যে দেখি মা ঢুক্‌তে যাবে।
কাঁটা ফুটে কষ্ট পেলে, কে বল তায় শেষ্‌ বাঁচাবে ॥
অন্ধ হ'য়ে চল্‌লে পরে, ডোবায় প'ড়ে পা হারাবে।
সাম্‌লে দেখে চল্‌বে যে মা, তার কি ভবে কষ্ট রবে ॥
কুমতিকে বাড়্‌তে দিলে, অনেক ভুল যে করিয়ে দেবে।
সুখ যে নাই মা সুমতিতে, সঙ্গে নিতে কে তায় চাবে ॥
একটি দোষে দোষী এখন, ললিত হ'য়ে আছে ভবে।
অন্ধ হ'য়ে থাক্‌বে কি আর, সেই দোষটি যে সুধ্‌রে লবে ॥ ৩৭৩ ॥

প্রসাদি সুর।

ভাল হেথা কেউ হ'ল না।
ছোটয় বড়য় সমান হ'ল, বিচার ক'রে কেউ দেখে না ॥
নীচের কাজ মা ভালয় ক'রে, দেখে সদা পাই যাতনা।
ভাল কি আর ভাল হবে, মন্দকাজে মন দেবে না ॥
এ কালেতে দেখ্‌তে পাই মা, ভাল কাজে সুখ হবে না।
কুকর্ম্মেতে রত যারা, সুখী ব'লে হয় গণনা ॥
অত্যাচারী হ'তে যে মা, কেউ যে এখন দোষ ভাবে না।
কালের গুণ মা এম্‌নি ধারা, ভালর কথা কেউ শোনে না ॥
কলির সকল কাজ দেখে মা, ললিতের যে হয় ভাবনা।
মিছে কেন ভোগাস্‌ মা গো, এ সব কাজে ক্ষমা দে না ॥ ৩৭৪

প্রসাদি সুর।

সাজ ক'রে মা আর কি চলে।
ডুবে কি শেষ্ মর্‌ব জলে॥
ভবের যে সব কাজ আছে মা, সে সব কাজেই সাজতে হ'লে।
আত্মহারা হ'য়ে মা গো, অবশেষে পড়ি গোলে॥
জীব সকলের চারি ধারে, ঘেরে আছে মায়া জালে।
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে সবাই, দেখ্‌তে পাই মা আছে ভুলে॥
সাজের মর্ম্ম আমরা বুঝি, এ জীবনের সন্ধ্যা হ'লে।
কষ্টের ভোগ মা হবে তখন, এখনকার সব কর্ম্মফলে॥
শেষের সাজ মা বড় সুখের, যে সাজ প'রে যাব চ'লে।
অনেকের মন সুখী হবে, তেমন সাজ মা ধর্‌তে পেলে॥
বোঝা নাম্‌বে সেই দিনেতে, যে বোঝা মা মাথায় দিলে।
ললিত গিয়ে ধর্‌বে মাকে, আমোদ ক'রে বোঝা ফেলে॥ ৩৭৫॥

প্রসাদি সুর।

দীনের দিন যে ফুরিয়ে এল।
আর কত মা খেল্‌বে বল॥
খেলার কি মা শেষ হবে না, খেলার চোটেই সব যে গেল।
এখন খেলা ছাড়লে পরে, সর্ব্ব দিকেই হয় যে ভাল॥
ছজনের মা হাতে পড়ে, তারাই এখন ঠকিয়ে দিল।
যাদের কাছে ঠক্‌ছে এখন, তাদের সাম্‌লে কৈ মা নিল॥
একা যখন এসেছে মন, ছয়ের মিল কি তখন ছিল।
তার দোষেতেই সবাই এখন, ধীরে ধীরে প্রবল হ'ল॥
তাদের প্রবল দেখে ললিত, উপায় কর্‌তে কৈ পারিল।
মায়ের চরণ তলে ব'সে, বল্‌তে গেলেও বিফল হ'ল॥ ৩৭৬॥

প্রসাদি সুর।

মর্‌বি কি তুই সর্ব্বনেশে।
কাজ হারালি ব'সে ব'সে॥
প্রতিদিন তোয় বুঝিয়ে বলি, উড়িয়ে সে সব দিলি হেঁসে।
এখন যেমন কাজ করিস্ মন, তার প্রতিফল পাবি শেষে॥
কুয়ের গোড়া হলি যে তুই, ছয়ের সঙ্গে গেলি মিশে।
কর্ম্মফলে ভুগ্‌বি যখন, প্রাণ যাবে তোর অবশেষে॥
মিষ্ট কথায় ভুলিস্ কেন, দেখ্‌না চেয়ে আশে পাশে।
রং চঙ্গে ঘট অনেক আছে, ভিতর পোরা আছে বিষে॥
তোকে এখন মরিস্ দেখি, মায়ের নামটি ঘুষে ঘুষে।
ভক্তিভরে ডাক্‌লে তাঁকে, এক ডাকেতেই কাছে আসে॥
এত দিনের পরে ললিত, মজ্‌বে কি রে তোর ঐ দোষে।
ডাকার মত ডাক্ দেখি মন, মা যে হৃদে বস্‌বে এসে॥ ৩৭৭॥

প্রসাদি সুর।

জোর করি মা কার সাহসে।
ডোবাস্ যদি তুচ্ছ দোষে॥
তোর সাহসে এত করি, মনে জানি দেখ্‌বি শেষে।
বিপদকালে রাখ্‌বি ছেলে, ফেল্‌বি না মা কালের বশে॥
ঐ এক আশায় জোর ক'রে মা, ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে।
ভয় পেলে মা দৌড়ে গিয়ে, বস্‌ব তোর ঐ চরণ ঘেঁষে॥
মনকে আমি সকল কথা, বোঝাই সদা মিষ্টভাষে।
কুপথেতে গিয়ে যে মা, শোনে না সেই সর্ব্বনেশে॥
মনের দোষে ললিতকে মা, মারিস্ না তুই অবশেষে।
তোরই সাহস ক'রে সদা, মা মা ব'লে বেড়ায় হেঁসে॥ ৩৭৮॥

প্রসাদি সুর।

দোষের কথা কেউ ভাবে না।
কেন এমন দোষী হয় মা, সে কথা যে কেউ দেখে না॥
আপনার দোষে আপ্‌নি মরে, বুঝ্‌লে এখন ভয় থাকে না।
এমনি গোল মা করে সদা, সাম্‌লাতে যে কেউ পারে না॥
গুণের মধ্যে এই দেখি মা, নিজে দোষী কেউ বলে না।
পরকে দোষী কর্‌তে গিয়ে, আপনার কথা কেউ ভাবে না॥
দল বেঁধে মা সবাই থাকে, একলা থাক্‌তে কেউ চাবে না।
সবাই মিলে কুকাজ করে, নইলে যে তায় সুখ হবে না॥
এম্‌নি ভাবে কাট্‌লে এ দিন, এ সুখ ছেড়ে কেউ যাবে না।
সবাই দেখি মেতে আছি, ললিত বল্‌লে কেউ শোনে না॥ ৩৭৯॥

প্রসাদি সুর।

মজার ব্যাপার হচ্ছে ভবে।
নেচে কুন্দে মল সবে॥
এখন যে মা নাচ্‌বে সবাই, শেষে তার যে কি ফল হবে।
সেইটি কেউ যে বুঝ্‌বে না মা, শেষ কালেতে দেখ্‌তে পাবে॥
কেউ বা মনের সুখে নেচে, আমোদ ক'রে দিন কাটাবে।
কুকাজেতে রত যারা, তারাও নাচে আর এক ভাবে॥
এমন নাচের শেষ ফলেতে, কান্নাহাটি প'ড়ে যাবে।
তেমন সময় কাতর হ'লে, কেউ কি তাদের প্রাণ বাঁচাবে॥
এখন অন্ধ ক'রে ঘোরাও, চক্ষু কি মা কাউকে দেবে।
চক্ষু দিলে কুকাজ ছেড়ে, তোমায় ধ'রে প্রাণ জুড়াবে॥
সুকাজেতে রত হ'য়ে, ললিতের মন থাক্‌তে চাবে।
সদা থাক্‌বে মাকে ধ'রে, তবে যে তার মাকে পাবে॥ ৩৮০॥

প্রসাদি সুর।

সবাই দেখি সব ভোলায়।
সোজা কথা ছেড়ে দিয়ে, বাঁকা কথা সব বোঝায়॥
সবাইকে মা বোকা ভেবে, আপনি ভাল হ'তে চায়।
ঠকাঠকি কর্‌বে কেবল, যদি কিছু সময় পায়॥
পর্‌কে ঠকিয়ে দিতে গিয়ে, আপ্‌নি যে মা ঠকে যায়।
ধরা প'ড়ে গেলে পরেই, বোকার সাজ্‌টি সেজে রয়॥
মিছে কথা বল্‌তে গিয়ে, সকল দিকই নষ্ট হয়।
সুখে এ দিন কাটবে কিসে, সুখের পথে কাঁটা দেয়॥
এম্নি ক'রে ভুগ্‌ছে সবাই, ললিত কেবল দেখ্‌ছে তায়।
কালের গুণে অকাতরে, দেখি যে মা সকল সয়॥ ৩৮১॥

প্রসাদি সুর।

মন ভোলাবার অনেক আছে।
চেয়ে দেখ্ মন আগে পাছে॥
মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে অনেক, ভাল মন্দ সব দিতেছে।
আপ্‌নার সেজে বস্‌ছে সবাই, তাতেই যে মা সব ভুলেছে॥
সব কথাতেই ভোলে সদা, এম্নি পোড়া মন হয়েছে।
কেবল মা গো কথার ছলে, ঠক্‌ছে গিয়ে সবার কাছে॥
স্বার্থের জন্য দেখ্‌তে পাই মা, আদর কর্‌তে সব এসেছে।
ভবের মাঝে স্বার্থ ছাড়া, আপ্‌নার কি মা কেউ হ'তেছে॥
স্ত্রী পুত্র আদি যত, আপ্‌নার বল্‌তে ভবে আছে।
যত্ন ক'রে ভুলিয়ে রাখে, এইটি তো মা সব দেখেছে॥
বুঝ্‌তে গেলেই পাবে ললিত, তারাও স্বার্থ সব ভেবেছে।
অত আদর যত্ন এখন, তারা কি আর করে মিছে॥ ৩৮২॥

প্রসাদি সুর।

ভোলানাথ কি ভুলে গেলি।
তুই যে আমার বাবা হ'য়ে, মায়ের পা ঐ বুকে নিলি ॥
ছি ছি বাবা লজ্জার কথা, কেন পায়ের কাছে শুলি।
মা যে আমার দিগম্বরী, এ কষ্ট আর কাকে বলি ॥
নেংটা কেন আছিস্ মা গো, চুল কেন তুই খুলে দিলি।
বাবার বুকে দাঁড়িয়ে কেন, নেচে নেচে কালী হ'লি ॥
অমন ধারা কাজ দেখে মা, কি ক'রে তোয় ভাল বলি।
লজ্জাহীনা হ'য়ে এখন, ছেলেদের সব মাথা খেলি ॥
বাপের উপর দাঁড়িয়ে মা ঐ, দেখে ললিত লজ্জা পেলি।
বাপ শুয়ে কি মা শুয়ে তোর, বল্না কি তার বুঝে ছিলি ॥ ৩৮৩ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখেও দেখ্তে কৈ আর পেলাম।
আপনার দোষেই সব হারালাম ॥
ভাল ক'রে দেখ্তে গিয়ে, সব রকমেই গোল করিলাম।
সহজেতেই ধরব তাকে, তখন মনে ভেবেছিলাম ॥
আমার কান্না শুন্বে কি মা, কাঁদ্তেই আমি কৈ পারিলাম।
ছল ক'রে মা ভুলিয়ে দিলে, তাতেই সে সব ভুলে গেলাম ॥
বুকের মাঝে হৃদয়পদ্মে, মাকে যখন বসিয়ে ছিলাম।
মায়ের আলোয় আলো হ'লে, তখন কৈ আর দেখতেগেলাম ॥
স্থির হ'য়ে মা বসেছে কখন, ছুটাছুটি ক'রে মলাম।
ললিতের হাত থাক্লে কি আর, এত খেলা খেল্তে দিতাম ॥ ৩৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

ঘেরিস্ না মা মায়াজালে।
আপন গুণে দেখ্ মা চেয়ে, সুখ কি হ'বে কষ্ট দিলে॥
মায়ায় বদ্ধ যে জন ভবে, সে কি যেতে পার্‌বে চ'লে।
ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে সদা, পড়ে যত গণ্ডগোলে॥
একবার বাঁধা পড়্‌লে পরে, নিস্তার যে তার নাই মা ম'লে।
কত রকম ভাবতে ব'সে, দেখ্‌তে পাই মা যাবার কালে॥
থাক্‌বার জন্য হাঁপিয়ে মরে, সহজে কি যায় সে ভুলে।
আমার আমার করে সবাই, থামে সকল আঁধার হ'লে॥
এমন ক'রে বেঁধে আমায়, ভোগাস্ না মা সময় এলে।
হেঁসে যেন ললিত শেষে, যেতে পারে তোর ঐ কোলে॥ ৩৮৫॥

প্রসাদি সুর।

ক্ষেপে উঠ্‌লে কেউ কি শোনে।
এ কথা ত সবাই জানে॥
ক্ষেপা ক্ষেপীর হাতে প'ড়ে, কষ্ট পায় এই জগজ্জনে।
ক্ষেপী মায়ের খেলাতে যে, সবাই এখন প্রমাদ গণে॥
এক মনেতে আছে শুয়ে, ডাক্‌লে পরে শুন্‌বে কেনে।
ভবের মাঝে এম্নি ক'রে, ক্ষেপিয়ে তোলে বালকগণে॥
বাপ্ মা ক্ষেপা ছেলে ক্ষেপা, ক্ষেপার মেলা দেখ্ নয়নে।
এ ছাড়া কি দেখ্‌বি ভবে, বুঝে নে সব আপন মনে॥
ক্ষেপা ক্ষেপী শুন্‌লে কি আর, ঘোরে সদাই কাতর প্রাণে।
ডাকাডাকি কর্‌বে তবু, সকল কথাই জেনে শুনে॥
ক্ষেপী মাকে ধর্‌বে ললিত, ভিক্ষা নাই তার অন্য ধনে।
চরণযুগল চায় সে কেবল, দেখ্ মা তাকে নয়নকোণে॥ ৩৮৬।

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা কর কোলে।
এমন ধারা কষ্ট দিয়ে, মেরো না মা আপন ছেলে॥
অনেক কষ্ট পাই যে মা গো, দুঃখ আমার বল্‌তে গেলে।
দিন ফুরালে তোমার ছেলে, যমের বাড়ী যাবে চ'লে॥
সুখ যত মা দেখিয়ে আমায়, প্রথমেতে ভুলিয়ে দিলে।
সে সব ক্রমে যাচ্ছে কেন, কি দোষ আমার এখন পেলে॥
সর্ব্বক্ষণেই ধ'রে আছি, তোমায় কি মা যাই গো ভুলে।
মা হ'য়ে কি আপন ছেলে, ডুবিয়ে মারে অতল জলে॥
সকল আশাই ফুরিয়ে গেল, আমারই যে কর্ম্মফলে।
অনেক ভোগই ভুগ্‌লাম এখন, দেখ্‌বি কি আর ললিত ম'লে॥ ৩৮৭॥

প্রসাদি সুর।

কারো কথায় দিন থাকে না।
ধীরে ধীরে যায় যে এ দিন, কারো কথায় স্থির রবে না॥
বৃথা এ দিন কাটিয়ে দিলে, শেষে যে মা পাই যাতনা।
নিজের কষ্ট বল্‌ব কাকে, বল্‌বার দেখি লোক মেলে না॥
আপনার জ্বালায় ব্যস্ত সবাই, আপনিই বুঝতে কেউ পারে না।
পরের কথা শুন্‌বে কি মা, কাউকে সঙ্গী কেউ করে না॥
তোমাকেই মা বল্‌ছে সবাই, কাঁদা কাটার শেষ হ'ল না।
তুমিও যে এম্‌নি হ'লে, কারো কথায় কাণ দিলে না॥
ললিত কি আর বল্‌বে তোমায়, বল্‌তে সময় আর পাবে না।
তুমি ছাড়া হতভাগার, উপায় ক'রে কেউ দেবে না॥ ৩৮৮॥

প্রসাদি সুর।

আর মজা তুই দেখ্‌বি কত।
অমন ক'রে শেষ কালে মা, মার্‌বি কি তোর অনুগত॥
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ দেখে তোর, সুখী আমি হ'লাম যত।
বুঝিয়ে কি আর বলব তোকে, সাধ্য কি মা আছে তত॥
আর দয়া যে কর্‌লি না মা, দুঃখ করি তাই সতত।
প্রাণের কথা বলব কি মা, হ'য়ে আছি পদাশ্রিত॥
সদয় হ'য়ে দীনের প্রতি, হ না মা তুই মনের মত।
তোকে সদা দেখ্‌তে পেলে, কেন মিছে কাঁদ্‌ব এত॥
প্রাণের দায়ে ডাক্‌ছে ললিত, দেখ্‌না মা তোয় অবিরত।
নিদয় এমন থাক্‌লে শেষে, ছলনাতেই কর্‌বে হত॥ ৩৮৯॥

প্রসাদি সুর।

মা যে আমার সব দেখে রে।
কোন কাজই মায়ের কাছে, লুকিয়ে রাখ্‌তে কেউ কি পারে॥
সর্ব্বব্যাপী মা যে আমার, তায় লুকাবি কেমন ক'রে।
যা কিছু যে কর্‌বে যখন, সবাই মায়ের সাম্‌নে পড়ে॥
সকল ঘটেই মাকে দেখ, পূর্ণ রূপে রয়েছে রে।
সকল কাজের আদি অন্ত, আগেই ঠিক মা করেছে রে॥
হুকুম শুনে চল্‌বে সবাই, গোপন কর্‌বে কিসের তরে।
যেমন করায় তেম্‌নি করি, এইটি বুঝ্‌লে ভাবনা কি রে॥
ছেলেরা সব মনের কথা, মাকে বল্‌বে অকাতরে।
সদাই মাকে দেখ্‌বে ব'সে, ভয় কেন সে খাবে তারে॥
ললিত মাকে বলবি সকল, লুকিয়ে রাখ্‌তে চাবি না রে।
কেউ কি কিছু কর্‌তে পারে, মন্ চোখ মার অগোচরে॥ ৩৯০।

প্রসাদি সুর।

বোঝা বুঝির আর কি আছে।
মাইই আমার সার হ’য়েছে ॥
কত দিনে বুঝ্‌বি রে মন, দিন যে অনেক ফুরিয়ে গেছে।
বুঝ্‌তে গিয়ে পোড়া মন যে, সকল দিকেই বেশ মজেছে ॥
মা বিনা তোয় রক্ষা কর্‌তে, কখন কি কেউ পেরেছে।
কর্ম্ম নিয়ে মরিস্‌ কেন, পরকাল বল্‌ কে দেখেছে ॥
এ কালেরই হয় না উপায়, পরকাল শেষ্‌ সব ভেবেছে।
দুরাশাতে মুগ্ধ হ’য়ে, ইহ কালও সব যে গেছে ॥
মাকেই এখন ধর্‌ না ললিত, যা হ’তে তোর সব হতেছে।
ইহকাল আর পরকাল সব, ঐ মায়ের হাতেই দেখ রয়েছে ॥ ৩৯১

প্রসাদি সুর।

কার্‌ বোঝা মা নিয়ে মরি।
দেখ্‌ দেখি তুই শুভঙ্করি ॥
পেড়া পীড়ি করিস্‌ কেন, পেড়া পীড়ির কি ধার ধারি।
জোর ক’রে সব করাস্‌ আমায়, কি উপায় তার কর্‌তে পারি ॥
কাতর আমায় দেখে কি মা, করিস্‌ এত জারিজুরি।
শক্তের যে মা ত্রিকাল মুক্ত, এইটি দেখি রাজকুমারি ॥
জোরাজুরি করিস্‌ মা গো, নিতে কেবল বাহাদুরী।
এমন করিস্‌ মা কার্‌ উপরে, সবাই যে তোর আজ্ঞাকারী ॥
বোঝা আমার মাথায় দিয়ে, করিস্‌ এখন সব চাতুরী।
একবার বোঝা নামিয়ে নে মা, ভাল ক’রে ঐ চরণ হেরি ॥
ভালয় যদি না শুনিস্‌ মা, নিজেই উপায় লব করি।
তোরই পায়ে বোঝা ফেলে, ধর্‌বে ললিত ভবের তরি ॥ ৩৯২ ॥

প্রসাদি সুর।

দয়া মায়া নাই কি মনে।
কালার মত আছ কেন, ডাক্‌লে তোমায় কাতর প্রাণে॥
ভাগ্য ফলের মাঝেতে মা, আমাদের সব রাখ্‌লে জেনে।
তোমা হ'তেই ভাগ্য হ'ল, তোমাকেই যে প্রধান গণে॥
মায়াচক্র তোমার হাতেই, ঘুর্‌ছে দেখি নিশি দিনে।
তুমি থাক্‌তে ভাগ্যকে মা, বড় ব'লে কে বা মানে॥
তাই তোমাকে ধ'রে আছি, জানি যেমন মনে জ্ঞানে।
দয়া কর্‌তে কৃপণ কেন, সকল কথাই জেনে শুনে॥
ভবের মাঝে ললিত কেবল, সার ব'লে যে তোমায় জানে।
অসার নিয়ে ঘোরাও মিছে, রাখ কৃপাবিন্দুদানে॥ ৩৯৩॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচ জনাতেই সকল খেলে।
এই জগৎমাঝে বল দেখি মা, মনের মতন কাকে মেলে॥
ভাল যে মা কেউ হ'লনা, আপনার ভাবি মনের ভুলে।
এমন ভ্রমে থাক্‌লে পরে, আর কি মা গো আমার চলে॥
মায়ায় বদ্ধ সবাই থাকে, নিয়ে সকল ছেলে পিলে।
তাদের জন্য কুকাজ ক'রে, কত রকম পড়ে গোলে॥
বন্ধু বান্ধব অনেক দেখি, আসে যায় মা সুখের কালে।
তারাই ঘৃণা কর্‌বে আবার, সুখের শেষ মা হ'য়ে গেলে॥
মনের সুখে অন্ধ হ'য়ে, শেষের দিনটি যাই মা ভুলে।
বুঝ্‌তে পারি আমরা সবাই, অন্ত সকল নিকট হ'লে॥
ললিত কে কি জগচ্ছাড়া, ক'রে মা গো রেখেছিলে।
মিছে দোষী ক'রনা মা, কৃপা কর সময় এলে॥ ৩৯৪॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচ রকমেই মজিয়ে দিলে।
মান খাতির সব রাখ্‌তে গিয়ে, আপন দশা যাই যে ভুলে॥
মান নিয়ে সব টানাটানি, হয় যে দেখি চিরকালে।
ভাল মন্দ কেউ দেখেনা, আপনা হতেই পড়ে গোলে॥
চাক্‌লাজুড়ে নাম রটে মা, সবাইকার যে মাথা খেলে।
সকল কথাই বুঝবে সবাই, ভবের দিনটি ফুরিয়ে গেলে॥
আপনার ভারেই আপনি মরি, দেখ্‌তে পাই কি সময় হ'লে।
ভার বোঝা মা নাব্‌বে যখন, তখন যেতে হবে চলে॥
সময় থাক্‌তে নাম্‌লে পরে, ভয় কি খাই মা শমন এলে।
অন্ধকারে ঘোরাস্‌ না মা, হবে কি আর ললিত ম'লে॥ ৩৯৫॥

বিষয় বিষে এই কি হ'ল।
সকল আশাই ফুরিয়ে গেল॥
মনে বড় আশা ছিল, এইবার বুঝি হবে ভাল।
ভাল হওয়া দূরের কথা, আপ্‌নি কিসে বাঁচি বল॥
মন উন্মত্ত হ'য়ে আছে, বিষয়ের এই ফল ফলিল।
ধন দেখে সব অন্ধ হ'য়ে, ভালর দিকটি কে দেখিল॥
ধন জন যে সকল মিছে, শাস্ত্র সকল বুঝিয়ে দিল।
আত্মসুখে ব্যস্ত সবাই, সে কথা বল কে শুনিল॥
বুঝিয়ে সকল বল্‌লে পরেও, ললিতের মন কৈ বুঝিল।
ভালর তরে বল্‌ব যত, মন যে ততই গোল করিল॥ ৩৯৬।

প্রসাদি সুর।

আপনা হ'তেই সব ডুবালি।
ভাল কই মা কর্‌তে দিলি॥
ছেলের ভাল করবি কবে, একেতেই যে সকল ভুলি।
এমন বিপদসময় মা গো, কেন আমায় ফেলে গেলি॥
কর্ম্মফলের প্রধান ফল যে, সব ছেড়ে মা তোকেই বলি।
ফলের মধ্যে এই হ'ল মা, শেষ্ বিমাতার মত হলি॥
অভেদ কর্‌তে চেষ্টা পেলে, ভেদাভেদটি বাড়িয়ে দিলি।
ভেদের কথা রাখ্‌লি কেন, এক হ'তে আর কখন পেলি॥
এক হ'য়ে মা কাছে এলে, মনের গোল সব মিটিয়ে ফেলি।
একেই যেন পাই মা তোকে, ললিত কে শেষ্ যাস্ না ভুলি॥ ৩৯৭।

প্রসাদি সুর

নিরাশ আমায় করিস্ না রে।
তাতে মা তোর কি হবে রে॥
হওয়া হইর মধ্যে কেবল, খেলিস্ তুই মা অনেক ক'রে।
আপনার কভু হ'স্ না দেখি, ফাঁকি দিতে পার্‌লে পরে॥
ফাঁকি দিতে চাস্ মা কেন, সেইটি বুঝতে পারি না রে।
স্বভাবদোষে ভুলিস্ বুঝি, ক্ষেপী সাজিস্ তারই তরে॥
নাছাড় হ'য়ে ধর্‌লে মা গো, আপনি বাঁচিস্ তাকে মেরে।
এমন ধারা ক'রে শেষে, বল্ দেখি মা কি হবে রে॥
তোর দিকে মা চেয়ে ললিত, প'ড়ে আছে চরণ ধ'রে।
কালের ভয় না থাকৃলে কি মা, এত্তেও কি ডাকৃতো তোরে॥ ৩৯৮॥

প্রসাদি সুর ।

স্বাদ পেয়েছে আর কি শোনে ।
তোকেই যে মন চায় মা সদা, ভিক্ষা নাই তার অন্য ধনে ॥
চিনি খেয়ে আস্বাদ পেয়ে, চিনি হ'তে চাইবে কেনে ।
চিনি হ'লেই সব ফুরাল, এটাও যে মা সবাই জানে ॥
মায়ে পোয়ে এক হব মা, এমন ইচ্ছা নাই যে মনে ।
কোলের কাছে থাক্‌ব সুখে, এইটি যাচি কাতরপ্রাণে ॥
আশা দিয়ে ভোগাস্ কেন, সকল কথাই জেনে শুনে ।
সকল কষ্টই দূর হবে মা, বারেক দেখ্‌লে নয়নকোণে ॥
দীনের ভিক্ষা নাই যে কিছু, থাক্‌তে চাই মা ঐ চরণে ।
অন্তিমকালে সদয় হ'য়ে, ললিতকে তোর নিস্ না টেনে ॥ ৩৯৯ ॥

প্রসাদি সুর ।

আশা দিয়েই সব ভুলালি ।
ভাল ক'রে মাথা খেলি ॥
দুঃখ আশা দুয়ের মধ্যে, দুঃখকেই মা বড় বলি ।
আশা সফল না হ'লে মা, তাতেই সব্ যে ফুরিয়ে দিলি ॥
দুঃখ ভোগ যে ছিল ভাল, এক ভাবেতেই যত চলি ।
সুখের আশা হ'ত না মা, এ আবার কি কর্‌তে গেলি ॥
বীজের অঙ্কুর ক'রে দিয়ে, ফলের আশা দিয়ে ছিলি ।
ফল যে ফল্‌বার পূর্ব্বেতে মা, অধিকারী গেছেন চলি ॥
অযত্নে এই ক্ষেত্র আছে, ছজনকে ভাগ করে দিলি ।
দেখ্ না নষ্ট কর্‌লে সকল, এখন তারা সবাই মেলি ॥
এমন ধারা নষ্ট ক'রে, তুইত মনে সুখী হ'লি ।
পাঁচের জিনীস পাঁচে নেবে, ললিতকে তো প্রাণে মেলি ॥ ৪০০ ॥

প্রসাদি সুর।

আর খেলিস্ না ছলা ক'রে।
তোর ঐ ছলের ভিতর মা গো, কেউ কি কভু ঢুক্‌তে পারে ॥
এখনও ছল কর্‌লে পরে, ভাল সে সব লাগে কি রে।
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, আকুল হই মা ভাব্‌লে পরে ॥
যা সব তুই মা করিস্ এখন, তাও কি হ'বে ফাঁকির তরে।
নিত্য দেখব ব'লে কাঁদি, দেখ্‌তে কেন পাই না তোরে ॥
কোন সময় ভুল করি মা, মা হ'য়ে কি সে দোষ ধরে।
দেখ্‌না একবার চারি দিকে, কার্ মা আপন ছেলে মারে ॥
তোর ছেলে এই ললিত হ'য়ে, তোর জন্য মা কাঁদব কি রে।
একটু সদয় হ'লে পরেই, সকল কষ্ট যাবে দূরে ॥ ৪০১ ॥

প্রসাদি সুর।

মিছে যেন হয়না শেষে।
সাহস থাক্‌লে বলি কি মা, যাব যে সব আপন দোষে ॥
অনেক চেষ্টা করেছি মা, থাকেনা কেউ আমার বশে।
বুঝিয়ে বল্‌তে গেলে মা গো, সবাই দেখি দ্বিগুণ রোষে ॥
কষ্টে আমায় ফেলে এখন, সুখসাগরে সব যে ভাসে।
বিপদসময় এলে আমার, ইঙ্গিত ক'রে দেখায় হেঁসে ॥
সদাই কাতর ক'রে তারা, রেখেছে মা দেখ্ না এসে।
যা আশা তুই দিলি এখন, ভুলিস্ না মা অবশেষে ॥
স্থির হ'য়ে এই হৃদয়মাঝে, কৃপা ক'রে থাক্‌না ব'সে।
ললিত অভয় পেয়ে তখন, তোর চরণে থাক্‌বে মিশে ॥ ৪০২ ॥

প্রসাদি সুর।

আর ভোলাস্ না কাতর জনে।
অনেক রকম ভুলিয়ে মা গো, কষ্ট দিলি আমার প্রাণে॥
আবার কি ছল কর্‌বি ব'লে, এসেছিস্ মা ভাবছি মনে।
কত ছল যে করেছিস্ মা, সংখ্যা যে সব হয়না গুণে॥
আশা দিয়ে ভোগাস্ সবে, দেখি যে মা জেনে শুনে।
তেম্‌নি কষ্ট দিতে এখন, এসেছিস্ কি কঠিনপ্রাণে॥
সহজে কি ভুলব আমি, তোর ব্যবহার সকল জেনে।
যুগলচরণ দেনা আমায়, কাজ কি আমার অন্য ধনে॥
ঠকেছে যে ললিত অনেক, আর কি ও সব কথা শোনে।
তোর কথাতে ভুলে এখন, সোজা পথটি ছাড়বে কেনে॥ ৪০৩।

প্রসাদি সুর।

বল মা তারা সত্য ক'রে।
যে সব আমায় দেখিয়েছিলি, হবে কি মা ভালর তরে॥
যে রূপ আমি দেখ্‌তে পেলাম, মন কি সে সব বুঝতে পারে।
সাধ্য কি তার চিন্তা করে, তেমন রূপে দেখ্‌বে তোরে॥
ছেলের প্রতি দয়া আছে, এতেই ত মা বুঝেছি রে।
নইলে তোর মা অমন রূপটি, দেখ্‌তে আমি পেতাম কি রে
একবার দেখে আশ মেটে না, সদা দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।
হৃদয়মাঝে থাক্‌না ব'সে, দেখি মা গো নয়ন ভ'রে॥
মহাপাপী ললিত যে তোর, পাপের সীমা কর্‌বে কে রে।
চির দিন মা অম্‌নি ধারা, দয়া যেন থাকে তারে॥ ৪০৪॥

প্রসাদি সুর।

যা দেখালি আর কি ভোলে।
মন যে আমার আগে হ'তেই, রয়েছে তোর চরণতলে॥
অমন ক'রে দেখিয়ে আমায়, ফেলিস্ না আর কোন গোলে।
গোল বাধালে ভুগ্‌বি শেষে, তোকেই নিতে হবে তুলে॥
বারে বারে আশা দিয়ে, নিরাশ আমায় ক'রে দিলে।
মা হ'য়ে যা ব্যাভার করিস্, সবাইকে মা দিব বলে॥
যা সব আমায় দেখালি মা, রাখ্‌বি ঠিক্ ত শেষের কালে।
বুঝ্‌তে তোকে পারি না মা, ঘুরিস্ যে তুই অনেক ছলে॥
নিজগুণে ক্ষমা করিস্, ললিত কিছু দোষী হ'লে।
মনের মত মা হ'য়ে শেষ, কোলে কর্ না আপন ছেলে॥ ৪০৫॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের কথায় মন্ ভুলো না।
কোন কথা তাঁর শুন না॥
যেমন ভাবে প'ড়ে আছ, তেম্‌নি ভাবে মন্ থাক না।
ফাঁকির কথা শুন্‌লে পরে, পাবে তুমি শেষ্ যাতনা॥
ছল ক'রে মা কত ভোলায়, কিছু যে মন তার বোঝ না।
অনেক রকম খেল্‌তে জানে, কথা বল্‌লে কৈ শোনে না॥
ভুলে তুমি থাক্‌লে পরে, শেষের উপায় আর হবে না।
মিছে আশায় মুগ্ধ হ'য়ে, নিজের তুমি কাজ ছেড় না॥
সহজে কেউ পায় না মাকে, এইটি বুঝ্‌তে ভুল ক'র না।
সকল কথাই বুঝ্‌লে ললিত, কষ্ট এত আর রবে না॥ ৪০৬।

প্রসাদি সুর।

মায়ার ফাঁদে পড়িস্ না রে।
ধরা দিলেই দেখ্‌বি সদা, ছল ক'রে মা ঘুরিয়ে মারে॥
জগজ্জুড়ে ফাঁদ রয়েছে, এড়িয়ে যেতে কেউ কি পারে।
মাকে ধ'রে থাকে যে জন, তারই কেবল উপায় করে॥
সহজ ফাঁদ এ নয় যে মায়ার, বুঝে এক বার দেখে নে রে।
ভোগাভোগ যে আছে অনেক, অন্ধ হ'য়ে সবাই মরে॥
ঐ ফাঁদেতে ফেল্‌তে সবাই, আপনার সেজে রয়েছে রে।
বদ্ধ হ'য়ে পড়্‌বি যখন, তারাই তোকে থাক্‌বে ঘেরে॥
দেখ্‌তে সুখ তায় অনেক পাবি, ভিতর হয় সব কষ্টের তরে
বৃথা তাতে বদ্ধ হ'য়ে, ভুলে যেন থাকিস্ না রে॥
এমন ফাঁদে পড়িস্ যদি, মাকে ডাকিস্ বদন ভ'রে।
তিনিই রক্ষা করেন ললিত, যুগলচরণ থাক্‌লে ধ'রে॥ ৪০৭॥

প্রসাদি সুর।

এমন করিস্ কার দোষেতে।
এনেছিস্ কি সংসারে মা, মিছে এত কষ্ট দিতে॥
এক বার আসিস্ আবার পালাস্, থাকিস্ না স্থির কোন মতে।
বারে বারে পারি কি মা, তোকে আমি ধর্‌তে যেতে॥
বিষম বোঝা মাথায় আছে, সদা লক্ষ্য রাখাস্ তাতে।
তুইতো দিলি মাথায় তুলে, সময় পাই না খেতে শুতে॥
বোঝার জ্বালায় ক্ষেপে মরি, পারি কি মা সুস্থির হ'তে।
তাতে তোর ঐ লুকোচুরি, দেখে কাতর হই ভয়েতে॥
একে নিত্য দোষী হ'য়ে, প'ড়ে আছি আমি এতে।
ফাঁক পেয়ে কি অমন ক'রে, বেড়াস্ মা গো কষ্ট দিতে॥
আপ্‌নি আমায় আট্‌কে রেখে, এত কি মা হয় ভোগাতে।
শেষের দিনে ললিত যেন, স্থান পায় তোর ঐ চরণেতে॥ ৪০৮॥

প্রসাদি সুর।

ভাল আমি বল্‌ব কাকে।
সবাই ফাঁকী দিতে চায় মা, খেটে মরি যাদের পাকে॥
আপনি কষ্ট ক'রে মা গো, যাদের রাখ্‌তে চাই মা সুখে।
আমায় সদা ভোলায় তারা, ম'লাম তাদের রকম দেখে॥
আপন আপন কাজ নিতে মা, ঘেরে আছে সকল লোকে।
দেখেও সে সব্‌ দেখি না মা, ঘুরে বেড়াই মনের ঝোঁকে॥
ঘরের লোকের কষ্ট দেখে, পেতে নিই মা আপন বুকে।
জীবন আমার শেষ হলে মা সঙ্গে কি সব যাবে শোকে॥
আগে ছড়া সেই দেবে মা, বেশী ভালবাসি যাকে।
ছেলে মেয়ে এগিয়ে এসে, আগুন দেবে এ পাপমুখে॥
এই সব নিয়ে ঘুরে মরি, একবার কি মা ডাকি তোকে।
ললিত ম'লে বাঁচবে সবাই, আর কি তখন খুঁজ্‌বে তাকে॥ ৪০৯॥

প্রসাদি সুর।

তুই কি মা গো এসেছিলি।
ছল ক'রে সব্‌ ভুলিয়ে গেলি॥
বুঝ্‌তে কিছু না পেরে মা, বুঝিয়ে দিতে তোকেই বলি।
ধর্‌তে যদি না পারি মা, তেমন ছলে কি ফল পেলি॥
এমন কপাল আছে কি মা, ভোলাতে যে নিজে এলি।
চাস্‌ কি তুই মা বল্‌না আমায়, আপ্‌না হ'তেই ক'রে চলি॥
নিতে ইচ্ছা হ'য়েছে কি, যে গুলি সব আমায় দিলি।
সেটাও বল্‌না ভাল ক'রে, রাত্‌ ভিখারী কেন হলি॥
ভাব্‌নার উপর ভাব্‌না এনে, রাখ্‌তে চাস্‌ মা আমায় ফেলি
দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত, দেখ্‌বি ও সব যাবে ভুলি॥ ৪১০॥

প্রসাদি সুর ।

ঠকাবি কি এমন ক'রে ।
তুই এলি কি অপর কেউ মা, কেউ কি সে সব বুঝ্‌তে পারে ॥
ভেবে কিছু পাই না যে মা, এতে আমি ধর্‌বো কারে ।
যার ইচ্ছা যা করুক না মা, তাতে ভয় কি খাব তারে ॥
যে ভাবেতে আছি প'ড়ে, তেম্‌নি ভাবেই থাক্‌ব ধ'রে ।
মিছে লোভে ভুল্‌ব না মা, দেখে শুনে শিখেছি রে ॥
কাউকে বেড়া বেন্ধে ভোলাস্‌, কাউকে ঠকাস্‌ মায়া ক'রে ।
ছেলে ঠকাতে ভাল বাসিস্‌, এইটি সবাই বুঝেছি রে ॥
যেমন ভাবে রাখ্‌বি মা গো, তাতেই সুখী হব যে রে ।
ছল্‌ ক'রে তুই নূতন কিছু, কর্‌তে আমার পার্‌বি না রে ॥
ওতে কি আর ভুল্‌বে ললিত, যা ইচ্ছা তাই ক'রে নে রে ।
এখনো কি বুঝ্‌লি না মা, বলেছি তো বারে বারে ॥ ৪১১ ॥

প্রসাদি সুর ।

স্বভাব কারো যায় কি ম'লে ।
এ কথা যে চিরকেলে ॥
স্বভাব যার মা যেমন ধারা, সে যে তেমনি পথে চলে ।
এক্‌বারেতে ছাড়্‌বে সে সব, দেখ্‌তে পাই মা জীবন গেলে ।
কুকাজেতে মত্ত যারা, কভু কি মা যায় গো ভুলে ।
সোজা কথায় বুঝিয়ে দিলেও, বাঁকা ক'রে লয় সে ছলে ॥
কাকের স্বভাব কা কা করে, মরাল হ'তে পায় কি বলে ।
নীচ কি কভু ভাল হ'তে, পেরেছে মা কোন কালে ॥
কি করতে মা পারে ললিত, স্বভাব দোষে দোষী হ'লে ।
তোকেই যে মা ভুগ্‌তে হবে, ছজনাতে কষ্ট দিলে ॥ ৪১২ ॥

প্রসাদি সুর।

এখনো কি দেখ্‌বি না রে।
আর কি বল্‌তে দিন পাব রে॥
অশান্তিতে পূর্ণ জগৎ, শান্তি পাব কেমন ক'রে।
এম্নি ক'রে দিন গেলে মা, কখন আমি ডাক্‌ব তোরে॥
খোষামোদে সুখী সবাই, ভাল কেউ কি দেখ্‌তে পারে।
মনের মত যার হব না, তারই কাছে দোষী যে রে॥
ভাল মন্দ দেখ্‌ব কি মা, চারি ধারে মর্‌ব ঘুরে।
সবাইকে স্থির কর্‌তে গিয়ে, বৃথা এমন দিন গেল রে॥
সংসারেতে প'ড়ে ললিত, এত ধাক্কা খাবে কি রে।
ছেলের কপাল দোষী ব'লে, মা হ'য়ে কি মার্‌বি তারে॥ ৪১৩॥

প্রসাদি সুর।

অবাক হ'লাম দেখে শুনে।
সুস্থির কেউ কি হয় জীবনে॥
গণ্ডগোল সব বাধিয়ে রেখে, কষ্ট দাও এই কাতর জনে।
একটা গেলে অপর আসে, কিসে বল বাঁচি প্রাণে॥
পাঁচ রকমে ঘুরে মরি, স্থির যে নাই মা কোন দিনে।
বিবাদ ঝগড়া লাগিয়ে রেখে, সুখে ভাস আপন মনে॥
মনের শান্তি নষ্ট কর, সকল কথাই জেনে শুনে।
আর যে কষ্ট সয় না মা গো, দেখ একবার নয়নকোণে॥
আপ্‌নার জনেই মন্দ ভাষে, তোমার সকল কাজের গুণে।
আর কত মা সহ্য করি, ভুগ্‌ব কি আর নিশি দিনে॥
চরণতলে স্থান দিও মা, আমায় এখন মানে মানে।
তা হ'লেই যে ললিত বাঁচে, ধ'রে থাক্‌বে নিত্য ধনে॥ ৪১৪।

প্রসাদি স্থর।

বল্‌ব কি আর বাক্ সরে না।
আপ্‌নার বল্‌তে কেউ মেলে না॥
শৈশবেতে ছিলাম ভাল, মনে কিছু ভয় ছিল না।
খেলা ধূলায় দিন যেত মা, হ'তো না যে আর ভাবনা॥
শৈশব ছেড়ে বালক হ'লাম, অপর চিন্তা কৈ ছিল না।
লেখা পড়া ছেলে খেলা, এতেই যে দিন কুলাতো না॥
যৌবনেতে ঢুকে আমি, সংসার নিয়ে পাই যাতনা।
এই সময়ে সব হারালাম, আর যে আমায় কেউ দেখে না॥
ক্রমেতে মা বয়স হ'ল, চিন্তার এখন শ্রোত থামে না।
মরণ হ'লেই শান্তি হয় মা, এত কষ্ট আর সবে না॥
ভার্য্যা ভ্রাতা কন্যা জামাই, আপ্‌নার বল্‌তে কেউ রবে না।
যাকে সন্তোষ না করি মা, করে এখন সেইই তাড়না॥
কখন মা তোমায় ছেড়ে, করি তাদের উপাসনা।
এত ক'রেও দেখ্‌তে পাই মা, তাদের আমি মন পাব না॥
কত দোষে দোষী ললিত, তার যে কিছু ঠিক হ'ল না।
চরণদুটি একবার দে মা, ভাব্‌তে এখন আর পারি না॥ ৪১৫

প্রসাদি স্থর।

আশা ভর্‌সা সব যে যাবে।
কেউ কি কিছু কর্‌তে দেবে॥
এত আশার নিরাশ হ'লে, এ জীবন কি আর মা রবে।
এখান কার সব কষ্ট যত, এ দেহ মা কিসে সবে॥

সকল কষ্টই তুচ্ছ করি, তোমাকে শেষ্ পাব ভেবে।
তুমিও কি ফাঁকী দিয়ে, সকল শেষ্ মা ক'রে নেবে॥
ভাল কথা কেউ বলে না, কষ্ট দিয়ে সুখী হবে।
এত সয়েও তোমায় পেলে, সকল কষ্ট ভুল্‌ব তবে॥
ললিতকে মা দেখ চেয়ে, শেষে কি সে মর্‌বে ডুবে।
তোমার কৃপা হবে যখন, সকল সুখই তখন পাবে॥ ৪১৬॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের মতন কাজ কর না।
লুকো চুরি ক'রে আমায়, দিওনা মা আর যাতনা॥
মা হ'তে যে ছেলের এ প্রাণ, এ কথা মা কে জানে না।
তেমন ছেলের কত কষ্ট, মা হ'য়ে কি তাও দেখ না॥
আপ্‌না হ'তেই দেখ্‌বে মা গো, আছে আমার এই ধারণা।
কুসন্তান কেউ হ'লেও দেখি, মা যে তাতে দোষ ভাবেনা॥
ছেলের দোষ্ যে মায়ে ধরে, এ কথা তো নাই মা জানা।
দেখ্‌তে যদি না পাব মা, বল্‌তে সময় তাও দিলে না॥
এমন দিন কি পেয়ে ললিত, মাকে কষ্ট শোনাবে না।
মায়ের মত মা হ'য়ে শেষ্, আপন ছেলে কৈ রাখ না॥ ৪১৭॥

প্রসাদি সুর।

মা তোকে মন বল্‌তে ধায়।
কত আমায় সইতে হয়॥
সকল কষ্টই সহজেতে, আমার এ ছার প্রাণে সয়।
আপ্‌নার জনে মন্দ বলে, সেইটি আমার বড় ভয়॥

যাদের ভাল চিন্তা করি, তারাই যদি দোষী কয়।
তাতেই যে মা প্রাণের ভিতর, বড়ই সদা দুঃখ হয়॥
যাদের দায়কে হেঁসে আমি, ভাবি যে মা আপন দায়।
তাদের জন্য ভেবে ভেবে, নষ্ট করি সব উপায়॥
এম্নি ধারা আপ্নার নিয়ে, সংসারে দিন কেটে যায়।
আমায় ঘেরে থেকে তারা, সুখের ভাগটি সদাই লয়॥
এই সব কষ্ট পেয়েও ললিত, যদি মা গো তোকে চায়।
মা হ'য়ে কি নিষ্ঠুর হবি, কষ্টে ফেলে রাখ্‌বি তায়॥ ৪১৮॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ যে কাতর মায়ের তরে।
সদা দেখ্‌তে ইচ্ছা করে॥
মনে মনে আশা আছে, শেষেতে মা ভুল্‌বে না রে।
এখন এত সহ্য করি, কেবল যে সেই মায়ের জোরে॥
যা ইচ্ছা তাই বলুক্ সবাই, তাতেই বা কি হ'তে পারে।
যশের আশা নাই যে মনে, ভয় খেতে আর যাব কারে॥
ভাল মন্দ দুটো কথা, সংসারেতে আছে প'ড়ে।
ইচ্ছা মত বলে সবাই, বিচার ক'রে দেখে কি রে॥
মায়ের কাছে দোষী হ'লেই, পড়্‌বে ললিত অনেক ফেরে।
তাই সে সদা হৃদয়মাঝে, মাকে রাখ্‌তে চায় যে ধ'রে॥ ৪১৯।

প্রসাদি সুর।

আঁধার ঘরে পায় কি তোরে।
সেইটি একবার ভাল ক'রে, বুঝ্‌তে আমার ইচ্ছা করে

অন্ধকারে না পেলে মা, এক বারে তুই আসিস্ কি রে।
আলো ক'রে হৃদে ব'সে, মনের আঁধার তাড়াস্ দূরে॥
ক্রমে ক্রমে ধ'রে তোকে, হৃদয়পদ্মে বসাবে রে।
ধীরে ধীরে আলোর প্রকাশ, কৃপা হ'লেই হ'তে পারে॥
অন্তরেতে বসিয়ে তোকে, অন্তরেতেই পূজা করে।
কৃপাদৃষ্টি করিস্ তখন, নইলে ধর্‌তে পার্‌বে না রে॥
ধারণার পথ ধ'রে যে মা, দেখ্‌ব প্রথম অন্ধকারে।
তবে তুই মা সদয় হবি, এইটি আমি বুঝেছি রে॥
আলোয় কি আর পাবে ললিত, সেইটি বুঝিয়ে দে না তারে।
ঐ রাঙ্গাচরণ সকল সময়, থাকৃতে যেন পায় মা ধ'রে॥ ৪২০॥

প্রসাদি সুর।

তোর কৃপা কি আর পাব না।
কিছুরই তোর সীমা নাই যে, এইটি আমার আছে জানা॥
স্থির হ'য়ে যে দেখে তোকে, আমার এখন আশ্ মেটে না।
যে দিন চরণ ধর্‌ব মাথায়, সে দিন যাবে সব যাতনা॥
চুপ ক'রে মা ব'সে থাক্‌লে, আর যে আমার দিন কাটে না।
অমন ক'রে থাক্‌বি কত, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দে না॥
চরণযুগল ভিক্ষা করি, আর যে কিছু নাই কামনা।
মনের কথা জেনে শুনে, করিস্ কেন আর ছলনা॥
দূরে থেকে দেখ্‌ছি তোকে, কাছে যেতে কৈ পারি না।
কেমন ক'রে কাছে যাব, সেইটি যে মা ঠিক হ'ল না॥
কেবলমাত্র চ'কে দেখে, ললিতের এই মন বোঝে না।
এম্‌নি ক'রে আপন ছেলে, মার্‌লে যে তোর সুখ হবে না॥ ৪২১

প্রসাদি সুর।

আবার কি মা আস্‌তে হবে।
শেষ কালেতে আমায় কি মা, এম্নি ধারা কষ্ট দেবে॥
কি দোষ আমার হচ্ছে মা গো, সেইটি তুমি বল্‌বে কবে।
তুমিই কষ্ট দাও যদি মা, সে কষ্ট যে সকল সবে॥
এমন বুদ্ধি নাই মা ঘটে, তোমায় যে মা বুঝে নেবে।
তোমায় বুঝ্‌তে পার্‌লে কি মা, এখনকার সব কষ্ট রবে॥
তুমি কৃপণ থাক্‌লে মা গো, এ অভাগা কোথায় যাবে।
কত রকম ক'রে তুমি, আপন ছেলের মাথা খাবে॥
এমন ধারা নিদয় হ'লে, আসা যাওয়া কৈ ফুরাবে।
যাওয়া আসাই কর্‌বে যদি, কবে ললিত চরণ পাবে॥ ৪২২॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণের ভিতর কেমন করে।
তাই ডাকি মা প'ড়ে প'ড়ে॥
শুন্‌বি কি মা আমার কথা, সেইটি আমায় বলে দে রে।
ভাল যা হয় করি আমি, কষ্ট আর যে সবে না রে॥
সোজা কথায় শুন্‌লে না মা, জোর কর্‌তে যে ছেলেয় পারে।
তোরই ছেলে হ'য়ে আমি, তোকে ভয় আর খাব কি রে॥
কত নিদয় হ'তে পারিস্, দেখ্‌ব সেইটি ভাল ক'রে।
আপন জিনীস্ সবাই চেনে, ভুল্‌বি কি সব আমার তরে॥
কাকে ভয় তুই দেখাস্ এত, বুঝ্‌তে আমি পারি না রে।
তোকে ভয় যে খায় মা সদা, তাকেই ভয় তুই দেখাগে রে॥
তোর কাজেতে অনেক রকম, ললিত এখন শিখেছে রে।
সুখে রাখ্‌লে সুখে থাকে, কষ্ট দিলেই কষ্টে ঘোরে॥ ৪২৩॥

প্রসাদি সুর।

মন খুঁজিস কি ঘরে ঘরে।
অন্ধ তুই কি শেষ্ হলি রে॥
আঁধার ঘরে দেখ্‌বি কি বল্, আপনি এখন মর্‌বি ঘুরে।
ভিতরেতে কি যে আছে, কেউ কি তোকে বলেছে রে॥
অন্ধকারের মাঝেতে মন, খুঁজে খুঁজে বেড়াস্ যাঁরে।
দেখ্‌না তাঁকে নয়নভ'রে, সর্ব্ব ঘটেই বিরাজ করে॥
সকলেতেই আছেন তিনি, মন বাণীর অগোচরে।
সহজে কি বোঝা যাবে, বুঝ্‌লে তোর আর ভাব্‌না কি রে॥
তোর ঐ আঁধার ঘরের ভিতর, আপন মাকে রাখ্‌না ধ'রে।
মায়ের জ্যোতিঃ প্রকাশ হ'লে, অন্ধকার সব যাবে দূরে॥
আলোর নইলে বুঝ্‌বি কি মন, ললিত মা মা বল্‌ছে কারে।
দেখ্‌বি যখন বুঝ্‌বি তখন, এখন কি আর বল্‌ব তোরে॥ ৪২৪॥

প্রসাদি সুর।

পার হ'তে তুই মর্‌বি ডুবে।
তখন কি তোর কষ্ট সবে॥
পারের উপায় নাই যে শেষে, সেইটি এখন বুঝ্‌তে হবে।
অকুল দেখে ভাব্‌তে গেলেই, যম্ যে টিকি ধ'রে নেবে॥
মনের মত ভেলা পেলে, অকুলেতে ভয় কি রবে।
এখন থেকে পারের উপায়, কর্‌লে পারে যেতে পাবে॥
সম্বল কি তোর আছে ঘটে, সেইটি একবার দেখ্‌না ভেবে।
বোঝা বয়ে দিন গেল তোর, দেখ্‌তে সময় পাবি কবে॥
হিসাবেতে বাকী হ'লে, ললিত কাকে ধর্‌তে যাবে।
যত দিন না মিল্‌বে সকল, কেউ কি পারে যেতে দেবে॥ ৪২৫॥

প্রসাদি সুর।

তোমার ভাল হয় মা যাতে।
জীবের তাতে ভাল হয় কি, কেউ পারে না বুঝিয়ে দিতে॥
কোন্ কাজটি মা ভালবাস, পারি না যে জেনে নিতে।
আপনি বুঝিয়ে দেবে যাকে, সেই যে দেখি মজে তাতে॥
কাজের ঠিক না হ'লে মা গো, অনেক দেরী তোমায় পেতে।
তোমায় ধর্‌তে না পেরে মা, যমের বাড়ী হয় যে যেতে॥
বাবার আজ্ঞা মত সবাই, চলে দেখি এক মনেতে।
তাতেও যদি বিঘ্ন হয় মা, উপায় নাই যে কোন মতে॥
ললিতকে মা গোলে ফেলিস্, কেবল বুঝি মাথা খেতে।
এত গোলে প'ড়ে থেকে, পার্‌বে কি সে আপন হ'তে॥ ৪২৬॥

প্রসাদি সুর।

তোকে দেখ্‌ব কেমন ক'রে।
যার কাছে যাই সেই যে দেখি, নূতন উপায় বলে যে রে॥
কি জানি মা কেমন ক'রে, তোর ছেলে সব তোকে ধরে।
সোজা ভাবে যেমন জানি, তেম্নি যে মা ডাকি তোরে॥
মনের ভ্রমে ছুটোছুটি, ক'রে শেষে মর্‌ব কি রে।
আঁধার হ'লেই ভয় খেয়ে মা, মরি কেবল ঘুরে ঘুরে॥
মায়ের কাছে যাবে ছেলে, কিসে এতে গোল হবে রে।
সহজেতে কেউ কি মা গো, সেইটি এখন বুঝ্‌তে পারে॥
অপর উপায় থাক্‌লে এখন, ললিত কি মা তোকে ধরে।
ডাক্‌বার উপায় জান্‌লে মা গো, শেষেতে ভয় খেতো কারে॥ ৪২৭

প্রসাদি সুর।

মা গো ফাঁকী আর দিও না।
ফাঁকী দিয়ে ফল পাবে না ॥
তুমি ফাঁকী দিতে গেলে, অনেক যে মা পাই যাতনা।
যতই কষ্ট দাও মা আমায়, ভুলে থাকৃতে আর পারি না ॥
কেমন ক'রে ডাকৃব তোমায়, ব'লে এখন কেউ দেবে না।
মা মা ব'লে ডাকৃতে জানি, আর যে কিছু কাজ জানি না ॥
তোমার চরণতলে প'ড়ে, আর যে কাকেও মন ভাবে না।
যা ইচ্ছা তাই কর আমার, ফাঁকে যেন শেষ্ পড়ি না ॥
কুপুত্র যে ললিত তোমার, তাকে যেন শেষ্ ভুল না।
তোমার চরণ ছাড়া মা গো, তার যে কিছু নাই কামনা ॥ ৪২৮ ॥

প্রসাদি সুর।

কাটানা দিন দুর্গা ব'লে।
পাবি মাকে সময় কালে ॥
সকল আশা ছেড়ে দে মন, নিষ্কামেতে যা না চ'লে।
শমন কে তোর ভয় কি আছে, ভবের খেলা ফুরিয়ে এলে ॥
ভবসাগর দেখে শেষে, ভাবিস্ না তুই মনের ভুলে।
দুর্গা নামের ভেলা বেঁধে, পার হ'য়ে যা অবহেলে ॥
দুর্গতিনাশিনী মাকে, ডাকৃরে একবার হৃদয় খুলে।
অকাতরে চতুর্ব্বর্গ, ফল পাবি মন করতলে ॥
তেজোরূপে মাকে আমার, হৃদয়মাঝে দেখ্‌না জ্বলে।
এম্নি জ্যোতির্ম্ময়ী থাকিস্, ললিত অবসন্ন হ'লে ॥ ৪২৯ ॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌না রে মন দিবানিশি।
সেই করালবদনা এলোকেশী॥
কালী কালী ব'লে মুখে, দিন কাটা না হাঁসি হাঁসি।
সেই নামের গুণে এ দেহের পাপ, নাশিবে যে রাশি রাশি॥
সংসারের সব শাসন দেখে, কেন রে মন ভাবিস্ বসি।
সকল কষ্টের মূল হ'য়ে ঐ, আছে দেখ্ না সর্ব্বনাশী॥
শিবহৃদি সরোবরে, নীল কমল ঐ ভাস্‌ছে আসি।
উলাঙ্গিনী হ'য়ে নাচে, লজ্জাহীনা ঐ ষোড়শী॥
চারি হাতে শোভিছে দেখ, বর অভয় আর মুণ্ড অসি।
চরণ বেড়ে নূপুর বাজে, হের মন ঐ পূর্ণ শশী॥
মাকে তোর ঐ দেখে ললিত, ছেড়ে দে সব দ্বেষাদ্বিষী।
ঐ চরণে ব'সে পাবি, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ ৪৩০॥

প্রসাদি সুর।

আয় মা আমার প্রাণ জুড়াবি।
এই যে পোড়াহৃদয়কে মা, শীতল এখন ক'রে দিবি॥
এ পাপ দেহের মাঝে মা গো, অন্ধকার সব দেখ্‌তে পাবি।
তোর ঐ জ্যোতির প্রকাশ হ'লে, সব যে আলো ক'রে নিবি॥
হৃদয়পদ্মে আসন আছে, তাতে তুই মা ব'সে যাবি।
তোর চরণে স্থান দিয়ে মা, মনের মত মা টি হবি॥
অনেক কথা বল্‌বার আছে, বল্‌তে আমায় সময় দিবি।
অবিচারে মার্‌লে শেষে, পাঁচের কাছে দোষ যে পাবি॥
তুই ছাড়া যার উপায় নাই মা, তার কেন শেষ্ মাথা খাবি।
কুপুত্র এই ললিত যে তোর, তার এ জীবন কেন নিবি॥ ৪৩১॥

প্রসাদি সুর।

বল্ মা এখন যাবি কোথা।
দেখ্‌না চেয়ে নয়নকোণে, কেউ যে নাই মা হেথা সেথা॥
নিজগুণে যে ধন দিলি, সে সব দেখি হ'ল বৃথা।
তোর এই ভব চক্রে প'ড়ে, লব কি শেষ্ ঝুলি কাঁথা॥
একবার বল্‌লে বুঝ্‌তে পারি, কেন এ ধন দিলি হেথা।
কঠিন শাসন কর্‌বি যদি, সুখে কেন রাখিস্ বৃথা॥
তুইই মাতা তুইই পিতা, সার হ'ল যে শাস্ত্রের কথা॥
তোরই হাতে কষ্ট পেয়ে, কত আমি ঘুর্‌ব হেথা॥
ললিতের এই দুঃখ দেখে, পাস্‌নি কি মা মনে ব্যথা।
এম্নি ক'রে শেষ কালেতে, খাবি আপন ছেলের মাথা॥ ৪৩২॥

প্রসাদি সুর।

আর কি মনের সে দিন আছে।
সেই হারানিধি মা পেয়েছে॥
কাউকে ভয় আর খাবে কেন, ভয়ের কি আর পথ রয়েছে।
মায়ের কোলে ব'সে থেকে, ভয়কে সব যে দূর ক'রেছে॥
দেখ্‌না রে মন মাকে এনে, এই হৃদয়মাঝে বসায়েছে।
ঐ অকূল পাথার ভবসাগর, পারের উপায় সব বুঝেছে॥
দিনে রাতে সকল সময়, বুকের মাঝে মা পেয়েছে।
অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে, মায়ের যুগল পা ধরেছে॥
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে, কত কষ্টে দিন কেটেছে।
সেইটি এখন ভেবে দেখি, অসার ছাড়্‌তে স্থির করেছে॥
সাত কুঠারীর ভিতর মাকে, রেখে তবে স্থির হয়েছে।
দুর্গা ব'লে ললিত এখন, ঘরের নটি দ্বার বেঁধেছে॥ ৪৩৩॥

প্রসাদি সুর।

কালী নামের গুণ যে কত।
দিন পেলে মন বুঝবি যত॥
কালী কালী বল্‌লে সদা, দূরে পালায় রবিসুত।
ভবসাগর পারের ভেলা, পাবি তুই শেষ মনের মত॥
এ পাপদেহমুক্ত হ'য়ে, কৈবল্য সব পাবি যত।
মায়ামোহ নষ্ট হবে, হ'লে মায়ের অনুগত॥
ভক্তিভরে ডাক্‌না মাকে, ভুলে তুই মন থাক্‌বি কত।
কপট ভক্তি কর্‌তে গেলে, আপনা হ'তে হবি হত॥
আদ্যাশক্তি রূপেতে মা, ঘোরেন ভবে দেখ্ সতত।
কেবল কালী নামের গুণে, মা যে কোলে করেন স্নুত॥
বাসনা সব ছেড়ে দে মন, কালী বল্‌না অবিরত।
ললিতের মন সদা যেন, থাকে মায়ের পদাশ্রিত॥ ৪৩৪॥

প্রসাদি সুর।

শান্তি দে মা এই জীবনে।
কত সহ্য কর্‌ব প্রাণে॥
সহ্য কর্‌তে এসেছি মা, সহ্য কর্‌ব ইচ্ছা মনে।
বেশী কষ্ট পেলে আমি, জানাই যে মা ঐ চরণে॥
সকল আশা ত্যাগ ক'রে মন, তোরই আজ্ঞা সদাই মানে।
কৃপাদৃষ্টি কর্ না এখন, একবার এই মা কাতরজনে॥
অশান্তিতে জীবন গেল, দেখ্‌না মা গো নয়নকোণে।
মনের কথা বলি তোকে, এমন সময় দিস্ না কেনে॥
ললিতকে তুই ঘুরিয়ে মারিস্, সকল কথাই জেনে শুনে।
এম্নি ক'রে দিন কি যাবে, রাখ্‌বি না কি কৃপাদানে॥ ৪৩৫

প্রসাদি সুর।

সার ভাব মন ধ্যান ধারণা।
মিছে কেন পাও যাতনা ॥
হৃদয়মাঝে পদ্মাসনে, বসিয়ে মায়ের রূপ ভাবনা।
যেমন ইচ্ছা তেম্‌নি পাবে, তাতে কিছু গোল হবে না ॥
ধ্যানের মত রূপ্‌টি ভেবে, ধর্‌তে মাকে ভুল ক'র না।
গুরুর আজ্ঞা শুনে চল, নৈলে তোমার মা পাবে না ॥
মনোময় প্রতিমা গ'ড়ে, ইচ্ছাসুখে দাও গহনা।
প্রাণ খুলে মন সাজিয়ে নিতে, দেখ যেন শেষ্‌ ভুল না ॥
অন্তরেতেই পূজা কর, নৈলে কিছু ফল হবে না।
ষড় রিপু্‌ বলি দিয়ে, কর দেখি মার্‌ সাধনা ॥
এক মনেতে কর্‌বে পূজা, ছেড়ে দেবে সব কামনা।
তবেই ললিত চরণ পাবে, তোমাকে মার্‌ ভুল হবে না ॥ ৪৩৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কাকে আমি ধর্‌ব শিবে।
তুমিও যদি এমন ক'রে, আমায় এখন ফাঁকী দেবে ॥
এখন যারা ঘরে আছে, তারাই কষ্ট দেয় মা ভবে।
এ পাপ জীবন শেষ হ'লে মা, অন্ধকারে মর্‌তে হবে ॥
যত দিন এই সুখ আছে মা, তত দিন যে সবাই রবে।
কষ্ট আমার আস্‌বে যখন, তখন ভাগ আর কেউ কি লবে ॥
ওষ্ঠাগত প্রাণ হ'ল মা, সারাদিন যে ভেবে ভেবে।
আর কত মা ভাব্‌ব আমি, এই বারেতে জীবন যাবে ॥
সুখ দুঃখ সকল মা গো, সেই দিন পোড়া প্রাণে সবে।
যে দিন তোমার কাছে ব'সে, ললিত সকল বল্‌তে পাবে ॥ ৪৩৭

প্রসাদি সুর।

কাল দুরন্ত আস্‌ছে ধেয়ে।
মনে হ'লেই কাঁপি ভয়ে॥
কালের জন্য কাতর হ'য়ে, কত আমি থাক্‌ব সয়ে।
কালের যে কাল সেই মহাকাল, মা তোর পদতলে শুয়ে॥
ফাঁক কিছু মা পেলেই দেখি, যাবে যে কাল আমায় নিয়ে।
মনের সুখে হাঁস্‌বে ব'সে, আমায় অনেক কষ্ট দিয়ে॥
কঠিন বোঝা মাথায় রেখে, ফেলেছিস্ মা আমায় দায়ে।
বোঝার জ্বালায় কাতর আমি, দিন যে ক্রমে যায় মা বয়ে॥
এখন সাহস কৈ মা আমার, আছিস্ যে তুই নিদয় হ'য়ে।
বোঝা নাম্‌লে তোর কাছে মা, মনের কথা বল্‌ব যেয়ে॥
একবার কৃপা ক'রে মা গো, আপন ছেলে দেখ্‌না চেয়ে।
ললিত যে মা প্রাণে বাঁচে, চরণতলে বসে গিয়ে॥ ৪৩৮॥

প্রসাদি সুর।

বল্ মা আমি ঘুর্‌ব কত।
আমায় একবার দেখ্‌না চেয়ে, ঘুরে ঘুরে হই যে হত॥
দিবা রাত্র ঘুরি যে মা, স্থির হ'তে কৈ পারি না ত।
যাতনাতে কাতর হ'য়ে, ডাকি তোকে অবিরত॥
মায়াতে মা অন্ধ হ'য়ে, বিপথেতে ভ্রমি যত।
আশায় নিরাশ ক'রে আমায়, পাগল সাজিয়ে রাখ্‌লি এত॥
যত তোকে ধর্‌তে যাই মা, কষ্ট আমি পাই গো তত।
কষ্টের স্রোত মা থামে না যে, দিন্‌তো আমার হচ্ছে গত॥
কৃপা কর্‌তে কৃপণ কেন, ললিত যে তোর অনুগত।
চিরদিনই প'ড়ে আছে, হ'য়ে মা তোর পদাশ্রিত॥ ৪৩৯॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌ব কি আর মন লাগে না।
কষ্টের যে আর শেষ হ'ল না॥
মিছে কাজে কষ্ট পেলে, মন যে আমার স্থির থাকে না।
ভ্রমে ফেলে ভোগাস্‌ আমায়, সেইটি আমার মূল যাতনা॥
মন্‌কে বাধ্য কর্‌তে গেলে, সে যে আমার বশ রবে না।
তোকে ডাক্‌তে বসি যখন, অনেক রকম হয় ভাবনা॥
আগে পিছে কষ্ট ঘোরে, কষ্টের যে মা স্রোত থামে না।
সময় পেলেই মা মা বলি, তাতে কৈ তো ভুল করি না॥
সংসারে সুখ আছে কোথা, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দে না।
খুঁজে খুঁজে ম'লাম যে মা, আমার ভাগ্যে সুখ মেলে না॥
পরের দায়ে ঘুরে মরি, নিজের জন্য কৈ ভাবি না।
এম্নি করেই মর্‌বে ললিত, শেষের উপায় আর হবে না॥ ৪৪০॥

প্রসাদি সুর।

সকল কথাই ভুলিয়ে দিলি।
এম্‌নি ক'রে প্রাণে মেলি॥
সুধামাখা মা মা বুলি, তুই যে আমায় শিখিয়েছিলি।
এখন কি মা সময় পেয়ে, সে সব কথা ভুলে গেলি॥
সকল কথাই জেনে শুনে, দোষী আমায় করে নিলি।
পোড়া কপালদোষে দেখি, এখন আবার নিদয় হলি॥
আমার হৃদয়মাঝে ব'সে, সকল কাজ যে তুই করালি।
তবে দোষী করিস্‌ কেন, সোজা পথ যে সব ভুলালি॥
বল্‌ দেখি মা আমায় নিয়ে, কেন এমন খেল্‌তে গেলি।
কাউকে যে আর জানি না মা, মনের দুঃখ কাকে বলি॥
ললিত কি তোর ছেলে নয় মা, তাকে যে তুই কষ্ট দিলি।
এম্‌নি ক'রে জীবন গেলেও, ছাড়্‌বে না সে মা মা বুলি॥ ৪৪১

প্রসাদি সুর।

আপ্‌নি ছাড়্ মা মিছে জারি।
সংসারেতে ভুগে ভুগে, বোঝাতে কি তোকে পারি ॥
কত গোলে প'ড়ে আছি, দেখ্‌না একবার বিচার করি।
আপন্ চ'ক্ষে দেখ্‌লে আমায়, হেথা কি আর কাউকে ডরি
পরের কাজে ঘুরে ঘুরে, দেখ্‌না মা গো প্রাণে মরি।
দিনান্তে যে ডাক্‌ব তোকে, এমন সময় কৈ শঙ্করি॥
বাধা বিঘ্ন বিপদ যে মা, সংসারেতে আছে ভারি।
যত বিপদ আসুক না মা, তোকেই ডেকে সকল সারি ॥
সকাল হ'তে উঠে আমি, বৃথা কাজে কেবল ঘুরি।
তাতেও দেখ্ মা জাগা ঘরে, ছজনাতে কর্‌ছে চুরি॥
এমন সাধ্য কৈ আছে মা, ভাল ক'রে তোকে ধরি।
এত কষ্ট ললিত পেলে, তোকেই দূষ্‌বে শুভঙ্করি ॥ ৪৪২ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার তুই এ কি হলি।
এ কি রূপ তুই ধর্‌তে গেলি॥
অমন রূপ তোর দেখে মা গো, স্ত্রী বলি কি পুরুষ বলি।
প্রকৃতি পুরুষ দুইই যে তুই, সেইটি কি মা বুঝিয়ে দিলি॥
আধ হর আর আধ তুই মা, কখন এমন হ'য়ে ছিলি।
যুগল রূপ তোর দেখে আমি, আপনা আপনি যাই যে ভুলি ॥
কোন্ রূপ্‌টি তোর দেখ্‌ব আমি, কেন এমন গোল বাধালি
বর্ণ ভেদের বুঝ্‌ব কি মা, দুয়েতেই যে মন ভুলালি॥
উভয়চরণ অতিশীতল, অপরূপ এই রূপ দেখালি।
আমার সাধ্য নাই যে মা গো, রূপের গুণ তোর সকল বলি॥
যুগল রূপে ব'সে তুই মা, হৃদয় আলো ক'রে দিলি।
একেতে দুই পায় যেন শেষ, ললিত যখন যাবে চলি ॥ ৪৪৩

প্রসাদি সুর।

জীবন গেলেও ভ্রম যাবে না।
মন যে আমার স্থির হবে না॥
যে সব ভ্রমে প'ড়ে থেকে, এত এখন পাই যাতনা।
তুই না দেখ্‌লে দেখ্‌বে কে মা, আর যে আমায় কেউ দেখে না॥
নিজের কাজ তুই নিজেই বুঝিস্, পরে বুঝ্‌তে কেউ পারে না।
কাজের কথা থাকুক্ দূরে, তোকেই যে মা কেউ বোঝে না॥
সবাইকে মা ভুলিয়ে রাখিস্, কাউকে যে তুই চোক্ দিলি না।
চোক্ পেলে মা দেখ্‌তো তোকে, ফাঁকী দেওয়া আর হ'ত না॥
হৃদয়মাঝে আসিস্ যখন, ভাবি যেতে আর দেব না।
অম্‌নি লুকিয়ে পড়্‌লি কোথা, খুঁজে তোকে আর পাব না॥
এম্‌নি খেলা খেলিস্ তুই মা, সাম্‌লে চল্‌তে কেউ পারে না।
ললিত যে তোর পদাশ্রিত, ফাঁকী দিলে তার চলে না॥ ৪৪৪॥

প্রসাদি সুর।

এই আমার মা ব'সে ছিল।
বল্ দেখি মন কোথায় গেল॥
বুঝে একবার দেখ্‌নারে মন, কার দোষেতে এইটি হ'ল।
পাঁচ রকমে ঘুরে বেড়াস্, তাতেই যে এই ফল ফলিল॥
অন্ধকারে থাক্‌বি প'ড়ে, কে বাঁচাতে পার্‌বে বল।
সময় ফেরেই কত রকম, এখন ব'সে ভুগ্‌তে হ'ল॥
সোজা কথা বুঝ্‌লি না মন, মায়ের ছলেই গোল বাধিল।
ছল ক'রে মা ঠকিয়ে দিয়ে, বিফল যে সব ক'রে দিল॥
সঙ্গদোষে প'ড়ে শেষে, হতভাগা ললিত ম'ল।
আর কি বেশী সময় আছে, দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল॥ ৪৪৫॥

প্রসাদি সুর।

কাকেই বল্ মা দোষী করি।
আপনার দোষেই আপনি মরি॥
যে সব কর্ম্মকরি আমি, ফলের ভাগী হই যে তারি।
সে সব কর্ম্মের ফল ভুগে মা, তোকেই আমরা দোষী করি॥
সুমতি কুমতি দুয়ে, সময় পেলে কর্ছে জারি।
কুমতির হাত এড়িয়ে মা গো, কেউ কি আমরা যেতে পারি
প্রলোভন সে অনেক দেয় মা, মন্কে রক্ষা কিসে করি।
তোর কটাক্ষে সকল হয় মা, এইটি জানি রাজকুমারি॥
বোকা মন্কে বোঝাই কত, কভু করি জোরা জুরি।
ফাঁক পেলেই সে পালায় ছুটে, আপ্নি বোকা হ'য়ে মরি॥
উপায় কিছু জানি না মা, রয়েছি তোর আজ্ঞাকারী।
শেষের দিনে ভুলিস্ না মা, ললিতকে দিস্ চরণতরি॥ ৪৪৬॥

প্রসাদি সুর।

মা অনন্ত কেন হ'লি।
অনেক মনের দুঃখে বলি॥
আমার যেমন সাধ্য আছে, তেম্নি ভাবে সদা চলি।
অনন্ত রূপ দেখ্ব আমি, এমন সাধ্য কৈ মা দিলি॥
সকল দিকেই তোকে দেখি, সকল রূপই ধ'রেছিলি।
অনন্ত তুই হ'য়ে মা গো, সকলেতেই গোল বাধালি॥
এক মা আমার এত রূপে, কেন তুই মা সাজ্তে গেলি।
এ আবার এক খেলা ক'রে, ছুটোছুটি করিয়ে মেলি॥
কেমন ক'রে পাব তোকে, জান্লে কি আর রাস্তা ভুলি।
এক হ'য়ে তুই আয় না মা গো, ললিত আছে হৃদয় খুলি॥ ৪৪৭॥

প্রসাদি সুর।

মন জেনেছে তুই মা কেমন।
বল্‌বে কি সে কর্‌লে যতন ॥
তোর কথা সব ভাল ক'রে, বল্‌বে কে মা মনের মতন।
হারানিধি পেলাম যদি, মন যে আমার কর্‌লে হরণ ॥
মনের দোষেই ভুলে থাকি, পারি কি মা কর্‌তে স্মরণ।
বৃথা কাজে ঘুরিয়ে মারে, তাতেই বুঝি যায় এ জীবন ॥
মন্‌কে বাধ্য কর্‌তে গেলে, সেই যে আমায় করে তাড়ন।
এমন ক'রে কষ্ট পেলে, আশা আমার হয় কি পূরণ ॥
কি দোষেতে দোষী ললিত, পাবে না যে তোর ঐ চরণ।
দেখ্‌বি কি মা শেষের দিনে, যে দিন কালে কর্‌বে গ্রহণ ॥ ৪৪৮ ॥

প্রসাদি সুর।

আজীবন কি কষ্টে যাবে।
সুখ যে আমার নাই মা ভবে ॥
জন্মাবধি কষ্ট পেয়ে, ম'লাম যে মা ভেবে ভেবে।
ক্রমে যে দিন ফুরিয়ে এল, আর আমায় মা দেখ্‌বি কবে ॥
জানি না যে কখন আমায়, এ সব ছেড়ে যেতে হবে।
যম এসে মা ধর্‌বে যখন, কেউ কি আমায় থাকৃতে দেবে ॥
কত কষ্ট পেতেছি মা, সেইটি কি তুই দেখ্‌বি শিবে।
একবার দেখ্‌না কৃপা ক'রে, তা হ'লে মা কষ্ট সবে ॥
ললিত যত কষ্ট পায় মা, তত দুঃখ কেউ কি পাবে।
এমন ধারা কপাল মন্দ, কখন কি কারো হবে ॥ ৪৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

মা হ'য়ে কি ওরূপ ধরে।
তোকে আমি দেখ্‌তে গেলেই, অন্ধ হ'য়ে পড়ি যে রে॥
রূপের ছটায় চক্ষু যে যায় মা, দেখ্‌ব তোকে কেমন ক'রে।
প্রাণের ভিতর হাঁপিয়ে মরি, তোর তাতে মা ক্ষতি কি রে॥
তোকে দেখ্‌লে যে সুখ পাব, তুই তো সেটি বুঝ্‌বি না রে।
বল্‌লে পরেও শুনিস্ না মা, দুঃখ আমার বল্‌ব কারে॥
তুই মা আমার কেমন ধারা, রূপ দেখে কে বুঝ্‌তে পারে।
কোমল রূপ তোর দেখিয়ে আমায়, অন্তর শীতল ক'রে দে রে
ক্রমে ক্রমে জ্যোতি এলে, অন্ধ কর্‌বে কেমন ক'রে।
তখন তোকে দেখ্‌তে পেয়ে, ললিতের ভয় যাবে দূরে॥ ৪৫০।

প্রসাদি সুর।

কুল ছেড়ে মা অকুল ধরে।
শেষের জন্য সবাই মরে॥
চারি ধারে ঘেরেছিস্ মা, সবাই কে যে মায়া ক'রে।
সে মায়া সব কাটিয়ে মা গো, উপায় কেউ কি কর্‌তে পারে॥
লুব্ধআশায় প'ড়ে এখন, অন্ধের মত সবাই ঘোরে।
কালের জন্য ভয় খেয়ে সব, ছুটাছুটি ক'রে ফেরে॥
অভয় যদি দিস্ মা সবে, কাউকে ভয় আর খাব না রে।
তোকে ডেকে বিফল হ'লেই, পথ ছেড়ে বিপথে মরে॥
অবোধ যারা তোর ঐ লীলার, মর্ম্ম সকল বুঝ্‌বে কে রে।
একে নির্ভয় কর্‌লে পরেই, ভয় যে সকল যেত দূরে॥
ভাল ক'রে বুঝ্‌লে তোকে, ললিত এত ভুগ্‌ত না রে।
শেষের দিনে তোর ঐ চরণ, ধর্‌ত সে যে আপন জোরে॥ ৪৫১॥

প্রসাদি সুর ।

সুখের আশা করিস্ না রে ।
মাইই যখন তোকে এখন, ভোগায় এত ছলা ক'রে ॥
ছয়ের গুঁতো খাবি যে মন, সে কথা আর নূতন কি রে ।
এখনো তুই ভুগ্‌বি অনেক, কে তোকে বল্ রাখ্‌তে পারে ॥
কুকর্ম্ম যা করেছিস্ মন, ভুগ্‌ছিস্ এত তারই তরে ।
প্রাণ বাঁচান ভার হবে তোর, মর্‌বি কেবল ঘুরে ঘুরে ॥
আসা যাওয়া ঘুচ্‌বে না শেষ্, কেমন ক'রে যাবি পারে ।
মিছে কাজ সব নিয়ে এখন, এমন দিন তোর ফুরাল রে ॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌লে পরেও, সে কথা মা শুন্‌বে কি রে ।
আপ্‌নার দোষে আপ্‌নি মলি, শত চেষ্টায় কি হবে রে ॥
বৃথা তোর এই জনম্ গেল, কাজ কিছু তোর হলো না রে ।
এইটি কেবল করিস্ ললিত, থাকিস্ তোর ঐ মাকে ধ'রে ॥ ৪৫২ ॥

প্রসাদি সুর ।

কারো কি মা সুখ হয়েছে ।
কেউ কি হেথা তোয় পেয়েছে ॥
যেতে আস্‌তে কষ্ট পাই মা, তাতেও কৈ আর সুখ রয়েছে ।
দুঃখ ভোগ সব ক'রে এখন, কষ্টেতে দেখ দিন কেটেছে ॥
রঙ্গরসে মত্ত হ'য়ে, আমার পোড়া মন ভুলেছে ।
বাহ্য আমোদ নিয়ে মা গো, কর্ত্তব্য কাজ সব ছেড়েছে ॥
কর্ম্ম দোষে দেখি যে মা, এখন এত ভোগ হ'তেছে ।
কুল কিনারা পাব কিসে, এ ভোগের মা শেষ কি আছে ॥
আশ্রয় পাবার আশে যে মন, সাম্‌নে যা পায় তাই ধরেছে ।
কপাল আমার এম্‌নি দোষী, তাও যে শেষে হারাতেছে ॥
আশায় নিরাশ হ'য়ে এখন, প্রাণের দায়ে ভয় পেয়েছে ।
তোর ঐ যুগল চরণ ধ'রে, ললিত কেবল প'ড়ে আছে ॥ ৪৫৩

প্রসাদি সুর।

দিনান্তে যে ডাকি তোরে।
তাও কি তুই মা ভাল ক'রে, ডাক্‌তে আমায় দিবি না রে॥
ডাক্‌তে গেলেই কত রকম, ফেলিস্‌ আমায় ভাবনার ফেরে।
সুখী কি তুই হ'স্ মা তাতে, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দে রে॥
একে অনন্ত হ'য়ে আছিস্, ঠিক্ কে তোর মা পেতে পারে।
তাতে আবার ঘুরিয়ে মেলে, ধর্‌ব তোকে কেমন ক'রে॥
যে ভার আমায় দিয়েছিস্ মা, তাতেই কাতর হ'য়েছি রে।
স্থির হ'তে যে সময় নাই মা, দেখ্‌না সদা মরি ঘুরে॥
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, শেষের উপায় কর্‌তে দে রে।
তোর সাহসে সাহস ক'রে, ললিত কেবল আছে প'ড়ে॥ ৪৫৪॥

প্রসাদি সুর।

অভাগা সুখ পাবে কোথা।
সুখের আশা করা বৃথা॥
কোথাও সুখ মা দেখ্‌তে পেলে, দৌড়ে যদি যায় মা তথা।
কপালের দোষ এম্‌নি দেখি, দুঃখের ভাগী হয় যে সেথা॥
সুখী হ'তে চেষ্টা পেলেও, উল্টে অনেক পায় সে ব্যথা।
সোজা পথে চল্‌তে গেলে, আপ্‌নি বেঁকে যাবে বৃথা॥
ভাবনাতেই যে প্রাণ যাবে মা, এ কষ্ট কি বল্‌বার কথা।
দিনে দিনে দুঃখ বেড়ে, অবশেষে খাবে মাথা॥
এক দিনও কি ললিত তোর মা, সুখে থাকৃতে পেলে হেথা।
বিষয় বৈভব ছেড়ে মা গো, ভাল যে তার ঝুলি কাঁথা॥ ৪৫৫॥

প্রসাদি সুর।

যেতে তোকে আর দেব না।
লুকোচুরি আর হবে না॥
যেমন ভাবে আছিস্ মা গো, তেম্‌নি ভাবে ব'সে র না।
সদা দেখ্‌তে পেলেও তোকে, আমার যে মা আশ মেটে না॥
বারে বারে পালাস্ দেখে, মনে বড় হয় ভাবনা।
আবার তুই মা পালিয়ে যাবি, প্রাণে সেটি আর সবে না॥
অবিচ্ছেদে ধ'রে থেকে, কর্‌বো যে তোর নাম সাধনা।
ঐ নামের গুণ তোর থাকে যদি, লুকিয়ে থাক্‌তে আর পাবি না॥
একবার স্থির তুই হনা মা গো, ভাল ক'রে ধর্‌তে দে না।
কেমন মা তুই দেখ্‌ব তখন, কত কর্‌তে চাস্ ছলনা॥
তাড়াতাড়ি কর্‌তে গিয়ে, ললিত এত পায় যাতনা।
এখন সে মা সব বুঝেছে, তোর কথাতে আর ভোলে না॥ ৪৫৬॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রমের সময় কেউ কি শোনে।
জেনে শুনেও অন্ধ হ'য়ে, ঘুরে বেড়ায় নিশি দিনে॥
মন যে মায়ায় মুগ্ধ আছে, শেষের কষ্ট সকল জানে।
একবার যেটা ভুগেছে মা, সে সব এখন নাই কি মনে॥
যা কিছু এই দেখ্‌ছে তবু, আপনার ব'লে নিচ্ছে টেনে।
পাপ যে কত কর্‌ছে এসে, সংখ্যা তার মা হয় না গুণে॥
এখন কেন ডাক্‌বে তোকে, ভয় যে কিছু নাই মা প্রাণে।
কাল্ যে ক্রমে আস্‌ছে কাছে, সে কথা কি এখন মানে॥
সকল আশাই বিফল হ'ল, মনের গতি দেখে শুনে।
অবশ হ'য়ে পড়্‌ব কি মা, আমার সেই যে শেষের দিনে॥
এমন মনকে নিয়ে ললিত, স্থান কি পাবে তোর চরণে।
আপ্‌নি কৃপা ক'রে মা গো, দেখিস্ শেষে নয়নকোণে॥ ৪৫৭

প্রসাদি সুর।

ভ্রমের সময় সবাই বাড়ে।
আপ্‌নি অন্ধ হ'য়ে পড়ে॥
কোন কথাই শুন্‌বে না মা, ভূত যে তখন চাপে ঘাড়ে।
আপন মনেই মত্ত থাকে, ভাল কথায় উঠ্‌বে তেড়ে॥
দোষ সকল তার দেখিয়ে দিলে, তখনকার চাল কেউ কি ছাড়ে।
যা করে মা সেইটি ভাল, বাধা পেলেই যায় যে বেড়ে॥
ঘোরা ফেরায় দেখি যে মা, বেড়ায় যেন হাতী চ'ড়ে।
সুবুদ্ধি সব পালায় ছুটে, কুবুদ্ধি সব আসে তেড়ে॥
তাদের উপায় আগে কর্ মা, আছিস্ তো তুই চাক্‌লাজুড়ে।
জেনে শুনেও অন্ধ ক'রে, সকল সুখ যে নিলি কেড়ে॥
কত খেলা বল্ দেখি তোর, দেখ্‌বে ললিত বারে বারে।
কলুর বলদ করে যেন, ঘোরাস্ এখন নাক্‌টি ফুড়ে॥ ৪৫৮॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের চরণ মন ভাব রে।
বৃথা কেন দিন যাবে রে॥
অন্তরেতে লক্ষ্য রেখে, ধর্‌বে মাকে ভাবনা কি রে।
মিছে কাজে কাজ হারালে, শেষের দিনে বাচ্‌বে না রে॥
দুর্গা দুর্গা বল মুখে, নামের গুণে সব্ হবে রে।
ঐ নাম মাহাত্ম্যে দেখ্‌বে শেষে, সকল কষ্ট যাবে দূরে॥
ভবসাগরপারের ঘাটে, শমন আর কি ধর্‌বে তোরে।
মায়ের চরণ ভেলা ধ'রে, যাবে ভবসাগরপারে॥
মায়ের চরণকমলেতে, মন গিয়ে শেষ্ ভৃঙ্গ হ রে।
মধু আশে স্তব স্তুতি, কর্‌বে সদা গুঞ্জন ক'রে॥
চরণ ধ'রে থাক্‌লে পরে, প্রাণে শীতল শেষ্ হবে রে।
একা যেন যেওনা মন, নিও ললিতকে সঙ্গে ক'রে॥ ৪৫৯

প্রসাদি সুর।

কেন ভাল বাস্‌ব তোরে।
ইচ্ছা হয় তো চ'লে যা রে॥
এত কষ্ট পেয়ে আমি, এ প্রাণ রেখে কর্‌ব কি রে।
এক দিন তোকে যেতেই হবে, গেলি না হয় শীঘ্র ক'রে॥
তোর জন্য আর কাতর হ'য়ে, ঘুর্‌তে আমি পারি না রে।
যখন ইচ্ছা তখন যা না, ধ'রে তোকে রাখ্‌বে কে রে॥
তোর জন্যে দেখ অনেক পাপে, লিপ্ত আমায় ক'রেছে রে।
যে সব পাপে ডুব্‌ছি আমি, উদ্ধার কর্‌তে কেউ কি পারে॥
তোরই হ'য়ে দিবানিশি, মন আমার দেখ কাতর যে রে।
মাকে আমার ধর্‌তে গিয়ে, শেষের জন্য ভেবে মরে॥
যে ঘরেতে আছিস্ ব'সে, নটি যে তার দ্বার আছে রে।
সকল গুলিই খোলা আছে, দেখ্‌না চেয়ে তোরই তরে॥
কেন ভয় আর দেখাস্ রে প্রাণ, ললিত কি তোয় রাখ্‌বে ধ'রে।
তার মা যখন ব্রহ্মময়ী, ভয় সে এখন খাবে কারে॥ ৪৬০॥

প্রসাদি সুর।

মন তোকে কি ভয় খাব রে।
যা ইচ্ছা তোর ক'রে নে রে॥
সময় এখন পেয়েছিস্ মন, সেইটি আমি দেখেছি রে।
আমি আবার দিন পেলে তোয়, দেখাব কি হ'তে পারে॥
কেন ভয় আর খাব তোকে, ভয়ের কারণ কি আছে রে।
অবাধ্য তুই হস্ যদি মন, আন্‌ব বশে আপন জোরে॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে যখন, বাঁধ্‌ব তোকে ভাল ক'রে।
আপ্‌নি বাধ্য হবি তখন, ফাঁকী দিতে পার্‌বি না রে॥

তোর অসাধ্য নাই যে কিছু, সেইটি আমি দেখ্‌ছি প’ড়ে।
ভাল কথা শুন্‌বি না তুই, কুকাজেতে মর্‌বি ঘুরে॥
আমার মায়ের হাত ছাড়াতে, কেউ কি কোথাও পেরেছে রে
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হ’লে, নিজেই সোজা তুই হবি রে॥
অমন ধারা মা যার আছে, কেন সে ভয় খাবে তোরে।
দেখ্‌না রে ঐ হৃদয়মাঝে, ললিতের মা বিরাজে রে॥ ৪৬১ ॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্ম ফল মা সব দেখালে।
বেশ ক’রে মা বুঝিয়ে দিলে॥
আপন আপন কাজ দেখে মা, সবাইকার সব দিন যে চলে।
ভোগের বাকী থাকবে কেন, ভোগ্‌বার দিন মা নিকট হ’লে॥
নূতন কি মা দেখ্‌ব এখন, নূতন আর মা কোথায় পেলে।
অনেক শিক্ষা হ’য়ে গেছে, তোমার খেলায় যাই যে ভুলে॥
বুঝেও এ সব বুঝি না মা, ভুলে যাই যে তোমার ছলে।
কত রকম ভুগ্‌তে হবে, দিনটি আমার ফুরিয়ে গেলে॥
আর যে দেখ্‌তে চায় না ললিত, বাঁচে তোমার চরণ পেলে।
দয়ার ভিক্ষা কেবল করে, দেখ একবার সময় এলে॥ ৪৬২ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌লাম ভাল বেশ বোঝালি।
বাকী তুই মা কৈ রাখিলি॥
দেখ্‌লাম কত দেখ্‌ব কত, বুঝে দেখ্‌তে কখন দিলি
যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি হ’ল, কাজ বুঝে ঐ ফল ফলালি॥

কোন্ কাজের মা কি ফল হ'ল, সেইটি দেখিয়ে দিতে বলি।
পোড়া মন যে সকল কথাই, সময় কালে যায় মা ভুলি॥
লোভে প'ড়েই কুকাজ করে, তুইতো এখন লোভ বাড়ালি।
প্রবৃত্তি মা নিজেই দিয়ে, কান্ধে দিস্ যে ঝোলাঝুলি॥
সুমতিকে সঙ্গে নিতে, আমরা সবাই যাই যে ভুলি।
স্বার্থ ছাড়া ভবের মাঝে, কোন কাজ কি ক'রে চলি॥
স্বার্থের বশে ফেলে জীবে, ভাল কাজ তুই সব ভুলালি।
জেনে শুনেও তোর খেলাতে, ললিত কর্ছে ঢলা ঢলি॥ ৪৬৩॥

প্রসাদি সুর।

অসম্ভব সব সম্ভব হলো।
আর্ কি মা গো বল্ব বল॥
মনে যা সব ইচ্ছা করি, কপাল ক্রমে উল্টে গেল।
সুখী হওয়া দূরের কথা, কষ্টেতে সব দিন ফুরাল॥
ভাল মন্দ বিচারের ভার, তোকেই যে মা দেওয়া ছিল।
এত দিনের পরে কি এই, আমার ভাগ্যে ফল মা হ'ল॥
দিবারাত্র ভাবি তোকে, ভেবে ভেবেই দিন কাটিল।
তোকেও ডেকে এবার কি মা, এ জীবনটা বৃথা গেল॥
যেমন ক'রে রাখ্না তুই মা, ললিত তাকেই বল্বে ভাল।
তোর চরণে লক্ষ্য রেখে, দিন কাটায় মা চির কাল॥ ৪৬৪॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্বি না কি এ জীবনে।
আর যে ভাব্তে পারি না মা, বুঝে দেখ্না আপন মনে
যত কাতর হয়ে আমি, ডাকি তোকে প্রাণপণে।
সকলই কি বৃথা হবে, রাখবি না কি তোর চরণে॥

যতই অপর চিন্তা করি, আগে তোকে ভাবি মনে।
সব দিকেতেই শেষ হলো মা, একা কেবল তোর্ বিহনে॥
যাওয়া আসায় ভয় কি আছে, যদি দেখিস্ নয়নকোণে।
সুখে দিন সব কাট্‌বে যে মা, চাইব না আর অন্য ধনে॥
কেবল ভিক্ষা করি মা গো, দেখিস্ একবার শেষের দিনে।
তখন যেন ললিত কে তুই, ফাঁকী দিস্ না জেনে শুনে॥৪৬৫।

প্রসাদি সুর।

বল্ মা আমি হাঁস্‌ব কত।
আপ্‌নার দিন যে কেউ দেখে না, পাঁচ রকমে কর্‌লে গত॥
দ্বেষাদ্বিষী ক'রে এখন, আমোদ সবাই কর্‌ছে যত।
ভাবে না যে শেষের দিনে, কালের হাতে হবে হত॥
পাঁচ্‌কে নিয়ে পৃথক ভেবে, গোলে এখন পড়্‌ছে এত।
এক ক'রে সব ভেবে দেখ্‌লে, সকল কথাই বুঝ্‌তে পেত॥
ভাল ক'রে বুঝ্‌বে যে মা, সত্য ধন সে ধ'রে নিত।
স্বভাবদোষেই অভাব এখন, সে অভাব সব পূর্ণ হ'ত॥
দেখ্‌তে পাই মা অহঙ্কারে, মত্ত সবাই অবিরত।
সহজেতে কেউ কি এখন, হয় মা কারো অনুগত॥
অহং ভাব্‌টি নষ্ট ক'রে, ক'রে দে সব মনের মত।
দেখিস্ যেন ভুলিস্ না মা, ললিত যে তোর পদাশ্রিত॥ ৪৬৬।

প্রসাদি সুর।

কাকে বল্‌ব কে বোঝাবে।
কেমন তুই মা কে দেখাবে॥

শাস্ত্র দেখে খুঁজ্‌তে গেলে, তোর অন্ত বল্ কে বা পাবে।
পূর্ণ রূপে সকলেতেই, আছিস্ এইটি বুঝিয়ে দেবে॥
তাতে কি মা বুঝ্‌ব আমি, দেখ্‌লে তবে মন বুঝিবে।
স্থির হ'য়ে তুই বস্‌না হৃদে, এখনই সব শীতল হবে॥
শীতল রূপ তোর দেখ্‌লে মা গো, তবে আমার প্রাণ জুড়াবে।
অনন্ত তোর রূপ ভেবে মা, হাঁপিয়ে কি শেষ্ জীবন যাবে॥
দিনে দিনে দিন যে যায় মা, তাতেই এখন মরি ভেবে।
অম্‌নি ক'রে সব ফুরাল, আর আমার মা কত সবে॥
তুই মা থাক্‌তে ললিত এখন, এতই কি বল কষ্ট পাবে।
শেষের দিনে তুই না দেখ্‌লে, কেউ কি তাকে সদয় রবে॥ ৪৬৭॥

প্রসাদি সুর।

এক ভাবে এ দিন যাবে না।
স্থির যে থাক্‌তে কেউ পাবে না॥
আজ আমীরি, কাল ফকীরি, এই রূপেতে দিন কাটানা।
সমান কর্‌তে চাস্ যদি মা, ভিতর সমান করে নে না॥
আজ যদি তোর সুখে কাটে, কাল্‌কে পেতে হয় যাতনা।
দিনের সঙ্গেই যায় যে সকল, একবার এইটি কর্ ভাবনা॥
সুখ পেলে মন আমোদ করিস্, ভাবিস্ এ সুখ আর যাবে না।
চক্রাকারে সব যে ঘোরে, বুঝ্‌তে কেবল কেউ পারে না॥
সুখে দুঃখে সমান ভাবে, থাক্‌তে যে জন ভুল করে না।
সেইই যে নিত্য সুখী হবে, কখন তার গোল হবে না॥
পৃথিবীর এই সুখাসুখে, ললিত যেন মন দিবি না।
জগৎ মাঝে যা সব আছে, তুচ্ছ ব'লে ক'র না ঘৃণা॥ ৪৬৮॥

প্রসাদি সুর।

কে ভোগে মা প'ড়ে প'ড়ে।
তোকে যদি সহজেতে, ধর্‌তে এখন পার্‌ত তেড়ে॥
ধর্‌বার উপায় জান্‌লে মা গো, কেউ কি তোকে থাক্‌তো ছেড়ে।
সবাই তখন দেখ্‌তে পেত, আছিস্ যখন চাক্‌লাজুড়ে॥
যা দিয়েছিস্ আমায় এখন, সে সব তুই মা নে না কেড়ে।
কষ্ট দেবার জন্য এ সব, কেবল মা গো আছে বেড়ে॥
অনেক কষ্ট পাই মা আমি, সংসার অন্ধ কূপে প'ড়ে।
উদ্ধার আমার ক'রে নে মা, যাচি সদা কর যোড়ে॥
চির দিনই বোঝা বয়ে, আর কত মা সইবে ঘাড়ে।
চরণযুগল হ'তে যেন, ললিতকে তোর দিস্‌না তেড়ে॥ ৪৬৯॥

প্রসাদি সুর

অদৃষ্ট যে সঙ্গে ঘোরে।
তার হাতে কে বাঁচ্‌তে পারে॥
কপালেতে যা হবে মা, আগে হ'তেই স্থির আছে রে।
আপনি মাগো কেউ কি এখন, এড়িয়ে যেতে পেরেছে রে॥
যত চেষ্টা করুক না মা, ভুগ্‌তে তাকে হবেই যে রে।
কেবল তোর মা কৃপা হ'লে, বাঁচ্‌বে তবে আপন জোরে॥
আর কিছু যে ভাবি না মা, এম্‌নি কি আর থাক্‌ব প'ড়ে।
তোকে এত ডেকেও কি শেষ্, কপালের দোষ কাট্‌বে না রে॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে সদা, ললিতের কি ফল হ'ল রে।
ভুগে ভুগেই প্রাণ গেল যে, ডাক্‌বো আর মা কখন তোরে॥ ৪৭০॥

প্রসাদি সুর।

দীনের দিন কি এম্‌নি যাবে॥
চির দিনই বল্‌ দেখি মা, কষ্ট ভোগ কি কর্‌তে হবে।
চারি ধারে দেখ্‌লে চেয়ে, কষ্টই যে সব দেখ্‌তে পাবে॥
যাকে ধরি সেইই এখন, আমায় দেখি কষ্ট দেবে।
আপনার বল্‌তে আছে যারা, সুখের ভাগ্‌টি তারাই নেবে॥
কষ্ট ছাড়া আমার ভাগ্যে, আর যে কিছু নাই মা ভবে॥
তোকে ধরেই আছি সদা, এইটি একবার দেখ্‌না শিবে।
জন্মাবধি শেষ পর্য্যন্ত, কষ্টেতেই কি দিন ফুরাবে॥
মা মা ব'লে কাঁদলে ছেলে, মা কভু কি কষ্ট দেবে।
ভবের নিয়ম এই দেখি মা, মাইই শান্ত ক'রে নেবে॥
আমার পক্ষে উল্টো বিচার, কেন বল্‌ মা এখন হবে।
এমন দিন সব ফুরিয়ে গেলে, ললিতকে তোর দেখবি কবে॥ ৪৭১॥

প্রসাদি সুর।

কি আর মা গো বল্‌ব তোরে।
কেউ ভাবে না আমার তরে॥
যাদের জন্য সংসারে মা, মরি আমি ঘুরে ঘুরে।
তারাই আবার চেষ্টা ক'রে, আমায় বেশী ঘুরিয়ে মারে॥
তোকে নিয়ে থাকি যখন, একবার আমি জুড়াতে রে।
অপর ভাবনা এনে দিয়ে, আবার গোলে ফেলিস্‌ যে রে॥
এ আবার তোর কেমন ব্যাভার, সেইটি আমায় বলে দে রে।
সুখ কিছু কি পাস্‌ মা এখন, আমার সঙ্গে এমন ক'রে॥
একা এসেছি একাই যাব, সঙ্গে কেউ তো যাবে না রে।
তবে কেন তাদের জন্য, ফেলিস্‌ আমায় এত ফেরে॥
এত গোল মা বাধাস্‌ কেন, তোকে ধ'রে থাক্‌লে পরে।
সেইটি যে দিন বুঝ্‌বে ললিত, সেই দিন মা গো বুঝ্‌বে তোরে॥৪৭২॥

প্রসাদি সুর।

ছাড়্‌ব না মা কোন মতে।
আর কি এখন আমার কাছে, পারিস্ তুই মা ছাড়িয়ে যেতে॥
সদা যে মা ডাক্‌ছি তোকে, রূপ্‌টি ভাবি আপন চিতে।
যতই ছল তুই কর্‌না এখন, পার্‌বি না শেষ্ ফাঁকী দিতে॥
কষ্ট পেলেই আরও আমার, চেষ্টা বাড়ে তোকে পেতে।
এত সহ্য করি দেখে, সুখী কি মা হ'স্ গো তাতে॥
কেন এত কষ্ট দিস্ মা, পারি না যে বুঝে নিতে।
অবশেষে যখন তোকে, আস্তে হবে আপ্‌না হ'তে॥
সংসারে মা লোভ যা আছে, ললিত কি তোর্ ভুল্‌বে তাতে।
দিন ফুরালে এসব ফেলে, হবে যে মা চ'লে যেতে॥ ৪৭৩॥

প্রসাদি সুর।

শেষ্ হলো মা আর থাকে না।
সাম্‌লাতে যে কেউ পারে না॥
সৃষ্টি কি মা নষ্ট হবে, ভবের মাঝে কেউ রবে না।
বান্ বাদলে সকল গেল, কষ্টের যে মা নাই তুলনা॥
মহাপ্রলয় নিকট বুঝি, মনে কভু হয় ভাবনা।
একবারে কি সব যাবে মা, কি হবে যে কেউ জানি না॥
কত কষ্ট দেখ্‌না চেয়ে, কত লোকে পায় যাতনা।
আপনার নিয়ে ব্যস্ত সবাই, পরের চিন্তা কেউ করে না॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে কষ্ট, জীবনে মা আর সহে না।
মায়ে মেলে বল্‌ব কাকে, সেটাও ভেবে ঠিক হলো না॥
পাপ যত মা বাড়্‌ছে ভবে, ততই দেখ্‌ছি হয় তাড়না।
কর্ম্মফল যে সবাই ভোগে, ললিত কিন্তু তাও মানে-না॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে সবে, করে মা তোর গুণ ঘোষণা।
কষ্ট পেলে মাকেই ডাক, কষ্টে কষ্ট আর হবে না॥ ৪৭৪॥

প্রসাদি সুর।

বেশ দেখালি বেশ হয়েছে।
এক খেলাতেই সব ছেড়েছে॥
চির কাল ত জানি মা গো, তোর হাতেতেই সব রয়েছে।
সুরু থেকে এ অভাগা, সোজা কথায় সব বুঝেছে॥
তাতেই মা গো তোকে ধ'রে, আমার মন যে জোর বেঁধেছে।
আর যে কাউকে জানে না সে, তোর চরণ মা তাই পড়েছে॥
ভাল ক'রে বুঝিছি মা, তোকে নিয়েই সব হতেছে।
এক মনে তোয় থাকৃলে ধ'রে, অফলাতেও ফল ফলেছে॥
এত সদয় কবে হলি, এ পোড়া মন কই জেনেছে।
নিষ্ঠুর ব'লে জানি তোকে, তোর অন্ত মা কে পেয়েছে॥
ললিতকে তোর এমন দয়া, থাকৃলে তার আর ভয় কি আছে।
শেষের দিনে হেঁসে যেন, পড়্তে পায় তোর পায়ের কাছে॥ ৪৭৫॥

প্রসাদি সুর।

নূতন খেলা বেশ খেলালে।
এ এক নূতন দেখিয়ে দিলে॥
তোমার খেলা দেখ্‌ব কত, দেখলে কি মা এ মন ভোলে।
ঠেকে দেখে শিখেছি যে, আর কি ঠক্‌তে যাই মা ছলে॥
মুখে ব্যথা হ'য়ে গেল, তোমায় কষ্ট ব'লে ব'লে।
কেন মা গো মাঝে মাঝে, এমন ক'রে ফেল গোলে॥
বোকা মনের ভুল যে অনেক, এইটি দেখি চিরকালে।
তাইতে কি মা এত ক'রে, বেঁধেছ এই মায়াজালে॥
মনে কষ্ট পেয়ে যখন, ডাকে তোমায় তোমার ছেলে।
তখন একবার শুন্‌লে মা গো, ভাব্‌না হয় কি কোন কালে॥
অন্ত হীন যে ও মহিমা, দয়ার সাগর তোমায় বলে।
শেষের দিনে ললিত যেন, থাকৃতে পায় ঐ চরণতলে॥ ৪৭৬॥

প্রসাদি সুর।

তোর হাতে মা সব রয়েছে।
তোকে ধরেই দেখি যে মা, সবাই এখন সব পেতেছে॥
যখন যেমন ইচ্ছা করিস্, তখন তেম্‌নি কাজ হ'তেছে।
অনন্ত সুখ তোর চরণে, এ কথা মা কে বুঝেছে॥
যে বুঝেছে সেই মজেছে, ছেড়ে দিতে কৈ পেরেছে।
যে যার আপন সাধ্য মত, রাঙ্গা দুটি পা ধরেছে॥
তোকে ধর্‌তে গিয়ে মা গো, শাস্ত্র ধ'রে কে চ'লেছে।
মনেতেই যে শাস্ত্র আছে, তাকেই সব যে সার ভেবেছে॥
মাতৃস্নেহ কেমন সুখের, এ জগতে যে পেয়েছে।
সে আর মিছে ঘুরবে কেন, বাঁকা পথ যে সব ছেড়েছে॥
মা মা ব'লেই মাকে পাবে, ললিত কেবল এই জেনেছে।
তাই মা তোকে ধ'রে এখন, ভবের কষ্ট সব ভুলেছে॥ ৪৭৭

প্রসাদি সুর।

মা গো ওমা মনোমোহিনী।
দেখি যে ঐ আধারেতে, হ'য়েছিস্ যে কুণ্ডলিনী॥
কেন তুই মা স্বয়ম্ভু বেড়ে, প'ড়ে আছিস্ একাকিনী।
অপরূপ রূপ প্রকাশ ক'রে, জিনেছিস্ যে সৌদামিনী॥
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে, কেন হলি ভুজঙ্গিনী।
প্রণবরূপা হ'য়ে কি মা, দেহে আছিস্ দিন যামিনী॥
যে ঘুমে এখন ঘুমাস্ গো মা, সে ঘুম্ ভাঙ্গাই বিষম মানি।
আপনি ও ঘুম্ ছেড়ে মা গো, একবার উঠে আয় তারিণি॥
আঁধারহৃদয় আলো কর মা, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ ধারিণি।
সকল সখী সঙ্গে ক'রে, পদ্মাসনে বস্ ভবানি॥
কি ব'লে মা ডাক্‌বে ললিত, ব'লে একবার দে জননি।
পরমশক্তিরূপা তুই মা, পরম শিবের হস্ রমণী॥ ৪৭৮॥

প্রসাদি সুর।

আমার ভাল হবে কিসে।
ম'লাম্ যে মা মনের দোষে॥
মন্দ কাজে মত্ত এখন, তুচ্ছ নিয়ে আছে ব'সে।
ভাল কথা বল্‌লে পরে, সকল কথাই উড়ায় হেঁসে॥
পরিজন সব চারি ধারে, ঘেরে আছে সুখের আশে।
কিছু ত্রুটি হ'লেই দেখি, আমার প্রতি তারাই রোষে॥
মন্‌কে দোষী করি মিছে, কপাল সঙ্গে ঘুর্‌ছে এসে।
কষ্টের সীমা রইল না মা, আমার পোড়া কপাল দোষে॥
সবাই মিলে ললিতকে তোর, মজালে যে অবশেষে।
ভবচক্রে প'ড়ে কি মা, ঘুর্‌বে শেষে দেশবিদেশে॥ ৪৭৯॥

প্রসাদি সুর।

পূর্ণ কর্ মা মন্ বাসনা।
কৃপা কর্ মা শবাসনা॥
অনেক কষ্ট পেয়েছি মা, সে সব কষ্ট আর সহে না।
ভোগাভোগ মা কর্‌ব কত, দূর্ ক'রে দে সব যাতনা॥
অনেক আশা ছিল মা গো, এখন সে সব নাই কামনা।
কেবল রাঙ্গা চরণদুটি, মনের সাধে দেখ্‌তে দে না॥
চেষ্টা বিফল হয় না যেন, দীনের প্রতি কর করুণা।
এই হতভাগা মন্‌কে আমার, বিকারহীন তুই ক'রে দে না॥
শেষের দিন মা এলে পরে, সইতে হবে যমতাড়না।
সে দিন যেন তোকে মা গো, আমার পোড়া মন ভোলে না॥
তোর চরণে স্থান পেলে মা, বৃথা কষ্ট আর হবে না।
এইটি কেবল জানে ললিত, অপর কিছু তোর বোঝে না॥ ৪৮০

প্রসাদি সুর।

ডুবিস্ না মন অতলজলে।
পড়্ না মায়ের চরণতলে॥
শেষের জলে তুফান ভারি, স্রোত ব'য়ে যায় অতি বলে।
দিন ফুরালে কেমন ক'রে, পার হ'য়ে তুই যাবি চ'লে॥
নৌকা ভেলা নাই যে তাতে, থাকিস্ না আর সকল ভুলে।
কর্ম্মগুণে পারে যেতে, পার্‌বি রে তুই অবহেলে॥
অন্ধকার সব হ'য়ে আছে, দেখ্‌তে পাবি সেথা গেলে।
সেই আঁধারের মাঝে মা তোর, জ্যোতীরূপে সদাই জ্বলে॥
সে আলো তুই দেখ্‌তে পাবি, অন্তর আঁধার নষ্ট হ'লে।
অন্ধের মত নৈলে তখন, ঘুরে মর্‌বি কর্ম্মফলে॥
যম যে দণ্ড হাতে ক'রে, তোর জন্যে মন আছে তুলে।
ভাঙ্গ্‌বে সে তোর মাথার খুলি, একবার তোকে ধরা পেলে॥
মনের মত হ'লে তুই মন, ভয় খাবি কি কোন কালে।
মায়ের চরণ ধ'রে ললিত, কুল পাবে সে দুর্গা ব'লে। ৪৮১॥

প্রসাদি সুর।

ঝাঁপ্ দিয়ে মন্ পড়িস্ জলে।
ভাসান দিস্ তুই দুর্গা ব'লে॥
যম্‌কে ভয় আর খাব কেন, শেষের দিন তোর নিকট হ'লে।
ব্রহ্মময়ী মা আছে যার, ভয় সে খায় কি কোন কালে॥
শমনদমনচরণ ধ'রে, ভব পারে যাস্ রে চ'লে।
বদন ভ'রে দুর্গা বলিস্, কোন রকম বাধা পেলে॥
সুবাতাসে যাবি ভেসে, পড়্‌বি না আর কোন গোলে।
ঐ মায়ের দুর্গা নামের গুণে, বিঘ্ন কাট্‌বে জলে স্থলে॥
পার হ'য়ে তুই গিয়ে যখন, নেচে উঠ্‌বি মায়ের কোলে।
শমন তখন দেখ্‌তে পাবে, ললিত কেমন মায়ের ছেলে॥ ৪৮২॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রমর হ'য়ে মন্ যানা রে।
মায়ের চরণকমলেতে, উড়ে গিয়ে বস্‌গে না রে ॥
অনেক মধু তাতে আছে, খেয়ে এক বার তৃপ্ত হ রে।
এই ভবের মাঝে অসার নিয়ে, মিছে কেন মরিস্ ঘুরে ॥
শিবহৃদি সরোবরে, নীল্‌কমল ঐ ভাস্‌ছে যে রে।
তাতে লক্ষ্য রেখে গেলে, বাধা কে তোয় দিতে পারে ॥
অপরূপ এক জ্যোতির প্রকাশ, কমল হ'তে হয়েছে রে।
চাঁদ ভেবে ঐ জ্ঞানচকোর তাই, উড়্‌ছে গিয়ে সুধার তরে ॥
ভ্রান্ত যেন হস্‌না রে মন, বস্‌গে গিয়ে আপন জোরে।
মায়ের নামে সুধা আছে, তাই নিতে বল চকোরে রে ॥
ললিতের মন সদা যেন, থাকে মায়ের চরণ ধ'রে।
অপর আশা ছেড়ে সে মা, ঐটি ভিক্ষা কেবল করে ॥ ৪৮৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে সব ব'লেছে।
লোকের বোঝাই ভার হ'য়েছে ॥
মা বেটাতে কেমন স্নেহ, সে কথা মন কে বুঝেছে।
একবার সে সব জানবে যে মা, কখন কি সে ভুলেছে ॥
যে ভাবেতে ডাক্‌বে মাকে, সেই ভাবেতেই মা এসেছে।
আত্মহারা হ'য়ে কেবল, হাত্‌ড়ে দেখি সব ঘুরেছে ॥
ছেলে ছেড়ে মা থাকে না, এ কথা মন কে জেনেছে।
স্থির চিতে সব ভাব্‌তে গেলেই, দেহের মাঝে মা পেয়েছে ॥
কুণ্ডলিনী বলে কাকে, সেইটি রে মন কে দেখেছে।
শিবের উক্তি পরম শক্তি, কুণ্ডলিনী রূপ ধরেছে ॥
এক ক'রে সব দেখ্‌তে পেলে, সে কি কভু ভুল করেছে।
মাকে হৃদয়মাঝে পেয়ে, ললিত কষ্ট সব ভুলেছে ॥ ৪৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আর যেন মন ভুলিস্ না রে।
আবার কি তোর ভ্রম হবে রে॥
মায়ের অনেক খেলা আছে, সে খেলা সব কে বোঝে রে।
ছল দেখে তুই ভুলিস যদি, আরও অনেক ভোলাবে রে॥
দিনে দিনে বাড়্‌বে বিপদ, বিপদের কি শেষ হবে রে।
যার জন্য তুই এমন কাতর, ফাঁকী কেবল সে দেবে রে॥
তোর কপালে যখন যা হ'ক্, তাতে আর মন ভয় কিসে রে।
মাকে যখন ধ'রে আছিস্, তাঁকেই এখন থাক্‌না ধ'রে॥
সংসারচক্র সহজ নয় মন, দেখ্‌না সেইটি ভাল ক'রে।
মায়া কেবল সবাইকে যে, মুগ্ধ ক'রে রেখেছে রে॥
মা বিহনে এত দিন দেখ্, ললিত অনেক ভুগেছে রে।
কষ্টেতে তুই মাকে পেয়ে, মোহের বসে ভুলিস্ না রে॥ ৪৮৫

প্রসাদি সুর।

আর বিপদ্ সব আস্‌বে কি রে।
মা আমার ঐ সদা যখন, হৃদয়মাঝে বিরাজ করে॥
বিপদ সম্পদ সকল সময়, মাকে আমি রাখি ধ'রে।
যখন যেমন ভোগ করি সব, মা যে আমার বুঝ্‌তে পারে॥
সম্পদেতে সদাই সুখী, বিপদ হ'লেই কষ্টে মরে।
এই নিয়মে সদাই বদ্ধ, বাঁচ্‌তে কে আর পেরেছে রে॥
মাকে হৃদয়পদ্মে রেখে, ভার দিয়েছি সকল তাঁরে।
দিবারাত্র যে কাজ করি, সকলই মার তৃপ্তিতরে॥
সম্পদ বিপদ মনের বিকার, এইটি যে সব বুঝেছে রে।
সে কি কষ্ট পায় আর কভু, সদাই সুখে কাটাবে রে॥
অদৃষ্টকে প্রবল ব'লে, ললিত যেন ভাবিস্ না রে।
ঐ মায়ের হাতে সবই আছে, সকলই মা কর্‌তে পারে॥ ৪৮৬

প্রসাদি সুর।

চার্ দিকে মা জাল ফেলেছে।
ছল ক'রে ঐ মা যে আমার, তার ভিতরে সব পূরেছে॥
চেষ্টা করেও বল্ দেখি মন, সে জাল থেকে কে বেচেছে।
ঘুরে ঘুরে আপ্না হ'তেই, সেই জালেতে সব ঢুকেছে॥
কৌশল এম্নি ক'রে দেখ, মা আমার ঐ জাল ঘেরেছে।
ছোট বড় চুনো পুঁটি, কিছু কি তায় এড়াতেছে॥
একবারে সব তুল্‌বে টেনে, এম্নি উপায় মা ক'রেছে।
একাকার সব হবে তখন, এখন যাতে গোল বেধেছে॥
মায়াজাল যে একেই বলে, ললিত কেবল তাই বুঝেছে।
দিন ফুরালে জালের টানে, সবাই যাবে মায়ের কাছে॥ ৪৮৭॥

প্রসাদি সুর।

দিবারাত্র সমান গেল।
এ কষ্ট কায় বল্‌ব বল॥
ভালর জন্য ইচ্ছা ক'রেও, চির দিনই মন্দ হলো।
সুখের আশা একবার হ'লে, আপনি যে মা কষ্ট এল॥
বোঝা মাথায় করেই যে মা, আমার এসব দিন ফুরাল।
এ ছার্ বোঝা নাম্‌লে এখন, হতভাগার হ'তো ভাল॥
জন্ম কোথা এলাম কোথা, এ ভোগাভোগ কেন ছিল।
তোর চক্রে মা প'ড়ে আমার, অবশেষে এই কি হ'ল॥
একে মোহ তাতে মায়া, এই দুয়ে মা সবাই গেল।
ললিতের সব শেষ্ হ'লে মা, কি হবে তার সেইটি বল॥ ৪৮৮

প্রসাদি সুর।

দুরাশা যে মন ছাড়ে না।
তার উপায় মা কৈ হলো না॥
আশায় যত নিরাশ হয় মা, ততই যে মন পায় যাতনা।

স্থির ভাবে তায় বোঝাই যত, সে সব কথা কৈ শোনে না॥
সংসারে মা থাক্‌তে গেলে, আশা ছাড়াতে কেউ পারে না।
সোজা পথে চল্‌তে দেখি, আমার পোড়া মন জানে না॥
আপন দোষে কষ্ট পেলে, রক্ষা কর্‌তে কেউ চাবে না।
তাতেই যে মা সব ফুরাবে, অনেক খাব শেষ তাড়না॥
মা কি তোমার ললিতকে শেষ, চরণতলে স্থান দেবে না।
সংসারেতে প'ড়ে এখন, কষ্ট যে সব আর সহে না॥ ৪৮৯॥

প্রসাদি সুর।

মায়াতে মা সব ভোলালে।
বুঝব না তাও জীবন গেলে॥
কি পাপে মা সকল জীবে, মায়ায় বদ্ধ ক'রে দিলে।
বুঝ্‌তে কিছু পারি না মা, কেই বা আর দেবে ব'লে॥
একটি মায়া নষ্ট হ'লে, অপর মায়া আন ছলে।
এই ক'রে যে সবাইকে মা, গোলেমালে রাখ ফেলে॥
এ ভবে মা কেউ কার নয়, প্রকাশ আছে সর্ব্বকালে।
তবু যে মা মুগ্ধ হ'য়ে, ডুব্‌ছে সবাই অতলজলে॥
তোমায় ডেকে ফল হলো এই, মায়া আরও বাড়িয়ে দিলে।
চ'কে যেন ঠুলি দিয়ে, ফেল্‌ছ বেশী গণ্ডগোলে॥
কি হবে শেষ বল দেখি, ললিতকে মা প্রাণে মেলে।
কাতর জীবন শীতল হবে, তোমার যুগলচরণ পেলে॥ ৪৯০॥

প্রসাদি সুর।

সুখের পায়্‌রা সবাই গো মা।
সুখ খুঁজে যে সবাই বেড়ায়, স্থির হ'য়ে কেউ থাকে না মা

সুখে রাখ্‌তে পার্‌ব যাকে, সেইই সঙ্গী হবে যে মা।
তাতে কিছু ক্রটী হ'লে, ছেড়ে তারাই পালাবে মা॥
সাধ্য আমার য দিন আছে, ত দিন পাব সবাইকে মা।
ভাল ভেবে কেউ রবে না, এইটি বুঝে দেখেছি মা॥
অসার সুখ আর কদিন আছে, সার যে সুখ তায় কে ভাবে মা।
অসারেতেই মুগ্ধ সবাই, তাই নিয়ে দিন গেল যে মা॥
দিন ফুরালে যাব যখন, এসব কোথা রবে গো মা।
বসন ভূষণ কেড়ে নিয়ে, দণ্ডী বেশে সাজাবে মা॥
শ্মশানেতে গিয়ে তখন, ছাই ক'রে সব পোড়াবে মা।
যে মলো মা সেইই গেল, তার জন্য আর কে ভাবে মা॥
ললিত যখন শেষের দিনে, পঞ্চভূতে মিশাবে মা।
তখন যেন ভুলিস্‌ না তায়, কোলে একবার করিস্‌ গো মা॥ ৪৯১॥

প্রসাদি সুর।

লোভ দেখালে কি আর হবে।
কিছু কি শেষ সঙ্গে যাবে॥
অনেক রকম মিছে আশা, দিস্‌ মা আমায় দেখি ভবে।
ঐ ছলে তোর ভুলি যদি, তবেই আমার মাথা খাবে॥
তোর খেলা মা সব বুঝেছি, সহজে কে ধরা পাবে।
মনের ভুলে বিপদ হ'লে, তোকেই যে মা বল্‌ব শিবে॥
সুখের আশা থাকৃত যদি, ভয় তোকে মা খেতাম তবে।
কি দোষ এখন পেয়ে আমায়, লোভে ফেলে কষ্ট দেবে॥
একবার যা সব ছেড়েছি মা, সে সবেতে কি আর হবে।
আবার যদি ভোলাস্‌ আমায়, তোরই ছেলে কষ্ট পাবে॥
অনেক দোষে দোষী ললিত, তাইতে সে মা সদাই ভাবে।
চরণদুটি তাকে দিয়ে, তবে কষ্ট দিলে সবে॥ ৪৯২॥

প্রসাদি সুর।

এ জীবনে ভ্রম গেল না।
মন যে আমার স্থির হলো না॥
আশাকুহক মুগ্ধ ক'রে, আমাকে মা দেয় যাতনা।
মোহঅন্ধকারে প'ড়ে, কষ্ট সব মা আর সহে না॥
স্থির ভাবে মা দেখ্‌ব তোকে, মনে মনে এই বাসনা।
সংসার নিয়েই ব্যস্ত এখন, কোন মতে স্থির হ'ল না॥
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে সবে, মায়া ছাড়তে কেউ পারে না।
নিত্য ভুলে যায় মা সকল, এই যে আমার মূল ভাবনা॥
আর আমার যে সাধ্য নাই মা, উপায় বুঝি আর পাব না।
ললিত কে তুই সদয় হ'য়ে, কৃপা কর্ মা এই কামনা॥ ৪৯৩॥

প্রসাদি সুর।

মন বোঝে না বুঝব কিসে।
প্রাণ যাবে কি অবশেষে॥
সংসার ভাব্‌না ছাড়্‌তে মা গো, চেষ্টা করি ব'সে ব'সে।
সকলেতেই গোল হ'য়ে যায়, কেবল দেখি মনের দোষে॥
অপর চিন্তা ছেড়েছে মন, ইচ্ছা কেবল ক'র্‌ছে যশে।
এই ক'রে মা এদিন যাবে, তুই বিনা কে রাখ্‌বে শেষে॥
এখন আপন ভাব্‌ছে যাদের, তারা ভোলায় মিষ্ট ভাষে।
তাদের কথায় ভুলে গিয়ে, ঘোরে কেবল সুখের আশে॥
ললিত কে যে ঘুরতে হয় মা, সদা তার ঐ মনের বশে।
বৃথা জীবন গেল যে মা, দেখিস্ তুই কি হেঁসে হেঁসে॥ ৪৯৪

প্রসাদি সুর।

মন্‌কে ব'লে কি হবে মা।
সে তো দেখি আমার কথা, কোন মতে শুন্‌বে না মা॥
কপাল ছাড়া উপায় যে নাই, এইটি কেবল বুঝেছি মা।
তুই ও কি সেই কপাল দেখে, আমায় এত ভোগাবি মা॥
দিবারাত্র তোকে ভাবি, কখন ত ভুলি না মা।
মনের দোষে তবে কেন, এত কষ্ট পাব গো মা॥
ক্রমে দিন যে ফুরিয়ে এল, কত দিন আর থাকব গো মা।
পরের দোষে আমার এখন, অনেক সময় গেল যে মা॥
এই বেলা মা সময় থাকৃতে, বিপদ হতে বাচিয়ে দে মা।
ললিত ম'লে সব ফুরাবে, তার হ'য়ে কে বল্‌বে গো মা॥ ৪৯৫॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রমের বশে গোল করো না।
অসার নিয়ে আর মজো না॥
কার হ'তে কি হয় এ ভবে, বুঝে একবার তাই দেখ না।
ভ্রান্তি দূর যে হবে তাতে, মনের কিছু গোল রবে না॥
চ'কে দেখ্‌তে পাচ্ছ যা সব, সে সবেতে সার পাবে না।
অন্তহীন যে হ'য়ে আছে, সার ব'লে সেই হয় গণনা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে, সত্য ধনের নাই তুলনা।
দেখ্‌বে ব'লে চেষ্টা পেলে, সহজেতে তাও মেলে না॥
যে এক বিনা অসৎ সকল, তাঁকেই সদা খোঁজ কর না।
যে দিন দেখ্‌তে পাবে তাঁকে, সে দিন যাবে সব ভাবনা॥
সকল চিন্তা ছেড়ে ললিত, করেছে যে এই ধারণা।
সর্ব্ব আদি অনন্ত এক, মাতৃরূপা সেই ললনা॥ ৪৯৬॥

প্রসাদি সুর।

জীবনে মা কি সুখ আছে।
কষ্টই কেবল ভোগ হ'তেছে ॥
আজীবন মা কষ্ট হলো, কিছুতে কি তার কমেছে।
একবারে মা সব ফুরালে, তবে যদি সুখ পেয়েছে ॥
সংসার মাথায় ক'রে মা গো, ভালতে দিন কার কেটেছে।
ভাবনা নিয়েই প্রাণ গেল যে, ছাড়্তে বল কে পেরেছে ॥
প্রধান হলো পেটের চিন্তা, পেটের জন্য সব মরেছে।
তাই নিয়ে মা ব্যস্ত সবাই, অপর চিন্তা কে ক'রেছে ॥
তার পরে মা পরিজন সব, আপনার বল্তে যারা আছে।
বাকী যা সব থাকে মা গো, তাদের জন্য তাও গিয়েছে ॥
এই সবেতে ঘুরছে সবাই, তোকে মা গো কে ভেবেছে।
দিন ফুরালে বুঝ্বে তখন, ললিত কেবল এই দেখেছে ॥ ৪৯৭

হীন বলীর মা বিপদ ভারি।
সবাই করে জারিজুরি ॥
বলীদের মা সঙ্গী যারা, সবাই হয় যে আজ্ঞাকারী।
বলের হীন মা তারই হ'লে, কষ্টে সদা থাকে পড়ি ॥
অগ্নিশিখার সখা বায়ু, বলীর হয় মা সহকারী।
সেই শিখা মা ক্ষীণ হ'লে পর, বায়ুই দেবে নির্ব্বাণ করি ॥
প্রধান বল মা তোর ঐ চরণ, এক মনে যে থাক্‌বে ধরি।
সেইই দেখি ভবের মাঝে, সর্ব্ব বিপদ যাবে তরি ॥
ললিত ভিক্ষা কর্‌ছে সদা, তোর ঐ কৃপাসিন্ধুবারি।
শমনবায়ু নৈলে দেবে, জীবনপ্রদীপ নষ্টকরি ॥ ৪৯৮ ॥

প্রসাদি সুর।

প'ড়ে মা গো মায়ার বশে।
সব হারালাম অবশেষে ॥
মায়াতে মা মুগ্ধ হ'য়ে, কাল কাটাই যে রঙ্গ রসে।
মিছে কাজ সব নিয়ে কেবল, ঘুরি আমি দেশবিদেশে ॥
সহায় সম্পদ থাক্‌বে যদিন, সবাই থাক্‌বে আমার বশে।
মিষ্টকথায় মোহিত ক'রে, রাখ্‌বে যে মা সুখের আশে ॥
এখন যারা যত্ন করে, পালিয়ে তারা যাবে শেষে।
আপন কর্ম্মের জন্য মা গো, আপনি ভুগ্‌ব ব'সে ব'সে ॥
শেষের দিনে সকল ছেড়ে, যেতে হবে দণ্ডীবেশে।
দেহের পঞ্চ গিয়ে তখন, বিরাট পঞ্চে যাবে মিশে ॥
ললিত ম'লে সেইই গেল, পরের দিন মা কাট্‌বে হেঁসে।
নামও যে তার থাকবে না মা, ভুল্‌বে তাকে অনায়াসে ॥ ৪৯৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আমোদে মন নাচ্‌বে কবে।
এক স্থানেতে ব'সে মা গো, সুখে নিত্য দিন কাটাবে ॥
এমন দিন্ কি হবে শেষে, হেঁসে যে তোর চরণ পাবে।
কি সুখ আমার সে দিন হবে, তাই মরি মা ভেবে ভেবে ॥
যত কষ্ট পাই মা এখন, ভয় তাতে কি আছে ভবে।
সে দিন আমার এলে পরে, সকল কষ্টই দূরে যাবে ॥
কষ্টকে ভয় খাই না যে মা, ভয় করি দেখ্ তোকেই শিবে।
শেষ্ কালে যে ফাঁক পেলে মা, অকাতরে ফাঁকী দেবে ॥
এমন কপাল ললিতের কি, শেষেতে যে সদয় রবে।
কষ্ট তার মা দেখ্‌বে যে দিন, সেই দিনে সব বুঝ্‌তে পাবে ॥ ৫০০ ॥

প্রসাদি সুর।

আমার আশা সব দুরাশা।
এখন অন্ধ হ'য়ে আছি, বুঝ্‌ব যে মা ভাঙ্গ্‌লে বাসা ॥
আপনার নিয়ে তাড়াতাড়ি, পরের নামে হচ্ছি কশা।
হেঁসে হেঁসে বেড়িয়ে এখন, মজা লুটি অতি খাসা ॥
আপন কাজটি খুঁটিয়ে করি, পরের বেলা হই মা চাষা।
বৃথা আশা কত রকম, অন্তরেতে আছে পোষা ॥
লাভের মধ্যে এই দেখি মা, দ্বেষাদ্বেষী হলো পেষা।
আমোদেতেই এ দিন গেল, পূর্ণ সব কৈ হয় মা আশা ॥
একবারেতে বুঝ্‌ব যে মা, আস্‌বে যখন শেষের দশা।
ললিতকে কি ছাড়্‌বি তখন, বুঝে নিবি রতি মাসা॥ ৫০১ ॥

প্রসাদি সুর।

কাল পেলে কাল ধর্‌বে কেশে।
তখন কি মা দেখ্‌বি হেঁসে ॥
এখন যেমন সুখে কাটাই, সে সব কি মা থাক্‌বে শেষে।
আপনার জনে সবাই মিলে, বিদায় দেবে দণ্ডীবেশে ॥
আমার আমার যা সব করি, ভাগ ক'রে সব নেবে এসে।
যে ঘরেতে বাস করি মা, তাও খোয়াব অবশেষে ॥
এ পাপদেহ ছাড়্‌ব যে দিন, তুই কি আর মা থাক্‌বি বশে।
কর্ম্মভোগে এখন কেবল, ঘুরে মরি আপন দোষে ॥
মা মা ব'লে যত ডাকি, তোর ঐ যুগলচরণ আশে।
ততই যে তোর ললিত মা গো, দুঃখসাগরমাঝে ভাসে॥ ৫০২ ॥

প্রসাদি সুর।

ক্রমে যে মা যাচ্ছে বেলা।
ফুরিয়ে আস্‌ছে লীলাখেলা ॥
ভরসা কিসে করি আমি, আমার এখন ঠক্‌বার পালা।
অনন্ত এই পারাবারে, তুই বিনা কে দেবে ভেলা ॥
অন্ধ ক্রমে হয়েছি মা, দুঃখ আমি পাই যে মেলা।
চক্ষু থাক্‌লে দেখ্‌তে পেতাম, সেবাতে কাজ হতো ফলা ॥
ক্ষেপা মন্‌কে বুঝাই কত, তার বেলা সে হয় মা কালা।
তুচ্ছ নিয়ে সুখী সদা, বুঝ্‌বে কি সে মর্ম্মজ্বালা ॥
আমার মাথায় বোঝা এখন, তুলে দিলি কতকগুলা।
সেই ভারেতে কাতর ললিত, কঠিন সোজাপথে চলা ॥৫০৩

প্রসাদি সুর।

ভোলানাথ কি ভুল ক'রেছে।
সবাই যেটি পেতে কাতর, সেইটি বুকে ধরে আছে ॥
মায়ের চরণ সার ব'লে মন, মনে মনে যে জেনেছে।
সেই যে দেখি কাতর সদা, স্থির হ'তে আর কৈ পেরেছে ॥
ডাকাডাকি কর্‌তে গিয়ে, সহজেতেই সব ঠকেছে।
জোর্ ক'রে যে ধর্‌তে পারে, সেই পায়েতে স্থান পেয়েছে ॥
অবশেষে তাই বুঝে মন, চরণতলে শিব প'ড়েছে।
ভবসাগর পারের তরি, জেনে শিব যে শব হয়েছে ॥
সাধ্য থাকে ধর্‌গে না মন, হৃদয়মাঝে ঐ রয়েছে।
যাকে পেয়ে ললিতের সেই, কালের ভয় সব দূরে গেছে ॥ ৫০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

বিষম বিষে সকল পোরা।
প্রাণ গেল যে বিষের জ্বালায়, রক্ষা আমায় কর মা তারা॥
ইচ্ছাসুখে এবিষ খেয়ে, মুগ্ধ হ'য়ে আছে যারা।
শেষ কালেতে কষ্ট পেয়ে, কর্‌বে তারাই ঘোরা ফেরা॥
চিরদিনই থাক্‌ব প'ড়ে, তোর নিয়ম কি এম্‌নি ধারা।
মায়ার টানে বদ্ধ হ'য়ে, আমি যে মা হ'লাম সারা॥
আপনার ব'লে ভাবি যাদের, তারাই দেখি বিষম ঘেরা।
সেই প্রধান গণ্ডী লঙ্ঘে গেলেই, তোকে আমি পাব তারা॥
জেনে শুনে এমন বিষ মা, হাতে ক'রে খাবে কারা।
ললিত কেবল বোকা হ'য়ে, আঁধার এখন দেখ্‌ছে ধরা॥ ৫০৫॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নামে বিপদ হরে।
পিতৃ আজ্ঞা শুনে চলি, তবু কেন কাতর করে॥
দুর্গা দুর্গা বলি সদা, দুর্গা নাম মা ভুলি না রে।
তবু কষ্টে দিন কেটে যায়, সদাই কেন মরি ঘুরে॥
সতী হ'য়ে পতির বাক্য, অবহেলা কর্‌বি কি রে।
তোর নামে কলঙ্ক হ'লে, কি নিয়ে মা থাক্‌বো ঘরে॥
পতিত পাবনী নামের গুণে, পতিত হ'লেও তর্‌ব যে রে।
শিব বাক্য মিথ্যা হ'লে, কেউ কি আর মা বাঁচ্‌তে পারে॥
দুর্গা নাম্ যে সম্বল করে, আছি মা গো সেইটি ধরে।
আমার কর্ম্ম দোষে কি মা, তোর ঐ নামে দোষ হবে রে॥
যা ইচ্ছা তুই কর মা আমার, ভেবে আমি কর্‌ব কি রে।
সকল সময় দুর্গা ব'লে, ললিত এ দিন কাটাবে রে॥ ৫০৬॥

প্রসাদি সুর।

মন পড়েছে বিষম ফেরে।
সবাই তাকে ঘুরিয়ে মেলে, একা সে কি কর্‌তে পারে॥
আর কত মা ধাক্কা খেয়ে, ভবের এ দিন কাটাবে রে।
ভাব্‌না চিন্তা থাক্‌তে এত, স্থির হবে মা কেমন ক'রে॥
বেশী গোল মা বাধায় হেথা, আপনার জনে ঘুরে ঘুরে।
কেউ যে কারো বাধ্য নয় মা, মনকেই সব যে দোষী ধরে॥
মনের ভয় কি আছে তাতে, তুই যখন মা আছিস্ ঘরে।
তোর জোরেতেই এত সাহস, তারকি এখন কর্‌বে পরে॥
মনোময়ী হ'লে তুই মা, শমনকে কি এ মন্ ডরে।
আমোদ ক'রে দিন কাটাবে, থাক্‌বে সদা আপন জোরে॥
তুই মা ছেড়ে যাবি যখন, সকল আশাই যাবে দূরে।
দেখিস্ যেন ললিতকে তোর, মনে রাখিস্ কৃপা ক'রে॥ ৫০৭॥

প্রসাদি সুর।

মা সাজালে সবাই সাজি।
আমরা কেবল কাজের কাজি॥
এ সংসারে ঘুরে ঘুরে, খেল্‌ছি কত ভোজের বাজী।
যেমন হুকুম পাব আমি, তেম্‌নি থাক্‌তে আছি রাজি॥
নিজেই আমরা কর্ম্ম দোষে, সংসারেতে সবাই মজি।
কেবল উদ্ধার পায় সে দেখি, মায়ের তেজে হয় যে তেজী॥
মা মা ব'লে কেঁদে কেঁদে, কত আমরা মাকে খুঁজি।
কর্ম্ম দোষে যার মা নিদয়, সকলেতেই যায় সে মজি॥
হর হরি মা এক না ভেবে, পৃথক ক'রে সব্ যে পূজি।
যখন যেথা সুখ পাব মা, তখন সেথা গিয়ে ভজি॥
এক ক'রে তুই ধরিস্ ললিত, ঘুরে মর্‌তে হস্ না রাজি।
তোর মায়েতেই সকল আছে, ভুলে গেলেই বল্‌বে পাজি॥ ৫০৮॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌না মাকে এক মনেতে।
কভু যেন ভুলিস্‌ না মন, স্মরণ রাখিস্‌ খেতে শুতে॥
যে ভাবে সব কাটুক্‌ না দিন, মন যেন তোর থাকে তাতে।
মনে মনে ডাক্‌বি সদা, বসিয়ে রাখিবি হৃদয়েতে॥
সময় পেলেই দৌড়ে গিয়ে, বস্‌বি মায়ের চরণেতে।
অপর চিন্তা ছাড়্‌বি তখন, দেখ্‌বি কি সুখ পাবি তাতে॥
এ সংসারে কত আছে, তোকে এখন ভুলিয়ে দিতে।
সহজে তোর মায়ের চরণ, শেষে কি মন দেবে পেতে।
মায়া এখন বেড়ী হয়ে, বেঁধেছে দেখ্‌ তোর পায়েতে।
মোহ অন্ধকারে ঘেরে, রেখেছে তোর চার্‌দিকেতে॥
হৃদয় বাসী হ'লে মা তোর, আর কি ভাব্‌বি তুই ভয়েতে।
মনের সুখে ললিত তখন, পার্‌বে মায়ের কোলে যেতে॥ ৫০৯

প্রসাদি সুর।

একটি কোণে আছি প'ড়ে।
তবু তুই তো ছাড়িস্‌ না মা, নিতে চাস্‌ যে সকল কেড়ে॥
এত গণ্ডগোলে প'ড়ে, দিনে দিনে কষ্ট বাড়ে।
এখন দুঃখ পেলেও কি মা, শেষ কালেতে যমে ছাড়ে॥
যত দুঃখ পাব আমি, ততই ঘাড়ে ভূত যে চড়ে।
সকলই তো দেখ্‌তে পাস্‌ মা, আছিস্‌ সদা চাক্‌লা জুড়ে॥
যত কষ্ট বাড়্‌ছে আমার, ততই মা গো যাচ্ছি তেড়ে।
এ সংসারের জ্বালায় সদা, পাপ দেহ যে যায় মা পুড়ে॥
মোট বওয়া তুই বলদ ক'রে, ঘোরাস্‌ আমায় নাক্‌টি ফুড়ে।
তবু কি তোর ললিত কভু, থাক্‌তে পারে আশা ছেড়ে॥ ৫১০

প্রসাদি সুর।

সংসারের কি ঘুচ্‌বে জ্বালা।
পাঁচ রকমে ঘুরিয়ে আমায়, কর্‌লে যে মা ঝালাপালা॥
আপ্‌না হ'তেই ঘুরে ফিরে, গোলে প'ড়ি কাজের বেলা।
সকলেতেই ভুলে থাকি, মায়াতেই মন সাজে ভোলা॥
সদাই কাতর প্রাণে ডেকে, ভিক্ষা করি চরণ ভেলা।
সেই কথাটি ভুলিয়ে দিতে, তুই কত মা করিস্ ছলা॥
অসময়ে ক্ষেপে উঠে, ছেলেদের সব করিস্ হেলা।
কবে তুই মা সদয় হ'য়ে, ছাড়বি তোর ঐ বিষম খেলা॥
ছেলেদের সব ঠকিয়ে দিতে, মাটির পুতুল রাখ্‌লি মেলা।
বেশী আশা হবে মা যার, তার বেলাতেই সাজ্‌বি কালা॥
খেলা ঘর আর পুতুল দেখে, কাটে কি মা মনের মলা।
ও সবেতে ভুল্‌লে ললিত, যম এসে শেষ্ ধর্‌বে গলা॥ ৫১১॥

প্রসাদি সুর।

মন্‌কে বুঝ্‌তে কেউ পারে না।
তবু দোষী তার দোষেতে, আপ্‌নি বুঝে কেউ চলে না॥
কি নিয়ে সে কখন আছে, দেখ্‌তে গেলে কেউ পাবে না।
তাকে বাধ্য কর্‌লে এখন, আর কি মিছে হয় ভাবনা॥
বৃথা অনেক সময় ঘুরে, সংসারেতে পায় যাতনা।
স্থির হ'তে তায় বল্‌লে পরে, সে কথাতে কান দেবে না॥
মনোময়ী হও মা যখন, স্থির হ'য়ে মন কৈ দেখে না।
মিছে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আপন কাজ কি তাও বোঝে না॥
পঞ্চে পঞ্চ মিলিয়ে গেলে, মন্ তো তাতে ফাঁক যাবে না।
দেহের সঙ্গে মনের লয় যে, বুঝলে আর মা ভ্রম্ থাকে না॥
মায়ের কৃপা না হ'লে শেষ্, বশীভূত কেউ হবে না।
এই কথাটি বুঝে নিতে, ললিত যেন ভুল ক'র না॥ ৫১২॥

প্রসাদি স্থর।

মাকে কি মন্ দেখ্‌লি কাল।
জগৎ আলো করে যাতে, কে দেখেছে এমন কাল॥
সামান্য কাল নয় সে আমার, কালের পরম ধন যে কাল।
দেখ্‌না মায়ের শ্রীচরণে, প'ড়ে আছেন মহাকাল॥
কালের ভয় যে থাকে না মন, হের্‌লে সদা ও রূপ কাল।
ইচ্ছা তাই মন্ হেরি ব'সে, কি সকাল কি বিকাল॥
জন্ম সফল হয় যে দেখি, হৃদে এলে অমন কাল।
সেই কালেতে আপনা হতে, যাবে সকল মনের কাল॥
কালী কালী বল্‌না রে মন, হ'য়ে যাগ্ তোর সকল কাল।
শমন কি তোর কর্‌তে পারে, হৃদয় বাসী হ'লে কাল॥
কাল রূপ মার দেখে ললিত, সেই চরণে সব বিকাল।
তার কি এমন দিন হবে যে, দেখ্‌বে কাল চিরকাল॥৫১৩

প্রসাদি স্থর।

কে জানে মা কাল কি ধল।
সব রূপেতেই দেখি মায়ের, ত্রিজগৎকে ক'রে আলো॥
মনের আঁধার বিনাশ হেতু, জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ যে হ'ল।
সর্ব্বময়ী হ'য়ে দেখি, মা যে বিরাজ করেন ভাল॥
যে রূপে যে চাইবে মাকে, তেম্নি যে তার ফল ফলিল।
দ্বেষা দ্বেষী কর্‌লে শেষে, সকলেতেই গোল বাধিল॥
কাল ধল একই কথা, মন বুঝিলে সব বুঝিল।
অনন্ত এই ভবেতে মা, সর্ব্বরূপা চিরকাল॥
একেতে সব দেখ্‌বে যে জন, তারই ঘুচ্‌বে মনের কাল।
মিছে ভ্রমে প'ড়ে সবে, বিবাদ ক'রে দিন কাটাল॥
মনের সুখে ললিত বলে, আদ্যা রূপা মা যে কাল।
তারণ কারণ চরণ বিনা, রূপেতে মার হয় কি বল॥ ৫১৪

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নাম্‌টি মন ভুল না।
শিব যে মিথ্যাবাদী হবে, কথন এ ভয় ক'র না॥
দুর্গতি নাশিনী মাকে, ডাক্‌লে দুঃখ আর রবে না।
এই কথা যে শিব বলেছেন, আগম হ'তে আছে শোনা॥
মা যে আমার সাধ্বী সতী, ত্রিজগতে কে জানে না।
স্বামীর বাক্য অবহেলা, কর্‌তে আমার মা পারে না॥
দুর্গা দুর্গা বল সদা, দুর্গা নামে মন মাতনা।
মা যে আপনি কৃপা ক'রে, দূর করিবেন সব যাতনা॥
পতিত যদি হ'য়ে থাকি, তাতেও এখন নাই ভাবনা।
একাধারে সকল গুণ ঐ, মায়ে আমার দেখে নে না॥
আমোদ ক'রে হৃদ্‌কমলে, ললিত মাকে বস্‌তে দে না।
সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, দুর্গা নামের কর্ সাধনা॥ ৫১৫॥

প্রসাদি সুর।

আপ্‌না হ'তেই কষ্ট ঘোটে।
কর্ম্ম ফল সব বল্‌ছে বটে॥
মায়ের খেলায় বিফলেতে, আমার দিন্ তো যাচ্ছে কেটে।
মা আমাকে নিদয় হ'লে, কষ্টেতে বুক যায় যে ফেটে॥
কত বিঘ্ন বাধা এসে, কাঁটা হ'য়ে পায়ে ফুটে।
সেই মা সদয় হ'লে পরে, কত মজা সবাই লোটে॥
কর্ম্ম ফল যে সকল মিছে, মোট বওয়াবার আমরা মুটে।
অন্ধের মত ঘুরে ঘুরে, শেষেতে যাই পারের ঘাটে॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে বোঝা, ভারের জ্বালায় বেড়াই ছুটে।
কৃপাময়ীর কৃপা হ'লে, রক্ষা হবে এ সঙ্কটে॥
মায়ের হাতে সবাই আছে, তার ইচ্ছাতে সকল কাটে।
তাইতে ললিত আপন মাকে, ডাক্‌ছে সদা করপুটে॥ ৫১৬॥

প্রসাদি সুর।

করিস্ না মা অবহেলা।
অপারসাগর মাঝে ফেলে, ডুবাস্ না মা পারের বেলা ॥
বৃথা কষ্টে এ দিন গেল, মোট বয়ে মা মলাম্ মেলা।
আশা কেবল শেষের দিনে, ছাড়বি মা তুই সকল ছলা ॥
মায়াপাশে এখন যে মা, বেন্ধে রাখ্‌লি আমার গলা।
পাঁচের ঘরে প'ড়ে থেকে, খাই মা কেবল ছয়ের ঠেলা ॥
এখন যত ডাকি তোকে, সকলেতেই হ'স্ মা কালা।
বোকা সেজে বেনো জল্‌কে, এনেছি মা কেটে নালা ॥
সংসারের মা কর্ম্ম সকল, হ'য়ে পড়্‌ল বিষম জ্বালা।
কর্ম্মডুরী কেটে দিয়ে, দে না মা তোর চরণ ভেলা ॥
পাঁচ রকমে মজে থেকে, আমার মন যে হ'ল ভোলা।
কত দোষে দোষী হ'য়ে, ফুরিয়ে আমার গেল বেলা ॥
আপ্‌না হতেই ছেলের কাছে, ছেড়ে দে মা বিষম খেলা।
ললিত যেন শেষের দিনে, নেচে যম্‌কে দেখায় কলা ॥ ৫১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

এ এক বিষম খেলা বটে।
কর্ম্মফলে সবাই জোটে ॥
যার কথা না শুনে চলি, সেই যে মা গো উঠছে চ'টে।
শান্তি শূন্য হ'য়ে কেবল ঘুরি এখন ছুটে ছুটে ॥
কর্ম্ম ফলের বাধ্য হ'য়ে, থাক্‌ব কি মা ভবের হাটে।
তোকে ডেকেও শেষেতে মা, নিস্তার নাই কি এ সঙ্কটে
কি দশা মা কর্‌বি আমার, সূর্য্য যখন বস্‌বে পাটে।
এত মায়া এত মোহ, আপনি কি সব যাবে কেটে ॥

তুই মা আমার বুঝিস্ সকল, বুঝেও কেন বিপদ ঘটে।
সময় থাক্‌তে মিছে আশা, আমার সকল যাক্ না ছুটে ॥
আপন ছেলে দেখিস্ যদি, ললিত কি আর মরে খেটে।
পার হ'তে শেষ্ হেঁসে গিয়ে, বস্‌তে পারে পারের ঘাটে ॥৫১৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভোলাতে সবাই আসে।
ভবের খেলা ফুরিয়ে গেলে, কেউ কি সঙ্গে যাবে শেষে ॥
মায়া ক্রমে বাড়্‌ছে দেখে, পোড়া মন যে সদাই হাঁসে।
কেউ বা সকল ছেড়ে দেখি, লক্ষ্য কেবল রাখে যশে ॥
যশ অপযশ সমান কথা, যে জন অকূল জলে ভাসে।
ডুব্ দিলে সে রত্ন পাবে, ডুব্‌তে চায় না কর্ম্ম দোষে ॥
রংচঙ্গে ঐ মুগ্ধকর সব, রয়েছে যে আশে পাশে।
তাই দেখে কি দিন যাবে মা, ভুলে থাক্‌ব অবশেষে ॥
ছেলেদের সব ঠকিয়ে দিয়ে, চরণ দিলি কৃত্তিবাসে।
শেষের দিনে আশ্রয় বিনা, যেতে আমায় হবে ভেসে ॥
দয়ায় কৃপণ হস্ না গো মা, যাব যখন দণ্ডীবেশে।
তোর খেলাতেই মুগ্ধ ললিত, কষ্ট পায় সে ব'সে ব'সে ॥ ৫১৯ ॥

প্রসাদি সুর।

বুঝ্‌ব কিসে তোমার লীলা।
ত্রিজগৎ ব্যাপিনী হ'য়ে, গোল বাধাও মা কাজের বেলা ॥
এ ভবের মাঝে দেখি যে মা, সংসার হ'ল প্রধান জ্বালা।
আমীরী কেউ কর্‌ছে বসে, অহঙ্কারে সদাই ভোলা ॥

কেউ বা অন্ন ভিক্ষা কর্‌তে, খায় দেখি মা লাঠির ঠেলা।
পর্‌কে আশ্রয় ক'রে কভু, হেঁসে কাটায় দুইটি বেলা॥
কোটা পেয়ে সুখী কেউ মা, কারও ভাল গাছের তলা।
কেউ ছেঁড়া টেনা পায় না পর্‌তে, কেউ গায়ে দেয় শাল দোশালা॥
বাবুয়ানার বাহার দিয়ে, সবাইকে কেউ করে হেলা।
অশান্তিতে পূর্ণ হ'য়ে, আপ্‌না হ'তেই খায় সে কলা॥
ছাই ভস্ম মেখে কেউ মা, পারের জন্য বাঁধে ভেলা।
তাকে ক্ষেপা সাজিয়ে তুমি, জগৎকে সব দেখাও খেলা॥
অপর কিছু চাই না আমি, ভিক্ষা কেবল চরণ ধূলা।
অফলন্ত আছে ললিত, তোমার কৃপায় হক্‌ মা ফলা॥ ৫২০॥

প্রসাদি সুর।

মনের কষ্ট জানাই বটে।
সহজে না শুন্‌লে মা গো, তোমারই যে কুনাম রটে॥
কোন্‌ সাহসে সাহস করি, সম্বল কিছু নাই যে গাঁটে।
পার হ'তে শেষ্‌ গিয়ে কি মা, প'ড়ে থাক্‌ব পারের ঘাটে॥
আপ্‌না হতেই ক্রমে ক্রমে, অনেক রকম বিঘ্ন যোটে।
দয়া ক'রে কৃপাময়ি, নিস্তার কর এ সঙ্কটে॥
শেষের দিন মা ভাবতে গেলে, আমার পোড়া বুক যে ফাটে।
ধীরে ধীরে এই কটা দিন, কেমন ক'রে আমার কাটে॥
যে দিকেতে পা বাড়াই আমি, সেই দিকেতেই কাঁটা ফোটে।
দেখে শুনে ইচ্ছা হয় মা, এ সব ফেলে পালাই ছুটে॥
তোমার কথা মেনে ললিত, বল্‌ছে তোমায় করপুটে।
নিজে যখন মহামায়া, আমার মায়া দাওনা কেটে॥ ৫২১॥

প্রসাদি সুর।

অন্ধকারে যাই মা ভেসে।
তবু কত সহ্য ক'রে, বেড়াই আমি হেঁসে হেঁসে॥
এ জগতে কষ্ট যত, পাই কেবল মা তোরই দোষে।
না বুঝে মন ধায় যে তবু, তোর ঐ যুগল চরণ আশে॥
যে ধন আমায় দিলি এখন, সঙ্গে কি তা যাবে শেষে।
পর্‌কে ধ'রে দিয়ে যাব, ভোগ্ সে কর্‌বে ব'সে ব'সে॥
মায়াই প্রধান ফাঁশ হ'য়ে মা, বেঁধেছে এই গলায় এসে।
কার জন্য মা ঘুরে মরি, ভুলি কেবল মিষ্ট ভাষে॥
মন্‌মোহিনী রূপ ধ'রে মা, থাকিস্ হৃদয় মাঝে বসে।
জন্ম অন্ধ হ'য়ে আছি, চক্ষু এখন দে না শেষে॥
সংসারেতে এসে মা গো, ললিতের যে লাগ্‌ল দিশে।
একটি কোণে প'ড়ে সদা, তাই সে চকের জলে ভাসে॥ ৫২২॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা দেনা ছুটি।
এ সংসারে প'ড়ে আমি, কত কর্‌ব খাটাখাটি॥
কি পরিচয় দিব মা গো, এই দেহ যে রোগের কুটি।
দেখেও যে তুই দেখিস্ না মা, এম্নি পাষাণী হ'লি বেটি॥
যেমন ভাবে রাখিস্ আমায়, তেম্‌নি আমার যায় যে কাটি।
প্রমাণ প্রয়োগ মেনে চলি, আমার লক্ষ্য আছে যেটি॥
সবাইকে তুই নিয়ে মা গো, খেলিস্ দেখি পরিপাটি।
শাকে বালি কারো দিস্ মা, কেউ খেতে পায় ক্ষীরের বাটি॥
প্রাণের দায়ে কাতর কেউ মা, দিন কাটায় কেউ মজা লুটি।
মুষ্টি ভিক্ষার জন্য আবার, কেউ করে মা ছুটা ছুটি॥

পরের চিন্তা প্রবল হেথা, কিসে মায়ার বেড়ী কাটি।
দিন গেল না ক্ষণ গেল মা, কর্ম্ম ফলের নাই কো ত্রুটি॥
কারও অঙ্গে ভস্ম মাখা, তবু বোঝে মোটা মুটি।
ভেক্ ক'রে কেউ ধন পাবে শেষ্, এইটি বুঝে রাখে খাঁটি॥
সকল কাজই ভুলিয়ে রাখে, আপ্‌নার লোক যে সবাই যুটি।
শেষের দিন মা ভাব্‌তে গেলে, আপ্‌নি হ'য়ে যাই যে মাটি॥
সকলই যে মিথ্যা ভবে, সার কেবল তোর চরণ দুটি।
শেষের দিনে তোর ললিতের, শুনিস্ মা গো কথা কটি॥ ৫২৩॥

প্রসাদি সুর।

পাষাণী কেন হলি বেটী।
তোর এ সংসারেতে প'ড়ে, করি কেবল ছুটা ছুটি॥
সহজেতে ভুলিয়ে রাখিস্, মনের লক্ষ্য আছে যেটি।
চাপা চাপি কর্‌লে পরে, ক্ষেপী সেজে করিস্ মাটি॥
প্রাণের ভয়ে ডাক্‌লে পরে, শুন্‌তে তুই তো পাস্‌না সেটি।
তোকে দেখ্‌বার জন্য দেখি, কষ্টের আমার নাই কো ত্রুটি॥
মায়া বাড়িয়ে দিস্ মা ভবে, ধরিয়ে মুখে দুধের বাটি।
শেষের দিনে কেউ দেখে না, মারে এ ছার মাথায় লাঠি॥
আঁধার ক'রে রেখে সকল, নষ্ট কর্‌লি চক্ষু দুটি।
মোহ আবার বাড়িয়ে দিয়ে, নাচিয়ে দিলি রিপু ছটি॥
ছেলের সঙ্গে ছল ক'রে মা, কাজ্ তো কর্‌লি পরিপাটি।
কবে ললিত মনের সাধে, দেখ্‌বে তোর ঐ চরণ দুটি॥ ৫২৪

প্রসাদি সুর।

বুঝবে কি সব মায়ের খেলা।
ভাব্‌তে গেলেই যায় যে বেলা॥
ধন রত্ন তুচ্ছ ভাব, তবু পোড়া মন যে ভোলা।
রং চঙ্গে সব বালা থানাই, মায়া পাশে বাঁধে গলা॥
মনের শান্তি দেয় মা তাকে, ঘুণ্‌ ধরা সব ঘরের শলা।
দুঃখী জনে দয়া বেশী, সুখীর বেলা হয় মা কালা॥
ময়ূরপঙ্খী চড়্‌তে গেলেও, আছে বিষম ঝড়ের্‌ জ্বালা।
আপন পারের উপায় জন্য, নিজেই বাঁধ্‌তে হয় যে ভেলা॥
দক্ষিণাকে ভার দিলে পর, ভয় কি কারো হেল্‌লে চালা।
শেষ দক্ষিণা মনের মত, পেয়ে গাছ তার হবে ফলা॥
সাম্‌লাতে কেউ চায় সে চালা, দিয়ে দুর্গা নামের পেলা।
দে'খে না যে মাথার উপর, র'য়েছে তার মট্‌কা খোলা॥
মাথা ঢাক্‌তে সময় কোথা, ভেঙ্গে পড়্‌বে জীর্ণ চালা।
এই ক'রে সব ক্রমে ক্রমে, ফুরিয়ে যাবে ভবের লীলা॥
দুর্গা দুর্গা বলে যে জন, বাড়ায় মা তার মনের মলা।
মা মা ব'লে প্রাণ খুলে দাও, কাট্‌বে মায়ের সকল ছলা॥
ভাল কথায় কৈ শোনে মা, মিছে মনের কষ্ট বলা।
আপন কোটে এনে মাকে, হেঁসে যমকে দেখাও কলা॥
ধাঁধায় জগৎ পূর্ণ সদা, কৈ বুঝি তা কাজের বেলা।
মোট বওয়া সব বলদ হ'য়ে, বয়ে বেড়াই মোটের ছালা॥
অসার নিয়ে ঘুরে মরি, সার আছে সেই সিকেয় তোলা।
তাই ললিতের ভ্রম ঘোচে না, লেগে গেছে দুঃখের মেলা॥ ৫২৫॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌তে গেলেই সব পাবিরে।
তীর্থে কেন মরিস্ ঘুরে॥
সকলই যে দেহের মাঝে, সদা প্রকাশ রয়েছে রে।
বৃথা কষ্ট করিস্ কেন, দেখ্‌তে গেলে সব পাবি রে॥
এই দেহে যে কাশী আছে, তাই দেখে মন মুক্ত হ রে।
সেথা গিয়ে মনের সাধে, সদা মায়ের নাম গাবি রে॥
প্রয়াগেতে যাবি যখন, স্নান ক'রে প্রাণ জুড়াবে রে।
যুক্ত মুক্ত উভয় বেণী, অন্তরেতেই পাবি ঘুরে॥
অনাহতে বাণ লিঙ্গ, বিশ্বেশ্বর রূপ আছেন ঘরে।
পরমাত্মা মাধব রূপে, বসে আছেন সহস্রারে॥
জ্ঞান আছেন গণেশ রূপে, দণ্ড পাণি কর্ম্ম ধ'রে।
বীজ রূপে কাল ভৈরব, সদা রক্ষা করেন তোরে॥
সবাই মিলে হ'ল কাশী, সুধাম্বুধি গঙ্গা যে রে।
মা আমার ভবানী রূপে, মণি দ্বীপে বিরাজ করে॥
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার ঐ, আদ্য অন্ত ত্রিবেণী রে।
মাধব রূপে পরম শিব ঐ, সদাই আছেন দেখে নে রে॥
সোমেশ্বর মহাদেব দেখ, স্বয়ম্ভু হন্ মূলাধারে।
ভরদ্বাজের আশ্রম যে মন, অনাহত বলি তারে॥
জীবাত্মা ঐ বাসকী রূপে, দেহটিকে আছেন ধ'রে।
কল্পবৃক্ষ অক্ষয় বট যে, সদা দেহে রয়েছে রে॥
কুণ্ডলিনী শেষ্‌নাগ হন্, আছেন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ঘেরে।
এই সব তীর্থ দেখে ললিত, সদা মনে সুখী হ রে॥ ৫২৬

প্রসাদি সুর।

ছুটি দিন মা কাট্‌ল সুখে।
অষ্টমী আজ বল্‌ছে লোকে॥
কিসের তিথি কিসের বার মা, ভেবে আমার মন কি দেখে।
মত্ত হ'য়ে আছে এখন, পেয়ে সে যে আপন মাকে॥
নেচে গেয়ে কর্‌ছে পূজা, তোর মা যুগল রাঙ্গা পাকে।
সকল লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে, রেখেচে তাই চ'কে চ'কে॥
কি আমোদে আছে এ মন, শুন্‌বে কে আর বল্‌ব কাকে।
যে বুঝেছে সেই মজেছে, সব ছেড়ে সে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
কারও বাধ্য নয় মন এখন, কি আর মা গো বল্‌ব তাকে।
কোন কথায় কাণ দেবে না, মিছে কেন মর্‌বো ব'কে॥
ক্ষেপিয়ে যেমন তুল্‌লি আমায়, শান্তি দে তোর পায়ে রেখে।
অশান্তিতে ললিত ম'লে, ভুগ্‌বি শেষ্ মা ছেলের পাকে॥ ৫২৭॥

প্রসাদি সুর।

আড়ম্বরের শেষ হয়েছে।
মহানবমী ফুরিয়ে গেছে॥
কাম ক্রোধ অহঙ্কার মদ, এ চার বলি তায় হয়েছে।
তারই সঙ্গে অজ্ঞান কে মন, বলি ভাবে শেষ্ দিয়েছে॥
মায়ের যুগল চরণ দেখে, মনের বড় লোভ বেড়েছে।
তাই দেখি মন সযতনে, গোপন ক'রে লোভ রেখেছে॥
ভক্তি-পুষ্পপূর্ণাঞ্জলি, মায়ের পায়ে মন দিয়েছে।
মহামায়া নিজে মায়া, মোহ এখন দূর ক'রেছে॥
আপন ঘরে মাকে পেয়ে, আমোদেতে মন মেতেছে।
মাকে তৃপ্ত কর্‌তে দেখি, ব্যস্ত সদা হ'য়ে আছে॥
কি দিলে মা তৃপ্ত হবে, সেইটি এখন কৈ বুঝেছে।
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কি যে, আপনা হ'তে কে জেনেছে॥
মা মা বল্‌তে গিয়ে দেখি, ললিতের এই মন মেতেছে।
আশাপূর্ণ কর্‌তে সদা, মায়ের চরণ ধ'রে আছে॥ ৫২৮॥

প্রসাদি সুর।

চল্‌লি কি মা আমায় ফেলে।
আবার কি তুই থাক্‌বি ভুলে॥
চারটি দিন যে মনের সুখে, আমার এখন কাটিয়ে দিলে।
এই বার কি মা ভাস্‌ব আবার, চির দুঃখসাগরজলে॥
তোকে কি মা ছাড়্‌ব আমি, ফাঁকী দিয়ে পালিয়ে গেলে।
আর কি আমি ভুলি মা গো, তোর ঐ সকল মিছে ছলে॥
সংসারের সব যাতনাতে, আমার জীবন যাচ্ছে জ্বলে।
দেখেও তো মা দেখ্‌লি না তুই, বাঁধিস্‌ কেবল মায়াজালে॥
কেন পালিয়ে যাস্‌ মা এত, তোকে আমি ধর্‌তে গেলে।
আরও কত কষ্ট আছে, জানি না এ পোড়া ভালে॥
মা হারা যে হ'লে আমি, হেলাতে শেষ ধর্‌বে কালে।
ললিতকে তোর ছেলে ব'লে, কবে মা গো কর্‌বি কোলে॥ ৫২৯॥

প্রসাদি সুর।

সেই মা আমার কোথা গেল।
কোথা গেলে পাব তাকে, কে আমায় তা বল্‌বে বল॥
ক দিন আমার সেই মা এসে, ঘর যে আলো করেছিল।
আজ দেখি সব আঁধার ক'রে, পা থেকে মা ফেলে দিল॥
তিন্‌টি দিনের জন্য এসে, ভুলিয়ে রেখে কি ফল হ'ল।
কোথা তুই মা গেলি আবার, তোর জন্য তোর ছেলে ম'ল॥
হৃদয়মাঝে আছে এক মা, দেখি তাকে চিরকাল।
ঘরে বাহিরে মাকে দেখে, এই কি আমার ফল ফলিল॥
জগৎ আঁধার ক'রে এখন, যেথাকার মা সেথায় গেল।
সর্ব্বব্যাপিনী হ'য়ে থেকে, যেমন কার মা তেম্‌নি হ'ল॥
হাঁপিয়ে যদি মরে ললিত, তবু কি তার সেই মা এল।
সকল মাই এক যে সেই মা, একেতেই যে সব মিলিল॥ ৫৩০॥

প্রসাদি সুর।

যুগল মিলন দেখ্‌ব কবে।
সে সুখ কি মা আমায় দেবে॥
সশিব মা তোকে এখন, সহজে কে দেখ্‌তে পাবে।
দুয়ের মিলন দেখ্‌ব যে দিন, সেই দিন পরম সুখ যে হবে॥
পিতা রইলেন সহস্রারে, আধারে মা দেখ সবে।
পিতা মাতার মিলনেতে, মনের সকল ভ্রান্তি যাবে॥
ভোগবাসনা থাক্‌বে যদিন, তত দিন কে দেখ্‌তে পাবে।
ভোগের নাশ মা ক'রে দিয়ে, আপনি মিলে বস্‌না শিবে॥
যুগলচরণ এক স্থানে মা, দেখ্‌তে পেলেই প্রাণ জুড়াবে।
হংস হংসী মিল্‌লে মা গো, সকল কর্ম্মের ফল ফলিবে॥
ললিত কি মা এই দুরাশার, আশায় সদা প'ড়ে রবে।
কেন বিমুখ হ'য়ে আছিস্, কৈ মা বুঝ্‌তে পারি শিবে॥ ৫৩১॥

প্রসাদি সুর।

তোমাকেই যে মায়া বলে।
আগে সেইটি না বুঝে মা, প'ড়ে আছি বিষম গোলে॥
কাছে কাছে থাক সবার, এইটি যখন দেখিয়েছিলে।
কি রূপ ধ'রে থাক মা গো, কৈ তুমি তা বুঝিয়ে দিলে॥
তুমিই যদি মায়া হ'য়ে, এত কষ্ট দিতেগেলে।
কাকে আমি বল্‌ব তবে, শুন্‌বে কে মা সময় হ'লে॥
এই কি তোমার কাজ হ'ল মা, জড়িয়ে রেখে মার্‌ছ ছেলে।
আপনার জিনীস্ ব'লে কি মা, নষ্ট কর্‌ছ ফলে ফুলে॥
নিজেই মায়া হ'য়ে তুমি, এত খানি গোল বাধালে।
শুন্‌তে কিছু চাও না দেখি, তোমাকে সব বল্‌তে গেলে॥
মায়া নষ্ট কর্‌তে গেলে, সকল দিকেই যাই যে ভুলে।
জান্‌তাম্ না যে তুমিই আমায়, ঘেরে আছ মায়ার ছলে॥
ভাল খেলা খেল্‌ছ এখন, বুঝ্‌বে ললিত সময় এলে।
দেখ্‌বে শেষে কি করে মা, ভবের এ দিন ফুরিয়ে গেলে॥ ৫৩২

প্রসাদি সুর।

দিন যাবে কি খেয়ে লাথি।
সাম্‌লে দে মা মনের গতি॥
ভেদাভেদ সব নষ্ট ক'রে, সোজা পথে দে না মতি।
দ্বেষাদ্বেষী নিয়ে যে মা, পূর্ণ হ'য়ে গেল ক্ষিতি॥
বিকারহীন তুই ক'রে আমায়, শান্তি দে মা এই মিনতি।
অভেদভাবে দেখ্‌ব যে দিন, সেই দিন আমার হবে প্রীতি॥
ঘৃণা সদাই বেড়ে গেল, এই তো দেখি জীবের গতি।
কর্ম্মফলই শেষের দিনে, হবে আমার সঙ্গের সাথী॥
রঙ্গরসে মত্ত হ'য়ে, ফুলিয়ে এখন বেড়াই ছাতী।
আপন দোষে দিন ফুরাল, কষ্ট পেতে হবে নিতি॥
সোজা কথায় এই বুঝেছি, অগতির মা তুই যে গতি।
ললিতের সব ফুরিয়ে এলেও, থাকে যেন তোতে মতি॥ ৫৩৩।

প্রসাদি সুর।

জানিস্‌ মা এ মনের গতি।
আমি বিকারহীন কি মন্দ মতি॥
যেমন বোঝাস্‌ তেমনি বুঝি, তাতেই যে মা আছে প্রীতি।
সকলই মা সমান ক'রে, এ দিন কাটাস্‌ এই মিনতি॥
অবাধ্য যে সবাই এখন, শেষের কি মা হবে গতি।
শান্তি তুই না দিলে আমায়, অশান্তি যে বাড়্‌বে নিতি॥
ভেদাভেদ সব কর্‌তে গিয়ে, কষ্ট ছাড়া নাই যে গতি।
কত ভ্রমে প'ড়ে আমি, এ সংসার মা থাক্‌ব পাতি॥
অভেদেভেদ হ'লে যে মা, সবাই আমায় মার্‌বে লাথি।
এক ক্‌'রে সব ভাবি যখন, ফুলে উঠে বুকের ছাতী॥
চক্ষু ফুটিয়ে দে না মা গো, তোর চরণে এই মিনতি।
ভেদাভেদ সব ছেড়ে ললিত, একেই যেন পায় মা প্রীতি॥ ৫৩৪

প্রসাদি সুর ।

আজ মায়ের যে ঘুম ভাঙ্গিবে ।
সবাই মাকে দেখ্‌তে পাবে ॥
ক্ষণেক স্থির মন হ'য়ে থাক, মা যে তোমার আস্‌বে ভবে ।
মা মা ব'লে গিয়ে তখন, সেই শ্রীচরণ দেখ্‌তে যাবে ॥
মায়ের ছেলে যত আছে, আজ তারা সব মাকে পাবে ।
মনের সাধে জবাঞ্জলি, শ্রীপাদপদ্মে সবাই দেবে ॥
আপন ঘরে মাকে পেলে, আর কিছু কি কষ্ট রবে ।
চরণকমল দেখে মায়ের, তুমিও যে সুখী হবে ॥
মায়ের কোলে বস্‌বে গিয়ে, কেন ভয় মন তাঁকে খাবে ।
সম্বৎসরের কষ্ট যত, মাকে সব যে বলে দেবে ॥
অমন মা তোর থাক্‌তে ললিত, মরিস্‌ কেন ভেবে ভেবে ।
বৎসরান্তে বোধন হ'লে, মায়ে পোয়ে দেখা হবে ॥ ৫৩৫ ॥

প্রসাদি সুর ।

তুই কে এখন কর্‌ ভাবনা ।
এই ভবেতে কি ভাবে তুই, করিস্‌ রে মন আনাগোনা ॥
সন্ধ্যা হ'লে যেমন গাছে, অনেক পাখীর হয় যোজনা ।
প্রাতঃকালে সব চ'লে যায়, শেষ্‌ কাকস্য পরি বেদনা ॥
তেমনি ধারা সংসারমাঝে, কর্‌বি এখন সব গণনা ।
জীবনের শেষ হ'য়ে এলে, কোথাও যে মন কেউ রবে না ॥
এত আদর এত যত্ন, শেষের দিনে কেউ করে না ।
জগৎ মাঝে সকল মিছে, বুঝেও যে মন কেউ বোঝে না ॥
যদিও তায় বোঝে কভু, ধরা দিতে কেউ চাবে না ।
অন্তর জ্ব'লে গেলেও দেখি, প্রকাশ কর্‌তে আর পারে না ॥
মায়া প্রবল হ'য়ে গেলেই, সহ্য করে সব যাতনা ।
তুচ্ছকে সব ভুলে ললিত, আপনার মাকে ধর্‌তে যা না ॥ ৫৩৬ ॥

প্রসাদি সুর।

কতই ধাক্কা সহ্য করি।
বিষম হ'লো দেখ্ শঙ্করি॥
ঘরে বাইরে প'ড়ে প'ড়ে, কতই আমি সইতে পারি।
আমারই গোল বাড়্ছে ক্রমে, দেখ্তে পাই যে রাজ্যেশ্বরি॥
একটা বিপদ কাটবার আগে, আর একটি যে ফেল্ছে ঘেরি।
এই রকমে দিনে দিনে, ঘুরে ঘুরে প্রাণে মরি॥
ডাক্‌তে সময় হ'লেও আমি, কৈ মা তোকে ডাক্‌তে পারি।
স্থির ভাবেতে সহ্য ক'রে, কতই আমি করব দেরি॥
ক্রমে দিন যে ফুরিয়ে এল, সেইটি দেখ্না বিচার করি।
ললিতকে তুই মজিয়ে দিলি, হ'লেও সে তোর আজ্ঞাকারী॥ ৫৩৭

প্রসাদি সুর।

রক্ষা আমায় ক'রে দে রে।
সংসার আশা বিনাশ ক'রে॥
আর যে মা গো চাই না কিছু, থাক্‌তে দে তোর চরণ ধ'রে।
মন্‌কে বাধ্য করতে গিয়ে, মর্‌ছি কেবল ঘুরে ঘুরে॥
মন অবাধ্য সদাই হ'লে, উপায় যে মা পাব না রে।
তোরই হাতে সব রয়েছে, সবই কর্‌তে পারিস্ যে রে॥
অনেক বিঘ্ন সহ্য ক'রে, কাতর আমায় করেছে রে।
সকল কাজই ভুলে যাই মা, তাতেই আরও গোল বাধে রে॥
তোকে ব'লেই শান্তি হবে, মনে আশা এই ছিল রে।
তাও তো এখন ক্রমে দেখি, দিলি সব তুই নষ্ট ক'রে॥
মিছে আশায় আর কত মা, তোরই ললিত থাক্‌বে প'ড়ে।
কৃপাচক্ষে দেখ্‌লে বারেক, অশান্তি মা যাবে দূরে॥ ৫৩৮

প্রসাদি সুর।

মা যে মায়ার ধার্ ধারে না।
তবে জীবকে এত মায়া, কোথা থেকে দেয় জানি না॥
মাকে মায়া ধর্‌তে পেলে, আমার কি আর রয় ভাবনা।
মায়েরও যে মায়া হতো, ঘুচ্‌ত সবার আনাগোনা॥
আমরা কত মায়ায়বদ্ধ, মা কি আমার তাও দেখে না।
মাকে একবার ধরা পেলে, বুঝিয়ে দিতাম সব যাতনা॥
মায়ার যে সব খেলা আছে, মা যে কিছু তার জানে না।
জানিয়ে দেব কেমন ক'রে, উপায় কিছু তার হ'ল না॥
ভুগেই আমরা মরি কেবল্, সাম্‌লাতে যে কেউ পারি না।
এমন ভোগ মা ভুগ্‌লে পরে, পাষাণী তোর নাম হ'তো না॥
মায়ের বাপের কোন রকম, আমরা তো মন ধারধারি না।
ললিতের সব কথা কেন, তবে এখন মা শোনে না॥ ৫৩৯॥

প্রসাদি সুর।

আমরা মায়ের আজ্ঞাকারী।
মাতৃভক্তি দেখিয়ে সদা, কর্ত্তব্য যে পালন করি॥
মাতৃ আজ্ঞা শুনে আমরা, সংসারে সব ঘুরি ফিরি।
আপ্‌নার কাজ তুই কর্ না মা গো, কোলে নে সব শুভঙ্করি॥
কোলে তুই মা নিতে চাইলে, কোলে আমরা উঠ্‌তে পারি।
ওঠ্‌বার উপায় ভুলিয়ে দিলে, আমরা যে মা প্রাণে মরি॥
মায়ের কাজ মা তুই ক'রে যা, আমাদের কাজ আমরা করি।
এম্‌নি ক'রে এ দিন গেলে, হেলায় ভবসাগর তরি॥
আমরা এখন মাতৃস্নেহ, পাবার জন্য হই ভিখারী।
তাতে বিঘ্ন দিস্ না মা গো, কৃপা কর্ না মহেশ্বরি॥
সকল কাজ কি আমরা এখন, বুঝে দেখে কর্‌তে পারি।
তোরই ছেলে ললিত যে মা, তোকেই সদা আছে ধরি॥ ৫৪০॥

প্রসাদি সুর।

আমার মাকে দেখ চেয়ে।
ত্রিভুবনের মাঝেতে কেউ, দেখেছে কি এমন মেয়ে॥
কি অপরূপ সেজেছে মা, পরিবার সব সঙ্গে লয়ে।
জগৎরক্ষা হেতু যে মা, অসুর কুল সব বধেন গিয়ে॥
যে ভাবে যে ডাকুক মাকে, কৃপা করেন তাকে যেয়ে।
সকলের যে মাতৃরূপা, মা ঐ দশভুজা হ'য়ে॥
মনোমহিনী রূপ ধ'রে মা, বেড়ায় সবে ভক্তি দিয়ে।
সকল বিপদ তরে সবাই, আমার মায়ের নামটি গেয়ে॥
এম্‌নি নামের গুণ আছে যে, সকল কষ্টই যায় যে সয়ে।
অন্তে ভবসাগর সবাই, পার হ'য়ে যায় চরণ পেয়ে॥
তোর জন্য মা কাতর ললিত, আছে পথ পানে চেয়ে।
শীতল তাকে কর্ না এসে, থাক্ না মনোময়ী হ'য়ে॥ ৫৪১॥

প্রসাদি সুর।

মনের মতন মাতাল কোথা।
কোন কাজে মত্ত হ'য়ে, দেয় সে কেবল আমায় ব্যথা॥
ভাল মন্দ না দেখে মন, উন্মত্ত সে হয় যে বৃথা।
আপ্‌নার দোষেই দেখি যে মা, ঘুরে বেড়ায় যথা তথা॥
বুঝে কাজ সব কর্‌লে পরে, আর আমার মা ভাবনা কোথা।
সকল সরল হ'য়ে যেতো, সুখে থাক্‌তাম হেথা সেথা॥
মনের মতন বন্ধু নাই মা, যদি আমার শুন্‌ত কথা।
মন অবাধ্য ব'লেই আমি, কষ্ট এত পাই যে বৃথা॥
এমন মনের জন্য ললিত, বল্‌না সে মা যাবে কোথা।
তুই না কৃপা কর্‌লে এখন, বাঁচবে না তোর ছেলের মাথা॥ ৫৪২

প্রসাদি সুর।

প্রাণ গেল মা এ সঙ্কটে।
বিপদ্ আমার চারিধারে, বাড়িয়ে দিলে সবাই যুটে॥
যে কাজ আমি করি মা গো, তাতেই দেখি বিপদ্ ঘটে।
দুর্গানামের এই কি ফল মা, ভাব্‌বো ব'সে পারের ঘাটে॥
চিরদিনই ভাবি আমি, মায়া মোহ কিসে কাটে।
দিনে দিনে বেশী বাধা, আমারই যে ভাগ্যে ঘটে॥
সুকাজ ভেবে করি যা সব, তাতেও দেখি কুনাম রটে।
তবু যে মা কাজের জন্য, বেড়াই আমি ছুটে ছুটে॥
দিন মজুরি যা সব করি, ছটা রিপুই নিচ্ছে বেঁটে।
জীবন আমার ফুরিয়ে এল, মিছে ম'লাম খেটে খেটে॥
প'ড়ে কি মা থাক্‌বে ললিত, হ'য়ে ভবের নগ্‌দা মুটে।
তুইই উপায় ক'রে দে মা, যাতে তার সব এদিন কাটে॥ ৫৪৩॥

প্রসাদি সুর।

তুই মেলে মা উপায় কোথা।
কেঁদে মরাই হলো বৃথা॥
তোকে ধ'রে থেকেও যদি, আমার এসব হয় মা বৃথা।
তবে কি মা চ'লে যাব, বিমাতা মা আছে যেথা॥
তাঁর কাছেতে আশ্রয় পেলে, কষ্ট কি আর থাক্‌বে সেথা।
মনের সুখে আমি যে মা, দিন কাটাতে পার্‌ব হেথা॥
গণ্ডগোলের মাঝে প'ড়ে, পাচ্ছি কেবল মনে ব্যথা।
হৃদয়পদ্মে থেকে সদা, শুনিস্ মা তুই সকল কথা॥
দুর্গানামের ফল যত মা, ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে গাঁথা।
দুর্গা দুর্গা ব'লে সদা, কৈ গেল মা এ সব ব্যথা॥
মনের ভ্রমে ভুগ্‌ছি যখন, সুখ আমার মা আছে কোথা।
এম্‌নি ক'রে ললিত তোর মা, ধর্‌বে শেষে ঝুলি কাঁথা॥ ৫৪৪

প্রসাদি সুর।

মন বোঝে না তার কি করি।
প্রমাদ হ'ল শুভঙ্করি॥
তোকে যে মা এত এখন, করছি আমি ধরাধরি।
তাতেও ফাঁকী দিয়ে আমায়, কি হবে তোর বাহাদুরি॥
এই যে সকল কাজ দেখে তোর, কষ্ট আমার হয় মা ভারি।
তবু যে দেখ তোরই জন্য, হাঁপিয়ে আমি প্রাণে মরি॥
যে কাজের ভার দিয়েছিস্ মা, তাই নিয়ে যে সদাই ঘুরি।
তোরই কথা মত চলি, তাতেই সাহস কর্‌তে পারি॥
ছল ক'রে মা ঠকিয়ে দিলে, সকল দিকে আমি হারি।
কি ফল তুই মা পাবি তাতে, তোরই ক্ষতি রাজকুমারি॥
তোরই নাম মা সদা গেয়ে, সকল আমি বিপদ সারি।
কৃপা ক'রে কেটে দে মা, ললিতের এই মায়াবেড়ী॥ ৫৪৫॥

প্রসাদি সুর।

ফেল্‌লি যে মা বিষম ফেরে।
মর্‌ছি কেবল ঘুরে ঘুরে॥
যেটাকে মা ভাল ব'লে, ধর্‌তে আমি যাচ্ছি তেড়ে।
তারই ভিতর অনেক রকম, গোল যে দেখি রয়েছে রে॥
কোন্‌টাকে মা ভাল ব'লে, হাঁসি মুখে থাক্‌ব ধ'রে।
সোজা ভাবে দেখে আমি, বুঝ্‌ব তাকে কেমন ক'রে॥
যে সব কাজ তুই কর্‌তে দিলি, তাই করা মা কঠিন যে রে।
সে সব ক'রে অপর দিকে, লক্ষ্য কর্‌তে কৈ পারি রে॥
সকলই তোর বিষম দেখি, সোজা কিছু আছে কি রে।
তোর নিয়ম সব ছেড়ে কি মা, ললিত এখন চল্‌তে পারে॥ ৫৪৬॥

প্রসাদি সুর।

রঙ্গ তামাসা পয়সা বাড়ী।
এই নিয়ে সব তাড়াতাড়ি॥
যাদের দেখি চারিধারে, রঙ্গ রসের ছড়াছড়ি।
আপনার রেখে পরের নিয়ে, কর্‌ছে তারাই কাড়াকাড়ি॥
নিজের কোলে টান্‌তে গিয়ে, করে সদাই মারামারি।
জানে না যে তাদের গলায়, শেষের দিনে পড়্‌বে দড়ী॥
রঙ্গ তামাসায় মজে যারা, তাদের এখন আমোদ ভারি।
পারের ঘাটে দেখ্‌বে গিয়ে, মজুত নাই যে কাণাকড়ি॥
উপায় কি আর পাবে সেথা, সার হবে এই বাহাদুরি।
তখন কি আর যমের হাতে, থাক্‌বে তাদের ছাড়াছাড়ি॥
বুঝে পথে চল্‌বি ললিত, করিস্‌ না তুই বাড়াবাড়ি।
মায়ের কোলে ব'সে শেষে, দেখিস্‌ তাদের চড়াচড়ি॥ ৫৪৭॥

প্রসাদি সুর।

খুঁজ্‌লেই যে মন সকল মেলে।
মায়ের কৃপা তোকে হ'লে॥
আশা পূর্ণ হয় কি এখন, মিছে কেবল ঘুর্‌তে গেলে।
বিফলে তোর এদিন যাবে, কাঁটা বন যে একেই বলে॥
কে তোকে বল বাঁচিয়ে দেবে, আপনার মাথা আপনি খেলে।
এত ক'রে ঘুরে ঘুরে, সুখ্‌ কি কোথাও দেখ্‌তে পেলে॥
মরীচিকা দেখে মৃগ, জল ভাবে সে মনের ভুলে।
সুখের আশায় তেম্‌নি ধারা, ঘুরিস্‌ না এ গণ্ডগোলে॥
মনের শান্তি যাতে মেলে, সুপথ যে মন তাকেই বলে।
আপ্‌না হ'তে সুখ কি কারো, এসেছে দেখ্‌ কোন কালে॥
মহাজনের পথে ললিত, স্থির ভাবেতে যা না চ'লে।
সে পথের যে শেষ হয়েছে, ব্রহ্মময়ীর চরণতলে॥ ৫৪৮॥

প্রসাদি সুর।

মন মাতালে মাতাল হ'ল।
মায়ের নামের সুধাপানে, মত্ত এখন হ'য়ে গেল॥
প্রমত্ত সে হ'লে দেখি, সকল ভারই কমে এল।
আমোদেতে নেচে উঠে, যশ অপযশ সব ভুলিল॥
ভক্তিযন্ত্রে নাম সুধারস, চিরদিনই পূর্ণ ছিল।
যত পান তার্ কর্ না রে মন, পূর্ণই সদা রয়ে গেল।
ঐ নামের সুধা পাবার আশে, আমার এ মন ছুটে ছিল।
যন্ত্র হাতে পেয়ে এখন, মনের মত ফল ফলিল॥
মায়ের যে মন সবই পূর্ণ, অসম্পূর্ণ কোনটি বল।
সুধাও তেম্নি পূর্ণ রূপে, পূর্ণ সব যে ক'রে দিল॥
মনের সঙ্গে শান্তি এসে, ধীরে ধীরে মিলে গেল।
সবাই মিলে দেখি এখন, ললিতকেও যে মাতিয়ে নিল॥ ৫৪৯

প্রসাদি সুর।

বাবা আমার শ্মশানবাসী।
তুই তো মা গো কথায় কথায়, ক্ষেপী সাজিস্ এলোকেশি॥
বাপ মায়েরই ভরসা ক'রে, অপর কাজে হই উদাসী।
তবু আমি সকল সময়, দুঃখ পাই যে রাশি রাশি॥
বাবা আমার ক্ষেপা ভোলা, নেশায় মত্ত দিবানিশি।
নেচে গেয়ে দিন কাটাবে, তবু দেখ্‌বে না যে আসি॥
ক্ষেপা ক্ষেপীর ছেলে হ'য়ে, কত রঙ্গ দেখ্‌ছি বসি।
আপনার জ্বালা ভুলে গিয়ে, তোদের খেলা দেখেই হাঁসি॥
বাপ মায়ের ঐ খেলার ফলে, প্রধান তীর্থ হ'ল কাশী।
বাণ লিঙ্গ রূপেতে শিব, সদাই দেখি আছেন বসি॥
সেথা গিয়ে মা তুই আমার, হয়েছিস্ যে রাজমহিষী।
হৃদয়পদ্মে এসে কভু, সৃজন করিস্ নূতন কাশী॥
বাপ মায়ের এই কীর্ত্তি দেখে, আনন্দসাগরে ভাসি।
যুগলরূপ তুই মিলিয়ে ললিত, চরণেতে থাক্ না বসি॥ ৫৫০॥

প্রসাদি সুর।

তোর দেখেই মা সুখে ভাসি।
তুলনা তোর হয় কি শশী ॥
কোটি দিবাকর জিনিয়া জ্যোতিঃ, পূর্ণ শীতল হয় প্রকাশি।
চাঁদেও কলঙ্ক আছে দেখি, তুই যে অকলঙ্ক শশী ॥
কোটি সুধাকর সমান হ'তে, তোর কাছে কি পারে আসি।
বিষম মোহতিমির মা গো, নাশিস্ তুই যে রাশি রাশি ॥
মনের আঁধার বিনাশ হেতু, তুই সদা মা হৃদয়বাসী।
হরহৃদিসরোবরে, কমলরূপা তুই ষোড়শী ॥
সর্ব্ব আদি কালে মা গো, জ্যোতী রূপা তুই রূপসী।
ভুজঙ্গিনী রূপেতে মা, স্বয়ম্ভূকে আছিস্ গ্রাসি ॥
ললিতের এই হৃদাকাশে, পূর্ণ আলো দে মা আসি।
ঐ রূপে মা তোকে সদা, দেখ্‌তে আমি ভাল বাসি ॥ ৫৫১ ॥

প্রসাদি সুর।

তুই কি মা গো নিয়ম ছাড়া।
ছেলেদের সব নিয়ে কেন, করিস্ এত তোলাপাড়া ॥
মা বেটাতে যে সব ব্যাভার, সবাই দেখ্‌তে পায় যে তারা।
তোর্ কি দোষ মা আছে এতে, আমারই যে কপাল পোড়া ॥
নিজে গাছ মা ক'রে রোপণ, রক্ষা কর্ না দিয়ে বেড়া।
না দেখে তুই ফলের আগে, কাট্‌তে গেলি গাছের গোড়া ॥
দয়া কিছু থাকৃলে তোর মা, ছেলেরা সব হয় কি সারা।
কর্ম্ম সব যা ক'রে বেড়াই, কর্ম্মই কি মা তোকে ছাড়া ॥
সকলই যে নষ্ট হবে, তোর নিয়ম কি এম্‌নি ধারা।
শেষে আবার শমন এসে, করবে আমায় ফড়াছেঁড়া ॥
তোরই কথা শুনে ললিত, করবে কি মা ঘোরাফেরা।
এত ক'রেও শেষে কি মা, কাট্‌বে না তার বিষম ফাঁড়া ॥ ৫৫২ ॥

প্রসাদি সুর।

কত অভাব সহ্য করি।
স্বভাব আমার দোষী বড়, দেখ্না বারেক শুভঙ্করি ॥
অভাব সয়ে থাক্‌বে না মন, স্বভাবের দোষ হ'ল ভারি।
তাইতে যে মা তোকে এখন, কর্‌ছে এত ধরাধরি ॥
গুণ বলি কি দোষ বলি মা, বুঝ্‌তে কৈ আর আমি পারি।
তুই তো সকল বুঝিস্ মা গো, বুঝে দেখ্না মহেশ্বরি ॥
যা আমায় তুই দিবি এখন, তারই আমি অধিকারী।
ভ্রমে প'ড়ে অভাব খুঁজে, কর্‌ছি কেবল ঘোরাঘুরি ॥
একটি অভাব আছে দেখি, তোর ঐ যুগল চরণতরি।
সেইটি পেলে সকল অভাব, পূর্ণ হবে রাজকুমারি ॥
তোর ছেলে এই ললিত হ'য়ে, ভয় কি আর মা কাকেও করি।
তাকে সহায় ক'রে যে মা, সকল বিপদ যাবে তরি ॥ ৫৫৩ ॥

প্রসাদি সুর।

বিবেচনা তোর তো ভারি।
আপনার জিনীস্ চাইতে গিয়ে, আপনিই যে মা ভয়ে মরি ॥
সহজে না দিলে পরে, তোর কি আমি কর্‌তে পারি।
প্রবঞ্চনা কেন এত, এত কেন করিস্ জারি ॥
বিপদ্‌কালে আমি মা গো, যে ধন থাক্‌ব সহায় করি।
সে ধন হারা হ'য়ে এখন, উপায় কোথা পাই শঙ্করি ॥
নিদয় এত হ'য়ে কেন, আমার ধন তুই কর্‌লি চুরি।
সময়কালে ভয় দেখালে, কত করি ঘোরাঘুরি ॥
পা দুটি তুই লুকিয়ে রেখে, কর্‌লি বড় বাহাদুরি।
চরণধূলা পেলেও ললিত, সকল বিপদ্ যাবে তরি ॥ ৫৫৪ ॥

প্রসাদি সুর।

কেউ কি মা গো আপ্‌নি ভোলে।
সবাইকে তুই ভুলিয়ে রাখিস্, দেখি যে মা ছলে বলে॥
অনেক খেলা ক'রে এখন, আমাদের সব ফেলিস্ গোলে।
কত বাধা দিতে চাস্ মা, সোজা পথে যে জন চলে॥
তোকে ডাকতে গেলেও মা গো, মায়ার দড়ী বাঁধিস্ গলে।
সংসারে সব বিঘ্ন দিয়ে, ভুলিয়ে তাকে রাখিস্ ফেলে॥
অনন্ত সেই সাগরমাঝে, শেষ কালে মা ডোবাস্ জলে।
আরও কত খেলা তোর মা, দেখ্‌তে পাব কালে কালে॥
কখন কি ভোলে ললিত, সোজা পথে চল্‌তে দিলে।
জোর ক'রে সে বস্‌তো গিয়ে, তোর ঐ রাঙ্গা চরণতলে॥৫৫৫॥

প্রসাদি সুর।

বুঝ্‌লে তবে তুই ভোলাবি।
অবুঝ আমার মন হ'লে মা, নিজেই যে তুই ঠকে যাবি॥
বোকা আমি হব কেন, ঠকাতে কি তুই মা পাবি।
ফাঁকা কথায় বুঝ্‌ব না মা, মিছে কেন কষ্ট দিবি॥
সে দিন এখন নাই মা আমার, কথায় যে তুই ভুলিয়ে নিবি।
আমায় কষ্ট দিতে গেলে, আপনি যে মা কষ্ট পাবি॥
আর কেন মা মিছে এখন, আমায় এত নিদয় হবি।
এত কষ্ট দিয়ে শেষে, আপন ছেলের মাথা খাবি॥
ললিতের এই হৃদয়মাঝে, বস্‌লে যে মা সকল পাবি।
সকলই তুই জেনে কেন, আশায় নিরাশ ক'রে দিবি॥ ৫৫৬॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন ঘুর্‌তে যাবি।
মায়ের পদতলে ব'সে, হেলাতে যে সকল পাবি॥
কোথাও যেতে হ'লে তোকে, নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিবি।
লোভের বৃদ্ধি দেখ্‌বি যখন, সেই নিবৃত্তি এগিয়ে দিবি॥
সহায় সম্পদ মায়ের চরণ, সদাই সেথা ব'সে রবি।
মোহের বশে ভুলিস্‌ যদি, আপনার মাথা আপনি খাবি॥
চক্ষে যা সব দেখ্‌তে পাবি, মিছে ব'লে বুঝে নিবি।
যতই কষ্ট পাস্‌না এখন, অকাতরে সকল সবি।
মায়া কাছে এলে পরে, তাকে দূরে তাড়িয়ে দিবি॥
যাদের মায়া কর্‌বি এখন, শেষ্‌ কি তাদের সঙ্গ পাবি॥
সকল সময় দয়াটিকে, হাতে ক'রে ব'সে রবি।
তবে ললিত তেমন মায়ের, মনের মতন ছেলে হবি॥ ৫৫৭॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে আস্‌ছে ঘরে।
ভাবিস্‌ না মন বারে বারে॥
মাকে আমার ঘরে এনে, থাক্‌বি যুগলচরণ ধ'রে।
প্রাণ খুলে তুই রাঙ্গাচরণ, সাজিয়ে সুখী হবি যে রে॥
কষ্ট পেয়ে মাকে তুই মন, খুঁজেছিস্‌ যে চারিধারে।
লুকিয়ে তখন থাকতো মা যে, দেখা তোকে দিত না রে॥
সেই মা এখন আস্‌ছে ঘরে, এমন দিন কি আর পাবি রে।
পায়ের কাছে ব'সে ব'সে, সকল কথাই বল্‌বি তাঁরে॥
আবার পালিয়ে যায় যদি মা, ভাল ক'রে থাকিস্‌ ধ'রে।
কোন কথা শুনিস্‌ না তুই, বসিস্‌ গিয়ে আপন জোরে॥
চিরকালই মায়ের কাছে, ছেলের দেখি জোর আছে রে।
ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে তখন, ললিত বুঝে নেবে পরে॥ ৫৫৮॥

প্রসাদি সুর।

গোলে মালে সব রয়েছে।
তারই ভিতর খুঁজে রে মন, আসল কে তুই নে না বেছে॥
কেন মিছে ঘুরে বেড়াস্, খুঁজে দেখ্ না নিজের কাছে।
পঞ্চভুতের ঘরের ভিতর, সবাই দেখ্‌বি লুকিয়ে আছে॥
গোলের ভিতর আছিস্ প'ড়ে, তাই এত তোর গোল হ'তেছে।
আপনার ব'লে খুঁজে দেখ্ না, খুঁজলে শেষে কে ঠকেছে॥
অন্ধকার সব দেখে এখন, অল্পেতেই যে ভয় খেয়েছে।
ছাই চাপা যে আগুন আছে, সেইটি কি আর সে দেখেছে॥
ভাল ক'রে খুঁজ্‌বে যে মন, তারই কষ্টের ফল ফলেছে।
এম্‌নি গোল সব করেছে মা, তাকে ধর্‌তে কে পেরেছে॥
সকল দেখ্‌তে গিয়ে এখন, ললিত কেবল এই বুঝেছে।
সবাইকে সব ফাঁকী দিতে, ক্ষেপী আমার খেল খেলেছে॥ ৫৫৯॥

প্রসাদি সুর।

মন হ'ল মা কুয়ের গোড়া।
স্বভাব যে তার সৃষ্টিছাড়া॥
সোজা কথায় ডাকৃলে পরে, কখন কি দেয় সে সাড়া।
আপনার নিয়ে ব্যস্ত সদা, এম্‌নি আমার কপাল পোড়া॥
মায়ায় বদ্ধ ক'রে আমায়, কর্‌লে দেখ্ মা ফড়াছেঁড়া।
রিপুসব তার সঙ্গে যুটে, বেশী বেশী দিচ্ছে তাড়া॥
সকল কাজেই বাধা দেয় মা, উপায় ভেবে হ'লাম সারা।
কত ক'রে দেখ্‌লাম মা গো, কাট্‌লো না যে আমার ফাঁড়া।
কি ক'রে পার হব শেষে, সম্বল কিছু নাই যে তারা।
মনের দোষে ললিত কে মা, খেতে হবে যমের তাড়া॥ ৫৬০

প্রসাদি সুর।

তোর কি এই মা বিচার হ'ল।
মিছে কাজে ঘুরিয়ে মেলি, আমার যে শেষ্ হ'য়ে এল॥
তোর কাছে মা কেঁদে কেটে, আমার কি এই ফল ফলিল।
তোর খেলাতেই ক্রমে ক্রমে, তোরই ছেলে বেশ মজিল॥
যা সব ইচ্ছা আছে এখন, তাইই না হয় ক'রে চল।
ভয় আমি মা করি কেবল, পাছে শেষের দিনে ভোল॥
প্রাণে ব্যথা দিয়ে এখন, বল্ দেখি মা কি সুখ হ'ল।
মায়ে পোয়ে ব্যাভার যা সব, দেখ্‌তে সবাই পাচ্ছে ভাল॥
তোরই ভর্‌সা করতে গিয়ে, ললিতের যে সকল গেল।
থাক্‌বার মধ্যে থাক্‌বে দেখি, জন্মের আগে তার যা ছিল॥ ৫৬১॥

প্রসাদি সুর।

সদাই কি তোয় ডাক্‌তে পারি।
বোঝা মাথায় ক'রে আমি, সকল সময় ঘুরে মরি॥
এতে দোষী কর্‌লে আমায়, কি হবে তোর বাহাদুরি।
নিজেই গোল সব বাধিয়ে রেখে, ছেলের সঙ্গে এ সব জারি॥
সকল সময় ডাক্‌তে পেলে, ভয় কি আমি তোকে করি।
সদাই যে মা থাক্‌তাম সুখে, ভাব্‌তাম না যে শুভঙ্করি॥
কেবল প'ড়ে প'ড়ে এখন, ভূতের বেগার খেটে মরি।
তবু সুখী কেউ হবে না, সদাই করে ধরাধরি॥
বেগার খেটেই দিন গেল মা, আর খাট্‌তে দেখ্ কত পারি।
ক্রমে শেষ্ যে হ'য়ে এল, দেখ্‌না চেয়ে রাজকুমারি॥
অন্ধ ক'রে রাখিস্ আমায়, তাইতে বেশী ভয় যে করি।
নইলে তোর ঐ চরণ ধ'রে, হেলায় ললিত যেত তরি॥ ৫৬২॥

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে সেই পরম তত্ত্ব।
ভ্রমে অন্ধ আমরা নিত্য॥
কে জানে মা কেমন আমার, জেনেও কি কেউ করে ব্যক্ত।
আগম মাত্র ভরসা সবার, সেইটি দেখি শিবের উক্ত॥
অন্তহীন ঐ মা যে আমার, সকলই তার আছে গুপ্ত।
সহজে কে বুঝ্‌বে মাকে, কোন্‌টি আমার মায়ের সত্য॥
বিষম বিষয়বৈভব নিয়ে, আমার মন্ যে আছে মত্ত।
সুকাজেতে বিমুখ সদা, কুকাজে মন মজে নিত্য॥
দিনান্তে মন ভাবে না যে, কিসে ললিত হবে মুক্ত।
মায়ের চরণ সর্ব্বকারণ, সেইটি ছাড়া সব অনিত্য॥ ৫৬৩॥

প্রসাদি সুর।

কুকাজ সুকাজ কৈ বুঝি রে।
যা করাস্ মা তাই করি রে॥
যেমন ভাবে চালাস্ আমায়, তেম্‌নি ভাবে আজ চলি রে।
মনোময়ী হ'য়ে সদা, আছিস্ কেবল এই জানি রে॥
কুমতি সুমতি যে মা, দাসী দুইটি তোর আছে রে।
মাতৃভাবে ব'সে থেকে, পালন করিস্ সকলে রে॥
তোর মহিমা কে জানে মা, তোকেও কেউ কি বুঝ্‌তে পারে।
মা মা ব'লে ডাকি কেবল, থাকৃতে চাই ঐ চরণ ধ'রে॥
ছেলেকে মা যেমন শেখাস্, তেম্নি ধারা ছেলেয় করে।
ভালমন্দ বিচার ক'রে, সে সব কাজের দে'খে কি রে॥
আমরা কুকাজ করি যখন, তোর দোষেতেই সব্ করি রে।
যেমন কর্‌তে বল্‌বি সদা, তেম্নি ক'রেই ললিত ঘোরে॥ ৫৬৪

প্রসাদি সুর।

আর পারি না ডাক্‌তে যেতে।
ছেলের কষ্ট দেখ্‌লে যে মা, আস্‌তে হবে আপ্‌না হ'তে ॥
ডাকাডাকি কর্‌ব যত, ততই পার্‌বি গোল বাধাতে।
সাম্‌লে আমি চল্‌লে পরে, আর কি পারিস্ ফাঁকী দিতে ॥
অনেক আমার মনের কথা, বাকী আছে তোয় বলিতে।
কেঁদে কেঁদে ম'লেও আমায়, রাখ্‌লি না মা চরণেতে ॥
কষ্টেতেই এ জীবন গেল, ডুব্‌লাম এখন তোর খেলাতে।
ধরাধরি কর্‌লে কেবল, পারিস্ দেখি বেশ ভোলাতে ॥
ও খেলার যে শেষ হ'ল না, এইটি আমি পাই দেখিতে।
আপনি যখন আস্‌বি মা গো, পার্‌ব তখন বুঝে নিতে ॥
মায়া দয়া নাই কি এখন, তোর এই অধম সন্তানেতে।
অশান্তিতেই ললিত ম'লো সময় পায়না খেতে শুতে ॥ ৫৬৫

প্রসাদি সুর।

আমোদেতেই প্রমাদ হ'ল।
তার উপায় মা কি হয় বল ॥
এক আমোদে দেখ্‌তে পাই মা, এ সংসারে সবাই ম'ল।
তাই নিয়ে যে মেতে উঠে, চারি দিকে শেষ্ ডুবিল ॥
কাল মাহাত্ম্যে সকলেতেই, আমোদ এখন বেড়ে গেল।
সবাই মিলে ভক্তিমার্গ, অকাতরে ছেড়ে দিল ॥
আমোদেতে মেতে থেকে, শেষের দিন মা সব ভুলিল।
আমাদের সব মনের শান্তি, ঐ রকমে সকল গেল ॥
প্রথমেতে আমার এ মন, সে সব কথা কৈ বুঝিল।
এত দিনের পরে বুঝে, ললিতের কি ফল ফলিল ॥ ৫৬৬ ॥

প্রসাদি সুর।

এই বারে মা আস্‌বে যে রে।
সকল ভয় শেষ্ যাবে দূরে ॥
মা এলে পর কোলের কাছে, বস্‌ব গিয়ে আপন জোরে।
মনের কষ্ট বল্‌ব আমি, মাকে আমার ভাল ক'রে ॥
সম্বৎসরের কষ্ট আছে, মা বিনা সব শুন্‌বে কে রে।
সুধা মাখা মায়ের কথা, শুনে প্রাণ যে জুড়াবে রে ॥
মায়ের কোলে উঠব যখন, তখন শমন কর্‌বে কি রে।
মা ছাড়া শেষ্ এই ছেলেকে, অভয় দিতে কে আর পারে ॥
ছেলের জন্য কত জিনীস্, আন্‌বে মা যে আদর ক'রে।
সে সব দেখে ভুলে যেন, কোল্ থেকে তুই নামিস্ না রে ॥
ভুলিয়ে রেখে ফাঁকী দিয়ে, আবার যে মা পালাবে রে।
সেইটি সাম্‌লে থাকিস্ ললিত, ফাঁকী দিতে পার্‌বে কি রে ॥ ৫৬৭ ॥

প্রসাদি সুর।

ছেলের দোষ কি মায়ে ধরে।
সদাই অনেক দোষ যে করে ॥
ছেলের বিপদ্‌কালে সদা, মাইই গিয়ে রাখে তারে।
কোন কাজে দোষের ভাগী, করতে কি তায় মায়ে পারে ॥
মা মা ব'লে ডাকৃবে যখন, তখনই মা শুন্‌বে যে রে।
নইলে যে এই ভবের মাঝে, ছেলেদের সব দেখ্‌বে কে রে ॥
মা যদি দোষ ধরে সদা, ছেলেরা সব বল্‌বে কারে।
জিরিয়ে নিতে স্থান যে নাই মা, মর্‌বো কেবল ঘুরে ঘুরে ॥
মায়ের স্নেহ নাই যেখানে, সেখানে আর উপায় কি রে।
বিপদেতে পড়্‌লে পরে, সে সব ছেলে কাকে ধরে ॥
ললিতকে তুই মার্‌বি কি মা, মিছে কথায় দোষী ক'রে।
মা হ'য়ে কি এখনও তুই, আপন ছেলে দেখ্‌বি না রে ॥ ৫৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

তোর জ্বালা মা কত সব।
কাকেই মা আর বল্‌তে যাব॥
মিছে কাজে কষ্ট পেলে, কত আমি তোয় জানাব।
পরের জন্য দোষী হ'য়ে, এখনও কি কাল কাটাব॥
সোজা কথায় শুন্‌লি না মা, চুপ ক'রে আর কতই রব।
তোরই ছেলে হ'য়ে আমি, তোকে মিছে ভয় কি খাব॥
এমন ধারা কষ্ট দিলে, তোকে কি মা ছেড়ে দিব।
কত খেলা জানিস্‌ তুই মা, সেইটি আমি বুঝে লব॥
সময় মত বুঝ্‌লে পরে, কেন এত কষ্ট পাব।
আপনি যদি না চিনিস্‌ মা, যাতে চিনিস্‌ তাই করিব॥
কেমন মায়ের ছেলে ললিত, সবাইকে যে তাই দেখাব।
অঘটন যা ঘট্‌তে পারে, সেটাও আমি বুঝিয়ে দিব॥ ৫৬৯॥

প্রসাদি সুর।

দোষ এত তুই পেলি কিসে।
প্রাণের ভিতর এত কেন, জ্বালিয়ে মারিস্‌ ব'সে ব'সে॥
যে ভাবেতে রাখিস্‌ আমায়, তেম্‌নি যে কাল কাটাই হেঁসে।
তবু কি মা কষ্ট দিয়ে, মার্‌বি আমায় অবশেষে॥
এত কঠিন হ'য়ে আছিস্‌, আমার কি এই কপালদোষে।
নিজের বাপের গুণ ধ'রে মা, আপন ছেলে মারিস্‌ এসে॥
এত কেন খেলিস্‌ তুই মা, আমার হৃদয়মাঝে ব'সে।
কষ্ট বাড়িয়ে দিলি আমার, বেঁধে কেবল মায়াপাশে॥
জানি না মা কত দুঃখ, তোর এই ললিত পাবে শেষে।
ভবের সাগর পার হ'তে মা, দেখিস্‌ যেন যায় না ভেসে॥ ৫৭০

প্রসাদি সুর।

কেন করিস্ এমন ধারা।
কতই কষ্ট বল্‌ব তারা॥
চিরকালই জানি তোকে, তুই যে মা গো বিপদহরা।
বিপদ সইতে হয় কেন মা, তোকে নিত্য ডাকে যারা॥
পাপে মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, প্রাণে যে মা হই গো সারা।
কৃপা ক'রে তোর চরণে, স্থান দে না মা শম্ভুদারা॥
দেখিস্ যেন ভবের মাঝে, করি না আর ঘোরা ফেরা।
মনোময়ী হ'য়ে থেকে, মায়ের কাজ তুই কর্‌না তারা॥
ঠেকে শিখে বুঝেছি মা, কঠিন এখন তোকে ধরা।
আর ভাল কি দেখায় মা গো, তোর ললিতকে প্রাণে মারা॥ ৫৭১॥

প্রসাদি সুর।

রূপে যে মার্ রূপ্ ধরে না।
কি দিব ঐ মার তুলনা॥
বালপ্রভাকর জিনি প্রভাকর, সিংহের উপর পদ্মাসনা।
চরণযুগলে অপরূপ জ্বলে, সুধাকর ব'লে হয় গণনা॥
মৃদু মৃদু হাস মুখেতে প্রকাশ, করে তাপ নাশ ত্রিনয়না।
নাভিসরোরুহ মৃণালের সহ, ত্রিবলির ছলে সুশোভনা॥
ভোলা মহেশ্বর হ'য়ে গঙ্গাধর, চরণেতে স্থান করে কামনা।
চতুর্ভুজা হয়ে চারি অস্ত্রলয়ে, দিতিসুত সবে করে তাড়না॥
লোহিত বরণী হ'য়ে ঐ জননী, সদা লোকহীতে আছে মগনা।
মনোময়ী হ'য়ে থেকে মা হৃদয়ে, এ দীন ললিতে কৃপা কর না॥ ৫৭২॥

প্রসাদি সুর।

আর অসার মা দেখব কত।
দিন যে আমার হচ্ছে গত ॥
ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে, কাছে আস্‌ছে রবিসুত।
কবে আমায় ধ'রে নিয়ে, কর্‌বে যে তার অনুগত ॥
ভ্রমে অন্ধ হ'য়ে মা গো, ঘুরে আমি বেড়াই যত।
অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে, সহ্য কর্‌তে হয় মা কত ॥
কত কষ্ট পাব আমি, প'ড়ে হেথা অবিরত।
যত এসব ছাড়তে চাই মা, দুঃখ আমার বাড়্‌ছে তত ॥
শেষের দিন মা এলে পরে, রাখ্‌বি না কি আপন সুত।
এ বিপদে দেখ্‌না চেয়ে, ললিত যে তোর পদাশ্রিত ॥ ৫৭৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মন মাতরে গঙ্গাজলে।
চল্‌না রে সেই মায়ের কোলে ॥
গঙ্গা গঙ্গা ব'লে সদা, গঙ্গাজলে ভাসান দিলে।
জগন্মাতা এসে যে মন, কোলে করেন্ আপন ছেলে ॥
সংসারেতেই থেকে তোমায়, মুক্ত এখন হ'তে হ'লে।
বিমাতার যে শরণ নিয়ে, সিন্ধুপারে যাও না চ'লে ॥
সদ্য মুক্তি শিবের উক্তি, সদাই দেখি সবাই বলে।
কঠিন মাকে ধরবে যদি, পড়্‌ বিমাতার চরণতলে ॥
বিমাতার গুণ গেয়ে ললিত, ঝাঁপ দিয়ে তুই পড়্‌গে জলে।
মা বিমাতা একই যে তোর, সহজে কি বুঝতে মেলে ॥ ৫৭৪

প্রসাদি সুর।

কারও যে মা আশ্ মেটে না।
ভিক্ষা কর্‌তে কেউ ছাড়ে না॥
জাত্‌ভিখারী আমরা সবাই, এইটি মা তুই বুঝে নে না।
সোজা আশা নয় মা সবার, পূর্ণ কর্‌তে কেউ পারে না॥
যেটির ভিক্ষা আমরা করি, সে ভিক্ষা যে কেউ দেবে না।
তাতেই যে মা সহজেতে, পোরে না এই ছার কামনা॥
মা বিনা এই ছেলের আশা, মেটাতে যে কেউ জানে না।
এসব ছেলের মনের কথা, মা না হ'লে কেউ বোঝে না॥
ভিক্ষা যেটি আছে আমার, সেইটি মা গো আমায় দে না।
হেঁসে খেলে দিন কাটাই মা, পরের ভাব্‌না আর্ ভাবি না॥
ললিত যা তোয় বলেছে মা, সকলই তোর আছে জানা॥
তবে কেন মিছে কথায়, এত ক'রে দিস্ যাতনা॥ ৫৭৫॥

প্রসাদি সুর।

কোথা থেকে কি মা হয়।
শুনেই যে মা কান্না পায়॥
যে কথা মা শুনিয়েছিলি, শুনে গা যে শিউরে যায়।
সত্য হ'লে ভয়কি তাতে, তোর কাছে মা কে ডরায়॥
মনের ভিতর সাহস হ'লেই, জোর ক'রে মন বল্‌তে চায়।
হেলাতে মা কষ্ট সকল, আমার এই যে প্রাণে সয়॥
চিরজন্ম বিকিয়ে আছি, তোর ঐ যুগল রাঙ্গা পায়।
যে কথা মা শুন্‌লাম এখন, এ কপালে তাও কি হয়॥
তোর কৃপাতে না হয় কি মা, পোড়া মন যে বোঝে তায়।
তবু দেখি ভ্রমে প'ড়ে, কখন তোয় ভুলে রয়॥
ও সব শুনে কর্‌ব কি মা, ললিত কৈ তা শুন্‌তে চায়।
সকল ছল তুই ছেড়ে দিয়ে, তাকে এখন রাখ্‌না পায়॥ ৫৭৬।

প্রসাদি সুর।

পরের দোষেই আমায় ফেলি।
নইলে বল্‌না কি দোষ পেলি॥
অপরে দোষ কর্‌লে এখন, আমি তাকে কি আর বলি।
মনে জ্ঞানে আমি যে মা, সকল দিকে সাম্‌লে চলি॥
পরের জন্য টেনে নিয়ে, আমায় মিছে কষ্ট দিলি।
নইলে কেন বল দেখি মা, অমন ক'রে লুকিয়ে গেলি॥
ছেলের দোষ কি মায়ে ধরে, তুই কি আবার নূতন হ'লি।
সদা আমার হৃদয়মাঝে, তুইই তো মা ব'সে ছিলি॥
নিত্য তোকে ডাকি ব'লে, এই কি তার মা ফল ফলালি।
অপরের সব কাজের জন্য, আমায় দোষী ক'রে নিলি॥
সকলেতেই ক্ষমা দে মা, তোকে ছাড়া কাকে বলি।
তুচ্ছ দোষে দোষী ক'রে, ললিতের যে মাথা খেলি॥ ৫৭৭।

প্রসাদি সুর।

এ আকার যে শেষ রবে না।
প্রভেদ্ থাকৃতে কেউ পারে্ না॥
শাস্ত্রে প্রমাণ এই আছে মা, আকার ভেদ যে শেষ থাকে না।
ছোট বড় জাতের বিচার, সেথা গিয়ে কেউ দেখে না॥
সে কথা কি সত্য মা গো, সেইটি আমায় বলে দে না।
সত্য হ'লে এখন কেন, গোলে ফেলে দিস্ যাতনা॥
কাকেও ছোট ভেবে যে মা, ঘৃণা ক'রে তায় ছোঁবে না।
পরের কাছে সেইই আবার, ছোট ব'লে হয় গণনা॥
এম্‌নি গোল মা কত ভবে, সংখ্যা কর্‌তে কেউ পারে না।
এক যদি সব শেষে হবে, তবে কেন কেউ বোঝে না॥
লজ্জা ঘৃণা ছেড়ে ললিত, সকল কাজই করতে যানা।
এক হ'তেই যে সকল জন্মে, সকলকে এক ভেবে নে না॥ ৫৭৮।

প্রসাদি সুর।

দুর্গা নাম্‌টি বড়ই মিঠে।
নামে যে কি সুধা আছে, বুঝ্‌তে কি মা পারে শঠে॥
ঐ নামের গুণে এ সংসারে, সকল বিপদ যায় মা কেটে।
কোন ভয় যে থাকে না মা, রবিসুত পালায় ছুটে॥
দুর্গা নামের ভেলা ক'রে, ধর্‌তে যে মা পারে এঁটে।
হেলায় সে এই ভবসাগর, পার হ'য়ে যায় অপর তটে॥
অন্ধ হ'য়ে ঘুর্‌ছি আমি, এসে এই মা ভবের হাটে।
মিছে কাজের জন্য মা গো, অনেক আমার সঙ্গী যোটে॥
তাদের সঙ্গে নিয়েই যে মা, গেল আমার এ দিন কেটে।
বেলা ক্রমে ফুরিয়ে এল, কখন সূর্য্য বস্‌বে পাটে॥
তোরই নামের গুণ গেয়ে মা, ডাক্‌ছে ললিত করপুটে।
তাকে একবার দেখিস্ মা গো, যাবে যখন পারের ঘাটে॥ ৫৭৯॥

প্রসাদি সুর।

বুঝ্‌লে কি আর মায়া বাড়ে।
ভুগছি তাই মা প'ড়ে প'ড়ে॥
বুঝে কভু সামলে চলি, কখন ভূত চাপে ঘাড়ে।
এমনি বোকা সাজিয়েছে মা, সহজে কি সে ভ্রম ছাড়ে॥
কারো কষ্ট দেখ্‌লে পরেই, আমার কষ্ট যায় যে বেড়ে।
নিজের বেলা সহজেতে, অবুঝ এ মন হ'য়ে পড়ে॥
সকলই তো দেখিস্ মা গো, আছিস্ যখন জগজ্জুড়ে।
তখন কেন ভুলিয়ে আমায়, মনের শান্তি নিস্ মা কেড়ে॥
এ সব বাঁধন কেটে দিয়ে, একবার মা গো দে না ছেড়ে।
এই কাঁটা বনের ভিতরে মা, ললিত কত থাক্‌বে প'ড়ে॥ ৫৮০

প্রসাদি সুর।

কালী কালী মন বল না।
কখন ঐ নাম ভুল না॥
সকল অঙ্গে মাখ কালী, তাতে তোমার রূপ যাবে না।
অমন কালী মাখ্‌লে মুখে, শমনের যে ভয় থাকে না॥
বাহ্য কালী অন্তর কালী, কালী এখন সব কর না।
নির্জ্জনেতে ব'সে সদা, কালী কালী নাম জপ না॥
সকলেতেই কালী আছে, তাতে যেন মন ভুল না।
যত দিন না কালী হবে, তত দিন ঐ নাম ছেড় না॥
অনন্ত সেই কালী রূপ যে, ভবের মাঝে কেউ দেখে না।
কালী কালী যে জন বলে, তার সুখের যে নাই তুলনা॥
কালী নাম তুই বল্‌লে ললিত, শেষে কোন গোল হবে না।
ভুলে যদি থাকিস্ এখন, তখন রক্ষা আর পাবি না॥ ৫৮১॥

প্রসাদি সুর।

মুক্ত হই মা কেমন ক'রে।
আমাকে এই সংসার দায়ে, কে আর মা গো রাখ্‌তে পারে॥
যে বাঁধনে বেঁধেছিস্ মা, ছাড়াতে যে পারি না রে।
তাড়াতাড়ি কর্‌লে মা গো, বাঁধন আরও যায় যে বেড়ে॥
এমন বল যে নাই মা আমার, সহজেতে ছাড়াই তারে।
এ যে কঠিন মায়ার রজ্জু, আপ্‌নি কে আর ছিঁড়্‌তে পারে॥
বড়ই কাতর ক'রেছে মা, আমাকে কি দেখ্‌বি না রে।
তোর কাজেতেই আমার এখন, সকল বৃথা হ'ল যে রে॥
এম্‌নি প'ড়ে থেকেই কি মা, ললিতের এই সব যাবে রে।
বিষম সাগর শেষের দিনে, তাকে যেতে হবে ত'রে॥ ৫৮২॥

প্রসাদি সুর।

ভুল্ জেনে আর কর্‌ব কি রে।
উপায় এখন কি আছে রে॥
সদাই মা যে নিদয় আমায়, ঘোরায় অনেক গোল যে ক'রে
সে বিনা আর এ বিপদে, আমাকে শেষ্ রাখ্‌বে কে রে॥
দিন ক্রমে যে যাচ্ছে আমার, বেশী সময় আর কোথা রে।
কবে শেষ্ যে হ'য়ে যাবে, তার কি কিছু ঠিক আছে রে॥
কুসন্তানও হই যদি মার, সে কি আমায় ফেল্‌তে পারে।
যে দিন হ'তে মা জেনেছি, সেই দিন হ'তেই আছি ধরে॥
এ জীবন কি বৃথা যাবে, বুঝ্‌তে কিছুই পারি না রে।
ক্রমে যে সব আশা গেল, শেষের দিনে কি হবে রে॥
অনন্ত এই সাগরমাঝে, ভেসে কি এই প্রাণ যাবে রে।
ললিত কি তার শেষের দিনে, মায়ের চরণ পাবে না রে॥ ৫৮৩॥

প্রসাদি সুর।

আর কি আমি ভাবি ব'সে।
সব যাবে যে অবশেষে॥
এখন এসব দিন কাটাই মা, কেবলমাত্র হেঁসে হেঁসে।
সকলই যে নষ্ট হ'ল, দেখি মা গো কর্ম্ম দোষে॥
যদিও মা আমরা বুঝি, তবু যে গোল বাধাই ব'সে।
কোথায় ঔষধ তার পাব মা, বেঁধেছ যে মায়াপাশে॥
উপায় কেবল তোমার চরণ, তাও ভুলি মা সুখের আশে।
আপ্‌নার সবাই ঘেরে থেকেও, ভুলিয়ে দেয় মা মিষ্টভাষে॥
যে ঘেরাতে প'ড়ে আছি, উদ্ধার তায় মা হব কিসে।
তার উপায় শেষ্ না হ'লে মা, কি ফল আমি পেলাম এসে॥
খর স্রোতে প'ড়ে যখন, ললিত তোমার যাবে ভেসে।
কর্ম্মদোষে তখন যে মা, চোখেতে তার লাগ্‌বে দিশে॥ ৫৮৪॥

প্রসাদি সুর।

মুক্ত কর্ না মুক্তকেশি।
মনের কষ্ট হয় যে কত, সেইটি মা গো দেখ্ না আসি॥
মনে ছিল তোর জোরেতে, দিন কাটাব হাঁসি হাঁসি।
সে সব এখন দূরে গেল, দুঃখ পাই মা রাশি রাশি॥
তোর্ কৃপা মা হবে কেন, আমার এখন কপাল দোষী।
সদাই যে প্রাণ জ্বল্‌ছে আমার, শীতল কর্ না রাজমহিষি॥
চারি দিকে ঘেরে আমায়, আছে অনেক মিষ্টভাষী।
কাজের বেলা কাজ ভোলে না, ভোগায় কেবল দিবানিশি॥
আর কেন মা মিছে কথায়, দিবি আমার গলায় ফাঁসী।
শেষের দিনে ললিত কে মা, করিস্ তোর্ ঐ চরণবাসী॥ ৫৮৫॥

প্রসাদি সুর।

কি ছলে মা আছিস্ ব'সে।
এই হৃদিপদ্মাসনে এসে॥
ছলের বাকী কি আর আছে, অনেক সহ্য কর্‌লাম হেঁসে।
এত কষ্ট পাই যে আমি, কেবলই মা তোর ঐ দোষে॥
হৃদয়মাঝে এসে কেন, চুপ ক'রে তুই থাকিস্ ব'সে।
এই ক'রে কি ডুবিয়ে আমায়, মার্‌বি তুই মা অবশেষে॥
ডাক্‌লে যে মা দিস্ না সাড়া, মুগ্ধ করিস্ বিষয়রসে।
এমন গোলে রাখ্‌লে আমায়, মুক্ত আমি হব কিসে॥
কষ্ট সব মা বলি তোকে, কেবল আশ্রয় পাবার আশে।
কেঁদে কেঁদেই ললিত কি মা, কষ্ট এত পাবে শেষে॥ ৫৮৬॥

প্রসাদি সুর।

ডাকার মত যে ডেকেছে।
মাকে পূর্ণ সেই দেখেছে ॥
সহজে কেউ পায় কি মাকে, তার খেলা বল কে বুঝেছে।
বেগার খাটার মত ডেকে, মাকে আমার কে পেয়েছে ॥
সংসারেতে জড়িয়ে থেকে, ভবের মাঝে যে রয়েছে।
আপনা হ'তে সকল দিকেই, সে যে দেখি ভুল করেছে ॥
এ জগতে এসে রে মন, এখানে যা কাজ তোর আছে।
কর্ত্তব্য জ্ঞান ক'রে তাকে, তাও যে কর্ত্তে সব হ'তেছে ॥
সকল কাজই ক'রে তবে, ডাক্‌লে পরে মা এসেছে।
নইলে বিফল ডাকা হবে, সে ডাক কি আর মা শুনেছে ॥
সকল কাজই মায়ের আজ্ঞা, ললিত কেবল এই জেনেছে।
এতে ভুল্ যে বোঝে রে মন, এই জগতে সেই মজেছে ॥ ৫৮৭

প্রসাদি সুর।

আশাতেই মা বিপদ হবে।
সবাই বোকা হ'য়ে রবে ॥
সহজে কি পূর্‌বে আশা, কষ্ট কেবল সবাই পাবে।
বুঝ্‌তে সকল পার্‌বে মা গো, যখন এ সব দিন ফুরাবে ॥
এখন আশায় মুগ্ধ আছে, দেখ্‌তে কি কেউ পায় মা ভবে।
ধীরে ধীরে দিন যে যায় মা, আপনা হ'তে সইছে সবে ॥
এক দিন যদি গেল মা গো, ভাবে অপর দিনে হবে।
এম্‌নি ক'রেই গোলেমালে, আমাদের এ দিন যে যাবে ॥
আশা কিছু নাই যার মনে, সেই যে সুখে দিন কাটাবে।
দুরাশাতে মুগ্ধ হ'য়ে, ললিত কেন মরিস্ ভবে ॥ ৫৮৮ ॥

প্রসাদি সুর।

এবার আসা হ'ল মিছে।
সকল ভরসাই এখন গেছে॥
বিফল এলাম বিফল যাব, কেউ কি আমার খোঁজ করেছে।
যাকে তার মা নিদয় সদা, তার কি কোথাও সুখ হয়েছে॥
সুখের ভাগী যে হ'ক সে হ'ক, তাতে কি আর দুঃখ আছে।
মন বোঝে না তাইতে কেবল, যত এখন গোল বেধেছে॥
দুঃখ নিয়ে সদাই যখন, আমার পোড়া মন ঘুরেছে।
দুঃখের ফলই জানে কেবল, সুখ্ যে কেমন কৈ বুঝেছে॥
শেষেতে মা সদয় হ'লে, কষ্ট কি আর কেউ পেয়েছে।
আশা ভরসা যায় কি এত, মিছে কি মন ভয় খেতেছে॥
এ সংসারে মা বিনা এই, ললিতের কি কেউ রয়েছে।
সেই মা যদি নিদয় হ'ল, উপায় তবে কি আর আছে॥ ৫৮৯।

প্রসাদি সুর।

আর কত মা সময় দেবে।
সকলই শেষ ক'রে নেবে॥
শেষ হ'য়ে সব আস্‌বে যখন, তখনই যে গোল বাধাবে।
পাঁচ রকমে ভুলিয়ে রেখে, তুমি তো মা সুখী হবে॥
সহজে তো ধরা দাও না, এইটি আমরা জানি সবে।
বিষম গোলে ফেল তাকে, যে তোমাকে ধর্‌তে যাবে॥
শেষের দিন মা এলে পরে, সংসার নিয়ে ব্যস্ত সবে।
তখন তোমায় মনে হ'লেও, শেষের কিছু উপায় পাবে॥
এম্‌নি গোলে সে দিন রাখ, নিজেই ভুলে সবাই রবে।
পরে ব'লে দিলেও কি মা, মনে কর্‌তে ইচ্ছা হবে॥
অবসন্ন ক'রে তুমি, অবশেষে রেখে দেবে।
ভিতরে জ্ঞান থাকে যদি, ললিত কি আর ডাক্‌তে পাবে॥ ৫৯০

প্রসাদি সুর।

এখনও তুই দেখ্‌না শিবে।
শেষ যে হ'ল দেখ্‌বি কবে॥
দিনের শেষ মা হবে যখন, তখন কি কেউ সময় পাবে।
মায়াতে মা মুগ্ধ হ'য়ে, সকলে মা ভুলে রবে॥
যাবার সময় নিকট হ'লেই, মায়া বিষম বেড়ে যাবে।
দেখ্‌তে কাকেও আর পাবে না, এইটি তখন সবাই ভাবে॥
ঐ এক ভাবনা এসেই মা গো, আপনি তোকে ভোলে সবে।
নিজের দশা কে আর বল, তেমন সময় দে'খে ভেবে॥
ললিতকে তুই দেখ্‌লে মা গো, অকাতরে সকল পাবে।
তোরই কৃপায় শেষের দিনে, সকল গোলে ত'রে যাবে॥ ৫৯১।

প্রসাদি সুর।

ক্রমে যে মা ভ্রম বেড়েছে।
শাস্ত্র দেখে গোল বেধেছে॥
কর্ম্ম যে সব করি এখন, কখন তার মা ভোগ হ'তেছে।
পুনরায় কি জন্ম নিয়ে, কর্ম্ম ফলই সব ভুগেছে॥
কতবার মা জন্মে সবাই, পুনঃ গিয়ে সব মরেছে।
তার মীমাংসা কে করে মা, চক্ষেতে কি কেউ দেখেছে॥
নিজ নিজ কর্ম্মের মত, এখানে সব দিন যেতেছে।
দীন হ'য়ে কেউ সুখে থাকে, সুখী হ'য়েও কেউ মজেছে॥
বেশী সহায় আছে যার মা, তাদের দোষই বেশী আছে।
সদাই কষ্ট ভোগে তারা, মনের শান্তি কৈ পেতেছে॥
দীন দুঃখী সহায়হীনও, সুখে তার এ দিন কেটেছে।
যেমন আনে তেমন খায় মা, পরের কথা কৈ ভেবেছে॥
ললিত এইটি বুঝেছে মা, ইহ জন্মেই সব হ'তেছে।
সকল শেষ মা হ'য়ে গেলেই, তোমার কোলে সব যেতেছে॥ ৫৯২॥

প্রসাদি সুর।

মা কেমন কে বল্‌তে পারে।
কোন্ ভাবেতে পাবরে মন, সাকারে কি নিরাকারে॥
যখন যেমন ভাবি এখন, তখন তেম্‌নি পাই যে তাঁরে।
সদাই পঞ্চভূতের ভিতর, মা আমার যে বিরাজ করে॥
শ্যাম কি শ্যামা পুরুষ কি বামা, কোন রূপে মা সদাই ঘোরে।
শিঙ্গা কিবা বেণু অসি কিবা ধনু, হাতে ক'রে মা আছে গো ধ'রে॥
মা কি করালবদনী হ'য়ে উলাঙ্গিনী, রণসাগরমাঝেতে ফেরে।
কদম্বের মূলে সখী সহ মিলে, পীত ধড়া কি মা কটিতে পরে॥
মা কি মুণ্ডমালা কিম্বা বনমালা, হাড় মালা কি গলেতে ধরে।
শিবরূপ হ'য়ে ভূত গণ ল'য়ে, প্রমত্ত ভাবে কি শ্মশানে ঘোরে॥
মনের ভ্রমেতে ঘুরে এ জগতে, দ্বেষাদ্বেষী দেখি সবাই করে।
একাধারে সব হ'লে যে সম্ভব, তবে যদি কেউ মাকে ধরে॥
পূর্ণরূপা সদা হয়ে মা সারদা, সকল রূপ যে ধর্‌তে পারে।
যেমন ভাবে ললিত চাবে, সেই ভাবে সে পাবে তাঁরে॥ ৫৯৩॥

প্রসাদি সুর।

কর্‌বি কি মা জাগা ঘরে।
সহজে আর ফাঁকী দিতে, এখন যে তুই পারবি না রে॥
সদাই যখন প'ড়ে আছি, তোর ঐ রাঙ্গা চরণ ধ'রে।
গোল ক'রে মা ভুলিয়ে দিলে, কেন আমি ছাড়্‌ব তোরে॥
অনেক এখন মনের কথা, মায়ে পোয়ে আছে যে রে।
সেগুলি তুই না শুনে কি, ভুলিয়ে রাখ্‌বি অমন ক'রে॥
অনেক সময় গেছে যে মা, বেশী দিন আর আছে কি রে।
তোর কথাতে ভুল্‌লে কি মা, আমার এখন চল্‌তে পারে॥
সহজে না থাকলে তুই মা, ধ'রে রাখব আপন জোরে।
সাবধানেতে চল্‌লে ললিত, ফাঁকী দিতে পার্‌বি না রে॥ ৫৯৪॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে সব জানে রে।
কৈ তা কিন্তু স্বীকার করে॥
মাকে চেপে ধর্‌লে পরে, ঠকিয়ে দিতে বেশ মা পারে।
সকল কথাই জেনে শুনে, কষ্ট কেবল দেবে ধ'রে॥
মা সব চোখে দেখ্‌লে পরে, কারো দুঃখ থাকে কি রে।
গণ্ড গোলে রাখলে ফেলে, সবাই দোষী হ'য়ে মরে॥
দোষের ভাগ্‌টি দে'খে কেবল, গুণ্‌ যে কারও দেখে না রে।
মা বাপের এই নিয়ম হ'ল, ছেলের দোষই কেবল ধরে॥
দোষ্‌টি যদি শুধ্‌রে দিয়ে, সোজা ক'রে সব দিত রে।
তাহ'লে কি ভাবি মিছে, গুণই ছেলের যেত বেড়ে॥
তাই মা তোর এই ললিত এখন, তোকেই সদা দোষী করে।
ভাল মন্দ দেখ্‌তে গেলে, তোরই হাতে সব আছে রে। ৫৯৫॥

প্রসাদি সুর।

জলদ বরণী ঐ কামিনী।
রূপে জিনি সৌদামিনী॥
কোটি সুধাকর জিনিয়া জ্যোতিঃ, হর বক্ষঃবিহারিণী।
রূপেতে এই জগৎ উজলে, ঐ যে শিব মনোমোহিনী॥
এই যে ভবসাগরমাঝে, আশ্রয় রূপা ঐ তরণী।
আদ্যাশক্তি পরমা বিদ্যা, শোভিতেছে একাকিনী॥
সর্ব্বজননী অভয়দায়িনী, সর্ব্বহৃদয়বাসিনী।
অনাদ্যা অনন্তা সর্ব্বরূপা, সর্ব্বে মুক্তিদায়িনী॥
জগজ্জ্যোতিঃ পূর্ণা সদা, সর্ব্ব তমো নাশিনী।
ললিতের এই হৃদয়কমলে, শোভে যেন কাদম্বিনী। ৫৯৬

প্রসাদি সুর।

অরুণ বরণী ঐ কামিনী।
রূপের আকর জিনি প্রভাকর, সিংহের উপর বিহারিণী॥
বামারে হেরিয়া ব্যাকুল হইয়া, স্বলাজে লুকায় সৌদামিনী।
চারি আয়ুধ ধরিয়া করে মা, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী॥
অপরূপ ঐ চরণ ভাতি, সদানন্দ দায়িনী।
জগৎ উজলি খেলিছে বিজলী, লোহিত বসন ধারিণী॥
ভবের ভামিনী জগত জননী, সংসার অর্ণবে তারিণী।
হৃদয়কমলে বসিয়া বিমলে, সর্ব্বে অভয় দায়িণী॥
প্রকৃতিরূপেতে জগৎ সৃজিতে, সর্ব্বে প্রসব কারিনী॥
কলুষ নাশিনী ধাত্রী রূপিণী, ললিতহৃদয়ে বন্দিনী॥ ৫৯৭॥

প্রসাদি সুর।

রেখেছে মা মোহিত ক'রে।
ঠিক্ ক'রে কে বল্‌বে এখন, কখন মা ঐ কি রূপ ধরে॥
ক্ষিতি ব্যোমানল অনিল সলিল, এ পঞ্চ রূপে মা সদাই ঘোরে।
জগতের সব মায়েতে সম্ভব, পাবে সকল একাধারে॥
পুরুষ প্রকৃতি কি মার আকৃতি, না দেখে কে বল্‌তে পারে।
শ্যামা কিবা কানু কোন রূপ তনু, অসি কিবা বেণু ধরেছে করে॥
ও রূপের আধা হর কি বা রাধা, কেউ কি এখন জেনেছে রে।
মনোময়ী হ'য়ে সকল সময়ে, হৃদয়েতে মা ঐ বিরাজে রে॥
দিবা অবসানে নিশা আগমনে, যে ঐ চরণ থাকে ধ'রে।
করে নিজ হিত দেখিস্ ললিত, চতুর্ব্বর্গ ফল পাবে রে॥ ৫৯৮॥

প্রসাদি সুর।

প্রবোধ যে মা আর মানে না।
কোন কথাই মন শোনে না॥
ঘুমিয়ে তুই মা কাটিয়ে দিলি, পোড়া মন যে আর বোঝে না।
তোকে দেখ্‌তে চায় মা কেবল, কোন কথাই আর জানে না॥
এত ঘুম তোর দেখে মা গো, মন যে বড় পায় যাতনা।
এক বার তুই মা উঠে এসে, হৃদয়পদ্মে ব'সে যানা॥
জাগা ঘরে হচ্ছে চুরি, রক্ষা কর্‌তে কেউ পারে না।
তুই বিনা এ ছেলেকে তোর, বিপদেতে কেউ দেখে না॥
আধারে মা কুণ্ডলিনী, হ'য়ে থাকলে আর চলে না।
ললিত কি মা শেষের দিনে, তোর চরণে স্থান পাবে না॥ ৫৯৯॥

প্রসাদি সুর।

মাকে মিছে ডাকিস্‌ না রে।
বেঁচে কি আর সে আছে রে॥
বেঁচে থাক্‌লে এত ডাকে, শুন্‌তে কি আর পেত না রে।
এক ঘুমে তার এ দিন গেল, ডেকে মিছে মরিস্‌ কারে॥
এমন ধারা কঠিন মা কি, কারও কভু হ'তে পারে।
যেথাই কেন থাকুক না মা, ছেলে ডাকলে দেখ্‌ত তারে॥
মায়ের জন্য ভেবে ভেবে, এখন তোর আর কি হবে রে।
আয়না আমরা দুয়ে মিলে, বিমাতাকে থাকি ধ'রে॥
বিমাতা তোয় কোলে নিলে, তাতেও ভাবনা থাক্‌বে না রে।
মা বিমাতা একেই যে দুই, ললিত বুঝে বল্‌ছে তোরে॥ ৬০০॥

প্রসাদি সুর।

এ ছায় সুখে মন বোঝে না।
স্থির হ'য়ে মা আর রবে না॥
এখন কার সুখ থাকবে কদিন, সেইটি আমায় বুঝিয়ে দে না।
জীবন গেলে তারই সঙ্গে, এ সব কিছু শেষ থাকে না॥
তার পরেতেই কষ্ট আসে, সহজে সে স্রোত থামে না।
এখন সুখে এই হ'ল মা, শেষে পেতে হয় যাতনা॥
কর্ম্ম দেখে খেল্‌বি কত, বাঁচতে তথন আর দিবি না।
দোষের ভাগী ক'রে আমায়, অনেক করবি শেষ তাড়না॥
তোকে ছেড়ে কোন কর্ম্ম, এ ভবে মা কেউ করে না।
হৃদয়বাসী হ'য়ে সবার, করিস যে মা সব চালনা॥
ললিত দোষী হবে কিসে, বোকা মন যে তাও বোঝে না।
যেমন রাখিস্ তেম্‌নি থাকে, ডাক্‌তে তোকে কৈ ভোলে না॥ ৬০১

প্রসাদি সুর।

কি সোহাগে এ সব করি।
কত সয়ে থাক্‌তে পারি॥
তোকে ডাক্‌তে গিয়ে মা গো, এই নিয়ে যে ভুলে মরি।
একটা গোল মা কেটে গেলে, আবার একটা গোলে পড়ি।
বিষম আমার বিপদ হ'ল, এ ছাড়ি কি তোকে ধরি।
ছুটাছুটাতে প্রাণ গেল মা, সইব কত শুভঙ্করি॥
এ সবেতে প'ড়ে থাক্‌লে, শেষের দিনে কিসে তরি।
কি দোষেতে সকল দিকে, মজিয়ে দিলি রাজকুমারি॥
মায়াতে যে বদ্ধ হেথা, কেমন ক'রে এ সব ছাড়ি।
আবার ললিত শেষের জন্য, ভাবছে ব'সে মহেশ্বরি॥ ৬০২

প্রসাদি সুর।

দান ক'রে কি কেড়ে নিবি।
আবার কি মা কষ্ট দিবি ॥
যে ধন আমায় দিয়েছিলি, কি দোষে মা সেটা নিবি।
আবার বুঝি কাউকে দিয়ে, ছল ক'রে শেষ্ লোভ বাড়াবি ॥
বল্‌লে পরে শুন্‌বি না তুই, কেবল দুঃখ দিতে চাবি।
এটা ও কি শেষ্ বুঝিস্ না মা, দুঃখ দিলে দুঃখ পাবি ॥
সবার কর্ম্ম দেখে বেড়াস্, নিজে বুঝি ফাঁকী দিবি।
তোর ছেলেরাই ধর্‌বে তোকে, পালিয়ে তুই মা কোথায় যাবি ॥
মনে বুঝি ক'রে আছিস্, অন্ধকারে লুকিয়ে রবি।
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ্‌টি তখন, কোথা বল্ মা তুই লুকাবি ॥
নিজের আলোয় নিজেই মা গো, ললিতকে তুই ধরা দিবি।
তখন তুই মা আপ্‌না হতে, আপন কর্ম্মের ফল যে পাবি ॥৬০৩॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ বাচানা এলোকেশি।
কত কষ্ট সইব আমি, বল্‌না ম গো দিবানিশি ॥
অদৃষ্টচক্রে ফেলে রেখে, ছেলের গলায় দিলি ফাঁশী।
কোন কথা শুনিস্ না তুই, মিছে কেবল করিস্ দোষী ॥
কৃপাকণা পেলেই আমি, আনন্দসাগরে ভাসি।
মা হ'য়ে তুই এত কষ্ট, কি ক'রে সব দেখিস বসি ॥
তোর্ ঐ রাঙ্গা পা দুখানি, আমি বড় ভালবাসি।
সকল সহ্য ক'রে আছি, হ'য়ে চরণ অভিলাষী ॥
ললিত হ'য়ে আছে যেন, অগ্নির মুখে তৃণরাশি।
অপর উপায় নাই মা ভবে, রক্ষা কর্ না কাছে আসি ॥ ৬০৪

প্রসাদি সুর।

কি জানি মা কি যে হবে।
তুমি নিদয় থাক্‌লে পরে, শেষে সবাই কোথায় যাবে॥
তোমার জন্য কেঁদে কেটে, এত আমরা বেড়াই ভবে।
সে সব কান্নায় আমার মা গো, শেষেতে কি ফল্ ফলিবে॥
কোন মতে শুন্‌লি না মা, এ পাপ দেহ কত সবে।
ক্রমে ক্রমে আপ্‌না হ'তে, জীর্ণ শেষে হ'য়ে যাবে॥
জীর্ণ হ'য়ে গেলে যে মা, আশা ভরসা সব ফুরাবে।
তখন কি মা তোমার জন্য, উপায় কেউ আর কর্‌তে পাবে॥
সারা দিনই আছ হৃদে, বলি সকল সরল ভাবে।
সরলের কি নও মা তুমি, কেবলই গোল বাধিয়ে দেবে॥
বিচার ক'রে দেখে যদি, কষ্ট আমায় দাও মা ভবে।
তবে কি মা ললিত এখন, মিছে এত মরে ভেবে॥ ৬০৫॥

প্রসাদি সুর।

যম এসে মা কর্‌ছে দাবি।
তাকি তুই মা স'য়ে রবি॥
আমায় যদি যমে নিলে, তুই শেষে মা কি আর পাবি।
যমের এত বাড়াবাড়ি, সহজে কি তুই মা সবি॥
চুপ্ ক'রে মা থাকিস্ যদি, আপন ছেলের মাথা খাবি।
সাগরমাঝে ভাঙ্গাতরি, শেষ কালে কি ডুবিয়ে দিবি॥
সকল কথাই জেনে শুনে, এত কি তুই ভুলে রবি।
সময় থাকৃতে তাই বলি মা, শেষে কেন বোকা হবি॥
তোরই ধন যে ললিত মা গো, তুইই তাকে বাঁচিয়ে দিবি।
শেষের দিনটি এলে পরে, কোলে ক'রে তায় দেখাবি॥ ৬০৬

প্রসাদি সুর।

বল্‌ব কি আর এত দিনে।
সব্ তো জানিস্ আপন মনে॥
তুই মা মত্ত হ'য়ে আছিস্, কেবল দেখ্‌তে পাই যে রণে।
ছেলের রিপু প্রবল হ'ল, দেখ্‌লি না ত এ জীবনে॥
আমার পক্ষে নিষ্ঠুর কেন, হ'য়ে আছিস্ জেনে শুনে।
অন্ধ আমায় ক'রে এখন, রেখেছিস্ যে একটি কোণে॥
রিপুকুলের তাড়না আর, কত আমি সইব প্রাণে।
কত জ্বালা আছি স'য়ে, বুঝে এক বার দেখ্‌না মনে॥
চারি ধারে শত্রু আমার, বাড়্‌ছে দেখ্ মা দিনে দিনে।
তুই না লক্ষ্য কর্‌লে মা গো, তাদের আমি পার্‌ব কেনে॥
তোরই ছেলে হ'য়ে ললিত, কত কষ্ট সয় মা জ্ঞানে।
সকল বিপদ নষ্ট হবে, দেখ্‌লে বারেক নয়নকোণে॥ ৬০৭॥

প্রসাদি সুর।

তোর্ যে মা আর ঘুম ভাঙ্গে না।
দেখ্‌তে আজও তুই এলি না॥
ক্রমে ক্রমে বেলা গেল, আমার দিন যে আর থাকে না।
সন্ধ্যা হ'য়ে এলে পরেই, কষ্টের বাকী আর রবে না॥
অনেক দিন মা ঘুমিয়ে আছিস্, দেখে মনে হয় ভাবনা।
এত যে মা ডাক্‌ছি তোকে, তার কি কিছু ফল হবে না॥
এক ভাবেতেই কাট্‌ল জীবন, সুখী হ'তে কৈ পেলে না।
মা বিনা সব ছেলের কষ্ট, ভাল করে কেউ দেখে না॥
তোর ঐ ঘুম না ভাঙ্গ্‌লে মা গো, আমার পোড়া মন বোঝে না
তাই এ ললিত ডাক্‌ছে এত, কোন কথা আর ভোলে না॥ ৬০৮॥

প্রসাদি সুর।

বিষম স্রোতে সব পড়েছে।
যে দিকে মা স্রোত ব'য়ে যায়, সেই দিকেতেই সব চ'লেছে ॥
সংসারের এই স্রোতে প'ড়ে, কূল কিনারা কে পেতেছে।
এক টানা এই স্রোতেতে মা, এক সঙ্গে যে সব যেতেছে ॥
কেউ বা পাক্‌নার মাঝে প'ড়ে, হাবু ডুবু বেশ্ খেতেছে।
তাকে বেড়েই স্রোত চ'লে যায়, পাক্‌না তাকে কৈ ছেড়েছে
অনন্ত তোর সাগরমাঝে, স্রোতে নিয়ে সব ফেলেছে।
একাকার যে হ'য়ে মা গো, সেই খানেতে সব রয়েছে ॥
কর্ম্মগুণে বিপরীতে, যেতে এখন যে পেরেছে।
সেই যে শেষে মনের সুখে, তোর ঐ দুটি পা ধরেছে ॥
কি কর্ম্মের যে কি ফল আছে, ললিত তার মা কি বুঝেছে।
তোর ইচ্ছাতে সকল হবে, এইটি কেবল সে জেনেছে ॥ ৬০৯ ॥

প্রসাদি সুর।

অপরূপ আর আছে কি রে।
আপনার দেখেই আপনি এখন, মোহিত হ'য়ে আছি প'ড়ে
জেনে শুনে কেবল সবাই, অনেক রকম গোল যে করে।
বহুরূপী হ'য়ে দেখি, মরে কেবল ঘুরে ঘুরে ॥
প্রাণের ভিতর কেঁপে ওঠে, শেষের কথা ভাব্‌লে পরে।
তবু আমার আমার ক'রে, দেখি সবাই ক্ষেপে মরে ॥
একবার ভাবি ছুটে গিয়ে, লুকাই কোথাও কালের ডরে।
অন্ধ হ'য়ে সবাই আছে, পথ ধ'রে কে যেতে পারে ॥
জানা শোনা পথ রয়েছে, তবু কেউ কি সেটা ধরে।
এর চেয়ে মা অপরূপ আর, দেখ্‌তে কেউ কি পেতেছে রে ॥
আর বেশী তুই কি দেখাবি, বুঝ্‌তে কিছু পারি না রে।
ললিত এখন যা দেখেছে, তাই নিয়ে সে মর্‌ছে ঘুরে ॥ ৬১০ ॥

প্রসাদি সুর।

রক্ষা কর্ মা এ সঙ্কটে।
মিছে বেগার খেটে মা গো, দিন্‌তো আমার গেল ঘেঁটে॥
তোকে দেখ্‌তে পেলেই যে মা, ধর্‌তে আমি যাই গো ছুটে।
অনেক রকম বিঘ্ন এসে, কপাল ক্রমে পথে যোটে॥
আবার তোকে খুঁজে বেড়াই, সকল জিনীস ঘেঁটে ঘুঁটে।
এম্‌নি লুকিয়ে থাকিস্ তুই মা, মরি কেবল খেটে খেটে॥
ভূতের বেগার খাটি যখন, কত ভূত যে এসে যোটে।
তাদের জন্য আবার আমায়, মর্‌তে হয় যে হেঁটে হেঁটে॥
যাদের সন্তোষ না করি মা, তারাই আমায় দেখে চটে।
সে সকলের উপায় করি, এমন বুদ্ধি নাই যে ঘটে॥
বিষম কষ্ট পেয়ে ললিত, জানায় মা গো করপুটে।
শেষের দিনে দেখিস্ তাকে, যাবে যখন পারের ঘাটে॥ ৬১১॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে হৃদয়বাসী।
চক্ষু মুদ্‌লেই দেখি মাকে, পদ্মাসনে আছে বসি॥
স্থির হ'য়ে ঐ মাকে দেখে, অপার সুখে কেবল ভাসি।
মায়ের চরণকমল হেরে, আমার মন যে হয় উদাসী॥
স্থির ভাবে মা থাকে কভু, কভু মায়ের মুখে হাঁসি।
মায়ের অমন হাঁসি মুখ্‌টি, দেখ্‌তে চাই যে অহর্নিশি॥
সংসারেতে প'ড়ে আমি, দুঃখ পাই যে রাশি রাশি।
সে সব দুঃখ দেবার প্রধান, দেখি যে ঐ সর্ব্বনাশী॥
অনেক রকম কাজে ললিত, মায়ের কাছে আছে দোষী।
শেষের দিনের জন্য কেবল, চরণ দুটির অভিলাষী॥ ৬১২

প্রসাদি সুর।

আর কত মা উপায় করি।
ছজনাতে মিলে এখন, কষ্ট আমায় দিচ্ছে ভারি॥
যত সাম্‌লে বেড়াই আমি, ততই কর্‌ছে ধরা ধরি।
তোর সাহসেই সাহস আমার, নৈলে কি আর কর্‌তে পারি
সময় বুঝে দেখ না মা গো, তারাই করে দাগাদারি।
তাদের হাতে প'ড়ে আমি, ঘুরে ঘুরে প্রাণে মরি॥
একা একা এলে আমি, তাদের দমন কর্‌তে পারি।
ছটায় এক যে হয়ে এখন, করে এত জোরাজুরি॥
ললিত তাইতে ডাকছে তোকে, আয়না কোথা শুভঙ্করি।
মা বেটাতে মিলে একবার, করি তাদের তাড়াতাড়ি॥ ৬১৩

প্রসাদি সুর।

বল্‌ব মা তোয় কেমন ক'রে।
সদাই লুকিয়ে বেড়াস যে রে॥
এই যদি মা দেখি তোকে, আছিস্ হৃদয় আলো ক'রে।
তখন মা হারাই আবার, খুঁজে আর যে পাই না তোরে॥
প্রতিদিনে কত বার মা, এম্‌নি ক'রে ঘোরাবি রে।
তাই ভেবে এ জীবন গেল, বল্‌বার সময় কৈ আছে রে॥
যত দিন মা স্থির ক'রে তোয়, বসিয়ে নিতে পার্‌ব না রে
তত দিনই আমাকে মা, মর্‌তে হবে ঘুরে ঘুরে॥
যখনই তোর দেখা পেয়ে, রাখ্‌তে ইচ্ছা করি ধ'রে।
অম্‌নি মন্‌কে ঘুরিয়ে এনে, গণ্ডগোলে ফেলিস্ তারে॥
ললিতের মা হ'য়ে এখন, এত কষ্ট দেখ্‌বি কি রে।
মিছে ছলে ফাঁকী দিবি, এটা যেন ভাবিস্ না রে॥ ৬১৪॥

প্রসাদি সুর।

মিছে কি আর কর্‌ব ভেবে। •
তাতে বল্‌ মা ফল কি হবে॥
নিজে কৃপা না হলে মা, কেউ কি এখন তোকে পাবে।
সোজা পথে চল্‌তে গেলেও, আপ্‌নি যে গোল হ'য়ে যাবে॥
এ জগতে বল দেখি মা, কেউ কি কভু সুখে রবে।
সর্ব্ব কাজই বিফল ক'রে, মনে সবার কষ্ট দেবে॥
যতই চেষ্টা করি না মা, দিন যে কাট্‌বে এম্‌নি ভাবে।
সহ্য করা ছাড়া মা গো, আর কি কর্‌তে পারি ভবে॥
সকল দোষ্‌ই ভুলিস্‌ মা গো, অবসন্ন হব যবে।
তা হলে মা তোর্‌ ললিতের, এ সকল যে কষ্ট যাবে॥ ৬১৫॥

প্রসাদি সুর।

ফুলের যে মা কপাল ভাল।
যে ফুল তোর মা সেবায় লাগে, তার যে সফল জন্ম হ'ল॥
এমন অনেক ফুল আছে মা, গাছে ফুটেই শুকিয়ে গেল।
তারা যে এই ভবের মাঝে, বৃথা মা গো জন্মে ছিল॥
এমন অনেক ফুল দেখি মা, তোর সেবার কৈ যোগ্য হ'ল।
সেবার জন্য কেউ বা গিয়ে, পরে নষ্ট ক'রে দিল॥
জীবের পক্ষেও তেমনি ধারা, জন্মে কভু হয় বিফল।
কজন তোকে খোঁজ করে মা, গোলে মালেই দিন কাটাল।
তুইই কেবল ভুলিয়ে রাখিস্‌, তো হ'তে এই ফল ফলিল।
এ কথা যে বুঝতে পারে, তার কি কোথাও গোল হইল॥
তুই বৃথা না নষ্ট কর্‌লে, যোগ্য যে মা সবাই ছিল।
তোর খেলা মা বুঝ্‌তে গিয়ে, ললিত কেবল এই দেখিল॥ ৬১৬॥

প্রসাদি সুর।

আগিয়ে চ ভাই মায়ের কাছে।
আমরা সবাই যাচ্ছি পাছে॥
ক্রমে ক্রমে অনেক দিন যে, আমার এখন ফুরিয়ে গেছে।
কবে যে শেষ হ'য়ে যাবে, যে কটা দিন বাকী আছে॥
আপনার জনেই কাঁধে ক'রে, এই শ্মশানে তোয় এনেছে।
যাদের ভালবেসে ছিলি, তারাই তোকে পোড়াতেছে॥
যাদের জন্য ভাব্‌তিস্‌ ব'সে, সঙ্গে এখন সব রয়েছে।
চির বিদায় দেবে তোকে, তারই জন্য এই করেছে॥
এম্‌নি ভবের খেলা মায়ের, এ দেখে সব ঠিক চলেছে।
কি যে গোল এর ভিতর আছে, সেইটি বোঝাই ভার হয়েছে॥
তোর ভাই এমন দশা দেখে, ললিত কেবল এই বুঝেছে।
মায়াই ভবের প্রধান জিনীস্‌, মায়াতেই যে সব ভুলেছে॥ ৬১৭

প্রসাদি সুর।

ঐ ভাবে ভাই সবাই যাবে।
চির দিন কে থাক্‌তে পাবে॥
আজ দেখি ভাই চল্‌লে তুমি, কাল্‌ যে কাকে যেতে হবে।
সেথা সে সব ঠিক যে আছে, এখানে কে ব'লে দেবে॥
স্রোতে তৃণ পড়ে যদি, স্রোতের আগে আগে যাবে।
এই এ ভবস্রোতে প'ড়ে, তেম্‌নি ভেসে যায় যে সবে॥
সদাই এ স্রোত চল্‌ছে দেখ, সবাইকে যে ভাসিয়ে নেবে।
আগে যাচ্ছ ব'লে যেন, কষ্ট হয় না ভেবে ভেবে॥
হেঁসে তুমি যাও না রে ভাই, মাকে এই বার দেখ্‌তে পাবে।
ভবস্রোতে পড়্‌লে আমি, মায়ের কাছেই দেখা হবে॥
এখানকার এই কষ্টের কথা, মাকে ভাই সব ব'লে দেবে।
ললিতের এই সকল কথা, নইলে মা কি শুন্‌তে চাবে॥ ৬১৮॥

প্রসাদি সুর।

এক ভাবে মা কৈ রেখেছে।
নিত্য নূতন ভোগ হ'তেছে॥
আগে যত ভুগেছিলি, অনেক এখন তার বেড়েছে।
এখানেতে থেকে কি আর, সুখী হ'তে কেউ পেরেছে॥
লোভেতে যে মুগ্ধ হ'য়ে, আপনা হ'তে সব মজেছে।
বৃথা চেষ্টা করিস্ কেন, বাঁচ্‌তে বল্ না কে পেরেছে॥
মিছে মুগ্ধ হ'য়ে রে মন, অনেক যে তোর দিন গিয়েছে।
স্থির হ'য়ে তুই ভুগে চ না, যে কটা দিন বাকী আছে॥
যতই ভুগ্‌বি বেশী বেশী, ততই বল্ না মায়ের কাছে।
ললিতের এই হৃদয়েতে, দেখ্ না তোর ঐ মা রয়েছে॥ ৬১৯॥

প্রসাদি সুর।

ছেলেকে যে মা ভোলে না।
এইটি কেবল কেউ বোঝে না॥
কোন্ রূপে মা কাছে আছে, সেইটি এখন কেউ জানে না।
দেখ্‌তে পেলে বুঝত সবাই, দেখা মায়ের কেউ পাবে না॥
ছেলের প্রতি মায়ের স্নেহ, তার যে কিছু নাই তুলনা।
অনেক ছেলে মাকে ভোলে, ছেলেকে মার ভুল হবে না॥
মা বিনা যে ছেলেকে আর, বিপদকালে কেউ দেখে না।
জন্মাবধি ছেলের উপায়, মা ছাড়া যে কেউ করে না॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, মা যে আছেন তাই দেখ না।
ললিতের মা সর্ব্বরূপা, এইটি বুঝ্‌তে ভুল ক'র না॥ ৬২০॥

প্রসাদি সুর।

অপর বুলি আর ছাড় না।
মা মা ব'লে ডাক সদা, তাতে যেন ভুল ক'র না॥
বৃথা কথা ল'য়ে কেন, কষ্ট এখন পাও রসনা।
নিরসেতে রস কি আছে, কষ্টের যে আর শেষ হবে না॥
বুঝে কথা না বলে শেষ, অনেক পেতে হয় যাতনা।
কথার দোষে আপনার জনে, সহায় হ'তে কেউ চাবে না॥
মা মা সদা বল্‌লে পরে, তোমায় দোষী কেউ করে না।
মনের সুখে ডাক সদা, পূর্ণ হবে সব কামনা॥
অনেক সময় গেছে তোমার, এখন যেন আর ভুল না।
দিন ক্রমে সব ফুরিয়ে গেলে, ললিত উপায় আর পাবে না॥ ৬২১

প্রসাদি সুর।

চিনির বলদ হ'য়েছি মা।
সদা চিনি বয়ে বেড়াই, চিনির স্বাদ আর কৈ বুঝি মা॥
বোঝা ব'য়ে এমনি ক'রে, চির দিনই মর্‌বো কি মা।
তুই যে কেমন কখন কি, বুঝ্‌তে আমি পার্‌ব না মা॥
নিত্য হৃদয়মাঝে আছিস্‌, কখন সদয় হবি গো মা।
চিরকালই নিদয় হ'য়ে, স্থির ভাবে তুই থাক্‌বি কি মা॥
আশা পূর্ণ কবে হবে, সেইটি একবার বলে দে মা।
আর যে কিছু চাইনা আমি, চরণদুটি ভিক্ষা দে মা॥
এক মনেতে তোর হুকুমে, বোঝা নিয়ে ঘুরি যে মা।
দিনে দিনে ভারি হ'ল, আর যে বইতে পারি না মা॥
ললিত কে তুই মুটে ক'রে, আর কত দিন রাখ্‌বি গো মা।
দিন ক্রমে মা ফুরিয়ে এলে, আর কি উপায় তার হবে মা॥ ৬২২

প্রসাদি সুর।

যে যার আপন্ কর্ম্মে ঘোরে।
মাকে ঠিক কে কর্‌তে পারে॥
সহজেতে ঠিক্ পাবে কি, প'ড়েছে যে বিষম ফেরে।
সংসারেতে গোল যে আছে, তাই নিয়ে যে সবাই মরে॥
মনের দোষে সবাই এখন, অমন গোলে প'ড়ছে ঘুরে।
কর্ম্মদোষের কষ্ট যত, সবাই দেখি ভোগ যে করে॥
সকল কষ্ট ভুলে গিয়ে, এক মনে যে মাকে ধরে।
সেই যে দেখি নিত্য সুখী, কষ্ট যে আর ভোগে না রে॥
মা যে ভাবে রাখ্‌বে সদা, ললিত তাতেই সুখী হ রে।
তা হ'লে আর এত ভুগেও, মনে কষ্ট পাবি কি রে॥ ৬২৩॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌না কি আর ভাব্‌না শিবে।
তাতে সবাই সকল পাবে॥
সংসারের সব কষ্ট এখন, এক বারেতে দূরে যাবে।
পুনঃ কি আর কোন রকম, মিছে কষ্ট ভুগ্‌তে হবে॥
আপনি মা তোয় সদয় হ'য়ে, আশাপূর্ণ ক'রে দেবে।
শেষের দিনে ব্রহ্মময়ী, আপন ছেলে কোলে লবে॥
মাকে ভুলে থাক্‌লে পরে, আপনার মাথা আপনি খাবে।
শেষের দিনে কাঁদ্‌বি যখন, তখন অভয় কে আর দেবে॥
প্রাণ খুলে ঐ মাকে ডেকে, ললিত মায়ের চরণ চাবে।
ঐ চরণে মনকে রেখে, সুখে শেষের দিন কাটাবে॥ ৬২৪

প্রসাদি সুর ঃ

মা আছে আর ভাব্‌না কি রে।
থাক্‌না মায়ের চরণ ধ'রে ॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌না মুখে, কষ্ট কিছু থাক্‌বে না রে।
নামের গুণে শেষেতে তুই, তরে যাবি অকাতরে ॥
এ জগতে দুর্গা নামের, তুল্য কিছু আছে কি রে।
নামের গুণে শমন শেষে, ভয়ে দূরে পালাবে রে ॥
বিপদ সম্পদ সকল সময়, দুর্গা ব'লে ডাক্‌বি তাঁরে।
সুখেতে দিন কাট্‌বে এখন, মিছে ঘুরে মর্‌বি না রে ॥
সকল সময় দুর্গা ব'লে, মাকে ডাক্‌না আদর ক'রে।
হৃদয়মাঝে মাকে তোর ঐ, ললিত সদা রাখ্‌না ধ'রে ॥ ৬২৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কি দিব মা কি ধন আছে।
আমার যা সব ছিল মা গো , ফেলেছি তোর পায়ের কাছে ॥
তোকে সকল দিয়ে এখন, আমার মন যে সুখ পেয়েছে।
আর কি আছে দিব তোকে, বাকী আর মা কি রয়েছে ॥
যদি বলিস্‌ এ পাপ জীবন, এখনও যে রয়ে গেছে।
সেটাও যে তোর দেখ্‌ না বুঝে, জন্ম হ'তেই তোর হয়েছে ॥
যখন বল্‌বি তখনি মা, ফেল্‌ব গিয়ে পায়ের কাছে।
ঐ হুকুমের আশাতে মা, এত আমার দিন কেটেছে ॥
তোরই আজ্ঞাবহ ললিত, তোকেই নিয়ে সদা আছে।
আশার আশায় দেখ্‌ না মা গো, কষ্ট এখন সব ভুলেছে ॥ ৬২৬।

প্রসাদি সুর।

আরও কত শুনতে হবে।
কেউ কি ছেড়ে কথা কবে॥
অভাগাকে যত দিন মা, তুমি এমন নিদয় রবে।
ততদিন মা সোজা হ'য়ে, কে আর আমায় চল্‌তে দেবে॥
শুনাম কুনাম অনেক রকম, দেখ্‌তে পাই মা আছে ভবে।
তাতে ভয় যে নাই মা কিছু, মিছে হ'লে কদিন রবে॥
বুঝে সবাই সকল কাজই, কর্‌তে কি আর পারে ভবে।
সকলেরই ভুল যে আছে, এইটি একবার দেখ্‌না শিবে॥
ভাল ভেবে করি যে কাজ, তাতে ভাল তুমিই দেবে।
মনের ভুলে মন্দ হ'লে, তুমিই সে সব সাম্‌লে নেবে॥
মনের শান্তি হবে মা গো, যখন ললিত চরণ পাবে।
যতদিন না দেখ্‌বে তুমি, ততদিনই এম্‌নি যাবে॥ ৬২৭॥

প্রসাদি সুর।

ভোলাস্‌ কেন কাজের বেলা।
কতই তোর মা দেখ্‌ব লীলা॥
একটা কর্‌তে একটা ভোলাস্‌, এ আবার কি হচ্ছে খেলা।
আজও ফাঁকী দিতে চাস্‌ মা, এ যে বড় বিষম জ্বালা॥
এত বলার ফল কি হ'ল, মিছে দেখি তোকে বলা।
তোর কুহকে প'ড়ে যে মা, কঠিন হ'ল এ দিন চলা॥
ভুলিয়ে রাখ্‌তে যত পারিস্‌, ততই না হয় এখন ভোলা।
আসল কাজে দেখিস্‌ যেন, করিস্‌ না মা এসব ছলা॥
আর কিছু মা চায় না ললিত, ভোলাস্‌ না তায় সন্ধ্যা বেলা।
তখন আপ্‌না হ'তে মা গো, ছাড়িস্‌ যেন এসব খেলা॥ ৬২৮

প্রসাদি সুর।

কাজ দেখেই সব মাকে পাবে।
জগতের সব দেখেই সদা, মা যে কেমন বোঝা যাবে॥
কণামাত্র বীজ থেকে দেখ্, প্রকাণ্ড এক বৃক্ষ হবে।
ছেলের জন্ম হবার আগে, তার খাবার মা এনে দেবে॥
পেটের চিন্তা করা কেন, মাই সকল ভার যে লবে।
যা হ'তে দেখ জন্ম সবার, সে কি কভু ভুলে রবে॥
মায়ের উপর ভার দিয়ে সব, সদা ব'সে থাক্ না ভবে।
সকল উপায় তাঁরই হাতে, তাঁর কাজেতেই সকল হবে॥
এমন ক'রে মিছে ললিত, কেন মরিস্ ভেবে ভেবে।
মা ছাড়া তুই কখন আছিস্, সেইটি ভাব্লে সকল সবে॥ ৬২৯

প্রসাদি সুর।

আয় না মা গো ও শঙ্করি।
এই ভবসাগরমাঝেতে মা, দে না আমায় চরণতরি॥
দিনে দিনে বোঝা আমার, পাঁচ রকমে হচ্ছে ভারি।
এ বিপদে তোকে ছাড়া, বল্‌দেখি মা কাকে ধরি॥
অনেক সময় তোর নামে মা, অনেক আমি বিপদ সারি।
দিন ব'য়ে যায় ধীরে ধীরে, দেখ্‌বি না কি মহেশ্বরি॥
আপ্‌নার ভারেই আপ্‌নি কাতর, উপায় বল্ মা কি আর করি।
তুই মা নিদয় হ'লে শেষে, নিদয় হবেন ত্রিপুরারি॥
ছটা রিপু মিলে যে মা, কর্‌ছে অনেক জারিজুরি।
তাদের দোষেই ম'লাম যে মা, তুই বিন' কৈ বাঁচতে পারি॥
ভয়ে ললিত কাতর হ'য়ে, ডাক্‌ছে তোকে রাজকুমারি।
জন্ম জন্ম সে যে তোর মা, হ'য়ে আছে আজ্ঞাকারী॥ ৬৩০॥

প্রসাদি সুর।

সুখ কিছু আর নাই মা মনে।
প্রবঞ্চনা করিস্ কেনে ॥
তোর এ খেলার কি ধার ধারি, ভয় খাব কি সকল জেনে।
সকল ছল মা ছেড়ে দিয়ে, বস্ না হৃদিপদ্মাসনে ॥
সুখের আশা কর্‌তাম যদি, ভাব্‌না আস্‌ত দেখে শুনে।
সকল আশাই ছেড়ে এখন, মন আছে মা তোর চরণে ॥
অদৃষ্টেতে যা আছে মা, বিপরীত কি হয় যতনে।
সকল ভার মা তোকে দিয়ে, প'ড়ে আছি একটি কোণে ॥
আবার এ কি ভাব হ'ল মা, বুঝিনা যে মনে জ্ঞানে।
বোঝাবুঝি ছেড়ে ললিত, দেখ্‌ছে তোর ঐ চরণপানে ॥ ৬৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

এ আবার কি হচ্ছে লীলা।
আর কত মা কর্‌বি ছলা ॥
দেখ্‌তে পাই মা দিনে দিনে, তোর অনেক যে বাড়্‌ছে খেলা
যত গোল তুই বাধাস মা গো, দেখি কেবল কাজের বেলা ॥
খেলা তুই তো ছাড়্‌বি না মা, মিছে এত তোকে বলা।
ভুলিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করিস্, এইটি হ'ল বিষম জ্বালা ॥
কার সাহসে সাহস করি, বাপ্‌তো আমার ক্ষেপা ভোলা।
তুইও যে মা ক্ষেপে উঠে, অনেক রকম করিস্ খেলা ॥
অবশেষে শমন যখন, তোর ললিতের ধর্‌বে গলা।
এখন যা হয় করেছিস্ মা, তখন যেন হস্ না কালা ॥ ৬৩২ ॥

প্রসাদি সুর।

ও সব ভাল আর লাগে না।
খেলা সইতে আর পারি না॥
সংসারের সব কষ্ট স'য়ে, মনের শান্তি আর থাকে না।
তাতে তুই মা জ্বালিয়ে মেলে, এ জীবন যে আর রবে না॥
কোন্ সময়ে করিস্ কি মা, সেইটি একবার দেখে নে না।
সময় বুঝে করিস্ যদি, তা হ'লে যে গোল বাধে না॥
তোর ঐ কাজ সব্ দেখে দেখে, মনে বেড়ে যায় ভাবনা।
অসময়ে গোল ক'রে মা, আমায় কেবল দিস্ যাতনা॥
ক্ষেপী ব'লে জানি তোকে, ক্ষেপীর তো এ কাজ হ'ল না।
কাজের বেলা সোজ্‌তে ক্ষপী, তোর বুঝি মা ভুল হবে না॥
যত ইচ্ছা গোল বাধা না, ললিত তাতে ভয় খাবে না।
তোর চরণে মন থাকে ত, বেশী তুই আর দিন পাবি না॥ ৬৩৩॥

প্রসাদি সুর।

জল আগুনে এ কল চলে।
এক ভাবেতেই দেখি রে মন, চল্‌ছে যে কল সর্ব্বকালে॥
আগুন নিবে গেলেই সবে, কলে বিকল হ'ল বলে।
এখন আগুন জল্‌ছে দ্বিগুণ, কাল কাটাস্ না মনের ভুলে॥
অন্তরেতেই সূর্য্য আছে, তাপ দিতেছে সময় এলে।
আপনি অস্ত হবে শেষে, ভবের দিনটি ফুরিয়ে গেলে॥
অন্তর বায়ুর তেজে আবার, সেই আগুন তোর প্রবল হ'লে।
ব্রহ্মময়ী আপনি এসে, নেবে তোকে আপন কোলে॥
শোনিৎরূপে জল আছে মন, শিরায় শিরায় সদাই চলে।
অগ্নির তেজে উষ্ণ সদা, শীতল হবে সব ফুরালে॥
যার হাতেতে এ কল্ চলে, সে যে ব'সে আছে কলে।
তাকে দেখ্‌তে গিয়ে ললিত, পড়্‌ছে এত গণ্ডগোলে॥ ৬৩৪॥

প্রসাদি সুর।

আগুন যে মা আর নেবে না।
যে আগুন তুই জ্বেলে দিলি, তার যাতনা আর সবে না॥
মনের আগুন জ্বল্‌ছে সদা, স্থির হ'তে মা কৈ পারি না।
তাড়াতাড়ি ক'রে মরি, পোড়া মন তো শেষ বোঝে না॥
সকলের যে সময় আছে, সময় ছাড়া কেউ আসে না।
প্রাণ বুঝেছে মন বোঝে না, প্রধান হ'লো এই যাতনা॥
মনের দোষেই সদা আমায়, কর্‌তে হবে আনাগোনা।
হৃদয়বাসী হ'য়ে কি মা, দেখিস্ আমার এই তাড়না॥
মনের দায়ে কর্‌ব কি মা, সোজা হ'তে আর দিলে না।
স্থির হ'য়ে যে দেখ্‌ব তোকে, তার সময় তো কৈ হ'ল না॥
মা মা ব'লে কাঁদি যত, সে সব কথায় কাণ দিলি না।
তোর ললিতকে প্রাণে মেরে, কষ্ট কি মা তুই পাবি না॥ ৬৩৫॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ যে কেবল হাঁপিয়ে মরে।
মন অবাধ্য দেখে আমার, প্রাণের ভিতর কেমন করে॥
অশান্তি সব দূর ক'রে মা, শান্তি একবার দে না তারে।
বিষম দায়ে প'ড়ে আমি, সদাই হেথা মরি ঘুরে॥
প্রাণ্ যে সদা কাতর হ'য়ে, ডাক্‌ছে তোকে করযোড়ে।
তাকে তুই মা নিদয় কেন, হ'য়ে আছিস্ বারে বারে॥
কত জন্ম ঘুরেছি মা, কেউ কিছু ঠিক্ কর্‌তে পারে।
চির দিনই কাতর প্রাণকে, নিয়ে আমি থাক্‌ব কি রে॥
সকল রকম শান্তি মা গো, আছে দেখি তোর ঐ করে।
তবে বিফল হই কেন মা, সেইটি বুঝ্‌তে পাবি না রে॥
একবার লক্ষ্য কর্‌লে শেষে, ললিতের এ প্রাণ বাচে রে।
আপন ধনকে এত কষ্ট, কেউ কি মা গো দিতে পারে॥ ৬৩৬॥

প্রসাদি সুর।

ছাঁপ রাখি মা কখন যেয়ে।
আমার বিপদ চারিধারে, রক্ষা পাব কোথায় গিয়ে ॥
তোর চরণে লক্ষ্য ক'রে, সকলই যে আছি স'য়ে।
তুই যদি মা নিদয় হবি, থাকি তবে কাকে ল'য়ে ॥
সংসার মাথায় ক'রে যে মা, পড়িছি এ বিষম দায়ে।
সাধ্য থাক্‌লে সংসারটি কে, ফেল্‌তাম আমি তোর ঐ পায়ে ॥
চুপ ক'রে যে আছিস্ দেখি, বোঝা আমার মাথায় দিয়ে।
চির দিন মা এমন খেলা, খেল্‌তে হয় কি মায়ে পোয়ে ॥
তোর ছলেতেই তোরই ছেলে, একবারে মা যায় যে ব'য়ে।
স্থির হ'তে মা বারেক দে না, রেখে তোর ঐ রাঙ্গা পায়ে ॥
তোর কাজেতে মলেও ললিত, যাবে তোর মা নামটি গেয়ে।
সে কলঙ্ক ঘুচ্‌বে না তোর, সেইটি একবার দেখ্‌না চেয়ে ॥ ৬৩৭

প্রসাদি সুর।

ঘুরে মরি দেশ বিদেশে।
থাক্‌তে পাই না আপন বশে ॥
যেমন ভাবে রাখিস্ আমায়, তেম্‌নি থাকি হেঁসে হেঁসে।
তবু তুই যে নিদয় এত, হ'লি কি মা কপাল দোষে ॥
যেমন চালাস্ তেম্‌নি চলি, তবে আমি দোষী কিসে।
সংসারসাগরমাঝেতে মা, এক ভাবেতেই যাচ্ছি ভেসে ॥
যা করাস্ মা তাই যে করি, তবু কর্ম্ম দেখিস্ এসে।
কি বুঝে তুই আবার মা গো, বিচার কর্‌তে বসিস্ শেষে ॥
যেমন বলাস্ তেম্‌নি বলি, কথার দোষ তুই ধর্‌বি কিসে।
সকলই যে করাস্ তুই মা, হৃদিপদ্মাসনে ব'সে ॥
তবে ঘুরিয়ে মারিস্ কেন, বুঝিয়ে আমায় দে না এসে।
না হয় চরণ দুটি দে মা, জুড়াক ললিত অবশেষে ॥ ৬৩৮ ॥

প্রসাদি সুর।

এক ভাবে মা চল্‌ছে ঘড়ী।
কমি বেশী হ'চ্ছে চা'লের, কর্‌তে গেলেই বাড়াবাড়ি।
কলটি আমার বেগড়ালে মা, কিছুতে নাই ছাড়াছাড়ি॥
সবাই যুটে আমাকে যে, কর্‌বে তখন ফেড়াফেড়ি॥
প্রথম যে দম দিয়ে মা গো, চালিয়ে দিলি দেহ ঘড়ী।
সেই দমেতে চল্‌ছি আজও, ঝুলছি বাধা মায়াদড়ী॥
রোগে প'ড়ে বিকল হ'লে, ঠিক সময় কৈ রাখ্‌তে পারি।
ধন্বন্তরি্‌র আশ্রয় নিতে, ছুটে বেড়াই বাড়ী বাড়ী॥
যে দিন দম্‌টি ফুরিয়ে যাবে, সেই দিন থাক্‌তে হবে পড়ি।
তখন কি আর মূল্য রবে, কেউ দেবে না কাণা কড়ি॥
তোর সাম্‌নে মা থাকতে পেলে, তেল পাব যে ঘড়ী ঘড়ী।
সময় মত বাজ্‌বে তখন, ছাড়বে ললিত তাড়াতাড়ি॥ ৬৩৯॥

প্রসাদি সুর।

ঝড়ের সময় কেউ রবে না।
বিষম তুফান উঠ্‌বে যখন, সহায় আমার কেউ হবে না॥
ঝড়ের আগে ছাড়্‌বে সবে, এইটি যে মা আছে জানা।
নিজেই তখন আপনার হ'য়ে, থাক্‌তে শেষে কেউ পাব না
আপনার ব'লে ডাকি যাদের, কর্‌বে তারাই শেষ তাড়না।
তখন রক্ষা কর্‌বে কে মা, সেই যে আমার সার ভাবনা॥
যাতনাতে অবশ হ'লে, সাহস আমায় কেউ দেবে না।
সকল উপায় ভুল্‌ব তখন, পোড়া মন যে তাও বোঝে না॥
এই বেলা মা সময় আছে, তুইই উপায় ক'রে দে না।
তুফানেতে প'ড়ে ললিত, ডুবে যেন শেষ মরে না॥ ৬৪০॥

প্রসাদি সুর।

এক দোষে মা হই আসামী।
সকলই তুই জানিস্ তো মা, সাম্‌লাতে কৈ পারি আমি॥
কি আর বল্‌ব তোর কাছে মা, আবয়াবের নাইকো কমি।
নাতয়ান ক'রে ফেল্‌লে আমায়, হাজা শুখায় গেল জমী॥
ছয় মহাজন ঘুর্‌ছে পেছু, নিলামে সব নিচ্ছে কিনি।
তার উপরে করের দায় মা, প্রধান বলেই ভাবি আমি॥
নিমক হারাম হ'য়ে শেষে, ফাঁকী দিতে কৈ মা জানি।
আমার দশা দেখে শুনে, বিচার ক'রে দে মা কমি॥
কেউ শোনে না কাকে বলি, দেখ্‌বে আমায় কে জননি।
তাতে আবার সময় মতে, আবাদ কর্‌তে পাই না জমী॥
যা কিছু মা ফসল হবে, ছজন মিলে হচ্ছে হামি।
এক দায়ে মা বাচে ললিত, নিষ্কর যদি পায় সে জমী॥ ৬৪১॥

———

প্রসাদি সুর।

জন্মতিথি তাকেই বলে।
পাপসাগরে যে দিন মা গো, পা থেকে তুই দিলি ফেলে॥
গর্ভের ভিতর ঘুরে ঘুরে, ভাস্‌তাম মা গো কারণজলে।
এর চেয়ে তা ছিল ভাল, দেখ্‌তাম তোকে কত ছলে॥
গর্ভে যোগী সেজেছিলাম, সব হারালাম এসে কোলে।
পাঁচ রকমের আদর পেয়ে, গোল বেধেছে মনের ভুলে॥
এমন জন্ম না হ'লে মা, পড়্‌তাম না তো এত গোলে।
সুরু হ'ল নাড়ী কেটে, এখনও যে মর্‌ছি জ্ব'লে॥
মনে ভাবি শীতল হব, এ সব আমার ফুরিয়ে গেলে।
তখন কি যে হবে আমার, দেখ্‌তে পাব সময় এলে॥
মনের কষ্ট আছে যত, সহজে কে যায় মা ভুলে।
সকল কষ্টের শান্তি হবে, ললিতকে তুই কোলে নিলে॥ ৬৪২॥

প্রসাদি সুর।

ঝড় এলে মা বাঁচি কিসে।
অতল জলে ডুবে যে মা, মর্‌তে হ'বে অবশেষে॥
ইন্দ্রিয় সব শিথিল হবে, কেউ রবে না আমার বশে।
দিশে হারা হ'য়ে আমি, সব হারাব তাদের দোষে॥
রসনা যে অবশ হ'য়ে, আমার কথায় উঠ্‌বে হেঁসে।
তুইও যে মা ছাড়্‌বি তখন, হরণ কর্‌বি শক্তি এসে॥
কাল আমায় মা ধর্‌বে যখন, সবাই চল্‌বে তাহার বশে।
এখনকার সব কান্না এত, বৃথা হ'য়ে যাবে শেষে॥
ললিতের সব দিন ফুরালে, তখন কি তোর হবে এসে।
এই বেলা মা সময় থাক্‌তে, অধিকার সব ক'রে নিসে॥ ৬৪৩॥

প্রসাদি সুর।

ঝড়ের আগেই ডোবে তরি।
ঝড় উঠ্‌তে কি হয় মা দেরি॥
কর্ম্মদোষে বোঝা বেড়ে, শেষে তরি হয় মা ভারি।
সাম্‌লে তখন লব কিসে, খাটে না আর বাহাদুরি॥
অকুলসাগরমাঝে প'ড়ে, ঢেউ দেখে মা প্রাণে মরি।
কত রকম উঠ্‌ছে যে ঢেউ, বুঝ্‌তে কি মা আমরা পারি॥
সকল ফুরিয়ে এলে আমার, থাক্‌বে কি এ জারিজুরি।
কালের বশে প'ড়ে আমায়, থাক্‌তে হ'বে শুভঙ্করি॥
শেষে সে পথ সবার আছে, তাতে কি মা আমি ডরি।
সুপথ যেন হয় মা তখন, এইটি ভিক্ষা সদা করি॥
অনন্ত সেই সাগরেতে, ভেসেও তোকে ধর্‌তে পারি।
শান্তি যেন পায় এ ললিত, তোর ঐ যুগল চরণ ধরি॥ ৬৪৪

প্রসাদি সুর।

আশার কি মা ধ্বংস আছে।
একই ভাবে সব চলেছে॥
একবার আশা নষ্ট হ'লে, কষ্টেতে যে প্রাণ যেতেছে।
অপর রকম আশা এসে, অম্‌নি মনে স্থান পেতেছে॥
যত আশা করি মনে, পূর্ণ সে সব কৈ হ'তেছে।
বিফল আশা হ'য়ে এখন, মনের সুখ যে সব নিতেছে॥
এই যে নিয়ম দেখি তোর মা, তোকে এখন কে বুঝেছে।
বুঝ্‌তে পার্‌লে ভাবনা কোথা, নিরাশাতেও আশ্‌ হ'তেছে॥
ডেকে ডেকে ম'ল ললিত, দেখ্‌তে তোকে কৈ পেয়েছে।
আশায় নিরাশ হচ্ছে সদা, দাঁড়ায় মা গো কাহার কাছে॥ ৬৪৫॥

প্রসাদি সুর।

তোকে বুঝ্‌তে কৈ মা পারি।
গোল ক'রে সব ঘুরে মরি॥
বুঝ্‌তে পার্‌লে এখন কি মা, করতে পারিস্‌ জারিজুরি।
তোর ছলেতে প'ড়ে এত, করি মা গো ঘোরাঘুরি॥
কোথা থাকিস্‌ কি যে করিস্‌, সেইটি জানাই কঠিন ভারি
লুকো চুরি খেলে এত, হয় কি তোর মা বাহাদুরি॥
চারি ধারে খুঁজে খুঁজে, বেড়াই তোকে শুভঙ্করি।
কষ্টে প'ড়েই প্রাণ গেল মা, তবু ধর্‌তে কখন পারি॥
তোকে ডেকে ম'লে কি শেষ, পাব না তোর চরণতরি।
ললিতের যে সকল গেল, দেখ্‌না চেয়ে মহেশ্বরি॥ ৬৪৬

প্রসাদি সুর।

কামনার যে শেষ হ'ল না।
পাঁচ রকমে ঘুরে মরি, তবু পোড়া মন থামে না॥
এক এক কাজে মত্ত হ'য়ে, কত আমি পাই যাতনা।
আপনি বিপদ টেনে আনি, তাতে কৈ মা ভুল করি না॥
সংসারেতে মুগ্ধ হ'য়ে, সদা মা গো খাই তাড়না।
আপনার কথা ছেড়ে দিয়ে, পরের জন্যে হয় ভাবনা॥
এম্‌নি বোকা মন যে আমার, সোজা কথায় মন মানে না।
দিন ফুরালে সকল যাবে, তবু কর্‌তে চায় কামনা॥
কার জন্যে যে করে এত, সেইটি একবার কৈ ভাবে না।
মনের জন্য পাগল ললিত, শেষের উপায় তার হবে না॥ ৬৪৭॥

প্রসাদি সুর।

স্বভাব ছাড়্‌তে অনেক দেরি।
অভাবেতেই স্বভাব নষ্ট, সকল দিকে রাজ্যেশ্বরি॥
স্বভাব ভাল হ'লে কি মা, কর্‌তাম এত ধরাধরি।
জোর ক'রে যে যেতাম কাছে, বাবাকে কি এত ডরি॥
স্বভাব নষ্ট হ'লে যে মা, সুধ্‌রে আমি যেতে পারি।
আপন ছেলের মাথা খেতে, বেড়াস্‌ কি মা এ ছল করি॥
এক অভাবে অভাব সকল, বুঝে মা গো করিস্‌ জারি।
চ'ক্‌ রাঙ্গালে ভয় খাব না, ভয়ের আমি কি ধার ধারি॥
স্বভাব এত বিগ্‌ড়ে দিতে, প্রধান যে তুই মহেশ্বরী।
মহাকালকে চরণ দিয়ে, লুকিয়ে রাখ্‌লি শেষের তরি॥
সবাই এখন জেনেছে মা, ললিতের মা ভয়ঙ্করী।
আর ফাঁকী কি দিতে পারিস্‌, ফাঁকীতে নাই বাহাদুরি॥ ৬৪৮॥

প্রসাদি সুর।

নটি দ্বার যে রাখ্‌বি কিসে।
একটি পলের ফাঁক পেলে যে, পালিয়ে যাবে অবশেষে ॥
যত বেঁধে রাখ্‌না এখন, আপনি সে সব যাবে খ'সে।
সকল বুদ্ধি হ'রে নেবে, কালে যখন ধর্‌বে এসে ॥
সকল পথই নষ্ট ক'রে, ফেল্‌লি যে মন আপন দোষে।
শেষে আশ্রয় কেউ দেবে না, পড়্‌তে হবে যমের বশে ॥
এত ফাঁকী দিয়ে বেড়াস্‌, আমোদ ক'রে ঘুরিস্‌ হেঁসে।
এরই ফলে দেখ্‌বি রে মন, ভুগ্‌তে তোকে হ'বে শেষে ॥
মায়ের ভরসা করিস্‌ কেন, ঠক্‌লি কত ব'সে ব'সে।
দুর্গা নামের কর্‌ না ভেলা, অকাতরে যাবি ভেসে ॥
দুর্গা নাম যে বিফল হবে, কেউ বলে না কোন দেশে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে ললিত, নটি দ্বার তুই বাধ্‌না ক'সে ॥ ৬৪৯ ॥

প্রসাদি সুর।

সকলেতেই মা যে আছে।
যেটি রে মন দেখ্‌বি চেয়ে, সেইটিতে সে মা রয়েছে ॥
গাছে আছে পাতায় আছে, পাথরেও মা ব'সে আছে।
নদ নদী আর শূন্যেতে মা, ব'সে কত খেল খেলিছে ॥
পঞ্চভূত রূপেতে মা, চেয়ে দেখ্‌ মন ঐ সেজেছে।
সর্ব্ব জীবের হৃদয়েতে, দেখ্‌তে গেলেই মা পেয়েছে ॥
আমার মাকে ছেড়ে কি মন, জগৎ মাঝে কেউ হ'য়েছে।
ফুলের ভিতর সদানন্দে, বিহার আমার মা করিছে ॥
ফলের রূপটি ধ'রে আবার, কারও ভাগ্যে মা এসেছে।
যে ভাবে যে দেখ্‌বে মাকে, সেই ভাবেতেই সে দেখেছে ॥
ললিতের এই হৃদয়পদ্মে, কর্ণিকাতে মা ব'সেছে।
শক্তি বিনা জগৎ মাঝে, থাকৃতে কি মন কেউ পেরেছে ॥ ৬৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

তোর্ দয়া কি এম্নি রবে।
এখন যেমন কৃপা আছে, তেম্নি কি মা শেষে হবে॥
প্রধান ভাবনা আমার সেই মা, তাই মরি যে ভেবে ভেবে।
এই যে পোড়া সংসারেতে, অপর দুঃখে ডরাই কবে॥
সদয় নিদয় জানি না মা, ডাক্‌লে হৃদে আসিস্ শিবে।
সেইটি হ'লেই আমার যে মা, সকল দুঃখ দূরে যাবে॥
মন্‌কে বুঝিয়ে দে মা আমার, আর কত সে কষ্ট সবে।
তার দোষে মা বিপদ হ'লে, তোকেই দোষ যে সবাই দেবে॥
শেষ ঐ কৃপাকণার জোরে, আমার মন যে সকল পাবে।
তোর ঐ দুটি পায়ের কাছে, ললিত হেঁসে বস্‌বে কবে॥ ৬৫১॥

প্রসাদি সুর।

কখন তুই মা সাজিস্ কিসে।
কেউ যে বুঝ্‌তে পারি না মা, ভুলে থাকি মনের দোষে॥
কোমল মূর্ত্তি যখন হেরি, সুখসাগরে এ মন্ ভাসে।
আজ কেন মা ভয়ঙ্করী, হ'য়েছিস্ তুই দেখি এসে॥
সে রূপটি তোর গেল কোথা, ছাড়্‌লি কি তা অনায়াসে।
ছি মা তোর ঐ পদতলে, ধ'রে আছিস্ কীর্ত্তিবাসে॥
জলদবরণী হ'য়ে কেন, অসি মুণ্ড ধরিস্ হেঁসে।
বর আর অভয় হেরি সদা, পেতেছে জীব কাছে এসে॥
নরকর ঐ প'রে আছিস্, তুচ্ছ ক'রে রত্ন বাসে।
চুল গুলি সব খুলে দিয়ে, ঘেরেছিস্ মা পৃষ্ঠ দেশে॥
উলাঙ্গিনী হ'য়ে কি মা, লজ্জাতে জিব্ কাট্‌লি শেষে।
ললিতের এই হৃদয় আছে, লুকিয়ে মা গো থাক্ না ব'সে॥ ৬৫২॥

প্রসাদি সুর।

কোথা যাব বল্ মা ম'লে।
এখন যে সব কর্ম্ম করি, ভুগ্‌ব কি শেষ তারই ফলে॥
ক্রমে ক্রমে দাঁড়াব মা, অপারভবসিন্ধুকূলে।
পার হ'তে না পার্‌লে তাতে, ডুবে যে মা মর্‌ব জলে॥
কেউ বলে যে ভূত প্রেত হবি, জন্মান্তর মা কেউ বা বলে।
সোজা কথায় এই বলে মা, কর্ম্ম ফলে সবাই চলে॥
তুই যদি মা করাস্ সকল, তবে কেন পড়্‌বো গোলে।
এইটি প্রধান গোলের কথা, বুঝ্‌ব যে তুই বুঝিয়ে দিলে॥
কর্ম্ম যদি প্রধান হ'ল, ঘুর্‌ব সোজা পথ্‌টি ফেলে।
তবে এসব দেখাস্ কেন, মায়া কেন বাড়াস্ ছলে॥
ধাঁধা এড়িয়ে গেলে যে মা, যা ছিলাম তাই হ'ব ম'লে।
গোলক ধাঁধায় ঢুক্‌লে ললিত, পড়্‌বি বেশী গণ্ডগোলে॥ ৬৫৩

প্রসাদি সুর।

কে দাঁড়াবে আপন ব'লে।
শেষের দিন মা আবার এলে॥
হরি হরি ব'লে তখন, সবাই যাবে আমায় ফেলে।
যাদের জন্য ভাবি এত, তারাও ছেড়ে যাবে চ'লে॥
বৃথা কাজে মর্‌ছি খেটে, দেখ্‌না মা গো মনের ভুলে।
শেষের দিন কৈ মনে আসে, এম্‌নি রাখ্‌লি গণ্ডগোলে॥
তোর খেলা সব বুঝ্‌ব কখন, ক্রমে যে দিন যাচ্ছে চ'লে।
আমায় ভবের মাঝে এনে, মা হ'য়ে কি এম্নি খেলে॥
অপর সহায় থাক্‌ত যদি, ভয় খেতাম্ না কোনকালে।
কাল্‌কে আমার ভয় যে বেশী, শেষে যে সে ধর্‌বে চুলে॥
তোর সাহসেই সাহস আছে, কর্ না মা গো আমায় কোলে।
শেষের দিনে ললিত যেন, দুর্গা নাম তোর যায় না ভুলে॥ ৬৫৪

প্রসাদি সুর।

মা মা ব'লে ডাক্‌না রে মন।
জানিস্ তুই কি মা তোর কেমন॥
আপন ঘরে খোঁজনা মাকে, দেখ্‌তে পাবি কর্‌লে যতন।
প্রাণ খুলে তুই দিবি যখন, অমূল্য যে মিল্‌বে রতন॥
সকলেতেই মা তোর আছে, করিস্ না তায় দেখ্‌তে মনন।
আপনার কাছে যে ধন আছে, সেইটি যে তোর মনের মতন॥
মা মা ব'লে বেড়াস্ না রে, সদা ব'সে করিস্ স্মরণ।
দেখ্‌লে কি তুই চিনে নিয়ে, ধর্‌তে পার্‌বি যুগল চরণ॥
মোটামুটি বুঝিস্ দেখি, প্রমাণ প্রয়োগ আছে যেমন।
সর্ব্ব আদ্যা বিহার ক'রে, সকল রূপই করেন ধারণ॥
একবার ধ'রে এনে মাকে, হৃদয়মাঝে দে না আসন।
ললিতের ভ্রম ঘুঁচে গিয়ে, সার্থক হবে এছার জীবন॥ ৬৫৫ ॥

প্রসাদি সুর।

কষ্টকে মন ভয় ক'র না।
কষ্ট পেলে মন যে তোমার, মাকে কভু ভুল হবে না॥
এমন কষ্ট চাইবে সদা, যাতে তুমি পাও যাতনা।
মা এলে সে সকল যাবে, ভাব্‌না তোমার আর রবে না॥
মায়ের কৃপা বিনা ভবে, সুখ যে এখন কেউ দেবে না।
সকল শেষ যে হ'লে তোমার, সহায় হ'তে কেউ চাবে না॥
দুঃখ পেলেই মাকে পাবে, সহজে কৈ মা আসে না।
দুঃখ বাড়্‌লে ডাকবে মাকে, নইলে যে মন কেউ খোঁজে না॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে সদা, কর্‌বে মায়ের নাম সাধনা।
ঐ নামের গুণে হেলাতে মন, যাবে এখন সব ভাবনা॥
মা যে কৃপণ হ'লে তোমায়, ঘুচ্‌বে না শেষ আনাগোনা।
শেষের ভাবনা ভেবে ললিত, স্থির হ'তে যে আর পারে না॥ ৬৫৬ ॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ খুলে মন ডাক্‌গে মাকে।
আর বেড়াস্ না আপন ঝোঁকে॥
এখানেতে প'ড়ে যে তুই, দেখ্‌লি অনেক শিখ্‌লি ঠ'কে।
কেন এমন ভুলে থেকে, কাল কাটাস্ তুই মিছে ব'কে॥
মিছে কথা ছেড়ে দিয়ে, দুর্গা দুর্গা বল্‌না মুখে।
সকল ভ্রম তোর ঘুচে যাবে, সবই হবে ভালর পাকে॥
সোজা কথায় শুনিস্ যদি, তবেই সুখ যে হবে দেখে।
নইলে যে মন এত আমি, মর্‌ছি মিছে ব'কে ব'কে॥
কেউ যে তোকে দেখ্‌বে না মন, আপনার যারা সাজ্‌ছে মুখে।
শেষের দিনে সহায় ব'লে, ভাব দেখি মন পাবি কাকে॥
সুখের ভাগী কেবল তারা, আপনার ব'লে ভাবিস্ যাকে।
মন ভোলাতে এ সব কেবল, যা তুই ললিত দেখিস্ চ'কে॥ ৬৫৭॥

প্রসাদি সুর।

আপনার ব'লে ভাবিস্ কাকে।
এখনো কি ভ্রম গেল না, এখান্‌কার সব দেখে শিখে॥
এত ক'রে সংসারেতে, ভেবে মরিস্ যাদের পাকে।
সুখ যত দিন আছে তোর এই, ঘেরে তারা থাক্‌বে তোকে॥
ফলা গাছে পাখী যেমন, আসে সদাই ঝাঁকে ঝাঁকে।
ফল ফুরালে যায় যে চ'লে, আর কি চেয়ে দেখে তাকে॥
সাম্‌লে হেথা যে জন চলে, সেইই শেষে কাটায় সুখে।
পরের দায়ে দিন গেল সব, সোজা পথটি যায় যে বেঁকে॥
স্থির হ'য়ে তুই একবার এখন, ডাক্‌না রে মন আপন মাকে।
সেই মা বিনা শেষের দিনে, তোর কাছে বল্ দাঁড়াবে কে॥
ললিত মিছে ভুলিস্ না রে, ঘুরিস্ না আর মনের ঝোঁকে।
সার ক'রে সেই মায়ের চরণ, ছাড়না মিছে বুঝিস্ যাকে॥ ৬৫৮॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্ দেখে মা ভাব লেগেছে।
আমার মন যে সব ভুলেছে॥
যে ভাবে তুই বস্‌লি বুকে, তাতেই এখন সব এসেছে।
বিমল ভাবের উদয় হ'য়ে, মিছে ভাবটি সব ছেড়েছে॥
তোতেই আমি দেখ্‌লাম যে মা, পাঁচটি এসে সব মিলেছে।
একেতেই পাঁচ পেয়ে এখন, আমার এ ছার মন মেতেছে॥
ওরূপ্ তোর্ মা দেখব কি আর, মন যে তাতেই মিশে গেছে।
মেয়ে হ'য়ে পুরুষ হ'লি, পুরুষ মেয়ের রূপ ধরেছে॥
ভাবের অভাব হ'বে কেন, তোকে মা গো যে বুঝেছে।
ভুল ক'রে মা ভেবে মরি, তাতেই এত গোল বেধেছে॥
আপ্‌নি বুঝিয়ে না দিলে মা, তোকে বুঝ্‌তে কে পেরেছে।
তোতেই সব যে আছে মা গো, ললিত কেবল এই জেনেছে॥ ৬৫৯॥

প্রসাদি সুর।

ঠক্‌ছি এসে এই জগতে।
চারি দিকে দেখ্‌তে পাই মা, গোল বেধেছে সুরু হ'তে॥
সোজা হ'য়ে চল্‌তে পাই না, দেখ্‌না মা গো কোন মতে।
অশান্তি যে চারি ধারে, সহ্য কর্‌ছি হাতে হাতে॥
মনের সুখে খাব ব'সে, ধূলা মুটা পড়্‌ল ভাতে।
কি ফলে মা হচ্ছে এমন, কেন ভুগ্‌চি আমি এতে॥
আছিস্ তুই তো সকলে মা, আবার দেখি নাই কিছুতে।
এইটি বিষম গোলের কথা, পার্‌বে কে মা বুঝিয়ে দিতে॥
যা ভাবি তার উল্ট হবে, আমার এই যে কপাল হ'তে।
ভালর জন্য কর্‌লে মা কাজ, কষ্ট কেবল পাই যে তাতে॥
দেখ্ না একবার ললিতকে তোর, প'ড়ে আছে তোরই হাতে।
ঠকিয়ে ফল এই হ'ল মা গো, শান্তি কিছুই দিস্ না পেতে॥ ৬৬০

প্রসাদি সুর।

বেশ শোনালি বেশ বুঝেছি।
ভবের খেলা সব দেখেছি॥
দেখ্তে পাই মা আপনার কাজে, আপনি এখন বেশ মজেছি।
তোর ঐ বিষম চা'লের মাঝে, প'ড়ে আমি বেশ ঠকেছি॥
আর ব'সে মা কত ভাবি, সোজা বাঁকা সব জেনেছি॥
কর্ম্মদোষে ভুগে আমি, সকল দশাই বেশ শিখেছি॥
দেখ্বার বাকী রইল না মা, তবু ধর্তে কৈ পেরেছি॥
মনের ময়লা বাড়্ছে এত, তবু সে পথ কৈ ছেড়েছি॥
পরের জন্য মরি ভেবে, আপনার ভাবনা কৈ ভেবেছি
কষ্ট কেবল বাড়্বে শেষে, মায়া বাড়িয়ে এই ক'রেছি॥
ললিত বল্লে শুন্বি না তুই, মিছে দুঃখ সব পেতেছি।
সকলই যে তোর হাতে মা, তবু রক্ষা কৈ হ'তেছি॥ ৬৬১॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচের মিলন দেখ্না একে।
জলে স্থলে পাইরে যাঁকে॥
ঘুরে ঘুরে মরিস্ কেন, পরম তত্ত্ব পাবার পাকে।
পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রে দেখ্, অকাতরে পাবি তাঁকে॥
ভ্রমে প'ড়ে মিছে এখন, দ্বেষাদ্বেষী করিস্ ঝোঁকে।
সকলের যে আদি ব'লে, লক্ষ্য বল্না হয় রে কাকে॥
একেতেই তো আছে সকল, মন্ রে সুখী হ'না দেখে।
আপনি অন্ধ হ'য়ে আছিস্, পরকে মিছে মরিস্ ব'কে॥
পঞ্চ ভূতের উদয় কোথা, সেইটি দেখ্তে বল্ছি তোকে।
তাতেই যে তুই সকল পাবি, এখন খুঁজে বেড়াস যাঁকে॥
প্রকৃতি পুরুষ এ দুই বিনা, ভবের মাঝে আছে বা কে।
কোথা হ'তে সবাই জন্মে, দেখ্লে ললিত পাবি মাকে॥ ৬৬২॥

প্রসাদি সুর।

কেউ মরেনা সবাই আছে।
একেতেই যে সব মিশেছে॥
মরণ জীবন মনের ভ্রম যে, এ কথা বল কে বুঝেছে।
পঞ্চে পঞ্চ মিশেয়ে গেলে, আত্মার ধ্বংস কৈ হ'তেছে॥
নামের লোপ্ সব হচ্ছে দেখে, মন রে কি তোর গোল বেধেছে।
মিছে ভ্রমে প'ড়ে এখন, সত্যকে বল কে দেখেছে॥
চ'খের আড়াল হয় ব'লে কি, মনে হয় তোর সব মরেছে।
বুঝে দেখ্‌লে সব্‌কে পাবি, আপনার কাছেই সব রয়েছে॥
মায়ের খেলার মাঝে প'ড়ে, চ'খে ধাঁধা বেশ লেগেছে।
ভবের খেলা ফুরিয়ে গেলেই, আপনার জনকে সব পেতেছে॥
এক ছাড়া দুই নাই যে ভবে, বুঝ্‌তে ললিত কৈ পেরেছে।
ধাঁধা কাট্‌লে দেখ্‌তে পাবে, আত্মায় আত্মা মিলে গেছে॥ ৬৬৩॥

প্রসাদি সুর।

দোষ ব'লে মা কে বুঝেছে।
কোন্ কাজে মা দোষী করিস্, সেইটি বুঝতে কে পেরেছে॥
সকল কাজই ক'রে বেড়াই, দোষ ভেবে কি কেউ করেছে।
আপনি জেনে দোষী হ'তে, ভবেতে কি কেউ গিয়েছে॥
দোষের কাজ যে কোনটি করি, বুঝিয়ে মা গো কে দিয়েছে।
তুই মা আমায় বুঝিয়ে দে না, সোজা পথ্ তো তার রয়েছে॥
জেনে শুনে করি যদি, তবেই তাকে দোষ বলেছে।
নইলে মিছে দোষী করিস্, কাণার মত সব চলেছে॥
কেন এত ভোগাস্ আমায়, না জানাতেই গোল হ'য়েছে।
তোরই খেলায় আমার এখন, সোজা পথ্‌টি বেঁকে গেছে॥
সকল ছেড়ে ললিত মা গো, তোকেই নিত্য ধ'রে আছে।
সদয় হ'য়ে আপনি তাকে, নেনা তোর ঐ কোলের কাছে॥ ৬৬৪॥

প্রসাদি সুর।

মহারাস্ কে দেখ্‌বি আয়।
সময় যে সব ফুরিয়ে যায়॥
মা আমার রাস্ ক'রতে গিয়ে, কল্পতরুর মূলে রয়।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আদি সখী, মা যে আমার সঙ্গে লয়॥
নানা রঙ্গের ফুল দিয়ে মন, মায়ের রাস্‌কে সাজিয়ে দেয়।
দয়া ক্ষমা জ্ঞান অহিংসা, আদিকে ফুল কর্‌ছে তায়॥
সপ্ত স্বরে শব্দতত্ত্ব, মায়ের গুণ যে সদাই গায়।
ইন্দ্রিয়কর্ম্ম নেচে নেচে, ভাল ক'রে সব মাতায়॥
অনাহতধ্বনি আবার, মৃদঙ্গ যে তাতে হয়।
পদ্মের মাঝে কর্ণিকায় মা, মণিমঞ্চে সদাই রয়॥
আশা কোকিল ডাক্‌ছে গাছে, বসন্তর যে হয় উদয়।
মনভ্রমরা গুণ্ গুণ্ ক'রে, উড়্‌ছে গিয়ে মায়ের পায়॥
মায়ের রাস্ যে দেখ্‌তে ললিত, সদাই মায়ের কাছে ধায়।
মা মা ব'লে প্রাণ খুলে মন, অকাতরে দেখ্‌গে তায়॥ ৬৬৫॥

প্রসাদি সুর।

নিজেই আমার মন জানি না।
বুঝ্‌তে যে মা আর পারি না॥
কি জন্য যে ঘুর্‌ছে এত, সহজে মন কৈ বলে না।
বল্‌লে পরে উপায় হ'ত, এত কষ্ট আর পেত না॥
ডেকে ডেকে মরি যদি, তবু সাড়া কৈ দেবে না।
কাজের বেলা ভুল্‌ছে বেশী, দেখিয়ে দিলে তাও শোনে না

সকল ঘটে আছিস্ যে মা, দেখ্‌তে পোড়া মন পাবে না।
অন্ধকারে ঘুরে মরে, তবু ঘুর্‌তে কৈ ছাড়ে না॥
ভূতের বেগার খাট্‌ছি কত, তাতেও মন্‌কে কৈ বুঝি না।
এ বিপদে রক্ষা কর্‌তে, তুঁই বিনা মা কেউ পারে না॥
ললিত যে মা তোকে ছাড়া, অপর কাউকে আর জানে না।
মনের দোষেই এখন যে মা, ঘুচ্‌বে না তার আনাগোনা॥ ৬৬৬॥

প্রসাদি সুর।

মা বিনা কে অভাব নাশে।
কেউ থাকে না আশে পাশে॥
আপন ছেলে দেখ্‌লে মায়ে, কষ্ট সব দূর হয় যে হেঁসে।
মা মা ব'লে ডাক্‌না রে তুই, কাঁদিস্ কেন ব'সে ব'সে॥
এত দুঃখ পাস্ এ ভবে, ভাবিস্ না যে কর্ম্মদোষে।
সুখ দুঃখ মনের ভ্রম যে, আপনি তুই তা বুঝ্‌বি শেষে॥
জানা কথায় ঠকে কি কেউ, ভ্রম্ লেগে যায় মিষ্টভাষে।
মনের বিকার নিয়ে কেবল, ঘুরে মরি অন্ধশেষে॥
এখন এ দিন ফুরিয়ে গেলে, যম্ তোকে যে ধর্‌বে এসে।
কূল কিনারা পাবি কি আর, মর্‌বি কেবল ভেসে ভেসে॥
এই বেলা তোর সময় আছে, ধর্‌গে ললিত মাকে হেঁসে।
তোর মা তোকে দেখ্‌বে যখন, অভাব যাবে ঘরে ব'সে॥ ৬৬৭

প্রসাদি সুর।

ভাবের অভাব আর হবে না।
এক বার তোকে পেলে মা গো, সইতে পারি সব যাতনা॥
মন বিরুদ্ধ থাক্‌লে পরে, আমার দিকে কেউ দেখে না।
মনকে বাধ্য করি কিসে, মায়া ছাড়্‌তে সেও চাবে না॥
তাকে সঙ্গী কর্‌তে গেলে, সোজা থাক্‌তে সে পারে না।
আপ্‌নি ভাবনা আস্‌ছে যে মা, তাতেই আমার ভ্রম ছাড়ে না॥
আপনা হ'তে ঘুরছি সদাই, কেন ঘুরি তাই জানি না।
কিসের জন্য এত করি, ভাব্‌তে গেলে কেউ থাকে না॥
যে ভাব পেয়ে সুখী আমি, সেইটি আমার মন বোঝে না।
দুরাশা তার প্রবল যে মা, পূর্ণ কর্‌তে কেউ পারে না॥
তোর ঐ যুগলচরণ বিনা, ললিত কিছু আর জানে না।
একবার অভাব নষ্ট ক'রে, সুখের ভাগটি বাড়িয়ে দে না॥ ৬৬৮॥

প্রসাদি সুর।

আমার মায়ের নাম কি আছে।
মা মা ব'লেই যানা কাছে॥
যে নামে যে ডাক্‌বে মাকে, সেই রূপে সে মা পেয়েছে।
বিধি হরি শিব রাম, এক মা থেকেই সব হ'য়েছে॥
কভু প্রকৃতি কভু পুরুষ, মা আমার যে রূপ ধরেছে।
যে নাম ইচ্ছা ডাক্‌না মাকে, মায়ের নাম আর কে জেনেছে॥
ভবের মাঝে মা মা ব'লে, সবাই যায় যে মায়ের কাছে।
নাম ক'রে কে ডাক্‌ছে মাকে, সোজা এইটি কে বুঝেছে॥
মা কথাটির বুঝ্‌বি কি মন, কত সুধা তায় রয়েছে।
একবার সেইটি যে জেনেছে, সে কি এখন আর ভুলেছে॥
নাম ধ'রে তুই ডাক্‌লে ললিত, নামের দোষেই গোল হ'তেছে।
মা মা ব'লে ডাক্‌বি মাকে, সোজা কথায় এই ব'লেছে॥ ৬৬৯॥

প্রসাদি সুর।

মা কোথা তার ঠিক হ'ল না।
সর্ব্বব্যাপী বল্‌ছে মাকে, দেখ্‌তে তো মন কেউ পেলে না॥
আপন ঘরেও মা রয়েছে, খুঁজ্‌লে কেন তাঁয় মেলে না।
মোহআঁধার ঘেরে থাক্‌লে, সহজেতে কেউ পাবে না॥
ছেলেকে যে মা তার নিদয়, এমন কথা আর ব'ল না।
আপনার দোষেই আপনি মজি, ডাক্‌লে তাই সে মা শোনে না॥
মিছে কেবল মা মা ব'লে, ঘুরে ঘুরে পাই যাতনা।
যেখানে মা ব'সে আছে, সেথা গিয়ে মন ডাক না॥
সকল কথা বুঝ্‌লে এখন, আর যে মিছে ভ্রম রবে না।
বিরাট্ পঞ্চে মা রয়েছে, পূর্ণ সবে হয় গণনা॥
মোহআঁধার নষ্ট করতে, যদি রে মন হয় বাসনা।
পাঁচ্ ছেড়ে এক ক'রে এখন, ললিত মাকে দেখে নে না॥ ৬৭০॥

প্রসাদি সুর।

ছেলের দুঃখ মা জানে না।
এ কথা মন কেউ বলে না॥
মাকে ডাক্‌তে জান না তাই, তোমায় তোমার মা দেখে না।
মা মা ব'লে ঘুরে মর, কর্ম্মদোষে পাও যাতনা॥
সকলই মা দেখ্‌ছে তোমার, জেনেই উপায় তার কর না।
মিছে মায়া কাটাবে যে দিন, সেই দিন কষ্ট আর রবে না॥
মনের ভ্রমে সুখ দুঃখ, ব'লে মিছে গোল ক'র না।
মন বিশুদ্ধ হবে যখন, ঘুচে যাবে সব ভাবনা॥
মনে ময়লা থাক্‌লে পরে, তোমার কাছে মা আসে না।
এইটি যে দিন বুঝ্‌বে তুমি, সেই দিনে গোল আর হবে না॥
মনকে শুদ্ধ ক'রে ললিত, তবে মায়ের কাছে যানা।
আপনি মায়ের কোল পাবি তুই, পূর্ণ হবে সব কামনা॥ ৬৭১॥

প্রসাদি সুর।

মাথা নাই তার ভাবনা কিসে।
চ'কে কেবল লাগ্‌ছে দিশে॥
ছিলাম কোথা এলাম কোথা, কা'ল যাব মা কাদের দেশে।
তাই না বুঝে ঘুরে ঘুরে, মরি কেবল আপন দোষে॥
আপনার নিয়ে ব্যস্ত সবাই, ভাব্‌ছি কেবল ব'সে ব'সে।
তাইতে দেখি মনের ভ্রম যে, বাড়্‌ছে আমার অবশেষে॥
মিছে কথায় মুগ্ধ হ'য়ে, কাল কাটাই মা হেঁসে হেঁসে।
তখন কি আর ভাবি আবার, ভুগ্‌তে হ'বে আমায় এসে॥
যত ভ্রমে পড়্‌ছি আমি, ততই ঘুর্‌ছি দেশবিদেশে।
তারই সঙ্গে অশান্তি সব, বেড়ে গেল কপালদোষে॥
ঘর ছেড়ে মন অপর ঘরে, যাওয়াই মরণ বল্‌ছে শেষে।
সেইটি বুঝ্‌লে ললিত বাঁচে, বদ্ধ কেবল মায়াপাশে॥ ৬৭২॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচ রকমে লোভ বাড়ালি।
আপনার কাজ তুই ভুলে গেলি॥
প্রথমেতে কি থেকে তুই, হেথা এসে কি যে হ'লি।
সেইটি বুঝে দেখ্‌তে এখন, কেন রে মন ভুলেছিলি॥
আপনার মাথা আপনি খেয়ে, বল দেখি মন কি সুখ পেলি।
সংসার নিয়ে মেতে থেকে, কেন এমন দিন কাটালি॥
আপনি দোষী হবি শেষে, এমনি কাজ তুই কর্‌তে গেলি।
ধনমদে অন্ধ হ'য়ে, অসার নিয়ে কেবল মলি॥
জানিস্ তো তুই শেষের দিনে, ভাঙ্গ্‌বে যম তোর মথার খুলি
জেনে শুনেও আপ্‌না হ'তে, জানা পথ তোর সব খোয়ালি॥
মিছে গণ্ডগোলে প'ড়ে, ললিতকে কেসব ভোলালি।
এখনও যে সময় আছে, বল্‌না মুখে কালী কালী॥ ৬৭৩॥

প্রসাদি সুর।

এত ক'রে এই কি হ'ল।
তুচ্ছবিষয়বৈভব নিয়ে, মন আমার যে ভুলে গেল॥
বুকের মাঝে মা তুই থেকে, এই কি দিলি প্রতিফল।
দেখনা চেয়ে ক্রমে ক্রমে, সকল আশাই ফুরিয়ে এল॥
তোর পায়েতে মন রেখে মা, এই কি এখন ফল ফলিল।
সোজা পথটি বেঁকে গিয়ে, গণ্ডগোল সব বাড়িয়ে দিল॥
কাকে নিয়ে কি তুই করিস্, এইটি বোঝাই ভার যে হ'ল।
এত দিনের পরে মা গো, ব্যাভারটি তুই কর্‌লি ভাল॥
এত ক'রে ঠকিয়ে আমায়, দিবি কি না চিরকাল।
শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব আমি, কত খেলা আরও খেল॥
যা ইচ্ছা তুই করে চ মা, ভয় করি না কোন কাল।
শেষের দিনে যদি মা গো, ললিতকে দিস্ চরণধূল॥ ৬৭৪॥

প্রসাদি সুর।

সকলেতেই মন যে আছে।
দোষী বল্‌তে সেই হ'তেছে॥
মন গরীবের দোষ দেব কি, মা যে তাকে ভোলাতেছে।
তা'তেই ভুলে গিয়ে সে যে, গোলে এখন বেশ প'ড়েছে॥
মায়ের ভেল্কী দেখে এত, জগতে যে সব মজেছে।
আমার মন্ কি একলা দোষী, ভবের মাঝে শেষ হ'য়েছে॥
মাকে বল্‌লে মা শোনে না, হেথা ছেলের আর কে আছে।
নিজের জন্য সবাই শত্রু, দাঁড়াই বল কাহার কাছে॥
মন্‌কে বুঝিয়ে দিচ্ছি যত, সে কথা সে সব ভুলেছে।
কেউ যে বাধ্য নয় এ ভবে, স্বার্থ নিয়ে সব মরেছে॥
মনের দায়ে কাতর ললিত, তবু কি তার মা দেখেছে।
মা যদি তার ছেলে দেখে, তবে কি আর কেউ ভুগেছে॥ ৬৭৫॥

প্রসাদি সুর।

তুই যে দোষী শবাসনা।
তোর দোষেতেই দেখি যে মা, করি কেবল আনাগোনা॥
চুপ ক'রে তুই থাকিস্ ব'লে, কষ্টের আমার শেষ হ'ল না।
মা হ'য়ে কি নিদয় হ'য়ে, দেখ্‌বি না মা এই যাতনা॥
শেষের দিনে শমন এসে, কর্‌বে যখন শেষ তাড়না।
তখন কি মা তোর ঐ প্রাণে, কষ্ট কিছু তায় হবে না॥
নিত্য ভুলিয়ে রাখছিস্ আমায়, ফাঁক পেলে মা তোয় ভুলি না।
আপনি যদি ছেলে মারিস্, রক্ষা কর্‌তে কেউ পারে না॥
সকলি তো দেখিস্ ব'সে, বল্‌তে কৈ মা ভুল করি না।
আপনি মা সব জেনে শুনে, উপায় কর্‌তে কৈ এলি না॥
ভবের মাঝে প'ড়ে ললিত, তুচ্ছ মধ্যে হয় গণনা।
একবার তুই মা দেখ্‌লে পরে, দূর হ'ত যে সব ভাবনা॥ ৬৭৬॥

প্রসাদি সুর।

আপনার নিয়ে সবাই মজি।
কাজ হারালে বোকা সাজি॥
সংসারেতে এসে আমরা, নিত্য খেল্‌ছি ভোজের বাজী॥
যে ভাবে তুই রাখ্‌বি মা গো, তেম্‌নি থাকৃতে আছি রাজি॥
নিত্য নূতন নিয়ে আমরা, হই যে কেবল কাজের কাজী।
দায়ের জন্য সদাই ব্যস্ত, এম্‌নি আমরা হই যে পাজি॥
এ সংসারে প'ড়ে প'ড়ে, কত রকম সাজ যে সাজি।
পেটের জন্য কাতর হ'য়ে, কুকাজ কর্‌তে আছি রাজি॥
মনের দেখি ইচ্ছা মা গো, তোর ঐ চরণ সদাই পূজি।
ললিতের এই দেহতরির, মাকে ক'রে রাখি মাজী॥ ৬৭৭॥

প্রসাদি সুর।

মন বোঝেনা ভাবি কত।
ভাবনা আমার বাড়্‌ছে যত॥
দিনে দিনে আশা আমার, বেড়ে যে মা গেল এত।
তুই মা একটু সদয় হ'লে, সে সব আশার উপায় হ'ত॥
মনকে বুঝিয়ে দিলে এখন, এত কি মা বাড়্‌তে পেত।
আশায় নিরাশ হ'লে যে মা, ক্ষেপে দেখি উঠ্‌ছে সে ত॥
সময় পেলেই আমি যে মা, বোঝাই তাকে কত মত।
কৈ মা আমার কথা শোনে, কখনও স্থির হ'ল না ত॥
ভাবনার জ্বালায় প্রাণ গেল মা, সহ্য এখন করি কত।
এম্‌নি ক'রে জীবন যাবে, ধ'র্‌বে তখন রবিসুত॥
একবার দেখ্‌না কৃপা ক'রে, রক্ষা কর্ মা অনুগত।
কাতরেতে সদাই ললিত, আছে তোর ঐ পদাশ্রিত॥ ৬৭৮॥

প্রসাদি সুর।

দোষ আমার মা ধর্‌বি কত।
নিত্য দোষী হয়ে আছি, মারিস্ না আর অনুগত॥
আমার জীবন যায় যদি মা, দোষ কাটাতে পার্‌বি না ত।
আশ্রিত কে মার্‌তে মা গো, কেন কর্‌তে হবে এত॥
তোরই হাতে সব রয়েছে, আপ্‌নি কর্‌লে সকল হ'ত।
উপলক্ষ ক'রে কেবল, কষ্ট আরও বাড়াস যত॥
তোরই আজ্ঞাবহ হ'য়ে, প্রাণে যদি হই মা হত।
তোরই কুনাম রট্‌বে ভবে, আজও সেইটি বুঝ্‌লি না ত॥
তুই যদি মা সকল দেখিস্, তবে কি আর ভাবি এত।
হেলাতে যে সকল কষ্ট, আমার এখন দূরে যেত॥
যা ইচ্ছা তুই ক'রে চ মা, আর মিছে বল ভাব্‌ব কত।
দেখ্‌তে পাবি চিরদিনই, থাকবে ললিত পদাশ্রিত॥ ৬৭৯।

প্রসাদি সুর।

কত ফাঁকী তুই মা দিবি।
আর কি তুই মা সহজেতে, আমার কাছে ছাড়ান পাবি॥
শেষর দিনে না হয় মা গো, আমার এ ছার জীবন নিবি।
তাই ব'লে কি আমায় এখন, এত ক'রে ভয় দেখাবি॥
তোকে ভাল যে না জানে, ভয় খাওয়াতে তাকেই যাবি।
আমার কাছে এলে পরে, আমার দুঃখ আপ্‌নি সবি॥
সকল কষ্টই ভুল্‌বে ললিত, যখন তুই মা কোলে নিবি।
কবে আপন ছেলে ব'লে, জগৎকে তুই তায় দেখাবি॥ ৬৮০॥

প্রসাদি সুর।

অপরূপ যে বল্‌ছে শুনি।
শুনেই অবাক্ হই জননি॥
এমন কপাল আছে কি মা, দেখবো তোর্ সেই রূপের খনি।
চলেছি যে দেখ্‌তে তোকে, এতেই ভাগ্য ব'লে মানি॥
কোথা কি রূপ ধ'রে মা গো, জগৎ ভোলাস্ দিন যামিনী।
জগন্নাথ তুই ক্ষেত্রে হ'লি, তোর খেলা কি বুঝ্‌তে জানি॥
মা সেজে তুই কভু থাকিস্, হেথা ভৈরব হ'স্ তারিণি।
ভৈরবী তোর বিমলা মা, শুনেই মনে প্রমাদ গণি॥
হৃদি রত্নবেদীর উপর, দেখ্‌তে ললিত চায় ভবানি।
কৃপা কর্‌বি যে দিন তাকে, সেই দিন তার মা ফুট্‌বে বাণী॥ ৬৮১

প্রসাদি সুর।

আশাপূর্ণ কৈ হ'ল না।
ভাল ক'রে দেখেছি মা, তবু আমার মন বোঝে না॥
ভগবানের মূর্ত্তি দেখে, ভেদাভেদ কৈ হয় গণনা।
একেতেই যে সব রয়েছে, বুঝে দেখ্‌লে গোল হবে না॥
বিরাটমূর্ত্তি একেই বলে, হস্ত পদ যার কেউ দেখে না।
সোজা কথায় কৈ বুঝি মা, ভাল ক'রে বুঝিয়ে দে না॥
কোন্ রূপে বল দেখ্‌ব সেটি, কি যে বলি এই ভাবনা।
বুঝ্‌লে কষ্ট পাব কেন, কেবল দেখ্‌লে মন মানে না॥
অভেদ ভাবে দেখি যদি, রূপের ভেদ ত তায় হবে না।
পৃথক কর্‌তে যাই যদি মা, গোল হ'য়ে শেষ্ পাই যাতনা॥
বোকা ললিত ঘুরে মরে, মিলিয়ে নিতে কৈ জানেনা।
একেতে সব দেখ্‌বে যে দিন, পূর্ণ হবে সব কামনা॥ ৬৮২॥

প্রসাদি সুর।

কি যে দে'খে তাই জানে না।
মা কি বাবা তাও বোঝে না॥
বাপ্‌কে ভেবে দেখি যদি, বাবা ছাড়া কেউ রবে না।
মা কে দেখ্‌তে চায় যদি মন, মা বিনা যে কেউ আসে না॥
ভ্রমে প'ড়ে কেবল মা গো, পোড়া মন যে পায় যাতনা।
কষ্ট ক্রমেই বাড়্‌ছে আমার, শেষের জন্য হয় ভাবনা॥
কতই দেখ্‌ব মনে ছিল, সে সব পূর্ণ কৈ হ'ল না।
গণ্ডগোলের মাঝে ফেলে, করিস্ না মা আর তাড়না॥
এত কষ্ট পেয়ে আমি, কর্‌ব কত আনাগোনা।
কৃপা ক'রে একবার এখন, যুগলচরণ দেখ্‌তে দে না॥
অপরূপ সব দেখ্‌লাম বটে, মনের গোল ত তায় গেল না।
একেতে সব দেখ্‌বার জন্য, কর্‌ছে ললিত এই কামনা॥ ৬৮৩॥

প্রসাদি সুর।

এ দেখে কি বল্‌ব তোরে।
তোর মা ইচ্ছা হ'লে প'রে, সকলই যে হ'তে পারে॥
যে সাগরের অন্ত আছে, তাই দেখে মা কাঁপি ডরে।
অনন্ত তুই রত্নাকর যে, তোকে বল মা বুঝবে কে রে॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মা, আছে দেখি তোর ভিতরে।
একটার কীর্ত্তি দেখ্‌তে গেলেই, সবাইকে যে কাতর করে॥
সকলই যে অনন্ত তোর, ধর্‌তে তোকে পার্‌বে কে রে।
ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র মনে, সাধ্য কি মা তোকে ধরে॥
ভবসাগর শেষের দিনে, কি ক'রে মা যাব ত'রে।
তোর কৃপা না হ'লে পরে, কূলের কাছেই মর্‌ব ঘুরে॥
তরঙ্গেতে ফেলে মা গো, ললিতকে তুই মারিস না রে।
সকল ভার মা তোকে দিয়ে, আছে সদা চরণ ধ'রে॥ ৬৮৪॥

প্রসাদি সুর।

চরণতরি দে আমারে।
হেঁসে খেলে ভবসাগর, আমি যেন যাই মা ত'রে॥
তরঙ্গসব দেখে মা গো, প্রাণ যে আমার আকুল করে।
উচ্ছাস আবার আছে তাতে, দেখে সদা মরি ডরে॥
অনন্তস্রোত তার মাঝেতে, বহিছে দেখি ভীষণ জোরে।
তোর কৃপা না হ'লে পরে, কেউ কি যেতে পার্‌বে পারে।
ডাক্‌তে কৈ মা পারি তোকে, দেখেই কাতর করেছে রে।
ভয়টি দূর না হ'লে এখন, স্থির হব মা কেমন ক'রে॥
স্রোতের মাঝে পড়েছি মা, কেবল এখন মরছি ঘুরে।
কূলে উঠ্‌তে গেলে পরে, ঢেউয়েতে মা ডুবিয়ে মারে॥
স্থির হ'তে না পেরে ললিত, কাতরে মা ডাক্‌ছে তোরে।
চরণতরি সহায় পেলে, হেলাতে ভয় যাবে দূরে॥ ৬৮৫॥

প্রসাদি সুর।

কপালের ফল সঙ্গে ঘোরে।
এড়িয়ে যেতে কে আর পারে॥
যেখানেতে পালাই আমি, ছাড়াতে কৈ পারি না রে।
ভালর জন্য করি যে কাজ, আপনি মন্দ হ'য়ে পড়ে॥
আমার পোড়া কপালদোষে, সোজায় কিছু হবে কি রে।
তার দোষেতে হচ্ছে এমন, এইটি কেবল বুঝেছি রে॥
বল্ না মা তুই দেখ্‌বি কত, দেখবার বাকী কে আছে রে।
চিরদিনই কষ্ট ভুগে, আমার এ সব দিন গেল রে॥
স্থিরভাবে সব সয়ে আছি, তবু ছাড়্‌তে কৈ পারি রে।
অকুলসাগরমাঝে প'ড়ে, আমার যে মা প্রাণ গেল রে॥
জানি না মা আরও কত, আমার ভাগ্যে ভোগ হবে রে।
এইটি কেবল দেখ্‌তে বাকী, মা হারে কি ললিত হারে॥ ৬৮৬॥

প্রসাদি সুর।

ভাল কর্‌লে মন্দ হবে।
এম্‌নি খেলা হচ্ছে ভবে॥
খেলার জ্বালায় প্রাণ গেল মা, মরছি কেবল ভেবে ভেবে।
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, আমায় আর মা দেখ্‌বি কবে॥
তোরই চক্রে ঘুরছি সবাই, কেউ কি আর মা বাঁচ্‌তে পাবে।
আমায় মিছে কষ্ট দিলে, তোকেই ভুগ্‌তে হবে শিবে॥
এত সহ্য কর্‌লে পরেও, যার মা তাকে নিদয় রবে।
প্রাণের দায়ে শেষ্ কালেতে, বল্ দেখি সে কোথায় যাবে॥
সকল স্থানেই আছিস্ মা তুই, সদা লক্ষ্য রাখিস্ সবে।
কর্ম্ম সকল দেখে এখন, ভোগাভোগ সব দিস্ এ ভবে॥
এ সব কথা জেনেও ললিত, সোজা হ'য়ে চল্‌বে কবে।
পর্‌কে দোষী করা মিছে, যেমন কর্‌বে তেমন পাবে॥ ৬৮৭॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্মদোষে কেউ বোঝে না।
সময় পেলে কেউ ছাড়ে না॥
ছজনার মা হাতে প'ড়ে, করি কেবল আনাগোনা।
কিসের ফলে কি যে হয় মা, জেনে নিতে কেউ চাবে না॥
সুখের আশায় ঘোরে সবাই, নিজের কাজেই পায় যাতনা।
এম্নি পোড়া কপাল মা গো, আমার কষ্ট কেউ দেখে না॥
আপনা হতেই দোষ যা করে, সহজেতে কেউ মানে না।
সেই যে শেষে ধরা দেবে, আস্‌বে যখন যমতাড়না॥
তোরই কৃপায় সকল হ'বে, এইটি মা গো আছে জানা।
কর্ম্মভোগে ঘুরে ম'লে, এমন দিন যে আর পাব না॥
এত খেলা খেলিস্ মা তুই, ছাড়াতে যে কেউ পারে না।
হতভাগা ললিতকে মা, একবার কোলে বস্‌তে দে না॥ ৬৮৮

প্রসাদি সুর।

বেশ বেঁধেছে কৈ মা ছাড়ে।
ভুগ্‌ছি কেবল প'ড়ে প'ড়ে॥
ছাড়িয়ে যেতে চাই যদি মা, আবার দেখি ধ'র্‌ছে তেড়ে।
এই ক'রে মা চির দিনই, মনের সুখটি নিচ্ছে কেড়ে॥
কত রকম ভূত এসে মা, আপনা হ'তেই চাপে ঘাড়ে।
মায়া মোহ দেখি সদাই, ঘেরে আছে চাক্‌লা জুড়ে॥
মন বোঝে না তাতেই মা গো, সবাই মরি ঘুরে ঘুরে।
শান্তি নষ্ট হ'য়ে কেবল, অশান্তি সব যায় যে বেড়ে॥
আপনার বল্‌তে পাব কাকে, শেষের দিনে সবাই ছাড়ে।
পরের জন্য এত করি, তবু তাদের দুঃখ বাড়ে॥
বিরাট্ পঙ্কে মিশ্‌লে ললিত, এসব কষ্ট যাবে দূরে।
এত আশা ভরসা কেবল, ফুরিয়ে শেষে যাবে পুড়ে॥ ৬৮৯

প্রসাদি সুর।

ইচ্ছা করে পালাই ছুটে।
মর্‌ছি ভূতের বেগার খেটে॥
যা সব নিয়ে আছি প'ড়ে, তাতেই দিন যে গেল কেটে।
কি ক'রে মা বল্ দেখি তুই, শেষে আমার সে দিন কাটে॥
আপনার ভেবে সকল নিয়ে, দিন কাটাই যে মজালুটে।
সব ফুরালে কি হবে মা, সেইটি ভাব্‌লে বুক যে ফাটে॥
মায়াদড়ী দিয়ে এখন, বেধেছিস্ যে আটে কাটে।
জেনে শুনেও আমি যে মা, প'ড়ে আছি এ সঙ্কটে॥
বেশী সময় আর কোথা মা, সূর্য্য ক্রমে বস্‌ছে পাটে।
বিষম দায়ে প'ড়ে আমার, বুদ্ধি হ'রে গেল ঘটে॥
অপর আশা ছেড়ে এখন, বল্‌ছে ললিত করপুটে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে যেন, বস্‌তে শেষে পাই মা ঘাটে॥ ৬৯০॥

প্রসাদি সুর।

আমায় ধর্‌লে কি ফল হবে।
মিছে নিয়ে মুগ্ধ কেন, মাকে ধর্‌লে সকল পাবে॥
মায়াঅন্ধকারে প'ড়ে, শেষ কালে কি প্রাণ খোয়াবে।
অনন্ত ঐ সাগর দেখ, কিসে তুমি ত'রে যাবে॥
গাছের ছায়া স্থির কভূ নয়, মায়া তেম্‌নি দেখ ভেবে।
সূর্য্যের গতির সঙ্গেতে মন, বিপরীত সব ক'রে দেবে॥
গাছের বিনাশ হবে যখন, ছায়া তখন আর কি রবে।
তেম্‌নি ধারা আমি গেলে, মায়াও আমার সঙ্গে যাবে॥
কেন মিছে আশা ভরসা, ক'রে বেড়াও এ ছার ভবে।
পঞ্চে পঞ্চ মিশ্‌বে যে দিন, সে দিন খেলা সব ফুরাবে॥
ছারমায়াতে বদ্ধ হ'য়ে, ললিত কেন কাজ হারাবে।
সর্ব্বতারণ মায়ের চরণ, তাই ভেবে সে দিন কাটাবে॥ ৬৯১॥

প্রসাদি সুর।

শেষ হবে মা কোথায় গেলে।
অনন্ত এই সাগরেতে, কুল দেখি না কোন কালে॥
যে দিকে মা ফিরাই আঁখি, সেই দিকেতেই পূর্ণ জলে।
দেখে প্রাণ যে আকুল হ'ল, স্থান দে না মা চরণতলে॥
অনন্তস্রোত বহিছে সদা, তরঙ্গেতে তোলে ফেলে।
তুই যে ভবকাণ্ডারী মা, রক্ষা ক'রে তোল্‌না কূলে॥
নৌকা ভেলা নাই যে কিছু, কি ধ'রে মা ভাস্‌ব জলে।
তাতে আবার চারি ধারে, ঘেরে আছে মায়াজালে॥
তুই মা নিদয় যাকে এত, তার কি শান্তি কোথাও মেলে।
ঐ চরণে স্থান পেলে মা, ভয় করি না জলে স্থলে॥
ললিতকে তোর ছেলে ব'লে, কবে মা গো নিবি কোলে।
কৃপা কি তোর হবে আমায়, দিনটি আমার ফুরিয়ে গেলে॥ ৬৯২॥

————

প্রসাদি সুর।

সাগরেতে ভয় দেখালে।
এম্‌নি জলে ভেসে কি মা, মর্‌তে হবে সব ফুরালে॥
এ সাগরের অন্ত আছে, অনন্ত যে শেষে বলে।
সে যে আবার কেমন ধারা, বুঝ্‌ব না মা কোন কালে॥
এই দেখে মা ভেবে মরি, কাতর হই মা মনের ভুলে।
শেষেতে সেই বিষম সাগর, ভয় কি এখন কর্‌লে চলে॥
এতে তরি অনেক আছে, হাওয়ার জোরে চল্‌ছে পালে।
শেষের তাতে নাই যে উপায়, পড়্‌তে হবে অনেক গোলে॥
আপনার দোষে আপনি মা গো, কষ্ট পাই যে জলে স্থলে।
কর্ম্ম ভেবে সবাই কাতর, নইলে হেঁসে যেত চ'লে॥
ললিতের কি সাধ্য আছে, তর্‌বে সাগর কর্ম্মফলে।
আপনি কোলে নিয়ে মা গো, পার ক'রে নে আপন ছেলে॥ ৬৯৩॥

প্রসাদি সুর।

এক বিনা যে সব আঁধার।
আমার মা যে জগতের সার॥
মায়ের চরণ ধর্‌বে যে জন, ভবসাগর হবে সে পার।
মনে ময়লা যার আছে মন, সদাই বিপদ হবে যে তার॥
সংসারেতে দেখিস্ যত, বল দেখি মন কেবা রে কার।
খুঁজ্‌তে গেলেই দেখ্‌তে পাবি, এক ছাড়া যে সব অসার॥
সকল কর্ম্মই বুঝে করা, তোর কি এখন হ'ল রে ভার।
মিছে কথা ছেড়ে দিয়ে, এক মনে নাম গানা রে মার॥
তোর মা যেথা নাই রে এখন, সেই খানে সব অন্ধকার।
মায়ের জ্যোতিঃ প্রকাশ হ'লে, অসার ছেড়ে ধর্‌বি রে সার॥
মিছে ভ্রমে প'ড়ে ললিত, ঘুরে কেন মরিস্ রে আর।
দুর্গা দুর্গা ব'লে মুখে, ঘরেই খুঁজে কর্ না রে বা'র॥ ৬৯৪॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্ মা কত ভুগ্‌ছি ব'সে।
কপাল যার মা দোষী এত, ভাল তার তুই কর্‌বি কিসে॥
ভালর জন্য যে কাজ করি, দোষের তরে হচ্ছে শেষে।
কত রকম কষ্ট ভোগ মা, কর্‌ছি আমি হেঁসে হেঁসে॥
কষ্টকে ভয় খাব কেন, আছি যে মা তোরই আশে।
চরণদুটি দিয়ে এখন, রক্ষা আমায় কর্ না এসে॥
ভাল মন্দ কৈ বুঝি মা, এক ভাবেতেই আছি ব'সে।
বল্ দেখি তুই আর কত দিন, ভুগ্‌ব আমি কপালদোষে॥
তোর হাতে যে সবই আছে, কর্‌তে পারিস্ সকল এসে।
মা হ'য়ে বল্ আপন ছেলে, জগৎ মাঝে কেউ কি নাশে॥
তোকে সদয় দেখ্‌লে মা গো, ললিত সুখে সদাই ভাসে।
এখনও তুই নিদয় থেকে, কষ্ট দিবি অবশেষে॥ ৬৯৫॥

প্রসাদি সুর।

এই দেহ মা রোগের কুটি।
দেখ্‌তে কিন্তু পরিপাটি॥
ছাইঢাকা সে আগুন রেখে, মনের সাধে মজা লুটি।
রোগে চেপে ধর্‌বে যে দিন, কর্‌ব সে দিন ছুটোছুটি॥
সবাইয়ের যে সময় আছে, দেহকে মা কর্‌বে মাটী।
একবারে কেউ নষ্ট করে, যত্নে এত রাখি যেটি॥
দেহ পুষ্ট কর্‌তে কেউ মা, খাচ্ছে ঘনদুধের বাটী।
হয়তো মা গো শেষের দিনে, বিষম হ'য়ে পড়্‌বে সেটি॥
সকলেরই প্রধান যে মা, হ'য়ে আছে রিপু ছটি।
সংসারেতে মুগ্ধ হ'য়ে, বুঝি কেবল মোটামুটি॥
তোর খেলাতে সবাই বাড়ে, সে গুলি সব কিসে কাটি।
সকল কথাই জেনে শুনে, সব দিকেতেই কর্‌লি মাটী॥
তোকে ব'লে কি ফল হবে, কৈ মা শুন্‌তে পাবি সেটি।
ললিতের যে শান্তি হবে, পেলে তোর ঐ চরণদুটি॥ ৬৯৬॥

প্রসাদি সুর।

কাকে বল্‌ব কে মা আছে।
তুই যদি মা বিরূপ থাকিস্‌, ভাল কর্‌তে কে পেরেছে॥
যাকে ধর্‌তে যাই মা ছুটে, সেই যে দেখি সব ছেড়েছে।
মা বিনা শেষ ছেলের সহায়, বিপদ কালে কে হ'তেছে।
সকলই যে তোর হাতে মা, তোকে ধরেই সব পেতেছে।
বিপদে তোর নামটি সহায়, তাতেই যে মা সব ত'রেছে।

এক মনে যে ডাক্‌বে তোকে, সেই যে মা গো তোয় পেয়েছে।
সংসার নিয়ে মুগ্ধ হ'লে, বিফলে সব দিন যেতেছে॥
মিছে সংসার মিছে জগৎ, এই কথাটি কে বুঝেছে।
বুঝ্‌তে যে জন পার্‌বে এখন, সে কি তাতে আর মজেছে॥
ভ্রমেতে তুই ভুলিয়ে রাখিস্, তাইতে এত গোল বেধেছে।
নইলে মিছে জেনেও সকল, ললিত কি আর তায় ভুলেছে॥ ৬৯৭॥

প্রসাদি সুর।

খোকা মনের দোষ কি আছে।
ছল ক'রে তুই ভুলিয়ে রাখিস্, বুঝ্‌তে সেইটি কৈ পেরেছে॥
নিজের দোষেই সংসারেতে, এত যে তার ভোগ হ'তেছে।
বুঝতে যদি পার্‌ত সে সব, তা হ'লে মা কে ভুগেছে॥
ভূতের বেগার খাট্‌ছে প'ড়ে, ঘুরে ঘুরে প্রাণ যেতেছে।
নিত্য তবু ঘুর্‌ছে যে মন, স্থির হ'তে মা কৈ পেরেছে॥
ভাল মন্দ বিচার করে, এমন সাধ্য কৈ রয়েছে।
তোর খেলাতেই ভুলে গিয়ে, পোড়া মন যে বেশ মজেছে॥
একবার খেলা ছাড়্‌না মা গো, অনেক খেলা হ'য়ে গেছে।
এ জীবনের সন্ধ্যা এখন, ক্রমে যে মা আস্‌ছে কাছে॥
তুই বিনা শেষ এই ললিতের, জগৎমাঝে কে আর আঁছে।
মনের দোষে সকল কাজ কি, বুঝে বল্‌তে সে পেরেছে॥ ৬৯৮॥

প্রসাদি সুর।

কর্ম্মডুরী কৈ মা কাটে।
কর্ম্মের জন্য কাতর হ'য়ে, মর্‌ছি কেবল ছুটে ছুটে॥
কিছুতে সুখ নাই মা ভবে, দেখ্‌লাম অনেক ঘেঁটে ঘুঁটে।
সংসারেতে প'ড়ে মা গো, কষ্টেতে বুক যাচ্ছে ফেটে॥
বোঝা মাথায় ক'রে এখন, মরি সদাই খেটে খেটে।
কপালদোষে আপনা হ'তে, অনেক রকম কষ্ট যোটে॥
আপনি ভুগে মর্‌ছি সদাই, পরে কিন্তু মজা লোটে।
অভাব নষ্ট হলে মা গো, আর কি আমার বিপদ্ ঘটে॥
কষ্ট যত পাচ্ছি হেথা, বল্‌তে কৈ মা পারি ফুটে।
তোর হুকুমে চল্‌ছি সদাই, হ'য়ে আমি নগদা মুটে॥
নগদ বিদায় পাই যদি মা, তবেই সুখে যায় যে কেটে।
ললিত কি তোর চিরদিনই, কাল কাটাবে বেগার খেটে॥ ৬৯৯॥

প্রসাদি সুর।

এক থেকেই যে সবাই হয়।
একেতে শেষ্ মিশ্‌তে যায়॥
এ কথার কি বুঝ্‌বি রে মন, সাগর থেকেই বাষ্প হয়।
মেঘরূপে সেই বাষ্প হ'লে, সবাই যে জল পাচ্ছে তায়॥
নদ নদী সব সেই জলেতে, আবার সাগর পানে ধায়।
তেম্‌নি ধারা ভবের খেলা, সহজে কি বুঝ্‌তে পায়॥

যেথা থেকে এলাম ভবে, শেষেতে মন মিশ্‌বে তায়।
কর্ম্ম কেবল মধ্যে প'ড়ে, সদাই বাধা দিতে চায়॥
বুঝে সে সব ছাড়ে যে জন, সে কিছু আর ভয় কি খায়।
ধীরে ধীরে গিয়ে শেষে, অনন্ততে মিশ্‌তে পায়॥
অকুল সাগর মা যে আমার, চরণদুটি তরি তায়।
এই ভব স্রোতে প'ড়ে এখন, সেই দিকেতে সবাই ধায়॥
মায়া ভবের প্রধান বাধা, কাটিয়ে যেতে কেউ কি পায়।
ললিতের মা সবই জানে, ঘুরিয়ে তবু ফেল্‌ছে দায়॥ ৭০০

প্রসাদি সুর।

কেন প্রণাম কর্‌ব মা কে।
অবিচ্ছেদে সদা আমি, হৃদয়পদ্মে দেখ্‌ব যাঁকে॥
গুরুর আজ্ঞা শুনে প্রথম, বুকে ধ'রে নিলাম তাঁকে।
বিচ্ছেদ হ'লেই প্রণাম কর্‌ব, কেবল আসা যাওয়ার পাকে॥
আসা যাওয়া কৈ আছে মার, সদা বিরাজ করেন বুকে।
আপনার ব'লে ভাব্‌না রে মন, মরিস্‌ কেন ব'কে ব'কে॥
স্নেহের বশে সদাই যে তুই, মা মা ব'লে ডাক্‌বি সুখে।
সকল ভাবনা ছেড়ে এখন, লক্ষ্য ক'রে থাক্‌না একে॥
ভক্তি হ'তে মুক্তি বলে, পূজ্য পূজক কয় রে তাকে।
অমন ভাবের উদয় যখন, আব্‌দার কর্‌তে পার্‌বে রে কে॥
জোর ক'রে তুই ধর্‌বি মাকে, আদর কর্‌বি কাছে থেকে।
মা বেটাতে নিত্য যে ভাব, ললিত বুঝিয়ে বেড়ায় কাকে॥ ৭০১

প্রসাদি সুর।

রত্নাকর মা বল্‌ছে এরে।
প্রথমেতে সৃষ্টিকালে, অণ্ডের ভিতর রাখ্‌লি যারে॥
অন্ত তোর না পেয়ে কেউ মা, অনন্ত যে বলে তোরে।
বহু রত্নের আকর হ'য়ে, তুইও সদা আছিস্ যে রে॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে, রেখেছিস্ মা তোর উদরে।
এমন কীর্ত্তি রয়েছে যার, তার সীমা কে কর্‌তে পারে॥
তোরই যে এই সকল মা গো, তোর হুকুমে ঘোরে ফেরে।
এত রত্ন লুকিয়ে রেখে, শ্মশানে বাস করিস্ কি রে॥
সংসারের সব তুচ্ছ ভাব্‌তে, শিক্ষা কি মা দিস্ সবে রে।
যা শিখাবি তাই শিখে মা, ভবের এদিন কাটাব রে॥
তোর ছেলে মা হ'য়ে ললিত, তোরই কথা পালন করে।
শেষের দিনে দেখিস্ মা গো, তাকে যেন ভুলিস্ না রে॥ ৭০২॥

প্রসাদি সুর।

লোকদেখানায় কি ফল হবে।
এসব কি আর সঙ্গে যাবে॥
যা নিয়ে মন আছ হেথা, সকলই যে প'ড়ে রবে।
ফাঁকীর উপর বাড়্‌ছে ফাঁকী, স্থির হ'য়ে তাই দেখ ভেবে।
কিসের জন্য কর্‌ছ এত, আড়ম্বরেই কাজ হারাবে।
অন্তরেতে খুঁজলে পরে, যা খোঁজ মন সকল পাবে॥

মন ভোলাবার অনেক আছে, তাই দেখে যে ভুল্‌ছে সবে।
তাতে আবার বাড়াবাড়ি, কর্‌লে পরে সব খোয়াবে ॥
একে একে দেখ্‌তে গেলে, সকলই যে মিথ্যা ভবে।
নিজেই এখন ঠক্‌ছ সদা, বিচার ক'রে দেখ ভেবে॥
পরকে ঠকিয়ে দিতে গেলে, আপনার মাথা আপ্‌নি খাবে।
হেঁসে এখন বেড়াও বটে, শেষে কে তার দায় পোয়াবে॥
ভ্রমেই সদা ব্যস্ত ললিত, মা যে কি ধন বুঝ্‌বে কবে।
ছয়দিন থেকে মা ছাড়া সে, আজও মর্‌ছে ভেবে ভেবে॥ ৭০৩ ॥

প্রসাদি সুর।

দোষী আমি সব কাজেতে।
আপন আপন কর্ম্ম ফল মা, আপ্‌নাকে যে হয় ভুগিতে॥
এম্‌নি মায়ায় বদ্ধ আছি, সহজে কি পাই ছাড়াতে।
সোজা পথে কখন কি, আমাকে মা দেয় চলিতে॥
চিরদিনই অশান্তি যে, ভুগ্‌ছি আমি খেতে শুতে।
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, কৈ পারি মা বুঝে নিতে॥
সংসারজ্বালায় কাতর হ'য়ে, বেড়াই নিত্য এই জগতে।
ছল ক'রে মা ভুলিয়ে এখন, গোল বাধালি ছার মনেতে॥
তোর খেলাতে দোষী হ'য়ে, সদাই আমি আছি এতে।
সেইটি মা গো দেখিস্‌ যদি, ভয় কেন আর হবে খেতে॥
কৃপা ক'রে আয়না বারেক, ললিতের এই প্রাণ বাঁচাতে।
শমনদমন চরণদুটি, দেখ্‌তে যেন পায় শেষেতে॥ ৭০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

আড়ম্বরেই গোল বেধেছে।
তাতেই জগৎ সব মজেছে॥
স্থির হ'য়ে কাজ কর্‌লে পরে, সে কাজে কি গোল হ'তেছে॥
পরকে ঠকিয়ে দিতে গেলে, আপ্‌নি এখন সব ঠকেছে॥
আমোদের ভাগ বাড়িয়ে দিলে, আমোদেতেই মন মেতেছে।
লাভের মধ্যে এই হবে মা, কষ্ট শেষে তায় বেড়েছে॥
দিন গেলে মা বুঝ্‌বে সবাই, এখন বুঝ্‌তে কে পেরেছে।
মত্ত হ'য়ে বেড়ায় কেবল, সোজা পথে কৈ যেতেছে॥
স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত সবাই, তাইতে এত গোল বেধেছে।
ভাল মন্দ বুঝ্‌বে কি মা, অন্ধ হ'য়ে সব রয়েছে॥
ধীরে এ দিন যাচ্ছে কেটে, শেষের ভাবনা কে ভেবেছে।
দেখ্‌না মা গো তোর ললিতের, মোট বওয়া যে কাজ হয়েছে॥১০৫॥

প্রসাদি সুর।

সোজা পথে যানা চ'লে।
বেঁকে গেলেই আপনি ম'লে॥
দেখে শুনে চলিস্‌ যদি, শান্তি পাব অন্ত এলে।
স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হ'লে, পড়্‌বি শেষে অনেক গোলে॥
ভবের মাঝে পাঁচ জনাকে, ঠকিয়ে যদি বেড়াস্‌ ছলে।
শেষের দিনে কূল পাবি না, মর্‌তে হবে অতলজলে॥
সুখ দুঃখ তোরই হাতে, রয়েছে মন সর্ব্বকালে।
দিন ফুরালে বুঝ্‌বি সকল, এখন কি আর দেখ্‌তে মেলে॥
বুঝে যদি চল্‌তে পারিস্‌, তবেই তাতে সুফল ফলে।
স্থির হ'য়ে মন বস্‌তে পাবি, ব্রহ্মময়ীর চরণতলে॥
শান্তি পাবার জন্য রে মন, মায়ের কোলে উঠ্‌তে হ'লে।
মন বিশুদ্ধ কর্‌না ললিত, নিত্য দুর্গা দুর্গা ব'লে॥ ১০৬॥

প্রসাদি সুর।

শেষে এ সব কোথায় রবে।
কেউ কি কিছু সঙ্গে লবে॥
যা সব নিয়ে আছ হেথা, সকলই যে ফেলে যাবে।
আপনার ব'লে ভাব দেখি, কিছু কি শেষ্ দেখতে পাবে॥
যাদের জন্য সংসারেতে, মর তুমি ভেবে ভেবে।
যাত্রাকালে তারাই তোমায়, দণ্ডিবেশে সাজিয়ে দেবে॥
এখন দেখি মনের সাধে, সেজে তুমি বেড়াও ভবে।
সেগুলি সব কেড়ে নিতে, তাড়াতাড়ি প'ড়ে যাবে॥
এই বেলা ভ্রম ছাড় রে মন, নইলে অনেক দুঃখ পাবে।
অসার নিয়ে ব্যস্ত হ'লে, সার জিনীস্‌টি ভুল্‌তে হবে॥
আপনার মায়ায় আপ্‌নি বদ্ধ, ললিত এ সব বুঝ্‌বে কবে।
মোহ যদি না কাটে তার, ঘুরে ঘুরেই প্রাণ হারাবে॥ ৭০৭॥

প্রসাদি সুর।

সে দিন কি মা বুঝ্‌তে দিবি।
শেষের দিনে নিদয় হ'য়ে, জ্ঞান যে আমার হ'রে নিবি॥
সংসারেতে কেবল মা গো, রেখেছিস যে মায়ার ছবি।
কি ক'রে মা ছাড়্‌ব এ সব, সেইটি নিত্য মনে ভাবি॥
এখন এত ভুলিয়ে রেখে, ছেলের কি তুই মাথা খাবি।
বৃথাকাজে প্রাণ গেলে মা, তুই কি শেষে সদয় হবি॥
নিজেই এত গোল বাধিয়ে, শেষের দিনে হিসাব চাবি।
সম্বল করতে না দিলে মা, কি ক'রে তুই নিকেশ পাবি॥
যমের হাতে পড়্‌ব যখন, তখন মা গো কোথায় রবি।
অসহায়ে ফেলে আমায়, তুইও সে দিন পালিয়ে যাবি॥
ললিত কষ্ট পেলে শেষে, মা হ'য়ে কি তখন সবি।
আমার কি সেই বিষম দিনে, ছেলের মায়া ভুলে রবি॥ ৭০৮॥

প্রসাদি সুর।

ক্রমে সূর্য্য বস্‌ছে পাটে।
তুই যদি না বাঁচাস্ আমায়, দেখ্‌বে কে মা এ সঙ্কটে॥
শমনদমনচরণ বিনা, কাট্‌বে যে যম একটি চোটে।
সেই বিষম দিনটি মনে হ'লে, পাষাণ-বুক মা যায় যে ফেটে॥
ভ্রমে প'ড়ে হেঁসে হেঁসে, বেড়াই আমি ভবের হাটে।
পরের দায়ে সদাই এখন, প্রাণ গেল মা খেটে খেটে॥
কর্ম্মই ভবের কাল দেখি মা, প্রধান বিঘ্ন তাতেই ঘটে।
স্থির হ'য়ে যে বস্‌ব ক্ষণেক, কৈ মা তেমন সময় যোটে॥
ভাবনার জ্বালায় ব্যস্ত হ'য়ে, সংসারেতে বেড়াই বটে।
শান্তি কিছু পাই মা প্রাণে, কর্ম্মডুরী যদি কাটে॥
এমন মায়ায় বেঁধেছিস্ মা, মায়াতেই যে বেড়াই ছুটে।
দেখিস্ যেন পারের দিনে, হেঁসে ললিত যায় মা ঘাটে॥ ৭০৯

প্রসাদি সুর।

তুফান দেখে ভেবে মরি।
একটানা যে শ্রোত বহে যায়, অবশেষে ডুব্‌বে তরি॥
পাক্‌নায় কভু পড়্‌ছি গিয়ে, প্রাণ বাঁচাতে কাকে ধরি।
কভু মা গো তোলে ফেলে, বিপদ হ'ল শুভঙ্করি॥
জীর্ণতরি নিয়ে কি মা, এতে পাড়ি দিতে পারি।
পাপের বোঝা বয়ে কেবল, আপ্‌নি হ'য়ে আছে ভারি॥
শক্তমাঝী ছিল মা এক, চলে গেছেন ফেলে তরি।
অসহায়ে ভাস্‌ছে স্রোতে, তার উপায় মা কি আর করি॥
মা ছাড়া এই ছেলের সহায়, হবে কে আর মহেশ্বরি।
সেই সাহসে যাচ্ছি সুখে, করছি কভু জারিজুরি॥
দুর্গা নামটি সম্বল ক'রে, ললিত বিপদ নিচ্ছে সারি।
এতে যদি থাক্‌ত মাঝী, তা হ'লে কি কাউকে ডরি॥ ৭১০

প্রসাদি সুর।

সকলেতেই গোল বেধেছে।
রঙ্গরসেই মন মেতেছে ॥
কতরঙ্গ হচ্ছে ভবে, বোকা মন তার কি দেখেছে।
আপ্‌নার সুখে আপ্‌নি মত্ত, তত্ত্ব কথা কৈ বুঝেছে ॥
নিত্য নূতন দেখ্‌তে পেয়ে, আপ্‌নার কর্ম্ম সব ভুলেছে।
বিষমভ্রমে প'ড়ে এখন, অসার নিয়ে বেশ মজেছে ॥
আপ্‌নার দোষেই ভুগ্‌ছে এত, এ কথা আর কৈ ভেবেছে।
সরল পথ্‌টি ছেড়ে এখন, বাঁকা পথে বেশ যেতেছে ॥
যত আমি বোঝাই তাকে, তাতে কৈ আর কাণ দিতেছে।
ষড় রিপু সঙ্গী হ'য়ে, এত গোলে তায় ফেলেছে ॥
সহজে মা এই বিপদে, উদ্ধার বল কে হ'তেছে।
সর্ব্বতারণ ব'লে কেবল, ললিত দুর্গানাম পেয়েছে ॥ ৭১১ ॥

প্রসাদি সুর।

সেজেছি মা নগ্‌দা মুটে।
বোঝা ব'য়ে নিত্য মা গো, বেড়াই আমি ভবের হাটে ॥
এমন অন্ধ করেছিস্ মা, মরি কেবল খেটে খেটে।
কার দায়ে মা কে যে খাটে, সেইটি বোঝাই কঠিন বটে ॥
নিজের ভাব্‌না কৈ মা ভাবি, পরের দায়ে বেড়াই ছুটে।
তাইতে মা গো শেষের দিনে, আপ্‌নি এসে বিপদ্ যোটে

লাভের আশায় দেখি অনেক, সঙ্গী মেলে ভবের হাটে।
আশায় নিরাশ হ'লে তারা, বিষম শত্রু হয় মা যুটে॥
যা কিছু মা উপায় করি, রিপু ছটা নিচ্ছে বেঁটে।
ফাঁক পেলে কেউ জোর ক'রে মা, নিতে চায় সে আপন কোটে
তোর ঐ দুটি রাঙ্গাচরণ, ধর্‌তে যদি চাই মা এঁটে।
তোর খেলা সব দেখে মা গো, আপ্‌নি আশা পালায় ছুটে॥
ভার ব'য়ে মা কাতর ললিত, বুদ্ধি কি তার আছে ঘটে।
কৃপাময়ি কৃপা করিস্, বস্‌লে গিয়ে পারের ঘাটে॥ ৭১২॥

প্রসাদি সুর।

কৈ মা খুঁজে পাই গো তেমন।
যা দেখে মা মন ভুলে যায়, সেইটি হবে মনের মতন॥
মন ভোলাতে পারিস্ কি মা, অন্ধের হাতে দিয়ে রতন।
তুই মা নিদয় হ'লে পরে, কর্‌ব কি আর ক'রে যতন॥
অন্ধ যেমন হারিয়ে নড়ী, ধর্‌তে পুনঃ করে মনন।
তেম্‌নি বিফল আশা ক'রে, হেথা সেথা করি ভ্রমণ॥
নিষ্ঠুর তোকে কিসে বলি, তুই যে ভবের সর্ব্বকারণ।
দেখিস্ মা গো শেষের দিনে, হয় না যেন বিষম শাসন॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌লে মুখে, ঘুচে যায় মা জনন মরণ।
আমার এম্‌নি কপাল দোষী, হারাই মা গো পেয়ে রতন॥
অপর ভিক্ষা নাই ললিতের, যাচে তোর ঐ যুগল চরণ।
শেষের দিনটি নিকট হ'লে, করিস্ মা গো তাকে স্মরণ॥ ৭১৩

প্রসাদি সুর।

সকলেতেই পাবি তাঁরে।
মোহের বশে তুইরে যাঁকে, খুঁজে বেড়াস্ চারি ধারে ॥
স্থির হ'য়ে তুই শুন্‌লি না মন, বল্‌ছি যা তোয় বারে বারে।
অন্ধ হ'য়ে থাক্‌লে পরে, দেখ্‌তে তাঁকে পাবি কি রে ॥
হেথা সেথা ক'রে কেন, বেড়াস্ রে মন ঘুরে ঘুরে।
দেখ্‌না চেয়ে পূর্ণ রূপে, আপন ঘরে বিরাজ করে ॥
পাঁচের মিলন যেই খানেতে, সেই খানে মন খুঁজগে যা রে।
বীজ রূপেতে সর্ব্ব ঘটে, সর্ব্ব আদি রূপ যে ধরে ॥
সকলেতেই আছেন তিনি, মন বাণীর অগোচরে।
অজ্ঞানেতে বল্ দেখি মন, কেউ কি তাঁকে ধর্‌তে পারে ॥
ইন্দ্রিয় সব বশ ক'রে তুই, অন্তর দৃষ্টি কর্‌না ধীরে।
তবে আঁধার নষ্ট হবে, দেখ্‌বি তাঁকে অকাতরে ॥
ভ্রমে কেন প'ড়ে ললিত, হাৎড়ে বেড়াস্ চারি ধারে।
পূর্ণ জ্যোতির মধ্যে তাঁকে, অন্তরেতেই দেখে নে রে ॥ ৭১৪ ॥

প্রসাদি সুর।

যেমন কর্‌বি তেম্‌নি হবে।
তোরই আজ্ঞামত যে মা, সবাই এখন চল্‌ছে ভবে ॥
যা ইচ্ছা তাই কর্‌না মা গো, মর্‌ব কেন ভেবে ভেবে।
কর্ম্ম তোর সব দেখ্‌তে গেলে, দোষী আবার কর্‌বি সবে ॥
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, কে আর মা গো দেখ্‌তে চাবে।
কষ্ট দিতে তুই যদি চাস্, সাম্‌লে যেতে কেউ কি পাবে ॥
বাবা মার্‌লে তুই আছিস্ মা, শান্ত কর্‌তে তোকেই হবে।
মায়ে মার্‌লে কাঁদব কোথা, কে আর আমায় বাঁচিয়ে দেবে

মায়ের চেয়ে অধিক মায়া, দেখ্‌তে মা গো পাব কবে।
দায়ের বেলা বলব তোকে, মা ছাড়া কে দায় পোয়াবে॥
কর্ম্ম আদি যা সব আছে, তুই মা ব'সে দেখ্‌না শিবে।
আপনি বিচার কর্‌না মা গো, পর্‌কে কেন কর্‌তে দেবে॥
তোর হাতে মা শাস্তি হ'লে, অকাতরে ললিত সবে।
তোরই নামের গুণ গেয়ে মা, হেঁসে হেঁসে দিন কাটাবে॥ ৭১৫॥

প্রসাদি সুর।

কে বোঝে সব তোর মা খেলা।
সুখী কেউ মা তোকে পেয়ে, কারও ভাগ্যে হস্‌ মা কালা॥
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কেউ মা, সদাই ভবে পাচ্ছে জ্বালা।
কারও বোঝা হাল্কা এখন, হয়েছে তার সুখের পালা॥
এক ডাকেতে দেখি মা গো, কারও গাছ যে হচ্ছে ফলা।
আমার ভাগ্যে এই হ'ল মা, নিত্য এসে করিস্‌ ছলা॥
ক্ষেপী ব'লে জানি তোকে, বাপ আমার সেই ক্ষেপা ভোলা।
তোদের ছেলে কিসে বল্‌ মা, সাহস কর্‌বে কাজের বেলা॥
নিদয় তুই মা থাকবি যত, ততই বাড়্‌ছে রিপু গুলা।
যাদের সদয় আছিস্‌ মা তুই, তারাই দেখি হাঁস্‌ছে মেলা॥
আশা কারও সফল হ'লে, ঘুচবে মা তার বিষম জ্বালা।
কর্ম্ম আমায় পেয়ে মা দেখ, কর্‌ছে কতই ঝালাপালা॥
ভবস্রোতে ভয় কি তার মা, যার কেটেছে মনের মলা।
বিষম ঝড়ে আমায় ফেলে, করিস্‌ এখন তোলা ফেলা॥
ভেবে ভেবে তোর ললিতের, ক্রমে যে মা গেল বেলা।
তবু দেখ্‌না কাঁদ্‌ছে ব'সে, পেতে দুর্গা নামের ভেলা॥ ৭১৬॥

প্রসাদি সুর।

গোল বেধেছে আর ঘোচেনা।
সহজে মা ভ্রম ছাড়ে না ॥
কেউ মা মায়ায় বদ্ধ হয়ে, সংসারেতে পায় যাতনা
কর্ম্মদোষে তার দেখি মা, ঘুঁচ্‌বে না আর আনাগোনা ॥
কেউ বা সুখে কাটায় এ দিন, পারের জন্য ভয় রাখে না।
শেষের দিনে কি হবে তার, কখন যে তাও ভাবে না ॥
ছেড়া টেনা প'রে কেউ মা, পাঁচ জনার যে খায় তাড়না।
দিনান্তে মা পায় না খেতে, তবু অন্ন কেউ দেবে না ॥
কেউ বা হেঁসে বেড়ায় সুখে, দুঃখ যে কি তাও জানে না।
ধন রত্ন তুচ্ছ ক'রে, কড়া ক্রান্তি তার ছোঁবে না ॥
এম্‌নি ভুলিয়ে রাখিস্‌ মা গো, বুঝ্‌তে তবু তায় দিবি না।
ষড় রিপু প্রবল দেহে, আপন বশে কেউ চলে না ॥
তোর খেলায় মা ভুলে সবাই, ডুবে মল আর থাকে না।
তুই দয়া না কর্‌লে পরে, ললিত রক্ষা আর পাবে না ॥ ৭১৭ ॥

প্রসাদি সুর।

দুঃখের কথা শোন মা তারা।
কেউ বা দেখ্‌তে পায় মা তোকে, আমার ভাগ্যে নিরাকারা ॥
ভেবে ভেবে মর্‌বে কি মা, ছেলেরা তোর আছে যারা।
ভ্রমে অন্ধ হ'য়ে আছে, প্রাণ যে তাদের হ'ল সারা ॥
তোরই চরণ ধ'রে আছে, পেতে কেবল সুধার ধারা।
বিফল আশা ক'রে কি মা, কর্‌ব ভবে ঘোরা ফেরা

অপরূপ সব শুন্‌ছি কত, আশা ক্রমে বাড়্‌ছে তারা।
ভ্রম ঘোঁচে না কি করি মা, নয়ত এটি ভাল ধারা॥
চারি ধারে দেখ্‌তে পাই মা, সংসার আছে মায়ায় পোরা।
দায় পোয়াতে দিন ফুরাল, আঁধার হ'য়ে পড়্‌ল ধরা॥
কার কপালে কি যে ঘটে, বুঝ্‌তে মা গো হই যে সারা।
রোগের কুটি এ দেহ মা, তাও রয়েছে পাপে ভরা॥
সকলই যে কর্‌তে পারিস্‌, নাই কিছু মা তোকে ছাড়া।
ললিত যেন শেষের দিনে, যমের হাতে যায় না মারা॥ ৭১৮॥

প্রসাদি সুর।

ভবের ঘাটে লাগ্‌ল মেলা।
এই বেলা মন আয়্‌ না চ'লে, নিয়ে গুরুর চরণধূলা॥
দেখ্‌তে পাবি তুলাদণ্ডে, মাপ্‌ছে ব'সে কতকগুলা।
কর্ম্ম নিয়ে থাকুক তারা, তাদের কথায় হস্‌রে কালা॥
সংসার স্রোতে পার হ'তে মন, চালিয়ে দে তুই নামের ভেলা।
দেখ্‌বি শেষে আপন জোরে, যম্‌বে পাড়ি সকাল বেলা॥
মায়ের কৃপায় দেখ্‌তে পাবি, হেলায় গাছ তোর হবে ফলা।
জয় কালি জয় কালি ব'লে, যমকে হেঁসে দেখা কলা॥
মায়াপাশে সংসারেতে, বাঁধা আছে তোর এই গলা।
পার হ'তে তুই যে দিন যাবি, সেই দিনে তোর ঘুঁচ্‌বে জ্বালা॥
অনন্ত স্রোত বইছে বটে, সকলই তোর মায়ের খেলা।
দুর্গা নামের জোর বেঁধে যা, কাট্‌বে দেখিস্‌ শেষের বেলা॥
বোকা মন কি জানে ললিত, তার ভাবেতে হস্‌নে ভোলা।
মায়ের নাম তুই গেয়ে এখন, আপনার কল সব আপনি চালা॥৭১৯॥

বিমলার আজ রূপ ধরেছিস্।
গয়না প'রে আমোদ ক'রে, কেন এমন তুই সেজেছিস্॥
চার হাতেতে সেজে এখন, কেন বল মা দাঁড়িয়ে আছিস্।
সকলই যে সাজে তোকে, এতেও দেখি বেশ হয়েছিস্॥
আমার মা যে শ্মশানবাসী, একবারে কি তাও ভুলেছিস্।
কাশীরাজ্য পেয়ে কি মা, এত গয়না তুই পরেছিস্॥
এ দেখে তোয় বল্‌ব কি মা, মন ভোলাতে এই করেছিস্।
এমন সাজ তোর দেখ্‌তে এখন, আমায় হেথা তুই এনেছিস্॥
ঠকিয়ে দিবি ললিতকে তুই, মনে কি মা তাই ভেবেছিস্।
জোরে এখন ধর্‌ব চরণ, তার উপায় মা কি করেছিস্॥ ৭২০॥

প্রসাদি সুর।

ডাক্ দেখি মন দুর্গা ব'লে।
সেই কৃপাময়ীর নাম ক'রে তুই, অকাতরে যানা চ'লে॥
শয়নে স্বপনে জাগরণে, ডাক্‌বি মাকে সর্ব্বকালে।
ঐ সুধামাখা নামটি মায়ের, কখন তুই যাস্‌না ভুলে॥
দুর্গা ব'লে যাত্রা কর্‌লে, পড়্‌বি না আর কোন গোলে।
সকল বিপদ কাট্‌বে যে তোর, অভয় পাবি জলে স্থলে॥
সব যে সরল হ'য়ে যাবে, দেখ্‌তে পাবি নামের ফলে।
অকূলেতে কূল পাবি তুই, নামটি কেবল মনে হ'লে॥
দুর্গা দুর্গা বল্‌রে সদা, সকল পাবি করতলে।
নামসুধারস পান যে করে, তাকে কি আর ধরে কালে॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, হেঁসে ললিত যাচ্ছে চ'লে।
বিপদকালে দেখিস্‌রে মন, রক্ষা পাবে মায়ের কোলে॥ ৭২১

প্রসাদি সুর।

মনের ময়লা যাবে কবে।
যে দিন যাবে সেই দিনে মা, সকল আশা পূর্ণ হবে॥
গোলে মালে চিরদিনই, ঘুরে আমরা বেড়াই সবে।
এক্‌বার ময়লা জুট্‌লে পরে, ক্রমে বেড়ে যায় মা ভবে॥
মন অশুদ্ধ হয় যদি মা, শুদ্ধ ক'র্‌তে কেউ কি দেবে।
ষড় রিপু ক্রমে ক্রমে, তাকে দখল ক'রে নেবে॥
মন্‌কে আপন বশে আন্‌তে, তখন মা গো কেউ কি পাবে।
অকূলসাগরমাঝে শেষে, এম্‌নি ক'রে সবাই ডোবে॥
বল মা আমায় এমন কষ্ট, কত সহ্য কর্‌তে হবে।
মনের ময়লা বাড়্‌ছে দেখে, নিত্য কি মা মর্‌ব ভেবে॥
মন বিশুদ্ধ হ'লে পরে, তাতেই সুখ যে ললিত পাবে।
একবার জঙ্গাল কাট্‌লে মা গো, আর কি তাতে ঢুক্‌তে চাবে॥ ৭২২॥

প্রসাদি সুর।

ভার হ'ল মা তোকে বোঝা।
এক বার যে জন বুঝ্‌তে পারে, তার যে সকল হবে সোজা॥
অন্ধকারে রেখে হেথা, দিতে চাস্‌ কি এত সাজা।
তাই কি এখন লুকিয়ে থেকে, দেখিস্‌ তুই মা এসব মজা॥
হৃদয়পদ্মে পেলে তোকে, বুক যে আমার থাকে তাজা।
আমোদ ক'রে সেই খানে মা, যুগল চরণ করি পূজা॥
যে ভার দিলি মাথায় তুলে, কঠিন হ'ল তোকে খোঁজা।
কষ্টেতে যা আবাদ করি, এক বানেতেই হচ্ছে হাজা॥
একবার সময় পেলে আমি, তোর পায়ে মা রাখি বোঝা।
সুখী হ'য়ে তখন আবার, দেখাব মা অনেক মজা॥
কি দোষে বল্‌ ললিতকে তোর, দিচ্ছিস্‌ ভবে এত সাজা।
এম্‌নি ঘুরিয়ে রাখিস্‌ সবে, সমান ভুগছে রাজা প্রজা॥ ৭২৩।

প্রসাদি সুর।

তোর খেলা মা কেউ বোঝে না।
কি ক'রে শেষ বুঝ্‌ব তোকে, আমার যে মা নাই সাধনা॥
একে একে সকল আশা, ছাড়্‌তে গেলে পাই যাতনা।
কষ্ট সয়ে ঘুর্‌তে রাজি, তাতে কিন্তু মন মানে না॥
কত চেষ্টা কর্‌লাম এখন, কিছুই সোজা তায় হ'ল না।
এক পেয়ে আর ধর্‌তে গেলে, প্রথমটি মা আর থাকে না॥
এক মায়াতে ভুলেছি সব, কোথায় কার মা হয় যোজনা॥
আপনার ঘরে আপনি দোষী, তাতেও মনের ভ্রম ছাড়ে না॥
বুঝ্‌তে যদি পারি সকল, তবু ভালয় মন উঠে না।
এই এক বিষম দায়ে প'ড়ে, কর্‌তে হয় মা আনাগোনা॥
মনের বিকার বাড়্‌ছে ক্রমে, ভাল শেষে তায় হবে না।
আপনি সরল ক'রে দে মা, তোর ললিতের এই কামনা॥ ৭২৪॥

প্রসাদি সুর।

এ ত নয় মা ভালর ধারা।
আমার মন রয়েছে পাপে পোরা॥
সুখের আশায় কাতর এ মন, তাতেই আমায় করলে সারা।
বেগার খাটার মত মা গো, বল্‌ছে কেবল তারা তারা॥
সকল কথাই ভুলিয়ে দেয় মা, আপনার বল্‌তে আছে যারা।
মায়া আবার বাড়িয়ে দিয়ে, লুকোচুরি খেল্‌ছে তারা॥
তাদের জন্য কভু আবার, চোক ব'য়ে মা পড়ে ধারা।
কত আমি ভুগ্‌ব ব'সে, মাথায় ক'রে দুঃখের ভরা॥
কি ক'রে মা বোঝাই তোকে, তুই যে আবার নিরাকারা।
দেখ্‌না হেথা সবাই যুটে, তোর ছেলেকে কর্‌লে সারা॥
রিপু সকল বেশ বেড়েছে, কঠিন তাদের দমন করা।
গণ্ডগোলের মাঝে প'ড়ে, ক'র্‌ছে ললিত ঘোরা ফেরা॥ ৭২৫॥

প্রসাদি সুর।

এত সুখ কি আমায় দিবি।
যেমন ক'রে দেখালি মা, তেম্‌নি পার কি ক'রে নিবি॥
যে ভোগ এখন ভুগ্‌ছি ব'সে, তা হ'তে কি তুই বাঁচাবি।
তোর ঐ নামের গুণকত মা, সেটাও কি তুই সব দেখাবি॥
পতিত যদি হই মা আমি, তাতেই কি তুই ভুলে রবি।
আপনি ছেলের সহায় হ'য়ে, নিজেই পারে নিয়ে যাবি॥
আগম নিগম সকল মিছে, তোর ঐ নাম্‌টি প্রধান ভাবি।
যে দেখেছে সেই বুঝেছে, আর কেন তুই গোল বাধাবি॥
শেষের কথা হবে পরে, এখন কি মা এই ভোগাবি।
স্থির হ'য়ে তোয় ডাক্‌তে দে মা, তবেই আপন ছেলে পাবি॥
সকল কথাই বুঝিস্‌ যদি, মনের মতন মাটি হবি।
মিছে যদি ভোগাস্‌ এত, তোর ললিতের মাথা খাবি॥ ৭২৬॥

প্রসাদি সুর।

আঁধার ঘর কি আলো হবে।
যা দেখে কাল পালিয়ে যাবে॥
বাহিরে আলো দেখে কি মা, আমার পোড়া মন ভুলিবে।
ঘরটি আলো হ'লে পরে, মা কেমন তাই দেখ্‌তে পাবে॥
বাহিরে আলো স্থির কভু নয়, কখন সেটি নিবে যাবে।
নির্ব্বাতেতে জ্বল্‌বে যে দিন, নড়া চড়া ঘুঁচ্‌বে তবে॥
এখন যদি দ্বিগুণ জ্বলে, তবু সাহস নাই মা ভবে।
দম্‌কা হাওয়ায় সব যাবে মা, আশা ভরসা সব ফুরাবে॥
বাহিরে এখন তাপ যে বেশী, অন্তর শীতল ক'রে দেবে।
ঘরের ভিতর আগুন এলে, আপনি ময়লা পুড়ে যাবে॥
আপনার ঘরে তেমন আলো, ললিত মা গো দেখ্‌বে কবে।
ঘরে বাহিরে সমান ক'রে, কখন তাকে দেখিয়ে দেবে॥ ৭২৭।

প্রসাদি সুর।

মা গো তোকে এই মিনতি।
মিছে কথায় দোষ ধ'রে মা, ভোগাস্ না আর নিতি নিতি॥
আশার বিনাশ হ'ল না মা, এম্নি আমি মন্দ মতি।
বিঘ্ন বিপদ সেই কারণে, হ'য়ে আছে সঙ্গের সাথী॥
যাদের নিয়ে প'ড়ে আছি, তারা নয় মা ব্যথার ব্যথী।
মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে কেবল, খাই মা আমি পাঁচের লাথি॥
মিছে কাজে ঘুরে আমি, ফল পেলাম মা হাতাহাতি।
কষ্টেতে প্রাণ গেল আমার, এ অগতির তুই মা গতি॥
ভাল কাজ সব ছেড়ে এখন, মন্দ কাজে সদাই মাতি।
আপনাকে যে ভুলি কখন, এম্নি হ'ল মনের গতি॥
যদি সুখী হস্ মা এখন, ললিত কষ্ট পেলে অতি।
সেটাও যদি বুঝ্তে পারি, তবে ভুগতে নাই মা ক্ষতি॥ ৭২৮॥

প্রসাদি সুর।

সোজা কথায় মন ভুলো না।
সোজাই আবার বেঁকে যাবে, পোড়া মন কি তাও জান না॥
মায়ের খেলা অনেক আছে, ও সব মিছে ছল শুন না।
ভুল্লে শেষে সব যে যাবে, বাঁচ্বার উপায় আর পাবে না॥
যা দেখ মন দেখ্তে সোজা, সবই কিন্তু মার ছলনা।
ছল ভেঙ্গে যে ক'বে সোজা, এমন তোমার নাই সাধনা॥
দেখ্লে কত দেখ্বে কত, তার যে কিছু ঠিক হবে না।
গুরুর আজ্ঞা মেনে চল, যাবে তোমার সব যাতনা॥
ভ্রমে পূর্ণ এ ছার জগৎ, সহজেতে কেউ বোঝে না।
মিছে মুগ্ধ হ'য়ে যেন, জানা আপন পথ ছেড় না॥
কোন্টা ভাল কোন্টা মন্দ, বোকা ললিত তাও জানে না
মা এসে সব দেখিয়ে দেবে, স্থির হ'য়ে মন তাঁয় ডাক না॥ ৭২৯॥

প্রসাদি সুর।

তাড়িয়ে দিলে কোথায় যাব।
তোর পায়ে মা প'ড়ে রব ॥
ঘরে যায়গা না দিলে মা, বাহিরে ব'সে নাম যে গাব।
ক্ষুধা পেলে মনের সাধে, নাম সুধারস পান করিব ॥
এখন আমায় ভয় দেখালে, সহজে কি তোয় ছাড়িব।
দুর্গা নাম যে সহায় আমার, তাতেই সদা অভয় পাব ॥
ভয়ের আমি কি ধার ধারি, কাকে দেখে ভয় মা খাব।
চাকলাসড়ে আছিস্ যখন, যা হবে তা তোয় জানাব ॥
ঠকাতে তুই আসিস্ যদি, তোকেই আমি ঠকিয়ে দিব।
তোরই দুর্গা নামের গুণে, আশা পূর্ণ ক'রে লব ॥
কেমন বাপ মার বেটা ললিত, সেদিন মা গো তাই দেখাব।
শেষ কালেতে দুর্গা ব'লে, পায়ের কাছে প'ড়ে রব ॥ ৭৩০ ॥

প্রসাদি সুর।

আপন কাজে হুস্ নে চাষা।
সকল কথাই ভুল্‌লি কি মন, পেয়ে ছটা কর্ম্মনাশা ॥
এখন হেঁসে বেড়াস্ বটে, বুঝ্‌বি এলে শেষের দশা।
কাল এসে তোয় ধর্‌বে যখন, ভাঙ্গবে তোর এই সাধের বাসা ॥
সাধ ক'রে কি পাকা ঘুঁটী, কাঁচিয়ে দিবি ফেলে পাশা।
বিষম শত্রু তোর যারা মন, আছে সবাই ঘরে পোষা ॥
আপনা হ'তে মজিস্ কেন, ভাল কাজে হ'য়ে কসা।
শেষের দিনে তোর কাছে মন, মিলিয়ে নেবে রতি মাসা ॥
আসল খপর ছেড়ে এখন, দেখিস্ কেবল ভাসাভাসা।
কি ক'রে তোর শেষের দিনে, পূর্ণ হ'বে বিষম আশা ॥
মনের দোষেই ললিত এখন, বোকা সাজ্‌লি অতি খাসা।
যার ঘরে তুই আছিস প'ড়ে, তাঁকেই পদ্মাসনে বসা ॥ ৭৩১ ॥

প্রসাদি সুর।

ডুব্‌লি আপন কর্ম্মফলে।
মজ্‌লি মিছে গণ্ডগোলে॥
আগম নিগম সকল যে এক, বুঝিস্ কি তুই কোন কালে।
দেখ্‌না চেয়ে বাপ মা হ'তে, দুই হ'য়েছে কথার ছলে॥
ক্ষেপা ক্ষেপী কইছে কথা, সে কথা সব বুঝ্‌তে হ'লে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে সদা, সোজা পথে যা না চ'লে॥
এখন কি তার বুঝ্‌বি রে মন, দেখ্‌তে পাবি সময় এলে।
আপন দোষে ভুল্‌লি সকল, আজও ভাসিস্ অগাধজলে॥
মায়াতে তোর সকল গেছে, ঘুরিস্ কেবল গোলেমালে।
পরের দায়ে সব হারালি, কর্ম্মই তোকে ঠকিয়ে দিলে॥
অনন্ত তোর মায়ের খেলা, কিছু কি তার বুঝ্‌তে মেলে।
দেখ্‌না ললিত যে ছলেতে, ভোলানাথও আছেন ভুলে॥ ৭৩২॥

প্রসাদি সুর।

আমার দুঃখ বল্‌ব কাকে।
আজও লক্ষ্য ঠিক হ'ল না, আমার পোড়া মনের পাকে॥
অসার লক্ষ্য ছেড়ে মা গো, ইচ্ছা রাখি চোকে চোকে।
পাঁচ রকমে অন্ধ হ'য়ে, মর্‌ব কেবল ব'কে ব'কে॥
কখন কি ভাল মন্দ, আপনি বিচার ক'রে দেখে।
শত চেষ্টা কর্‌লে পরেও, বেড়ায় যে মন আপন ঝোঁকে॥
কর্ম্মনাশা সঙ্গে যুটে, পূর্ব্ব ধন মা দিলে ফুঁকে।
যে ভাবে মা থাকৃতে বলি, সে সবে কৈ লক্ষ্য রাখে॥
আপনি যাকে বোঝে ভাল, তাকেই নিয়ে মেতে থাকে।
বিপদ সময় এলে পরে, ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় ফাঁকে॥
মনের জ্বালায় সদাই মা গো, জ্বল্‌ছে ললিত দেখ্ মা তাকে।
আপ্‌নি দেখা না দিলে মা, সাধ্য কি তার দেখ্‌বে তোকে॥ ৭৩৩

প্রসাদি সুর।

পোড়া মন্ কি দেখ্‌তে দিবি।
আপনার মাথা আপনি খেলি, সেইটি কি আর বুঝ্‌তে চাবি॥
পাঁচ রকমে ঘুরে মরিস্, ধাক্কা খেলেই সোজা হবি।
একটু সময় পেলেই আবার, সে গুলি সব ভুলে যাবি॥
তোর দোষেতে ম'লাম আমি, তুই আবার সুখ কিসে পাবি।
সময় থাক্‌তে বুঝিস্ যদি, তবেই আমায় শেষ্ বাঁচাবি॥
ভবচক্রে প'ড়ে এখন, কাকে সোজা পথ সুধাবি।
নিজের দোষেই পাওয়া ধনটি, হেলাতে মন তুই হারাবি॥
সংসার পেয়ে ভুল্‌লি সকল, আপনার ব'লে করিস্ দাবী।
বিষম শত্রু তুই যে হলি, জানি না শেষ কি ভোগাবি॥
ধাক্কা খেকো দশা যে তোর, তুই কেন স্থির হ'তে যাবি।
অমন ধারা ক'রে দেখি, ললিতকে যে শেষ্ ডোবাবি॥ ৭৩৪॥

প্রসাদি সুর।

ডুব্‌লাম আমি মনের দোষে।
সব গেল মা অবশেষে॥
কিছুতে যে স্থির হ'ল না, সকলেতেই গিয়ে মেশে।
বিষম বিপদ আমার হ'ল, সকল দিক মা বুঝি নাশে॥
সময় ক'রে যখন বসি, কর্ম্মসকল কর্‌বার আশে।
মিছে ভাবনা কত রকম, পোড়া মন যে নিয়ে আসে॥
এত কষ্ট সই মা তবু, গোল ক্রমে যে বাড়্‌ছে এসে।
আজও চ'ক্ যে ফুট্‌ল না মা, শেষ কালে কি যাব ভেসে॥
দিন ফুরালে কবে মা গো, যেতে হবে তোর আদেশে।
ঠিক্ কে তার মা কর্‌বে বল, সবাই অন্ধ আশে পাশে॥
তোর ঐ দুর্গানাম নিয়ে মা, ললিত কেবল আছে ব'সে।
মাথা মুণ্ড আর কি সাহস, করতে সে মা পার্‌বে শেষে॥ ৭৩৫

প্রসাদি সুর।

জানাপথেও লাগ্‌ছে দিশে।
ক্রমে ক্রমে এই ক'রে মা, সব হারাব অবশেষে॥
অন্ধের মত হাৎড়ে মরি, কষ্ট বাড়্‌ছে আপন দোষে।
সবাই শত্রু হ'য়ে এখন, ধর্‌তে আমায় চায় মা ক'সে॥
ছাড়িয়ে যাবার সাধ্য নাই মা, কেবল আমি ভুগ্‌ছি ব'সে।
ফাঁক পেয়ে এই মন যে আমার, ঘুরিয়ে মারে দেশে দেশে॥
আমার দুঃখ দেখে এখন, মনের সাধে সবাই হাঁসে।
এমন সময় রক্ষা কর্‌তে, কেউ কি মা গো আপনি আসে॥
সম্পদ নিয়ে মন ভুলেছে, তাতেই থাক্‌তে চায় সে মিশে।
তারই দোষে তুই মা আমায়, ঠকিয়ে এখন দিলি এসে॥
না হ'য়ে কি আপন ছেলে, বাঁধে এমন মায়াফাঁশে।
সদয় হ'য়ে একবার মা গো, ললিতকে তুই দেখিস্‌ শেষে॥ ৭৩৬॥

সুর।

আর কেন মন গেল বেলা।
সময় থাক্‌তে আজও তুমি, খুঁজ্‌লে না সেই পারের ভেলা॥
নিজের কর্ম্মফলেতে শেষ, খাবে যখন যমের ঠেলা।
তখন তোমায় রাখ্‌বে কে মন, ভাঙ্গবে এ সব ভবের খেলা॥
মিছে মায়ায় ভুলেছ সব, এই ত দেখি বিষম জ্বালা।
বাঁকা পথে চ'লে কেবল, কাজের কথায় হ'চ্ছ কালা॥

সংসার নিয়ে মেতে আছ, তাতে সদাই বাড়্‌ছে মলা।
মোট ব'য়ে দিন গেল তোমার, তবু ঠ'কৃছ দেখে ছলা ॥
পাপসাগরে ডুবে তুমি, ভুল্‌ছ সকল কাজের বেলা।
বেনো জলে ভাস্‌ল সকল, সময় থাকৃতে বাঁধ নালা ॥
যে ঘরেতে আছ তুমি, সেটাও আবার ভাঙ্গা চালা।
আজও তোমার সময় আছে, দাওনা দুর্গা নামের পেলা ॥
দেখ্‌লে অনেক দেখ্‌ছ অনেক, বুঝিয়ে দিচ্ছে তোমায় বলা।
তোমার দোষে ললিত দোষী, নইলে কি আর থাক্‌ত জ্বালা ॥ ৭৩৭

প্রসাদি সুর।

জাল ফেলে মা বেশ রয়েছে।
এক জালেতেই সব প'ড়েছে ॥
মায়াজাল যে একেই বলে, যাতে জগৎ সব ঘেরেছে।
মা যে আমার প্রধান মায়া, সেইটি জান্‌তে কৈ দিতেছে ॥
অগাধজলের মীন হ'লে পর, তার কি রেহায় ছাড়ান আছে।
একটানা সেই স্রোতে প'ড়ে, জালের ভিতর শেষ্‌ ঢুকেছে ॥
চুনো পুঁটি এড়ায় না কেউ, সকলগলেই ফাঁশ লেগেছে।
নড়বার সাধ্য নাই যে কারও, এম্‌নি তাদের মা বেঁধেছে ॥
কর্ম্মকাটী আছে বাঁধা, অগমজলে জাল ডুবেছে।
শির জালেতে ফাঁকী দিলে, পাশ ঘাইয়েতে তায় ধ'রেছে ॥
জালের ভিতর থেকে ললিত, মা মা ব'লে ডাক্‌ দিতেছে।
এক টানাতে সব নিয়ে মা, ফেল্‌না আপন পায়ের কাছে ॥ ৭৩৮

প্রসাদি সুর।

ধন দেখে মন আর ভুল না।
অসার যে এই ধনসম্পদ, শেষের দিনে কেউ রবে না॥
আপনার ব'লে কিছুই এখন, ভবের মাঝে আর পাবে না।
আমার আমার কর্‌ছ যা সব, সঙ্গে কিছু শেষ্ যাবে না॥
মন ভোলাতে রংচঙ্গে সব, ঘরে আছে তাই দেখ না।
বিষম আঁধার ঘের্‌বে যে দিন, সাম্‌নে সে দিন কেউ থাকে না॥
আপনার এখন দেখ্‌ছ যাদের, তারাও সহায় শেষ হবে না।
আপন অঙ্গে যা সব পর, সঙ্গে শেষে তাও দেবে না॥
হেথা এসে কার ধনেতে, ক'রছ এত বাবুয়ানা।
শেষে এ সব থাক্‌বে কোথা, তার খপর ত কেউ রাখ না॥
এখন এ দিন কাট্‌লে সুখে, পরের ভাবনা আর ভাব না।
সে সব গণ্ডগোলের ভিতর, ঢুক্‌তে এখন মন চাবে না॥
মা যেমন সব চল্‌তে শেখায়, তাই শিখে মন পাই যাতনা।
তাইতে কেঁদে বল্‌ছে ললিত, কম্‌লী যে মা আর ছাড়ে না॥ ৭৩৯॥

প্রসাদি সুর।

দুর্গানামের বাঁধ্‌না ভেলা।
মিছে কাজে ঘুরে শেষে, সকল কথায় করিস্ হেলা॥
চারিধারে চেয়ে এখন, ভোগাভোগ ত দেখ্‌লি মেলা।
কর্ম্মদোষে ভুগিস্ সদা, মায়ার বদ্ধ আছে গলা॥
অসার সকল নিয়ে কেন, আসল কাজে হ'স্ রে ভোলা।
এই দোষেতে অনেক রকম, ভুগ্‌তে হবে সন্ধ্যাবেলা॥

ক্রমে দিন যে যাচ্ছে ঘেঁটে, ভয় খেলি না সাজতে কালা।
জানা পথেও সব হারাবি, এইটি বুঝে ছাড়্‌না খেলা॥
কদিন তুই আর আমোদ ক'রে, গায়ে পর্‌বি শাল দোশালা।
চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, খাবি কদিন ক'রে ছলা॥
যা সব দেখিস্ সকল ফাঁকী, বুঝ্‌লে কি আর থাকে জ্বালা।
যমে যে দিন ধর্‌বে তোকে, সেই দিন কান্নার হবে পালা॥
এই বেলা দিন থাক্‌তে ললিত, জোর ক'রে নাম গানা ভোলা।
ভবসাগরপারের দিনে, কঠিন নইলে হবে চলা॥ ৭৪০॥

প্রসাদি সুর।

সাগরমাঝে রত্ন আছে।
সহজেতে দেখে এখন, কেউ কি যেতে পারে কাছে॥
গুপ্ত আছে ক্ষীরোদসাগর, তাতে মণিদ্বীপ রয়েছে।
সেই খানেতে খুঁজ্‌লে শেষে, মনের মত ধন পেতেছে॥
অন্ধকারে স্নিগ্ধ আলো, সেই আলোটি যে দেখেছে।
হেলাতে তার সকল আশা, ভবের মাঝে পুরে গেছে॥
মন রয়েছে পাঁচকে নিয়ে, সে সব খুঁজ্‌তে কৈ যেতেছে।
তাইতে অন্ধকারে প'ড়ে, অন্ধ হ'য়ে বেশ মজেছে॥
সাগর ছেঁচে মাণিক মেলে, ডাকের কথা এই শুনেছে।
কোথা যে সেই মাণিক আছে, ভ্রমে প'ড়ে কে বুঝেছে॥
সোণার পদ্ম যে দেখেছে, সে যে হাতে সব পেয়েছে।
অন্ধ কি আর থাকে সে মন, এক নিয়ে তার মন মেতেছে॥
যে সাগরের কাছে গেলে, বোবার মুখে বোল্ ফুটেছে।
ললিত কি তার বুঝ্‌বি পাগল, ক্ষেপা ক্ষেপীর খেল হতেছে॥ ৭৪১॥

প্রসাদি সুর।

অবোধের মা বোধ হবে না।
সোজা হ'য়ে আর চলে না॥
তুমি বাঁকা জগৎ বাঁকা, বাঁকা ছাড়া কেউ দেখে না।
বাবাও তাইতে বেঁকে উঠে, শেষের দিনে দেয় যাতনা॥
চিরদিনই বেঁকে আছি, আপ্‌নি এসে বাঁক্ ভাঙ্গ না।
স্বভাবদোষে এই হ'ল মা, তুমি শেষের দায় নেবে না॥
ভোলা ক্ষেপী দুয়ের ছেলে, নূতন কিছু তার পাবে না।
সকল কথাই ভুল্‌বে আগে, তাতে কিছু গোল হবে না॥
সে দোষে কি দোষী ক'রে, কর্‌তে হয় মা এই তাড়না।
তোমাদেরই স্বভাবগুণে, সবাই দোষী হই দেখ না॥
ললিত দোষী হ'লে শেষে, কর্‌বে কি মা তার গণনা।
অবোধকে সব প্রবোধ দিতে, উপায় কি মা তার জান না॥ ৭৪২॥

প্রসাদি সুর।

সবাই ভুগি আপন দোষে।
আপ্‌নি কেন ক্ষেপে উঠে, এত ক'রে ক্ষেপাও এসে॥
সকল কথাই বুঝ্‌তে হয় মা, ভাল মন্দ হচ্ছে কিসে।
আপনার বেলা দোষ বুঝি নয়, পরকে দোষী কর ব'সে॥
দেখাবার সব সাধ্য হ'লে, দেখিয়ে তোমায় দিতাম হেঁসে।
মা বেটা কে প্রধান দোষী, সেইটি সবাই দেখ্‌ত শেষে॥
আগে ঠকিয়ে দিচ্ছ তুমি, পরে দেখ্‌তে চাও মা ক'সে।
একবার যাকে আগুন ছোঁবে, তাকে খাঁটি কর্‌বে শেষে॥
ছটা রিপু প্রধান হ'য়ে, আমার সকল কর্ম্মনাশে।
ধরা ছোঁয়া দেয় না তারা, মনের সঙ্গে আছে মিশে॥
তোমার এই যে ক্ষেপা ললিত, কাঁদ্‌ছে আগুন পাবার আশে।
অভয় একবার দাও মা তাকে, নইলে কি শেষ্ যাবে ভেসে॥ ৭৪৩॥

প্রসাদি সুর।

মাণিক জ্বল্‌লে আঁধার যাবে।
তেমন মাণিক কোথায় পাব, কে আমাকে এখন দেবে॥
জগতে যে সবাই বলে, সাগরমাঝে মাণিক পাবে।
সে সাগর যে কোন্‌খানে মা, কি ক'রে তায় পাব ভেবে॥
অনন্ত এই জগতেতে, খুঁজে সবাই কাতর হবে।
এ দুরাশা আমার এখন, পূর্ণ আবার হবে কবে॥
সোণার মৃণাল সোণার পদ্ম, যে স্থানেতে দেখা যাবে।
সোণার মরাল ভাস্‌ছে জলে, সেই খানে মন মাণিক পাবে॥
এই রকমের কথা অনেক, বাবা আমার বল্‌ছে সবে।
ছল ক'রে কি সত্য আছে, না বুঝে মন মরি ভেবে॥
সকলকে স্থির কর আগে, দেখ্‌তে যদি এখন চাবে।
দুর্গা ব'লে ললিত তখন, এক স্থানে সব দেখে নেবে॥ ৭৪৪

প্রসাদি সুর।

মন অভাগার এই কি গতি।
অসৎ নিয়ে মাৎল এখন, সতে মা গো নাই যে মতি॥
দিনে দিনে ভ্রম বেড়েছে, কুকাজেতে হচ্ছে প্রীতি।
কি ক'রে দিন কাট্‌ছে হেথা, ভাব্‌লে কষ্ট পাই মা অতি॥
ভাবনা চিন্তা ছেড়ে এখন, হয় না সে মন ব্যথার ব্যথী।
আমোদ ক'রে এক ভাবেতে, কাটাচ্ছে কাল নিতি নিতি॥
রিপু কটা প্রবল হ'য়ে, হ'য়েছে তার এখন সাথী।
তাদের নিয়ে মন মেতেছে, কেবল আমার করছে ক্ষতি॥
যার দোষেতে সংসারে সব, ভুগ্‌ছি আমি এ দুর্গতি।
তাকে বাধ্য কর্‌তে গিয়ে, নিজেও সঙ্গী হ'য়ে মাতি॥
এই রকমে সব গেল মা, ফল ফলেছে হাতাহাতি।
মনকে টেনে কর্ মা সোজা, তোর ললিতের এই মিনতি॥ ৭৪৫

প্রসাদি সুর।

কেউ দেখে না কোন কালে।
যে জলের ভিতর আগুন জ্বলে॥
অপরূপ সব অনেক রকম. এই জগতে দেখ্‌তে মেলে।
এক আলোতে অন্তর আঁধার, একবারে সব তাড়িয়ে দিলে॥
সহজে কে তেমন আলো, দেখ্‌বে এখন কর্ম্মফলে।
অন্ধ যে মন সবাই হেথা, চক্ষু বুজে যাচ্ছে চ'লে॥
এ আগুনের তাপ কিছু নাই, সব যে শীতল ক'রে দিলে।
এমন সাধ্য কার আছে মন. আলোর গুণ সব এখন বলে॥
দ্বেষ আমোদে কাটাস্ যদি, পড়্‌বি যে তুই অনেক গোলে।
যে কাণাকে সেই কাণা তুই, একবারে সব দেখ্‌বি ম'লে॥
মনকে সোজা ক'রে ললিত, এক পথেতে চ না মিলে।
নইলে যে তুই সব হারাবি. কাঁদবি ব'সে দিন ফুরালে॥ ৭৪৬॥

প্রসাদি সুর।

সাধ ক'রে কি ভোলা ভোলে।
মন মাতে যার সেই বোঝে সব, নইলে কি আর বুঝ্‌তে মেলে॥
তারণ্‌কারণমাকে জেনে, প'ড়ে আছে চরণতলে।
আদ্যাশক্তির শক্তি পেয়ে, শব সেজেছে দেখ্‌না ছলে॥
এমন সাধ্য নাই সে ভোলার, ধর্‌বে যে ঐ চরণ বলে।
অসাধ্য যে সাধ্য হবে, চরণ ধ'রে থাকৃতে পেলে॥
এ জগতে কেউ কারও নয়, সবাই সেই এক মায়ের ছেলে।
তাই দেখাতে ভোলা বুঝি, মায়ের চরণ বুকে নিলে॥
দিগম্বরী হ'য়ে মা ঐ, মুণ্ডমালা পরেন গলে।
মোহ্‌অসুর ধ্বংস ক'রে, বরাভয় দেন সর্ব্বকালে॥
ঐ যে আদ্যা প্রধান মায়া, তাঁর হাতেতে সবাই চলে।
ভ্রমে প'ড়ে ললিত কেবল, ঢোকে মিছে গণ্ডগোলে॥ ৭৪৭॥

প্রসাদি সুর।

নেশায় আমার মন মেতেছে।
ক্ষুধার জ্বালায় নামের সুধা, প্রাণ ভ'রে এই মন খেয়েছে॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, নাম পেয়ে সে সব ছেড়েছে।
ছোট কথা শুন্‌বে কি মন, তাতে কৈ আর কাণ দিতেছে॥
সাধ ক'রে মন হাঁস্‌ছে কভু, শেষের ভাবনা সব ভুলেছে।
এম্‌নি মেতে উঠ্‌ল এখন, আর সোজা সে কৈ হ'তেছে॥
নাম নিয়ে সে ব্যস্ত সদাই, তাতেই তার যে দিন যেতেছে।
যা সব এখন কর্ম্ম আছে, সেগুলি সব কৈ দেখেছে॥
সুধা কেবল পেয়ে এখন, মত্ত হ'য়ে বেশ বেড়েছে।
নেশা ছুট্‌লে দিশে লাগে, এখন বুঝ্‌তে কৈ পেরেছে॥
শেষেও এম্‌নি থাকে যদি, তা হ'লে ভয় কে খেতেছে।
আজও ললিত আপন মনকে, ভাল ক'রে কৈ বুঝেছে॥ ৭৪৮॥

প্রসাদি সুর।

হৃদয়মাঝে মা বিহরে।
বর্ণরূপা মাতৃকা সব, দেখ্‌লে কে আর বুঝ্‌তে পারে
পৃথ্বী হ'তে উদ্ধার হ'য়ে, যুক্ত হলেন তার ভিতরে।
অর্দ্ধশত পূর্ণ সদা, গুপ্ত ভাবে আছেন ঘেরে॥
ভ্রমে অন্ধ বুঝ্‌বে তত্ত্ব, এমন সাধ্য কার আছে রে।
বর্ণময়ী সর্ব্বজয়ী, লীলা করেন আপন ঘরে॥

মুগ্ধ হ'লে মত্ত হবে, নিত্যকে কি কেউ বোঝে রে।
কবচধারণ ক'রে মরণ, সাধ্য কি তায় যমে ধরে॥
বর্ণ শক্তি বর্ণ মুক্তি, বর্ণ কবচ যার আছে রে।
কর্‌লে স্মরণ পাবে চরণ, হেঁসে সকল যাবে ত'রে॥
জপের মালা থাক্ না তোলা, অন্ত ছেড়ে ভাবনা তারে।
বর্ণে বর্ণ মিলন হ'লে, সব হবে যে একাধারে॥
ললিত ভেবে ধর্‌বি কবে, আর কি এমন দিন পাবি রে।
সব একেতে দেখ্‌বি যাতে, তাতেই নিত্য ধন আছে রে॥ ৭৪৯॥

প্রসাদি সুর।

দুঃখ বাড়্‌ছে কপাল হ'তে।
যাতনাতে প্রাণ জ্বলে যায়, সয়না যে মা কোন মতে॥
যে কাজ আমি কর্‌ব ভাবি, তাতেই কষ্ট হচ্ছে পেতে।
এই কি মায়ের নিয়ম হ'ল, কষ্ট পাব খেতে শুতে॥
স্থির হ'য়ে কৈ থাক্‌তে পারি, ঘোরাস্ কেবল দুঃখ দিতে।
সকল ভোগের শেষ হবে মা, পারিস যদি এ প্রাণ নিতে॥
তোর পক্ষে মা সহজ সেটা, সবাই আছে তোর ঐ হাতে।
আপ্‌না হ'তে হবে না মা, বেঁধেছিস্ তুই যে মায়াতে॥
কষ্ট পেয়ে যদি মা গো, জ্বলে মর্‌ব আমি এতে।
তাহ'লে মা সময় ক'রে, কিসে লক্ষ্য রাখ্‌ব তোতে॥
ললিত ভুগ্‌লে তোর ক্ষতি কি, সেটাও বুঝি আপনা হ'তে।
পোড়া মন যে বোঝে না মা, তাইতে কাঁদি দিনে রাতে॥ ৭৫০

প্রসাদি সুর।

জ্বলে গেলাম আর বাঁচি না।
সব দিকেতে ধাক্কা খেলে, প্রাণে আমার আর সবে না॥
যে দিকে মা চেয়ে দেখি, আপনার ব'লে কেউ হ'ল না।
স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত সবাই, আমার দিকে কেউ দেখে না॥
দেখি যে মা সংসারেতে, ভাল আমায় কেউ বাসে না।
আমি জ্বল্‌লে তাদের কি মা, তারা আপন সুখ ছাড়ে না॥
এত কষ্ট পাই মা বটে, তবু মনে কৈ ভাবি না।
দুঃখের মধ্যে এই হ'ল মা, ভাল মুখে কেউ ডাকে না॥
চিরদিনই কাঁদব কি মা, কষ্টের শেষ কি আর হবে না।
ভুগে ভুগে সব যে গেল, ভাব্‌তে আমি আর পারি না॥
কেন এমন হয় মা এখন, আপনা হ'তে কেউ বোঝে না।
ললিত কেবল বুঝেছে মা, ভালবাসার এই তাড়না॥ ৭৫১॥

প্রসাদি সুর।

শক্ত মেয়ে তুই মা হলি।
আপ্‌নার কাজ সব আপনি ভুলিস্‌, সাধ ক'রে কি তোকে বলি॥
যেমন বল্‌বি তেম্‌নি ক'রে, সংসারে মা আমি চলি।
তবু কর্ম্মদোষ খুঁজে তুই, আমাকে মা এখন মেলি॥
আপন বাপের দোষে কি মা, এত কঠিন হ'তে গেলি।
তুই যদি সব ভোলাস্‌ আমায়, তাতে কি আর এখন ভুলি॥
এত সয়ে থাকি তবু, ফাঁকী আমায় দিতে এলি।
এই বারে তোর নাম গেয়ে মা, ধর্‌ব হেঁসে কাঁথা ঝুলি॥
মনে মনে মা গো আমি, লব তোর ঐ চরণধূলি।
তোকে ডাকৃতে আর যাবনা, ছাড়্‌ব মায়া দুর্গা বলি॥
জগতকে সব দেখাব মা, ললিতের কি ক'রে দিলি।
ভাল চাস্‌ ত এই বেলা মা, নে না আপন কোলে তুলি॥ ৭৫২॥

প্রসাদি সুর।

তোকে ডাকতে আর যাব না।
আপনি এখন দেখে মা গো, আপন ছেলে কোলে নে না॥
মা মা ব'লে ডাক্‌লে দেখি, শুনতে মা গো তুই পাবি না।
জোর ক'রে যে ধর্‌ব তোকে, তেমন আমার নাই সাধনা॥
কেন এমন করিস্ ব'সে, বুঝ্‌তে কিছু তোর পারি না।
সাধ্য থাক্‌লে আর কি আমি, প'ড়ে প'ড়ে পাই যাতনা॥
মায়ে আপন ছেলে জানে, গোল যে দেখি কেউ করে না।
তোর দেখি সব নূতন নিয়ম, কিছুই আমি এর বুঝি না॥
জেনে শুনে আপন ছেলের, মা কি করে এই তাড়না।
তুই ফেলে আর রাখ্‌বে কে মা, আমায় সাহস কেউ দেবে না॥
প'ড়ে প'ড়ে কাঁদ্‌বে ললিত, কাছে যেতে আর চাবে না।
দুর্গা ব'লে কাল কাটাবে, পরের ভাবনা আর ভাবে না॥ ৭৫৩॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা কে বোঝে রে।
সর্ব্বলক্ষহেতু কেবল, আজ্ঞাতে মা বিহার করে॥
ভ্রূমধ্যে ঐ দ্বিদলপদ্ম, কল্পবৃক্ষ তার মাঝে রে।
হং ক্ষং বর্ণ শোভে যাতে, সেই স্থানেতে ভাব্‌না তাঁরে।
যুগলমিলন সর্ব্ব-কারণ, যুগল রূপ তাই আছে ধ'রে।
একাধারে সকল আছে, দেখে আপনি তৃপ্ত হ রে॥

জ্যোতির্ম্ময় সব হয়েছে মন, স্বতই সকল প্রকাশ করে ।
রত্ন বেদি রত্ন আসন, রত্নময় যে সব পাবি রে ॥
যন্ত্রের মাঝে হবে মিলন, কৃপা কর্‌বেন এখন যারে ।
নইলে যে তোর সকল আঁধার, মর্‌বি ঘুরে অন্ধকারে ॥
সর্ব্ববীজের উদয় আছে, সকল তত্ত্বই থাক্‌বে ঘেরে ।
হংস হংসী মিলন ক'রে, একবার এখন দেখ্‌বি চ রে ॥
এমন ভাগ্য কৈ ললিতের, দেখ্‌বে সে সব কর্ম্মজোরে ।
সংসারমায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, বাঁধা আছে মায়াডোরে ॥ ৭৫৪ ॥

আপনি শেষে হবে মিলন ।
কণ্ঠেতে যোগ ক'রে যাঁদের, দেখ্‌তে যোগী করে মনন ॥
ছটি পদ্মে ছটি শক্তি, হ'য়ে আছেন সর্ব্বকারণ ।
অভেদ ভাবে মিলন হ'লে, ঘুচ্‌বে ভবের জনন মরণ ॥
আধারেতে আদ্যাশক্তি, স্বয়ম্ভু বেড়ে করেন শয়ন ।
জাগিয়ে এখন তুলে তাঁকে, হৃদয়পদ্মে দেনা আসন ॥
কাকিনীরূপা মহাশক্তি, আদ্যার যাতে হবে মিলন ।
বাণ লিঙ্গ যে তার মাঝেতে, তাঁদের লয়ে কর্ না সাধন ॥
কং আদি ঠং বর্ণ, দ্বাদশ দলে হবে যোজন ।
কণ্ঠপদ্মের মধ্য হ'য়ে, আজ্ঞাতে শেষ করেন গমন ॥
স্থির হ'য়ে তুই দেখ্‌না ললিত, সকল আশার হবে পূরণ ॥
হংস হংসী মিলন ক'রে, ধর্‌বি তাঁদের যুগলচরণ ॥ ৭৫৫ ॥

প্রসাদি সুর।

এক মজাতে সবাই ভোলে।
একটু সুখ মা কেউ পেলে শেষ, আপনার সেজে আস্ছে কোলে॥
তাতেই এখন ভুল্ছি সবাই, ঘুরে বেড়াই গোলেমালে।
আপন পর কি বুঝব আবার, গোল বেধে যায় মায়ের ছলে॥
কাজ নিতে মা সবাই এখন, আপ্না হ'তে বাড়িয়ে তোলে।
মনের মতন সব হ'লে মা, তারাই আবার যাবে ফেলে॥
তবু বুঝ্তে কৈ পারি সব, জড়িয়ে আপ্নি পড়্ছি গোলে।
মায়াই তখন প্রধান হ'য়ে, আবার ফাঁশী দিচ্ছে গলে॥
নইলে কি আর থাক্‌ত আপদ, সবাই ছেড়ে যেত চ'লে।
এমন ধারা প'ড়ে প'ড়ে, চিরদিন কি কেউ মা জ্বলে॥
ললিত এত ভুগ্ছে ব'সে, নিজের সকল কর্ম্মফলে।
তুই মা ভাল হ'য়ে এখন, তাকে কি আর করবি কোলে॥ ৭৫৬॥

প্রসাদি সুর।

আর কেন মন ভুলিস্ ব'সে।
বন্ধু জায়া ভবের ছায়া, ছাড়বে মায়া দশার শেষে॥
দিন ফুরালে যাবি চ'লে, ধরবে তোকে কালে এসে।
ভুগ্‌বি তখন কর্ম্ম যেমন, মনের মতন পাবি কিসে॥
নাই কোন বল ভুল্লি সকল, ডুবলি কেবল আপন দোষে।
ভাবে ভোলা কথায় কালা, এইত জ্বালা দেখ্ছি হেঁসে॥
সং সেজে ছাই বেড়াস্ সবাই, আর কিছু নাই দেখ্না এসে
সুখের আশা সব দুরাশা, ভাঙ্গ্‌লে বাসা যাবি ভেসে॥
মানে মানে ভাবনা মনে, এক বিহনে সবাই নাশে।
সেই যে একে কে আর দেখে, মনের সুখে সদাই হাসে॥
করেছে গোল ললিত পাগল, চরণ যুগল পাবার আশে।
দুর্গা ব'লে মায়াজালে, ছেঁড়্না বলে অবশেষে॥ ৭৫৭॥

প্রসাদি সুর।

কালপবনে ভাঙ্গ্‌বে বাসা।
কৰ্ম্মে কেন হলি চাষা॥
ভাবে মত্ত হ'য়ে কেবল, আসল কাজে হ'ল কসা।
তেল ফুরালে নিব্‌বে আলো, তখন তোর কি হবে দশা॥
কি ক'রে তুই শেষের হিসাব, মিলিয়ে দিবি রতি মাসা।
মজা লুটে ঘুরিস্ এখন, সঙ্গে ছটা কম্মনাশা॥
আপনি কি আর বুঝ্‌বি পাগল, দেখ্‌বি যখন ছুট্‌বে নেশা।
এক আগুনে মর্‌বি পুড়ে, কাট্‌বে না তোর শেষ্ পিপাসা॥
আমোদ ক'রে বেড়াস ভাল, দেখে কেবল ভাসা ভাসা।
এম্‌নি সুখে কাটাবি দিন, মনে বুঝি আছে আশা॥
ললিত এখন ব'লে দিলেও, বুঝ্‌বি কি তোর আপন দশা।
এমন ক'রে দিন কাটালে, ঘুঁচ্‌বে না তোর যাওয়া আসা॥ ৭৫৮॥

এ ছলের কি বুঝ্‌তে পারি।
ত্রিভঙ্গিমতনু হাতে লয়ে বেণু, সাজ্‌লি কেন ব্রজেশ্বরী॥
শ্যামরূপ আধা তুই যে গো রাধা, নূতন কি আর আছিস্ ধরি।
পীতধড়াপরি শিখিচূড়া ধারী, বামে কেন হেলিস্ প্যারি॥
হৃদয়েতে শ্যাম আছে গুণধাম, তাইতে হলি কি বনবিহারী।
প্রফুল্ল কমলে লীলা করি ছলে, শ্যামে মধুবনে রাখ্‌লি ধরি॥

মনের সুখেতে দেখাতে জগতে, মৃদু হেঁসে হলি ও রূপধারী।
সোণার বরণ সলাজ বদন, দিতেছে সকল প্রকাশ করি॥
চরণযুগল নয়নকমল, কিসে এ লুকাবি রাইকিশোরি।
আধ আধ হ'য়ে দাঁড়ায়ে হৃদয়ে, সদা হ'য়ে র না হৃদয়চারী॥
যুগলমিলন দেখিবে নয়ন, যাতে সদা মন নিতেছে হরি।
আধ শ্যাম কানু আধ হেম তনু, প্রাণ ভ'রে তায় বারেক হেরি॥
ললিতের ভাব সকলি অভাব, মহাশক্তিরূপা রাজকুমারী।
অসম্ভব সব সকলি সম্ভব, একে ত্রিভুবন আছেন ঘেরি॥ ৭৫৯॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের খেলা বুঝ্‌তে নারি।
হরহৃদে শ্যামা নাচে, শ্যামের বামে রাইকিশোরী॥
শ্যামা ভয়ঙ্করী অসুর সংহারি, ব্রজে হলি বংশীধারী।
কভু পীতধটী বদ্ধআছে কটি কভু হলি দিগম্বরী॥
কভু তালে তালে মুণ্ডমালা দোলে, কভু আবার মা গো রাসবিহারী।
রূপের ভেদে গোল যে বাধে, কাতর করে রাজকুমারি॥
যুগলমিলন দেখ্‌তে মনন, ধরব চরণ মনে করি।
অসম্ভব সব হবে কি সম্ভব, মন ভুলালে আমি হারি॥
উন্মত্তার মত হ'য়ে অবিরত, নাচিস্ রণে মহেশ্বরি।
কভু হ'য়ে বাঁকা শিরে শিখিপাখা, ভুলাস্ সবে নয়ন ঠারি॥
মৃদুমৃদু হাঁসি অকলঙ্কশশী, চরণ দুটি ভবের তরি।
কিবা অপরূপ হ'য়েছে ওরূপ, বুঝ্‌তে কি মা আমি পারি॥
ললিত কাতরে প্রমাদগণে রে, হ'য়ে থাক এসে হৃদয়চারী।
পদ সরোরুহ শ্যামশ্যামাদেহ, অভেদ ক'রে থাক্‌বে ধরি॥ ৭৬০॥

প্রসাদি সুর।

ভেদাভেদেই গোল লেগেছে।
মা যে আমার পরমা শক্তি, তাঁকে বুঝ্‌তে কে পেরেছে॥
সর্ব্ব আদ্যা মাকে আমার, সর্ব্বরূপা কে দেখেছে।
ভাবের অভাব হ'য়ে এখন, সকল দিকে গোল বেধেছে॥
কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি, একে যে মন দুই মিলেছে।
বিয়োগেতে ভ্রমের উদয়, তাতেই অন্ধ সব হ'তেছে॥
একাধারে সকলকে আজ, দেখ্‌তে এখন যে পেয়েছে।
তার হৃদয়ে সত্যাসত্য, উদয় হ'য়ে বেশ ব'সেছে॥
অভাবেতেই স্বভাব নষ্ট, আর কি অভাব তার যেতেছে।
মায়া অম্‌নি ধর্‌লে তাকে, মায়াতে সে সব ভুলেছে॥
ললিত এ সব বুঝ্‌বে কি মা, কিসে কি হয় কৈ জেনেছে।
দুর্গা নামকে নিত্য জেনে, তাই নিয়ে সে আজ রয়েছে॥ ৭৬১॥

প্রসাদি সুর।

কা'ল হবে কি আজ জানি না।
পরের কথা থাকুক পরে, আ'জকার কথা আজ বুঝি না॥
কিসের জন্য কখন কি আজ, তোর হুকুমে হয় চালনা।
সে কথার কি জান্‌ব মা গো, জানা হ'লেও হয় ভাবনা॥
সংসারেতে কপালকে মা, সঙ্গে নিয়ে কেউ আসে না।
শেষকালেতে যাবার সময়, সঙ্গে তাকে কেউ নেবে না॥
কর্ম্ম দেখে হবে সকল, কর্ম্ম ছাড়া স্থান পাবে না।
স্থান পেলে মা ভোগের উদয়, তখন হ'তে শেষ্ গণনা॥
নিজের হাতেই নিজে এখন, ভবে পাই মা এই তাড়না।
কালের হাতে সব রেখেছিস্, প্রধান হ'ল এই যাতনা॥
কবে কিসে কি হবে মা, ললিত কিছু তার ভাবে না।
হৃদয়মাঝে পাবে তোকে, এইটি কেবল তার কামনা॥ ৭৬২

প্রসাদি সুর।

ভোলা সদাই ভাবে ভোলা।
শ্মশানে মশানে সদাই ভ্রমণ, তার কিছু কি আছে জ্বালা॥
শিঙ্গা ত্রিশূল শোভিছে করে, গলায় দোলে হাড়ের মালা।
ডমরু বাদ্য করিতে নৃত্য, পরিধান ঐ ব্যাঘ্রছালা॥
সুরধুনী শিরে জটার ভিতরে, সুনীলবর্ণে শোভিছে গলা।
পঞ্চ বদনে হরিগুণগানে, ভাবে ঢুলু ঢুলু নয়নগুলা॥
শিবানী সঙ্গে ভ্রমিছে রঙ্গে, চারি ধারে ভূত রয়েছে মেলা।
দানব ডাকিনী ভৈরব যোগিনী, সদা ঘুরে ফিরে করিছে খেলা॥
রজতবরণ পিতা ত্রিলোচন, মা ঐ স্বর্ণ চাঁদের মালা।
প'ড়ে এ ভুতলে কেহ কি রে ভোলে, শান্তি হবে পেলে চরণধূলা॥
ললিত পাগল মিছে করে গোল, দেখে ক্রমে এই যাচ্ছে বেলা।
মা বাপের কোলে গিয়া সদা ছেলে, শেষের দিনেতে করিবে খেলা॥৭৬৩॥

প্রসাদি সুর।

কোন্ ভাবে মন হ'ল ভোলা।
অভাব এখন সব দিকে মা, পাবে কি আর সন্ধ্যাবেলা॥
কিসে অভাবপূর্ণ হবে, চারি দিকে বাড়্ছে খেলা।
এক ভাবেতে ব'সে কেবল, দেখ্ছি তোর এই ভবের মেলা॥
তোরই স্বভাব দোষে এখন, বাড়্ল দেখি সকল গুলা।
সময় বুঝে তুইও যে মা, করিস্ ব'সে কত ছলা॥
অনেক কষ্টে দিন কেটেছে, আর যে কঠিন এখন চলা।
ক্রমে সকল ফুরিয়ে এল, কি হবে মা পারের বেলা॥
মন যে আমার কি বুঝেছে, কিসে এত হ'ল কালা।
যা দেখে মন তাতেই ছোটে, এইত আমার বিষমজ্বালা॥
ভাব দেখে মা ভাব্ছি ব'সে, কি ক'রে তায় কর্ব হেলা।
ললিত তার সেই শেষের দিনে, পাবে না কি চরণভেলা॥ ৭৬৪॥

প্রসাদি সুর।

কি পেলে মন দেখ্‌ছি ব'সে।
জানি না যে কপাল ক্রমে, কি হবে সেই দশার শেষে॥
যেমন ভাবে রেখেছিস্ মা, তেম্‌নি আছি তোর আদেশে।
তবু ভ্রম যে বাড়্‌ছে আমার, সরল ভাবটি কৈ মা আসে॥
সহজেতেই বেঁকে আছি, লেগে গেছে চক্ষে দিশে।
আপনা হ'তে এখন মা গো, কোন্‌টা যে কি বুঝ্‌ব কিসে॥
কি সুখ পেয়ে মন ভুলেছে, বুঝিয়ে কে মা দেবে এসে।
প্রাণ বোঝে না তাই মা এখন, হাঁপিয়ে মরি কপালদোষে॥
এক ভ্রমেতে অন্ধ হ'লাম, সকল দিক মা বুঝি নাশে।
দুঃখ ছাড়া সংসারে মা, কিছুই যে নাই অবশেষে॥
মনের এ ভ্রম দেখে আমি, ভাব্‌ছি কেবল ব'সে ব'সে।
ললিতের সব ফুরিয়ে এলে, এক্‌বার তাকে দেখিস্ এসে॥ ৭৬৫॥

প্রসাদি সুর।

এ খেলা মন দেখ্‌বি কত।
আর কেন তুই সকল ছেড়ে থাক্‌না মায়ের পদানত॥
দেখ্‌লি যত সংসারেতে, থাক্‌লে আরও দেখ্‌বি তত।
বুঝে দেখ্‌বার সময় কোথা, ঘুরে বেড়াস্ অবিরত॥
দিনে দিনে কর্ম্ম বেড়ে, প্রাণে তোকে করলে হত।
কর্ম্মের জ্বালায় ব্যস্ত সবাই, দেখ্‌লে দুঃখ ক্রমে যেত॥
সময় পেলে স্থির হ'য়ে মন, বোঝাই আমি তোকে এত।
সকলই যে কপাল ক্রমে, ভেসে এখন গেল যত॥
দেখে শুনে দিন কাটালি, ঘুরিস্ যেন ক্ষেপার মত।
সংসার নিয়ে আমোদ ক'রে, দিন পেয়ে তুই কর্‌লি গত॥
মন্‌কে বুঝে তুই নে না মা, আমার সাধ্য নাই যে তত।
শেষের দিনে ললিতকে তোর, রাখিস্ ক'রে পদাশ্রিত॥ ৭৬৬

প্রসাদি সুর।

কর্ম্মকে মন ভয় খাবি না।
কর্ম্মের কর্ম্ম বুঝ্‌বি কি মন, বুঝ্‌তে এখন কেউ পারে না॥
নিজের কর্ম্মে ঠক্‌বি নিজে, দোষী কিন্তু তায় হবি না।
মা আছে তোর হৃদয়মাঝে, করে এখন সব চালনা॥
কোন কাজের জন্য ভবে, যদি কিছু হয় তাড়না।
মায়ের কাজ সব মাইই বোঝে, তোর কিছু তায় গোল হবে না॥
কর্ম্ম ছাড়্‌লে ঠক্‌বি শেষে, কর্ম্মই তখন হয় গণনা।
শেষের দশা যে জন বোঝে, তার কি থাকে আর ভাবনা॥
কোন কাজেতে কি ফল হবে, ভবের মাঝে কেউ বোঝে না।
মাকে লক্ষ্য রেখে সদা, স্থির ভাবেতে দিন কাটা না॥
জানা পথে ভয় কি আছে, আগে পিছে কেউ রবে না।
সকল ভাবনা ছাড়্‌বে ললিত, নিজের শেষ কি তাও দেখে না॥৭৬৭॥

প্রসাদি সুর।

এ খেলা মা কৈ বুঝেছি।
আপনা হ'তে বেশ্ মজেছি॥
লক্ষ্য ছেড়ে এখন আমি, অনেক দূরে তাই গিয়েছি।
অন্ধ হ'য়ে চারি ধারে, ভবের সাজা বেশ পেতেছি॥
মান নিয়ে মা টানাটানি, মানের খাতির সব রেখেছি।
ঠকাঠকির মাঝে প'ড়ে, আপনা হ'তে শেষ্ ঠকেছি॥
কর্ম্ম আছে সব দিকে মা, ঠিক ক'রে তায় কৈ ধরেছি।
হেঁসে খেলে কাটিয়ে দেব, আপনি মনে তাই ভেবেছি॥
নূতন ভাবে মেতে উঠে, সাহস বেঁধে বেশ বসেছি।
এক তাড়াতে সব ফুরাবে, তার উপায় মা কৈ ক'রেছি॥
ভ্রম যে এখন যাতে তাতে, সে সব ধর্‌তে কৈ পেরেছি।
ললিত দেখে ভাব্‌ছে ব'সে, নিজেই বোকা বেশ সেজেছি॥ ৭৬৮।

প্রসাদি সুর।

আর কেন মা দিস্ যাতনা।
মনের সুখে দেখ্‌ব তোকে, তাতে কেন এই ছলনা॥
চোকে চোকে রাখ্‌ব বুকে, মনে আমার এই কামনা।
জেনে শুনে ভাবনা এনে, কর্‌তে কি মা হয় তাড়না॥
তোকে পেলে সকল ভোলে, মন যে কিছু আর চাবে না।
তাতে সদা কেন বাধা, কষ্টের বেলা কেউ দেখে না॥
কাল যে এলে ধর্‌বে বলে, আমার দেখা আর পাবি না।
মনে মনে সকল জেনে, কালা সাজ্‌লে আর চলে না॥
শেষের দিনে আর কে শোনে, আপনার ব'লে কেউ রবে না।
দণ্ডিবেশে যাব শেষে, এ সব কষ্ট আর হবে না॥
ডাক্‌ছে ছেলে মা মা ব'লে, তুই তাকে মা তুলে নে না।
মায়ের কোলে উঠ্‌তে পেলে, ললিত সে কোল আর ছাড়ে না॥৭৬

পরের ভাবনা কতই ভাবি।
সবাই এসে কর্‌ছে দাবী॥
আপনার ভাবনা ভাব্‌ছি ব'সে, তাতে কি মা বাঁচ্‌তে দিবি।
পরের দেহ ব'য়ে বেড়াই, তাই ব'লে কি সকল নিবি॥
আমায় ফাঁকী দিয়ে মা গো, পালিয়ে এখন কোথায় যাবি।
জেনে শুনে তুই কি আবার, আপন ছেলের মাথা খাবি॥
মাথায় এত ভার নিয়ে মা, কোথায় ফেলি সদাই ভাবি।
ছেলের কষ্ট বাড়্‌ছে এত, চক্ষে দেখে তুই কি সবি॥
পাঁচ জনাকে দেখ্‌তে গিয়ে, কর্ম্ম নিয়ে আপ্‌নি ডুবি।
আমায় এত কষ্ট দিলে, তুই কি তাতে সুখী হবি॥
সব দিয়েছে ললিত তোকে, তার কাছে আর কি তুই পাবি।
আশা দিয়ে আর কেন মা, নিরাশ তাকে ক'রে দিবি॥ ৭৭০ ॥

প্রসাদি সুর।

ফল কি আছে পূজা দানে।
অভেদ ভাবে দেখ্‌বি যবে, ফল যে হবে তেমন দিনে ॥
সবাই পাগল তাই এত গোল, ঘুর্‌ছে কেবল জেনে শুনে।
জান্‌লে বেশী হই যে দোষী, যেমন খুসি বেড়াই বেনে ॥
মনকে বোঝা হ'য়ে সোজা, তবে পূজা কর্‌বি মনে।
ফলে ফুলে থাক্‌বি ভুলে, রাখ্‌বি তুলে পদ্মাসনে ॥
হ'য়ে আপন ধর্‌বি চরণ, পূজ্‌বি তখন আপন জেনে।
মায়া মোহ ছাড়্‌বে দেহ, আর কি কেহ সে সব মানে ॥
পাবি তখন সাধের চরণ, শমনশাসন আর কে গণে।
ছুট্‌বে বাধা কাট্‌বে ধাঁধা, ঘুঁচ্‌বে বাধা চরণগুণে ॥
আর কেন গোল করিস পাগল, ছাড়্‌না সকল অসার জেনে।
এখন তোরে রাখ্‌লে ধ'রে, ছাড়্‌বি কি রে শেষের দিনে ॥
কাটিয়ে মায়া ভবের ছায়া, তুচ্ছ কায়া দেখ্‌না জ্ঞানে।
তবে হেসে পূজ্‌গে শেষে, ললিত কিসে ভাবিস্ মনে ॥ ৭৭১ ॥

প্রসাদি সুর।

[illegible] মাঝে সব রয়েছে।
সাম্‌নে বাধা পেলেই মা গো, এক দিকেতে সব চ'লেছে ॥
ভাল মন্দ দুই পথের মা, এক স্থানেতে মিল হয়েছে।
যৌবন তাকে বল্‌ছে সবাই, এইত আমার মন বুঝেছে ॥
ধাক্কা খেয়ে ভালর দিকে, যেই দেখি মা কেউ চ'লেছে।
সদ্‌গুরু তার অম্‌নি যুটে, পথের বাধা সব কেটেছে ॥

কুপথেতে যাবে যে জন, বাধায় তার যে প্রাণ যেতেছে।
অবসন্ন হ'য়ে শেষে, এক স্থানেতেই স্থির হ'য়েছে ॥
সুপথ ধ'রে চল্‌লে পরে, সদাই আমোদ তার বেড়েছে।
সে পথের যে এক বারেতে, তোর কাছে মা শেষ হ'তেছে ॥
মনের মতন রতন পাবে, খুঁজ্‌তে এখন যে পেরেছে।
মিছে নিয়ে আর কি মা গো, ভবের মাঝে সে ভুলেছে ॥
স্রোতের বেগ্ মা কমে যদি, তবু ভাল তার হ'তেছে।
তোর মা এ সব খেলার ভিতর, ললিত প'ড়ে বেশ দেখেছে ॥ ৭৭২

প্রসাদি সুর।

যাই চ'না মন দুর্গা ব'লে।
সেই ব্রহ্মময়ীর চরণতলে ॥
মনের মত দেখ্‌বি কত, শত শত সেথায় মেলে।
হেথা সকল অসার কেবল, চরণযুগল যাস্‌না ভুলে ॥
তুই যা চাবি সকল পাবি, সুখী হবি সেই এক স্থলে।
মিছে কাজে থাক্‌লে মজে, আপনি সেজে পড়্‌বি গোলে ॥
ভবের পারে যাবি ত'রে, ভাবনা কি রে আয়না চ'লে।
নইলে শেষে আপন দোষে, যাবি ভেসে ধরবে কালে ॥
পারের বেলা চরণভেলা, ধর্‌বি ভোলা সন্ধ্যা হ'লে।
হেঁসে হেঁসে চল্‌বি ভেসে, উঠ্‌বি শেষে মায়ের কোলে ॥
মাথার বোঝা ভবের সাজা, দেখ্‌বি মজা সময় এলে।
ভুগ্‌ছে রাজা খাট্‌ছে প্রজা, বইছে বোঝা অবহেলে ॥
কাণার মত ঘুরিস্ এত, মাণিক মত দেখ্‌না জ্বলে।
আমার যাবে সব দেখাবে, ললিত যবে নয়নে খোলে ॥ ৭৭৩

প্রসাদি সুর।

ডাক্‌না রে তুই আপন মনে।
সেই জগন্মাতা পরম পিতা, দেখ্‌না ব'সে নিত্যধনে॥
জীবনধারণ সব অকারণ, যে দিনে তুই বুঝ্‌বি জ্ঞানে।
ছাড়্‌বে মায়া বাড়্‌বে দয়া, আপনা হ'তে তেমন দিনে॥
দেখ্‌বি মাকে থাক্‌বি সুখে, ভবের দুঃখ কেউ কি গণে।
বেড়েছে গোল তাতেই সকল, এই খানে সব আপন জেনে॥
ধর্‌বি চরণ তারণকারণ, একে সকল দেখ্‌ নয়নে।
সব ফুরালে যাবি চ'লে, তখন কেউ কি তোকে মানে॥
এছার ভবে দেখ্‌বি কবে, সহায় গেলে আর কে শোনে।
সঙ্গের সাথী ব্যথার ব্যথী, কেউ হবে না শেষের দিনে॥
ভুল্‌বি যত ভুগ্‌বি তত, ভেবে এইটি দেখ্‌না মনে।
পাঁচ মিলেছে এক হ'য়েছে, ললিত নিত্য তাঁকেই জানে॥ ৭৭৪॥

প্রসাদি সুর।

অভাব বাড়্‌ছে ঘুরে ঘুরে।
তাতেই এখন গোল বেধে যায়, তোকে ধর্‌তে কৈ মা পারে॥
ঘরে বাইরে সব গেল মা, এখন আমি ধর্‌ব কারে।
যাকে খুঁজ্‌তে যাই মা আমি, সেই যে দেখি পালায় দূরে॥
যত হতাশ হই মা আশায়, ততই আশা যাচ্ছে বেড়ে।
পূর্‌বে কি আর মনের আশা, এসব কি আর সোজার তরে॥
ভিতর বাঁকা বাইরে বাঁকা, যা দেখি তাই বাঁকায় ঘোরে।
আমার ভাগ্যে সোজা আবার, কোন কালে যুট্‌বে কি রে॥
জগৎমাঝে যা রয়েছে, কেউ আছে কি তোকে ছেড়ে।
কর্ম্মের দায়ে কেবল মা গো, অন্ধ হ'য়ে সব আছে রে॥
অভাব নিয়ে ব্যস্ত সবাই, তোকে খুঁজ্‌বে কেমন ক'রে।
স্বভাবদোষে তোরই ললিত, দেখ্‌ মা এখন ডুবে মরে॥ ৭৭৫॥

প্রসাদি সুর।

ঝড় উঠেছে উল্ট দিকে।
গাছের ছায়া স্বভাবমায়া, সূর্য্য ডুব্‌লে পাবি কাকে॥
সকল ভুলে পড়্‌লি গোলে, বেড়াস্ এখন মনের ঝোঁকে।
মেঘ ঘেরেছে আলো গেছে, অন্ধকার সব দেখ্‌বি চোকে॥
ভবের ঘোরে বেড়াস্ ঘুরে, বাঁধা আপনি পড়্‌বি ঠকে।
বন্ধুদারা তখন তারা, ঘেরে সবাই থাক্‌বে তোকে॥
বান ডেকেছে স্রোত চ'লেছে, ভেসে এখন যাবি সুখে।
ভাবনা মনে শেষের দিনে, কত রকম পড়্‌বি ফাঁকে॥
পাঁচ মিলেছে এক হ'য়েছে, বিশ্বাস তাদের কর্‌বি কাকে।
ইচ্ছা হ'লে যাবে চ'লে, তখন কি আর রাখ্‌বি ডেকে॥
দুর্গা ব'লে সকল কালে, মাকে ললিত রাখ্‌না বুকে।
ঝড় যে যাবে ভয় পালাবে, মিছে কেন মরিস্ ব'কে॥ ৭৭৬॥

প্রসাদি সুর।

এক ভাবে মা রাখ্‌লি ভবে।
আছি সদাই নজরবন্দী, তবু বুঝ্‌তে পারি কবে॥
বক্ষেতে মা লক্ষ আছে, লুকিয়ে থাক্‌লে কি ফল হবে।
আপনার এখন জেনে মা গো, কাণে ধরে চালা সবে॥
আশার মধ্যে এই করি মা, সদা তোর যে লক্ষ রবে।
তাতে অভাব হ'লে শেষে, আপনি স্বভাব বিগ্‌ড়ে যাবে॥
চালের বেচাল হ'বে যে দিন, সেই দিনে মা সব ফুরাবে।
ভাব পেলে মা ভাবি ব'সে, সেও যে অভাব দেখি শিবে॥
এমনি বেড়ী বাঁধ্‌লি পায়ে, বাঁধা প'ড়ে সবাই ভাবে।
দিন গেল মা প্রাণের দায়ে, ছেড়ে দিতে কেউ কি চাবে॥
জেনে শুনে দোষী ললিত, খুঁজ্‌লে অনেক দোষ যে পাবে।
সাহস কেবল এই আছে মা, তোর নামেতে সকল যাবে॥ ৭৭৭॥

প্রসাদি সুর।

কোন বিশ্বাস হয় না মনে।
অবিশ্বাস যে প্রবল হেথা, ভুগ্‌ছি তাই মা নিশিদিনে॥
আশার সঙ্গে বিশ্বাস আছে, স্থির হ'য়ে মা সবাই শোনে।
নিরাশেতে অবিশ্বাস যে, কষ্ট দিচ্ছে সবার প্রাণে॥
ফাঁশ দিয়ে মা বাঁধ্‌লি গলা, ধ'রে আছে আপনার জনে।
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে আবার, ব'সে ব'সে তারাই টানে॥
গাছের তলায় ঘুরে বেড়ায়, ফল পাবে সব এইটি জানে।
নিরাশ হ'য়ে ফির্‌ছে ঘরে, ফলগুলি সব কেউ কি চেনে॥
অবিশ্বাস যে তাইতে এখন, বাড়্‌ছে আপ্‌নি দেখে শুনে।
কি ক'রে মা ব'সে ব'সে, দেখিস্‌ এসব কঠিন প্রাণে॥
কৃপাদৃষ্টি করিস্‌ যদি, সুফল ব'লে ললিত মানে।
অবিশ্বাসে বিশ্বাস হবে, শেষ কালে তোর কৃপাগুণে॥ ৭৭৮॥

প্রসাদি সুর।

সব কথা কি থাকে মনে।
উঠ্‌বে বাতাস কর্‌বে হতাশ, সেই যে ভবপারের দিনে॥
মাথায় ব্যথা ভাবনা কোথা, আপন দশা কেউ কি জানে।
গোল বেড়েছে সব মজেছে, ছেড়ে দে মা মানে মানে॥
ভবের খেলা লাগ্‌ল মেলা, আর কি কেউ মা কথা শোনে।
বল্‌লে শেষে উঠ্‌বে হেঁসে, ঠকিয়ে দেবে আপ্‌নার জনে॥
আপন দোষে ভাব্‌ছি ব'সে, যাতনাতে জ্বল্‌ছি প্রাণে।
পাঁচের ধরণ ছাড়ি কখন, ভুগ্‌ছি কেবল কর্ম্মগুণে॥
গেল যে কাল সকাল সকাল, বিদায় দিবি দেখে শুনে।
নাই কি দয়া মায়ের মায়া, চ'ক বুঝে মা রইলি কেনে॥
উল্টা দিকে যাচ্ছে ঝোঁকে, মন কি কারও কথা মানে।
দুর্গা ব'লে দিন ফুরালে, ছাড়্‌বে ললিত তুচ্ছ ধনে॥ ৭৭৯॥

প্রসাদি সুর।

সময় মত কৈ মা যোটে।
কাজের পাগল সব দিকে গোল, দিন কাটাই মা খেটে খুটে॥
মন যে ভোলা কথায় কালা, ঘুর্‌ছে ভাল ভবের হাটে।
কালের গুণে কৈ মা শোনে, লুট্‌ছে মজা ছুটে ছুটে॥
উঠ্‌লে তুফান চল্‌বে উজান, এখন কেবল নগ্‌দা মুটে।
দেখ্‌বে মজা পাবে সাজা, সূর্য্য যে দিন বস্‌বে পাটে॥
হাটের হেটো ভবের লেটো, সবাই টান্‌ছে আপন কোটে।
ফুট্‌লে কাঁটা যুট্‌বে লেটা, ঘুরবে কেবল মাটে ঘাটে॥
পায় মা ব্যথা বল্‌তে কথা, দুঃখের জ্বালায় বুক যে ফাটে।
দোষী যে জন সুখী এখন, ধরিস্ আমায় সটে পটে॥
হুকুম জেনে চল্‌ব মেনে, আশা এই মা ছিল বটে।
ললিত এসে কাঁদ্‌ছে ব'সে, খুঁজ্‌লে কিছু পায় না গাঁটে॥ ৭৮০॥

প্রসাদি সুর।

লজ্জা করে বল্‌তে গেলে।
পেটের জ্বালা বিষম খেলা, তাই মা সকল থাকি ভুলে॥
চড়িয়ে হাঁড়ি তাড়াতাড়ি, কর্ম্ম রাখি শিকেয় তুলে।
ঘুঁচ্‌লে খিদে হই মা সিধে, ভাবনা ছেড়ে যাই যে চ'লে॥
পরকে নিয়ে ঘুরছি গিয়ে, এখনকার সব কর্ম্মফলে।
গেলে বেলা ভাঙ্গ্‌বে খেলা, তখন সঙ্গী কেউ কি মেলে॥
আমার আমার বাড়্‌ছে সবার, যা দেখে তাই টান্‌ছে কোলে
কেউ কি জানে হয় কি মনে, শেষে এ সব যাবে ফেলে॥
দণ্ডিবেশে বিদায় শেষে, পুড়ে যে ছাই হবে কালে।
এখন বড়াই কর্‌ছে সবাই, তখন কিন্তু মর্‌বে জ্বলে॥
একের দোষে তুই মা শেষে, ফেলিস্ এমন গণ্ডগোলে।
চক্ষে দেখে ভুলিয়ে রেখে, ললিতকে কি মার্‌বি ছলে॥ ৭৮১॥

প্রসাদি সুর।

নূতন কিছু নাই মা হাটে।
যাকে গিয়ে দেখ্‌চি চেয়ে, সেই হ'য়েছে ভবের মুটে॥
সবাই আবার কর্‌ছে ব্যাপার, লাভের জন্য বেড়ায় ছুটে।
পরের দায়ে যাচ্ছে ব'য়ে, বস্‌তে সময় কৈ মা যোটে॥
কিছু পেলে যায় মা চ'লে, বেড়ায় হেঁসে মজা লুটে।
হ'লে অভাব ধ'রে স্বভাব, মর্‌ছে আবার খেটে খেটে॥
আপনার জনে কাণে কাণে, শিখিয়ে কত দিচ্ছে সুটে।
তারাই বেশী কর্‌বে দোষী, আশা যে দিন যাবে টুটে॥
কষ্টের কথা বল্‌তে ব্যথা, ভাবনাতে বুক্ যাচ্ছে ফেটে।
প্রধান জ্বালা সাজ্‌লি কালা, বেঁধে এমন আটে কাটে॥
আপন ছেলে থাক্‌বি ভুলে, বস্‌লে কি সেই পারের ঘাটে।
ললিত কিসে ভাবিস্ ব'সে, দুর্গানামে সকল কাটে॥ ৭৮২॥

প্রসাদি সুর।

কাজের সময় থাকি ভুলে।
কর্ম্মডুরী ভবের বেড়ী, কাট্‌বে কি মা সময় হ'লে॥
নগ্‌দা মুটে মর্‌ছি খেটে, পারের দিনে পড়্‌ব গোলে।
বোঝা মাথায় মরি ব্যথায়, দেখ্‌তে এখন কৈ মা দিলে।
কাজের কাজী সবাই রাজি, ঠক্‌ছি কেবল বিষমছলে।
কাজ বেড়েছে তাই ভুলেছে, মার্‌বে ধাক্কা সময় এলে॥

মন যে ছোটে সকল হাটে, কিছু উপায় কর্‌বে ব'লে।
চক্ষের দেখা সকল ফাঁকা, দেখে কেবল আস্‌ছে চ'লে ॥
সঙ্গী যুটে সকল লুটে, ভাগ ক'রে সব তারাই নিলে।
ধর্‌ছে টেনে জনে জনে, ছাড়্‌বে কেবল জীবন গেলে ॥
নাই কি মায়া হয় না দয়া, দেখে মা তুই কর্‌না কোলে।
কষ্টের বাকী রাখ্‌লি বা কি, ডুবিয়ে কি শেষ মার্‌বি জলে ॥
কেউ শোনে না কর্‌লে মানা, ললিত এখন পড়্‌ল গোলে।
চরণভেলা পারের বেলা, দিস মা সকল ফুরিয়ে এলে ॥ ৭৮৩ ॥

প্রসাদি সুর।

ঘুরে আমি ম'লাম বটে।
দেখ্‌লাম এত মনের মত, কৈ পেলাম মা ভবের হাটে ॥
কাট্‌ল না ঋণ উপায়বিহীন, দায় নিয়ে মা বিপদ ঘটে।
ঘুরে ঘুরে পড়্‌ছি ফেরে, আপনি মায়া এসে যোটে ॥
সকল ফাঁকী যা সব দেখি, প্রাণ গেল মা খেটে খেটে।
ভাল কিসে মিল্‌বে শেষে, তোর এ কীর্ত্তি ঘেঁটে ঘুঁটে ॥
বাড়্‌ছে অভাব এই ত স্বভাব, ক্রমে দিন যে যাচ্ছে কেটে।
এমনি জ্বালা খেলিস্‌ খেলা, সাধ্য কি সব বলি ফুটে ॥
দেখ্‌ছি ভবে বেড়ায় সবে, আপনার মনে মজালুটে।
পড়্‌ছে দায়ে থাক্‌ছে স'য়ে, সবাই কেবল আশায় ছোটে ॥
ললিত ভাবে আর মা কবে, রাখ্‌বি ভবের এ সঙ্কটে।
দিন যে গেল সব ফুরাল, ডাক্‌ছে তাই সে করপুটে ॥ ৭৮৪ ॥

প্রসাদি সুর।

এ আবার মা দেখ্‌তে মজা।
সংসারেতে প'ড়ে সবাই, কত রকম পাচ্ছে শাজা॥
রোগে ধর্‌লে বাড়ে বিপদ, সময় কৈ যে ডাকি রোজা।
বিকার যদি হ'ল তবে, কর্‌বে কে আর তাকে সোজা॥
কালের গুণ মা এম্‌নি এখন, আপনি বাড়্‌ছে ঘাড়ের বোঝা।
সমানভাবে হেথায় এসে, দিন কাটাচ্ছে রাজা প্রজা॥
কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে এখন, দেখিয়ে কত বেড়ায় মজা।
ভক্তি ছেড়ে লাভের আশায়, সবাই কর্‌তে চায় মা পূজা॥
স্থির হ'য়ে মন থাক্‌লে শেষে, সকল পথ যে হ'ত সোজা।
জঞ্জালেতে সব ঢুকেছে, কঠিন হ'ল তোকে খোঁজা॥
চিরদিনই ললিত কি তোর, বইবে মা গো ভবের বোঝা।
একবার কি তুই বল্‌বি এসে, কত দোষের কত শাজা॥ ৭৮২॥

প্রসাদি সুর।

ভয়ে যে প্রাণ কাঁপে শিবে।
ভাবের পাগল ভাব্‌ছে সকল, দেখ্‌লে কিছু আর কে রবে॥
ঘুর্‌ছে এখন দেখ্‌বে কখন, আপনি সকল সইতে হবে।
উপায় কিসে পাবে শেষে, এক দোষেতেই সব হারাবে॥
কাজের কথা বল্‌বে বৃথা, কেউ কি মা গো শুন্‌তে দেবে।
সবাই ভবে ছাড়্‌বে গিয়ে, পারের ঘাটে বস্‌বে যবে॥
পারের দিনে কেউ কি শোনে, কর্ম্ম দেখে বিচার হবে।
হিসাব মিলন হবে যখন, তখন সদয় হ'তে চাবে॥
ভবের মাঝী হ'লে রাজি, হেঁসে নায়ে উঠ্‌তে দেবে।
হিসাব বাকী বিষম ফাঁকী, খাটিয়ে যে মিল ক'রে নেবে॥
কত দিনে কর্‌বি মনে, সদাই ললিত সেইটি ভাবে।
চরণতলে বস্‌তে দিলে, সকল ভয় যে দূরে যাবে॥ ৭৮৬॥

প্রসাদি সুর।

লাভের মধ্যে এই হয়েছে।
মন যে আমার কল্পতরু, তাতে আবার ফল ফলেছে ॥
যা চাব মা আমি এখন, হাতে তুলে তাই দিতেছে।
শেষ কালেতে সেইই আবার, ফাঁকী দিতে বেশ শিখেছে ॥
ক্রমে ক্রমে এই রকমে, আমার এখন লোভ বেড়েছে।
লোভে প'ড়ে দেখি সদাই, ঘুরে কষ্ট বেশ পেতেছে ॥
এক আশার মা ধ্বংস হ'লে, নূতন খুঁজে ফের এনেছে।
এম্‌নি ক'রে কাটিয়ে দিলে, ভালর দিকে কৈ যেতেছে ॥
বুঝে দেখ্‌বার সময় কোথা, এক ভাবেতেই সব চলেছে।
আপন ঝোঁকে গিয়ে দেখি, সাগরমাঝে শেষ ডুবেছে ॥
এ সংসারে ললিত এখন, সকল কথা কৈ বুঝেছে।
দেখ্‌বার উপায় হবে কিসে, মনের দোষে সব ঠকেছে ॥ ৭৮৭

প্রসাদি সুর।

সব গেল মা ভবের দায়ে।
সংসারের এই কষ্ট যত, একাই আমি বেড়াই স'য়ে ॥
দেখ্‌ছি যে মা ছটা রিপু, ঘুরছে আমার পায়ে পায়ে।
নিরাশ্রয়ে আছি হেথা, কার কাছে মা দাঁড়াই গিয়ে ॥
তুইও আবার কত ছলা, করিস্‌ মা গো আমায় নিয়ে।
মায়ার বিষম খেলা দেখে, কাতর আমি হ'লাম ভয়ে ॥
কর্ম্মের জ্বালায় হেথা আমি, চিরদিনই গেলাম বয়ে।
কর্ম্মফল যে সবাইকে মা, ভোগায় দেখি প্রধান হ'য়ে ॥
তার উপর মা মনের বিকার, বেশী বেশী ফেল্‌ছে দায়ে।
এই সব নিয়ম ক'রে কি মা, বেড়াস ভবে কষ্ট দিয়ে ॥
আশ্রয় পাবার আশায় ললিত, তোর দিকে মা আছে চেয়ে।
জগতে সব দেখুক এখন, ব্যাভার কেমন মায়ে পোয়ে ॥ ৭৮৮।

প্রসাদি সুর।

আয় দেখি মন যাই ভুজনে।
পাঁচের মিলন গর্ব্বে যখন, বিয়োগ হয় রে যে শ্মশানে ॥
যার অভাবে মরণ ভাবে, ঘৃণা কর্‌ছে জনে জনে।
সেই যে একে দেখ্‌ছে বা কে, তাকে কি কেউ ভাবে মনে॥
বাড়িয়ে মায়া রাখ্‌ছে কায়া, ছাড়্‌ছে সবাই শেষের দিনে।
নিব্‌লে আলো সব যে গেল, আর কি কেউ মা তাকে গণে ॥
আশায় প'ড়ে আদর ক'রে, এক বিয়োগে আর কে মানে।
কেবল কষ্ট আশার নষ্ট, স্পষ্ট কেউ কি বল্‌তে জানে॥
পুড়ে যে ছাই হচ্ছে সবাই, পাঁচ যাবে মন যে যার স্থানে।
সব ফুরাল নামও গেল, কেউ কি তখন কর্‌বে মনে॥
যার জোরেতে আপনা হ'তে, আস্‌ছে সবাই দিনে দিনে।
একবার ব'সে ভাবনা কে সে, দেখ্‌না রে মন আপন জ্ঞানে॥
সেই যে জ্যোতিঃ দেখ্‌তে প্রীতি, সকল আঁধার তার বিহনে।
ললিত তাঁরে আপন ঘরে, মাতৃরূপা শক্তি জানে॥ ৭৮৯ ॥

প্রসাদি সুর।

পিছন দিকে রাখ্‌ছে টেনে।
ভাব্‌লে বেশী হই মা দোষী, কাতর সদাই আপন মনে॥
কর্ম্মছেড়ে উঠ্‌ছে বেড়ে, দেখ্‌ছে কে আর তেমন দিনে।
বেড়ায় ফাঁকে মনের ঝোঁকে, শেষের কষ্ট কেউ কি গণে॥
ভবের ছায়া বাড়্‌ল মায়া, ভাব্‌ছে সবাই কর্ম্মগুণে।
যার এ জ্বালা সেই যে কালা, স্থির হ'য়ে মা কে সে শোনে

ফল কি পাবে এ ছার ভবে, ফল পেলে মা সবাই মানে।
ভবের আশা সব দুরাশা, ভাসা ভাসা দেখ্‌ছে জেনে॥
মজালুটে বেড়ায় ছুটে, বাড়্‌বে আপদ শেষের দিনে।
ছাড়্‌বে যখন দেখ্‌বে তখন, এখন বল্‌লে শুন্‌বে কেনে॥
প'ড়ে ফাঁদে ললিত কাঁদে, কষ্ট ক্রমে বাড়্‌ছে প্রাণে।
ছাড়িয়ে বাধা কাটিবে ধাঁধা, এমন কর্ম্ম কৈ সে জানে॥ ৭৯০

পমাদি খু।।

দিন গেলে মা ভাবুব ব'সে।
এখন যেন মজা ক'রে, কাল কাটাই মা হেসে হেসে॥
জেনে শুনে কাজ হারালাম, শেষের উপায় কব্‌ব কিসে।
ফলের মধ্যে এই হ'ল মা, বাড়্‌ল জ্বালা স্বভাবদোষে॥
মায়া কেবল বাড়িয়ে দিলি, কি ক'রে মা ছাড়্‌ব শেষে।
কত ভোগ মা ভুগ্‌ছি আমি, একবার কি তুই দেখ্‌বি এসে॥
লাভের আশায় দেখি যে মা, মিষ্ট কথায় সবাই তোষে।
কত রকম লোক যে এসে, ঘের্‌ছে আমায় ছদ্মবেশে॥
জানা পথে চল্‌ছি ধীরে, তবু যে মা লাগ্‌ল দিশে।
কত সাম্‌লে চল্‌ব আমি, কাঁটা দেখ্‌ছি আশে পাশে॥
অবাক্ হ'য়ে কেবল মা গো, ললিত এখন দেখ্‌ছে ব'সে।
প্রাণ নিয়ে যার টানাটানি, আপন কাজ সে কর্‌বে কিসে॥ ৭৯১

প্রসাদি সুর।

তুই বিনা কে রাখ্‌বে ছেলে।
ডাকার মতন ডাকৃবে যে জন, সেই যাবে মা তোর ঐ কোলে॥
আশা এখন প্রধান শাসন, তাইতে দেখি সবাই জ্বলে।
একের দোষে তুই মা শেষে, নষ্ট কর্‌বি ফলে ফুলে॥
সর্ব্বঘটে আছিস্ বটে, খুঁজে পাই না কোন কালে।
কেঁদে কেটে বেড়াই ছুটে, আপনার এখন কর্ম্মফলে॥
রাখলি বেঁধে বাড়্‌ছে খিধে, বইছে বাতাস তলে তলে।
ঝড়ের আগে চল্‌ব বেগে, অন্ধকারে দেবে ফেলে॥
ছজন দাঁড়ী দিচ্ছে পাড়ি, তারাই সুখে যাচ্ছে চ'লে।
গেলে জীবন সব্ অকারণ, আর কি মা গো রতন মেলে॥
পারের বেলা চরণভেলা, দিস্ মা ললিত ঘাটে গেলে।
দয়ার আশে আছি ব'সে, ফল কি হবে ঠকিয়ে দিলে॥ ৭৯২॥

প্রসাদি সুর।

কাজ বুঝি মা হারাই ভুলে।
জেনে শুনে আপনি এখন, পড়্‌ছি গিয়ে বিষম গোলে॥
কোন্ কাজেতে কি ফল হবে, কে আর আমায় দেবে ব'লে।
যার সাহসে সাহস ছিল, গেছেন তিনি সকল ফেলে॥
আশ্রয় যে আর নাই মা ভবে, একাই আমি যাচ্ছি চ'লে।
কাকে সহায় কর্‌ব এখন, তেমন্‌টি আর কৈ মা মেলে॥
চারি ধারে অভাব আমার, কিসে পূর্ণ হবে কালে।
কত রকম গোল বেধে যায়, আপনি দেখে চল্‌তে হ'লে॥
প্রধান শত্রু ছজন এখন, তারাই আমায় ঠকিয়ে দিলে।
এমন সাধ্য কৈ আছে মা, তাদের দমন কর্‌ব বলে॥
কাতরে তাই বল্‌ছে ললিত, ফেলিস্ না আর গণ্ডগোলে।
অসহায়ের সহায় যে তুই, বস্‌তে দে মা চরণতলে॥ ৭৯৩॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌তে গেলে ভয় যে বাড়ে।
কখন আবার কোন্‌ভূত এসে, চাপ্‌বে মা গো আমার ঘাড়ে॥
সংসারে মা গোল যে ভারি, সময় পেলে কেউ কি ছাড়ে।
রিপুর শাসন কঠিন এখন, বেশী বেশী ধর্‌ছে তেড়ে॥
আপনার কাকে পাব হেথা, মনের কথা বল্‌ব কারে।
সবাই হল সুখের ভাগী, খাট্‌ছি আমি প'ড়ে প'ড়ে॥
কাজের দোষে একে একে, ছজন নেচে উঠ্‌ল বেড়ে।
সকল কাজ যে তোরই নিয়ম, সুখ কেন মা নিলি কেড়ে॥
তোর কি এইটি কাজ হ'ল মা, আপন ছেলে ফেলিস্‌ দূরে।
দুঃখ ভোগ মা কর্‌ব কত, জ্বল্‌ছি আমি হাড়ে হাড়ে॥
সদয় নিদয় বুঝি না মা, শেষের দিনে সবাই ছাড়ে।
কর্ম্মের কি আর জানে ললিত, দিন কাটাচ্ছে ন'ড়ে চ'ড়ে॥ ৭৯৪॥

প্রসাদি সুর।

ভাব্‌নাতে মা প্রাণ যে জ্বলে।
দেখ্‌লাম কত দেখ্‌ব কত, বুঝি না কি থাকে ম'লে॥
গেছে যে জন সুখী এখন, নাম্‌ল বোঝা যাত্রাকালে।
এখন হেথা ভুগ্‌ছি বৃথা, বাড়্‌ছে বোঝা কতই ছলে॥
হ'লে সময় কোথা কে রয়, ক্রমে ক্রমে সবাই ভোলে।
আপনার যারা আর কি তারা, নাম করে মা কোন কালে

কাজের গুণে উঠ্‌বে মনে, ভাব্‌বে তাকে সময় এলে।
যদি গেছে সবাই আছে, তবু যে তার কর্ম্মফলে॥
কর্ম্ম কেবল ভবের সম্বল, নাম যাতে রয় চিরকালে।
নইলে খেলা কর্‌বে মেলা, যে যার যখন যাবে চ'লে॥
মিছে আশা আপন দশা, বুঝ্‌ব শেষের সময় হ'লে।
গেলে জীবন কর্‌বে স্মরণ, এমন দিন কি হয় ফুরালে॥
আসা যাওয়া ভবের মায়া, সমান কথা ললিত বলে।
আপনি এলে আপনি গেলে, কর্ম্মগুণে সকল মেলে॥ ৭৯৫॥

প্রসাদি সুর।

বল্‌তে গিয়ে ভুল যে করি।
তাতেই দোষী করিস্ বেশী, দেখ্‌ছি কেবল শুভঙ্করি॥
মনে ক'রে এখন কি রে, সকল কথা বল্‌তে পারি।
কাজে সদাই ব্যস্ত সবাই, হ'য়ে তোরই আজ্ঞাকারী॥
হেঁসে হেঁসে খাট্‌ছি এসে, দেখ্‌লে সকল মনে করি।
বিফল হ'ল দিন ফুরাল, লক্ষ্য বিনা মিছে জারি॥
হ'লে সদয় পাই মা আশয়, করি না আর বাড়াবাড়ি।
বিপদ এলে দুর্গা ব'লে, হেলায় সকল যাব তরি॥
মনের ভুলে পড়ি গোলে, আমার কি দোষ মহেশ্বরি।
তোরই খেলা কাজের বেলা, নইলে কি আর ভুল্‌তে পারি॥
সকল জেনে ভোগাস্ কেনে, তুই ঠকালে আমি হারি।
ললিত ভাবে কবে পাবে, তোর ঐ যুগল চরণতরি॥ ৭৯৬॥

প্রসাদি সুর।

স্রোত চ'লেছে কালের দিকে।
লাগ্‌লে ভেলা ছাড়্‌বি খেলা, আর কি আমি বল্‌ব তোকে॥
কর্ম্মদড়ী মায়ার বেড়ী, বাঁধলি এখন যাকে তাকে।
কাট্‌বে কিসে ভাব্‌ছে ব'সে, দিন গেলে আর ধর্‌বে কাকে॥
ক'রে ছলা সাজ্‌লি কালা, খাটিয়ে মারিস চ'খে দেখে।
ওসব জারি ভয় কি করি, মরি কেবল ব'কে ব'কে॥
প'ড়ে টানে চল্‌ছি জেনে, তবু লক্ষ্য আছে একে।
এত খেলা কাজের বেলা, দেখুক্ মা এই সর্ব্বলোকে॥
আশায় প'ড়ে যায় মা তেড়ে, নইলে কি মা সবাই ঠকে।
আপন ছেলে দিবি ফেলে, শেষে কি সেই কর্ম্মপাকে॥
কষ্ট পেয়ে থাকবে স'য়ে, ললিত কি আর ছাড়্‌বে তোকে।
সময় গেলে ধর্‌বে কালে, যাবে চ'লে তোকেই ডেকে॥ ৭৯৭॥

প্রসাদি সুর।

ছেড়ে দে মা মানে মানে।
কাজের কাজী ভোজের বাজী, খেল্‌ছি সবাই নিশি দিনে॥
কি ভেবেছে সব ভুলেছে, দেখ্‌ছে কি কেউ কালেব পানে।
ঠক্‌বে শেষে যাবে ভেসে, এখন ভাব্‌তে চাইবে কেনে॥
আশা বেশী তাইতে দোষী, যা খুসি সব কর্‌ছে মনে।
ভাঙ্গ্‌লে বাসা কিসের আশা, বুঝে কি আর দেখ্‌বে জ্ঞানে॥
কাজের বেলা বাড়্‌ছে খেলা, অভাব হ'লে সবাই শোনে।
কাজে কসা শেষের দশা, সব যে গেল এক বিহনে॥
কে কার নেবে সবাই যাবে, বুঝে কেউ কি দেখ্‌ছে মনে।
চ'খে দেখে বাকী রেখে, সবাই আপন কোলে টানে॥
ডাকাডাকি কেবল ফাঁকী, ভক্তি প্রধান ললিত জানে।
দুর্গা ব'লে দিন ফুরালে, যাত্রা কর্‌বে পারের দিনে॥ ৭৯৮॥

প্রসাদি সুর।

দিনে দিনে বাড়্‌বে লেটা।
মায়ে মারে বাপ খেদাড়ে, তার কি এখন নূতন এটা॥
বাপের গুণে ভুল্‌ছে জেনে, মায়ের নামে ক্ষেপীর বেটা।
বাজিয়ে বগল সব কাজে গোল, আসল কাজে হচ্ছে চটা॥
দেখে শুনে চল্‌বে কেনে, ভাব্‌বে কেবল ফুট্‌লে কাঁটা।
তাইতে এখন জ্বল্‌ছে জীবন, ঠকিয়ে দিলে মন যে ঠেঁটা॥
ডেকে ডেকে পড়্‌ছে ফাঁকে, বেড়ে গেছে রিপু ছটা।
এ সব নিয়ে থাকৃবে স'য়ে, নিজের ঘরকে রাখ্‌বে আঁটা॥
এত খেলা কাজের বেলা, রাখ্‌লি না যে কাউকে গোটা।
আপন কর্ম্ম ছেড়ে মর্ম্ম, বুঝ্‌তে কেবল গেল মোটা॥
দেখ্‌না শেষে ললিত ব'সে, মায়ের কাজ এক সিদ্ধি ঘোঁটা।
জানে যেমন কর্‌ছে তেমন, ফল পাবি কি দিয়ে খোঁটা॥ ৭৯॥

প্রসাদি সুর।

স্থির এখন মা কে হ'তেছে।
চারি ধারে দেখি আমি, অন্ধকার যে সব রয়েছে॥
যে দিকেতে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেতেই বাধা আছে।
আপ্‌নি যে সব কাট্‌ব বাধা, এমন সাহস কৈ হ'তেছে॥
অসার নিয়ে সদাই আছি, ক্রমে এখন দিন যেতেছে।
পাওয়া ধনটি নষ্ট হ'লে, ফের কি মা গো কেউ পেতেছে॥
মন অবাধ্য কাজ অসাধ্য, এতেই আমার সব গিয়েছে।
দুর্গা নামটি সম্বল আমার, এইটি কেবল সাহস আছে॥
সকলের সার দুর্গানাম যে, এই কথা মা শিব বলেছে।
শিবের কথা মিথ্যা হ'লে, দাঁড়াব শেষ তোরই কাছে॥
সতী হ'য়ে পতিরবাক্য, অবহেলা কে ক'রেছে।
এই জোরেতে ললিত শেষে, পড়্‌বে তোর ঐ পায়ের কাছে॥ ৮০

প্রসাদি সুর।

ঠকালে মা পাঁচ জনাতে।
পোড়া মন যে বাধ্য হ'তে, চায় না মা গো কোনমতে ॥
অনেক বোকা সেজেছি মা, ফল পেলাম তার হাতে হাতে।
কাজের মধ্যে এই হ'ল যে, দিন কাটাই মা পথে পথে ॥
মাথামুণ্ড কর্‌ব কি মা, ডুবে আছি পাঁচ গোলেতে।
সাধ্য থাক্‌লে হেলায় এখন, যেতাম মা সব সাম্‌লে নিতে ॥
এক্‌লা আমায় ফেলে হেথা, তুলে দিলি সব মাথাতে।
চারি ধারে আগুন জ্বলে, কিসে পার্‌ব প্রাণ বাঁচাতে ॥
যে ছটাকে সঙ্গে দিলি, তারাই এখন চায় ভোলাতে।
ভাল কাজ সব কেউ জানে না, পর্‌কে পারে বেশ মজাতে ॥
তাদের সঙ্গে মন যুটেছে, সকল দিকে চায় ডোবাতে।
তোর ললিতের দশা দেখে, আপ্‌নি এখন রাখ্‌ পায়েতে ॥ ৮০

প্রসাদি সুর।

আপ্‌নি মজ্‌লে কেউ কি রাখে।
আপ্‌না হ'তে কেউ কি মা গো, রাখ্‌বে শেষে চোকে দেখে ॥
কর্ম্মই আমার কাল হ'ল আজ, তাকে নিয়ে পড়্‌ছি ফাঁকে।
সবাই আপন কাজ নিতে মা, মিষ্ট কথা বল্‌ছে মুখে ॥
গোড়া কেটে আগায় আবার, জল ঢালে কেউ মনের ঝোঁকে।
কেউ বা আবার সকল ভুলে, সদাই দিন যে কাটায় সুখে ॥
যে সব কর্ম্ম যুটিয়ে দিলি, তাতেই গোল মা লাগ্‌ল বুকে।
এমন দিন মা ফুরিয়ে গেল, অন্ধকার সব দেখ্‌ছি চ'কে ॥
পোড়া মনের ভ্রম বেড়েছে, আর সে মান্‌তে চাবে কাকে।
তার দোষেতেই আমায় এখন, পড়্‌তে কত হয় বিপাকে ॥
কত কষ্ট ভুগ্‌ছে ললিত, কি তার মা গো বল্‌বে তোকে।
সাম্‌লাতে মা যাকে চাবে, সেই যে গিয়ে কাদা মাখে ॥ ৮০২ ॥

প্রসাদি সুর।

ভয় দেখালে ভয় কি খাব।
তোর নাম গেয়ে মা দিন কাটাব॥
এখন যত ভয় দেখা না, শেষের দিনে বুঝে লব।
সেই দিনে তোর কোলে উঠে, যমকে ফাঁকী শেষ্ দেখাব॥
দুর্গানামের জোর থাকে ত, হেলাতে মা সকল পাব।
আপন ছেলে মায়ে মেলে, আশ্রয় নিতে কোথায় যাব॥
ভাবনা কিছু নাই মা আমার, মিছে ভেবে কি করিব।
সকলই যে তোর হাতে মা, তোকে ছাড়া কি আর পাব॥
তুই আছিস্ এ হৃদয়মাঝে, তোকে ধ'রেই সকল সব।
ভয় কিছু মা হ'লে পরে, তোর কাছেতেই শেষ্ দাঁড়াব॥
কর্ম্ম যে দিন ছাড়্বে আমায়, সেই দিনে মা সুখী হব।
ললিতের মন ভয় খেলে মা, শেষ কালেতে সব হারাব॥ ৮০৩॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণের ভিতর কেমন করে।
শুন্বে বা কে বল্ব কারে॥
কষ্টে এখন জীবন গেল, এক ভাবে মা বেড়াই ঘুরে।
যা পেয়েছে তাই ধ'রেছে, ঝোঁকে পড়েই সব যে মরে॥
ছটায় মিলে সব যে নিলে, মনের কষ্ট বল্ব কারে।
কর্ম্মের দায়ে সবাই গিয়ে, চোর সেজেছে আপন ঘরে॥
ভবের জ্বালা নিজের বেলা, পরের কথা কেউ কি ধরে।
সাধের মায়া থাকৃতে কায়া, কেউ কি এখন ছাড়্তে পারে
হ'লে সদয় পাবে অভয়, কাকেও কি আর ললিত ডরে।
দুর্গা ব'লে শেষের কালে, যাত্রা ক'রে যাবে ত'রে॥ ৮০৪॥

প্রসাদি সুর।

কত আর মা দেখ্‌ব ব'সে।
পাঁচ রকমে ভ্রম যে বেড়ে, দায়ে ফেল্‌লে সন্ধ্যা এসে॥
বাইরে আঁধার কাটে যদি, ভিতর আঁধার কাটবে কিসে।
চোকের লক্ষ রইল সমান, হাৎড়াতে কি পার্‌ব শেষে॥
স্থির হওয়া যে কঠিন হ'ল, প'ড়ে আছি মায়ার বশে।
লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে এখন, সকল দিক যে আমার নাশে॥
অভাবসকল দেখে আমি, শান্তি পাই না আপনদোষে।
সাহস কেবল তোর ঐ চরণ, নইলে যে মা যেতাম ভেসে॥
তোকেই লক্ষ ক'রে কেবল, ঘুর্‌ছি সদা সুখের আশে।
ভবের সুখ যে দুঃখের কারণ, সেইটি মা গো বুঝ্‌ব কিসে॥
সকল ছেড়ে ললিত যদি, নিষ্কামেতে ডাকে ব'সে।
তবেই সকল কষ্ট যাবে, সুখী হবে অবশেষে॥ ৮০৫ ॥

প্রসাদি সুর।

সকল গিয়ে পড়্‌ছে একে।
পাঁচের মিলন হচ্ছে যখন, তখন কি কেউ লক্ষ রাখে॥
পথের ধাঁধা দিচ্ছে বাধা, সোজায় চল্‌তে দেবে কাকে।
যাচ্ছে চ'লে ঠক্‌ছে ভুলে, গোলে পড়্‌ছে কাজের পাকে॥
দ্বেষাদ্বিষী বাড়্‌ল বেশী, অন্ধকার সব দেখ্‌ছে চোকে।
আপন ছেড়ে যে জন ঘোরে, এক পথে কে রাখ্‌বে তাকে॥
আর সে কবে সুখী হবে, কেবল সদাই পড়্‌বে ফাঁকে।
কপালগুণে আপন মনে, ঘুর্‌বে কেবল ব'কে ব'কে॥
ধাক্কা খেয়ে থাক্‌বে স'য়ে, ব'য়ে যাবে সকল দিকে।
এক ভেবে যে পাঁচকে বোঝে, সে কি হেথা আর মা ঠকে॥
সকল ছেড়ে ললিত প'ড়ে, ধ'রে আছে আপন মাকে।
মিলন যেথা গিয়ে সেথা, দেখ্‌বে সদাই মনের সুখে॥ ৮০৬ ॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌ছি মা তোর ভবের হাটে।
পাঁচের দায়ে কাতর হ'য়ে, বেড়ায় সবাই বেগার খেটে ॥
এক দরেতে সেই হাটেতে, কেনা বেচা হচ্ছে চোটে।
লাভের দিকে পড়্‌ছে ফাঁকে, এক ডাকেতেই সব যে ছোটে ॥
কেউ বা বেশী হ'য়ে খুসী, পরকে এখন ধর্‌ছে এঁটে।
সাজিয়ে ডালী মুখে কালি, মাখ্‌ছে আপন কাজের চোটে ॥
নিজের বেলা সবাই কালা, লুকিয়ে থাক্‌তে চায় মা যুটে।
কেবল হেথা মনের ব্যথা, চল্‌তে গেলেই কাঁটা ফোটে ॥
আপনি ঠ'কে পরকে বকে, তবু দেখ্‌ছে ঘেঁটে ঘুঁটে।
যাদের নিয়ে থাক্‌বে স'য়ে, কাজ হারালে তারাই চটে ॥
দেখ্‌লে কর্ম্ম বুঝ্‌বে মর্ম্ম, এমন সাধ্য কৈ মা ঘটে।
কালের দোষে মায়া এসে, টেনে এখন রাখ্‌ছে কোটে ॥
অভাব দেখে মনের ঝোঁকে, বল্‌ছে ললিত করপুটে।
সব ফুরালে করিস্ কোলে, দেখিস্ তাকে পারের ঘাটে ॥ ৮০৭ ॥

প্রসাদি সুর।

এই কি তোমার রঙ্গ হ'ল।
অনেক রঙ্গ হ'য়েছে মা, থাম্‌লেই এখন হয় যে ভাল ॥
তোমার রঙ্গ দেখে মা গো, জীবের এখন প্রাণ যে গেল।
আর কত মা কর্‌বে রঙ্গ, সেইটি এসে আমায় বল ॥
আর এ রঙ্গের সময় নাই মা, দিন ক্রমে যে ফুরিয়ে এল।
শেষেও অনেক রঙ্গ আছে, এই বেলা মা বুঝে চল ॥

শুম্ভাসুরের নিধন কালে, রঙ্গ তোমার হ'য়ে ছিল।
সেই রঙ্গ দেখে অসুররাজ, সসৈন্যে সে প্রাণে ম'ল॥
আর এক রঙ্গ দেখে তোমার, মহিষাসুর জীবন দিল।
সে সব রঙ্গ ক'রে বল, তোমার কি মা ফল ফলিল॥
সকল রঙ্গ ছাড় মা গো, ক্রমে অন্ত নিকট হ'ল।
এই বেলা মা সময় থাক্‌তে, ললিতের কি কর্‌বে বল॥ ৮০৮

প্রসাদি সুর।

তুমিই যে মা সব ক'রেছ।
এম্‌নি দৃষ্টিকৃপণ তুমি, ফাঁকী দিতে বেশ শিখেছ॥
প্রথমে যা দিয়েছিলে, একে একে সব নিতেছ।
যত ক'রে বলি তোমায়, শুনতে এখন কৈ পেতেছ॥
পাষাণের মেয়ে তুমি যে মা, তারই এই যে কাজ করেছ।
ছেলেদের তাই কপালক্রমে, বাপের গুণ মা সব ধরেছ॥
যা সব আছে যাগ্ মা আমার, ভয় খাব কি তাই ভেবেছ।
দেবার কর্ত্তা তুমিই যে মা, তুমিই যখন সব নিতেছ॥
চরণ দুটি ফাঁকী দিতে, এত আমার গোল করেছ।
সব যেয়ে ঐ চরণ পেলে, সুখ যে হবে তাও ভুলেছ॥
ভয় দেখালে কি হবে মা, ভয়ের পথ কি আর রেখেছ।
এ ছার জীবন দিবে ললিত, তার বেলা মা কি ভেবেছ॥ ৮০৯॥

প্রসাদি সুর।

তোকে ডেকে কি ফল হবে।
কাঁদ্‌লে পরেও না শুনে মা, আমায় যদি কষ্ট দেবে॥
কেন এত কষ্ট দিস্ মা, বল্ দেখি তুই আমায় শিবে।
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, ম'লাম যে মা ভেবে ভেবে॥
আর কত দিন ভুগ্‌বে আমি, সেইটি বল্‌তে তোকে হবে।
তোকে ডেকে এই হ'ল মা, কষ্টে কেবল এ দিন যাবে॥
প্রাণের ভয়ে ডাকি সদা, তার উপায় কি ক'রতে দেবে।
দিনে দিনে এমন হ'লে, যাতনাতে প্রাণ যে যাবে॥
যখন আমি ডাকি তোকে, অনেক ছলা করিস্ শিবে।
কেন এত ফাঁকী দিস্ মা, দয়া যে তোর সর্ব্বজীবে॥
এই মত কি আমার দিন মা, কষ্টেতে সব ফুরিয়ে যাবে।
প্রাণের দায়ে কাতর হ'য়ে, ললিত কি এই দিন কাটাবে॥ ৮১০॥

প্রসাদি সুর।

বিফলেতে দিন গেল মা।
কেঁদে আমি মরি সদা, শুনেও তো তুই শুন্‌লি না মা॥
দিনান্তে তোয় ডাক্‌লে পরে, কষ্ট শুনি আর থাকে না।
সারাদিন যে ডেকে মরি, দেখেও তো তুই দেখ্‌লি না মা॥
এম্‌নি ক'রে ভুগ্‌তে গেলে, আর যে আমার প্রাণ বাঁচে না।
কি হবে সেই শেষের উপায়, সেইটি আমায় ব'লে দে মা॥

তোকে ডেকে কষ্ট পেলে, কেউ যে এখন ডাক্‌বে না মা।
জগৎ মাঝে দূষ্‌বে সবে, পাষাণী তোয় বল্‌বে যে মা॥
পাষাণী তোকে বল্‌বে লোকে, সেত আমি সইব না মা।
সদা তাইতে বল্‌ছি আমি, পায়ে আমায় স্থান দে না মা॥
ছেলে ব'লে নাম রটেছে, আর কি ঢাক্‌তে পার্‌বি গো মা।
কেমন মায়ের ছেলে আমি, সবাইকে তাই দেখিয়ে দে মা॥
দুর্গা নামে কি গুণ আছে, সবাই বুঝে দেখুক না মা।
কুপুত্র তোর ললিত যে এই, তাকেই রাখ্‌তে হবে যে মা॥ ৮১১

প্রসাদি সুর।

ঘুরে ঘুরে প্রাণে ম'লে।
খানিক তুই মন জিরিয়ে নে না, ব্রহ্মময়ীর চরণতলে॥
ফাঁদ পেতে ঐ ষড়রিপু, ব'সে আছে কতই ছলে।
সাম্‌লে সদা চলিস্ যেন, পড়িস্ না তুই তাদের জালে॥
ভোগ্‌বার এখন আছে অনেক, দেখ্‌বি কত সময় পেলে।
দিন যে ক্রমে ফুরিয়ে এল, ঘুর্‌লে কি আর এখন চলে॥
বিপথেতে ঘুরে বেড়াস, আপনি সদাই থাকিস ভুলে।
বেলা থাক্‌তে পথ ধ'রে চ, ভুগ্‌বি অনেক সন্ধ্যা হ'লে॥
জিরবার স্থান মায়ের চরণ, সদা তোকে দিচ্ছি ব'লে।
অকাতরে পেতে পার্‌বি, সোজা পথে চ'লে গেলে॥
ছটা রিপু মিলে জুলে, তোকে পথ যে ভুলিয়ে দিলে।
সন্ধ্যা হ'লে অন্ধকারে, ঘুরে মর্‌বি কর্ম্মফলে॥
গুরু যে পথ দেখিয়েছেন মন, সেইটি ধ'রে যানা চ'লে।
ললিতকে আর কষ্ট দিয়ে, ফেলিস্ না আর গণ্ডগোলে॥ ৮১২

প্রসাদি সুর।

রথেতে মা ঐ ব'সেছে।
তাই দেখে এই জগৎবাসী, মনের সুখে সব মেতেছে॥
পঞ্চ ভূতের রথ যে এটা, মণিমঞ্চ তায় রয়েছে।
এই দেহরথে মঞ্চের উপর, মা আমার যে বেশ সেজেছে॥
তিনটি কাছি তাতে আবার, মূলাধারে বাঁধা আছে।
পাঁচের জোরে রথটি হেথা, পথ ধরে মন আজ চলেছে॥
দুটি-মাত্র চাকা তাতে, রথের ভার যে সব রেখেছে।
আগুন বাতাস দুয়ে মিলে, সেই চাকাকে ঘুরাতেছে॥
কলে বিকল হ'লে পরে, স্থির হ'য়ে সে শেষ্ পড়েছে।
মা আমার ঐ রথের ভিতর, গুপ্তভাবে ব'সে আছে॥
রথে বামন দেখ্‌লে জীবে, মুক্ত হবে সব শুনেছে।
রথে মাকে দেখ্‌বে ললিত, এমন সাধ্য কৈ তার আছে॥ ৮১৩॥

প্রসাদি সুর।

মজ্‌ল মিছে গণ্ডগোলে।
কি হবে মা বুঝিয়ে দিলে॥
পাপের স্রোতে ভাসিয়ে জীবে, ফেলেছ মা কত গোলে।
তোমার কথায় ভুল্‌ছে দেখে, সবাইকে যে প্রাণে মেলে॥
কথায় এখন ভুল্‌লে মা গো, কখন কি জীবের চলে।
দোষী তোমায় কর্‌ব সবাই, আমাদের মা কষ্ট হ'লে॥
যশ্ অপযশ তোমার হবে, এ কথা মা সবাই বলে।
তাইতে তোমায় ভার দিয়ে মা, ঘুরে বেড়াই গোলেমালে॥
কষ্ট কি মা থাকৃত জীবের, আপনি যদি দেখ্‌তে ছেলে।
এত ক'রে কান্দব কেন, সহজে মা তোমায় পেলে॥
কষ্ট কত পাই এ ভবে, দেখনা মা আপন ছেলে।
ললিতের দোষ পাবে অনেক, যেতে হবে সে সব ভুলে॥ ৮১৪॥

প্রসাদি সুর।

কাল হ'ল মা তোমায় ভেবে।
সহজে এই মন্ যে আমার, তোমাকে কি ভুলে যাবে ॥
দয়া তোমার হ'ল না মা, ঘুরে ঘুরে মর্তে হবে।
উপায় থাক্‌লে তোমার কাছে, সহজে কে যেতে চাবে ॥
যে তোমাকে ডাকে এখন, তাকেই কষ্ট তুমি দেবে।
কত রকমে ভুগিয়ে তুমি, শেষেতে তার প্রাণটি নেবে ॥
এইত তোমার নিয়ম দেখি, আমার দশা কি যে হবে।
শেষের দশা মনে ক'রে, মরি যে মা ভেবে ভেবে ॥
এসব খেলা বুঝ্‌লে আগে, তোমাকে কি ধর্‌তাম শিবে।
আরত এখন উপায় নাই মা, এম্‌নি ক'রে দিন কি যাবে।
একটু দয়া কর্‌লে পরে, সকল কষ্ট দূর যে হবে।
ললিতকে আর দুঃখ দিয়ে, সুখ কি মা গো তুমি পাবে ॥ ৮১৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মিছে তোমায় ডাক্‌লাম এত।
কোন মতে শুন্‌লে না মা, তোমায় এখন বল্‌ব কত।
সবাই কেঁদে ম'ল যে মা, অমন ক'রে থাক্‌বে যত।
চেয়ে দেখ চরণতলে, সবাই আছে অনুগত ॥
মা হ'য়ে কি এমন ক'রে, কষ্টে রাখে আপন সুত।
কারও কথা না শুনে মা, ডাকি তোমায় অবিরত ॥
বিপদ্‌কালে সহায় হ'লে, ভাব্‌না আমার থাক্‌ত না ত।
চরণযুগল পাবার আশে, কেঁদে আমি হইযে হত ॥
কি দোষে মা দোষী কর, বুঝলে ভাবনা রয় কি এত।
কিসের অভাব দেখে এখন, গোলে ফেল্‌লে আমায় যত ॥
মায়ের কাছে যাবে ললিত, তাতে কেন বাধা এত।
কোল ছাড়া আর করিস্ না মা, সদাই আছি পদানত ॥ ৮১৬

প্রসাদি সুর।

তোর কথা মা কে ব'লেছে।
স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে পরে, মনের ভ্রম যে দূর হ'তেছে॥
ধ্যান ধারণা কর্‌তে গেলে, তোকে য্যামন যে দেখেছে।
সে কথা কি আজও মা গো, বল্‌তে কাকেও কেউ পেরেছে॥
হৃদয়মাঝে তোর ও রূপটি, দেখে যে মা সুখ পেয়েছে।
সে সব সুখ যে কেমন ধারা, বল্‌বার কি মা সাধ্য আছে॥
মুখের কথায় প্রকাশ করা, কভু কি মা তার যেতেছে।
আপ্‌নি বোঝে মন্‌কে বোঝায়, এ ছাড়া কি কেউ পেরেছে॥
বল্‌তে গেলে বোকা হয় মা, দ্বেষ তামাসা ফল হ'তেছে।
বুঝিয়ে দিতে সক্ষম নয় যে, একথা আর কে বুঝেছে॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে, দ্বেষাদ্বিষী নিয়ে আছে।
আপর কাউকে ভাল ব'লে, পরকে আবার দোষ দিতেছে॥
পরের কর্ম্ম দেখে সে মা, হেঁসে দিন যে কাটাতেছে।
পাঁচকে নিয়ে এক ভাবে মা, এমন সাধ্য কৈ হ'তেছে॥
কর্ম্মের গুণে দেখ্‌লে নিজে, সকল ভ্রমই তার যেতেছে।
দেখ্‌তে চেষ্টা কর্‌লে সবাই, ললিতের কি ভাবনা আছে॥ ৮১৭॥

প্রসাদি সুর।

রঙ্গ বোঝাই ভার হ'য়েছে।
বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা পেলে, বুঝ্‌তে এখন কে পেরেছে॥
তোমার রঙ্গের সঙ্গেতে মা, অনেক রঙ্গ শেষ্‌ হ'তেছে।
ঐ রঙ্গ দেখে ভ্রমে প'ড়ে, কষ্ট এখন সব পেতেছে॥
এই রঙ্গালয়ে ঘুরে ঘুরে, সবাই রঙ্গে বেশ মেতেছে।

কত অভিনয় ক'রে জীবে, রঙ্গালয়ে বেড়াতেছে॥
দিবা রাত্র এখানেতে, রঙ্গ যে সব তোর হ'তেছে।
ভেবে চিন্তে অন্ত পাইনা, সে রঙ্গের মা শেষ কি আছে॥
অনেক রঙ্গ হ'য়ে গেছে, স্থির হ'লেই যে সবাই বাঁচে।
রঙ্গের মাঝে ফেলে জীবে, তোমার কি মা ফল হ'তেছে॥
ললিতের সঙ্গে রঙ্গ ছাড়, এইটি কেবল ভিক্ষা আছে।
আর কেন মা চেয়ে দেখ, রঙ্গে রঙ্গ মিলে গেছে॥ ৮১৮॥

প্রসাদি সুর।

আলো দেখে অন্ধ হবি।
চক্ষু নষ্ট হ'লে পরে, আর কি কিছু দেখ্‌তে পাবি॥
যে চ'কেতে দেখিস্ এখন, সেইটি রক্ষা করে রবি।
বুঝে যদি না চলিস্ মন, রতনটিকে শেষ্ হারাবি॥
মনের মত রতন পেয়ে, নষ্ট কর্‌তে কেন যাবি।
অন্ধ হ'য়ে পড়্‌লে পরে, আপন পথে কাঁটা দিবি॥
দ্বেষাদ্বিষী কর্‌লে শেষে, সে চ'কের তুই মাথা খাবি।
পরকে কষ্ট দিলে পরে, নিজেও অনেক কষ্ট পাবি॥
মনের আঁধার দূর ক'রে মন, পদ্মে মাকে বসিয়ে নিবি।
কর্ম্মেতে দোষ কর্‌বি যখন, আলো দেখে চ'ক হারাবি॥
আলোটিকে ধ'রে ললিত, আপনি জ্ঞানের চোক ফোটাবি।
তেমন চোক্ তোর ফুট্‌বে যে দিন, আলোর মাঝে মাকে পাবি॥৮১৯॥

প্রসাদি সুর।

সবাই কি সব বুঝ্‌তে পারে।
এ কথাটি জেনে শুনেও, কেন মা গো ভোগাও তারে॥
তোর ঐ দুর্গা নামটিতে মা, যে সকল গুণ আছে ধ'রে।
সবাই কি মা সে সব কথা, বুঝেছে আজ ভাল ক'রে॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে এখন, অন্ধের মত ডাকে তোরে।
তাতেও যে মা জানা আছে, বিফল ডাকা হবে না রে॥
আগে অর্থ বুঝে তবে, দুর্গা বল্‌তে বলেছে রে।
নামের গুণে কিন্তু দেখি, সকল সফল হবে যে রে॥
মনে ভক্তি হবার জন্য, অর্থ বুঝ্‌তে ব'লেছে রে।
মা ব'লে যে ডাকৃতে পারে, ভক্তির তার আর বাকী কি রে॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, দেখি কত পাপী তরে।
ললিত কি আর তর্‌বে না মা, তোর ঐ দুর্গা নামের জোরে॥৮২০॥

প্রসাদি সুর।

মন হবি না কুয়ের গোড়া।
কুকাজ নিয়ে থাকিস্ যদি, ভবের মাঝে ঘুরে বেড়া॥
বুঝিয়ে দিলে বুঝিস্ না মন, এম্‌নি এখন কপাল পোড়া।
সংসারেতে অনেক আছে, বেন্ধে রাখ্‌বার দড়ীদড়া॥
দেহের মাঝে পদ্মাসনে, সদা ব'সে আছেন তারা।
ভববন্ধন ছিঁড়্‌তে দেখি, কেউ যে নাই মন তাঁকে ছাড়া॥
ভবের খেলা দেখ্‌না চেয়ে, যখন তুই শেষ্ হবি মড়া।
যাদের জন্য বান্ধা পড়িস্, তারাই দেবে গোবরছড়া॥
দেখ্‌না চেয়ে চারি ধারে, রয়েছে যে মায়ার ঘেরা।
সেই ঘেরা যে কাঁটায় পূর্ণ, সাম্‌লে কর্‌বি ঘোরা ফেরা॥
সুমতিকে কাছে রেখে, কুমতিকে দূরে তাড়া।
তবে ললিত বাঁচবে, প্রাণে কাটবে তার যে সকল ফাঁড়া॥ ৮২১॥

প্রসাদি সুর।

বিষম বিষয়বিষ রয়েছে।
বিষের জ্বালায় প্রাণ গেল মা, এ হ'তে কি উদ্ধার আছে॥
বিষয়লোভে সবাই এখন, আপন হতে আজ্ এসেছে।
চারি ধারে ঘেরে থেকে, মায়া কেবল বাড়াতেছে॥
সুখের আশে সবাই আসে, দুঃখীকে কি কেউ দেখেছে।
দীনের পক্ষে তুই বিনা মা, কে আর বল দেখ্‌বার আছে॥
বিষয়কে মা তুচ্ছ ক'রে, শাস্ত্রের মাঝে সব ব'লেছে।
তুচ্ছতে মা মুগ্ধ হ'য়ে, সবাই দেখি শেষ্ ভুলেছে॥
এর সীমা বল হবে কবে, কেউ কি এখন তার বুঝেছে।
কষ্ট ভোগের শেষ না হ'লে, প্রাণ যে সবার শেষ্ যেতেছে॥
ললিতকে মা চারিধারে, যে সব কষ্ট আজ ঘেরেছে।
সে সকলের উপায় কর্‌তে, তুই বিনা মা কে আর আছে॥ ৮২

প্রসাদি সুর।

এইবারে মা বেশ হ'য়েছে।
এ সংসারের জনন মরণ, আপনা হ'তে দুই ঘুচেছে॥
অবিচ্ছেদে থাক্‌ব ধ'রে, আর কি আমার ভাবনা আছে।
এইবারে মা ফাঁকী দেবার, সকল দিকের পথ গিয়েছে॥
মা মা ব'লে ঘুর্‌ব সঙ্গে, আট্‌কাতে কি কেউ রয়েছে।
ভাল ক'রে বুঝ্‌ব এখন, কোথা হ'তে কি হ'তেছে॥
বাবা আমার ভাল ক'রে, সকল কথার শেষ দেখেছে।
বাপের কথা চল্‌ব মেনে, ভাবনা ছেড়ে মন বুঝেছে॥
আর কেন মা ভাব্‌ব আমি, জোরে পড়্‌ব পায়ের কাছে।
তখন কি মা কর্‌বি আমার, সেইটি কেবল দেখ্‌বার আছে॥
যা ইচ্ছা মা কর্ না এখন, ললিত কি আর ভয় খেতেছে।
তোর ঐ অভয় চরণগুণে, আপ্‌নি অভয় আজ এসেছে॥ ৮২৩।

প্রসাদি সুর।

আপনা হ'তে ভুল্‌ব না রে।
তুই না ভুলিয়ে দিলে মা গো, ভুল্‌তে আমি পারব কি রে॥
গুরুর আদেশমত যে মা, তোকেই আমি আছি ধ'রে।
প্রাণ্‌পণে মা জানাব সব, ছাড়্‌তে পারি কেমন ক'রে॥
ছাড়্‌লে কি আর চলে আমার, সেইটি একবার বুঝে নে রে।
নিদয় হ'য়ে থাক্‌লে এখন, আমার কি মা চল্‌তে পারে॥
প্রাণের ভিতর হাঁপিয়ে ওঠে, দেখ্‌তে যখন পাই না তোরে।
সে কষ্ট যে হয় মা কত, কেমন ক'রে বোঝাই তারে॥
কভু স্পষ্ট হ'য়ে আসিস্, কভু আভা দেখাস্ ধ'রে।
কভু দেখ্‌তে না পেয়ে মা, প্রাণ যে আমার কেমন করে॥
স্থির হ'য়ে না থাক্‌তে গেলে, তোর কি কিছু গোল বাধে রে।
স্বভাবদোষে ললিতকে তুই, এত ক'রে ভোগাস্ কি রে॥ ৮২৪॥

প্রসাদি সুর।

সুখের পথ মা সব ঘুচেছে।
আর কিসে সুখ হবে আমার, সকল দিকেই গোল বেধেছে॥
যাকে কিছু বল্‌ব আমি, সেই যে আমায় দোষ দিতেছে।
ভাল কথা বল্‌তে গেলে, মন্দ ভাব যে তার নিতেছে॥
আপনা হ'তেই সুখের পথে, কাঁটা দেখি বেশ্ প'ড়েছে।
এখন যে মা তোমার হাতে, আমার সকল সুখ রয়েছে॥
তোমায় ধ'রে প'ড়ে আছি, তাতেই মন যে স্থির হ'তেছে।
অপর সুখের ভিক্ষা মা গো, এখন মন আর কৈ ক'রেছে॥
চরণে স্থান দে মা এখন, ঐটি কেবল ভিক্ষা আছে।
আমার মতন হতভাগা, জগতে কি কেউ দেখেছে॥
আপনার কাজে আপ্‌নি এখন, ললিত যে মা বেশ মজেছে।
দুর্গা নামটি বিনা মা গো, সংসারে সে কি পেয়েছে॥ ৮২৫॥

প্রসাদি সুর।

ভাল মজা হ'ল শেষে।
ভালর জন্যে বল্‌লে এখন, আমার কথায় সবাই হাঁসে॥
দিনান্তে যে পাইনি খেতে, খাচ্ছে থেকে আমার বশে।
আমীরি চাল্ ধ'রে এখন, কুকাজ করে সুখের আশে॥
সুখ কি তাদের হবে কভু, মর্‌বে তারা আপন দোষে।
প্রথম থেকে নিদয় তুমি, কর্‌বে কি শেষ্ তার মানুষে॥
ভালর নীচ মা হ'তে পেলে, বেশী নীচ হয় অবশেষে।
সোজা হ'তে চায় কি তারা, কেবল মা গো মিষ্টভাষে॥
ভালয় থাক্‌লে সুখ যে বেশী, বঞ্চিৎ তারা সে সব রসে।
ললিত কি আর কর্‌বে তাদের, হ'াব্ মানায় যে কৃত্তিবাসে॥ ৮২৬॥

প্রসাদি সুর।

এই ক'রে কি ডোবাও ভবে।
তোমার হাতে ডুব্‌লে মা গো, ভয় কি আমার তাতে হবে॥
যে কাজের মা ভার দিয়েছ, সেইটি ক'রে বেড়াই সবে।
সে কাজ ক'রে তোমায় ডাক্‌তে, কখন কে আর সময় পাবে
যে কাজ কর্‌তে এসেছি মা, করি কিনা দেখ ভেবে।
যেমন সাধ্য তেম্‌নি করি, তবে কেন নিদয় রবে॥
তাতে কিছু দোষ হ'লে মা, তুমিই সে সব সুধ্‌রে নেবে।
ভয় দেখালে চল্‌বে কেন, স্থির হ'য়ে সব কর্‌তে দেবে॥
বিচার ক'রে দেখ না মা, হুকুম ছাড়া চলি কবে।
আশা কেবল এই করি মা, অভাগাকে সদয় হবে॥
হুকুম শুনে চ'লে মা গো, কষ্টে যদি এদিন যাবে।
তবে ললিত শুনবে কেন, কেবল তোমায় ধ'রে রবে॥ ৮২৭॥

প্রসাদি সুর।

সোজা কথাই বুঝ্‌তে পারে।
বাঁকা হ'লেই গোল বাধে রে॥
সোজা পথ যে ছেড়েছে মা, কষ্টের শেষ তার রবে না রে।
বাঁকা পথের সঙ্গে মা গো, সবাই বেঁকে যাবে যে রে॥
একাধারে অনেক গুণ মা, তোতে দেখি রয়েছে রে।
সোজা বাঁকা সকল বুঝে, বাঁকায় যেতে দিবি কি রে॥
যে সব কাজ মা শাস্ত্রে আছে, সবাই কি সব কর্‌তে পারে।
তোর ছেলে সব হ'য়ে মা গো, কেন বল্‌না মর্‌বে ঘুরে॥
মা মা ব'লে ডাকলে সবাই, তোকে কি শেষ পাব না রে।
সেইটি একবার দেখ্‌বে ললিত, ফাঁকী দিস্ তুই কেমন ক'রে॥৮২৮॥

প্রসাদি সুর।

অনেক কষ্ট আমার আছে।
বল্‌ব কি মা তোমার কাছে॥
এখনও মা ধনমদে, মত্ত আমার মন রয়েছে।
আমার আমার ক'রে দেখি, বিপরিত যে ফল ফলেছে॥
সঞ্চয়েতে ইচ্ছা যে মা, পোড়া মনের বেশ হয়েছে।
কার জন্যে মা সঞ্চয় করে, সে কথা আর কৈ বুঝেছে॥
মায়াতে মা মুগ্ধ থেকে, অন্ধ হ'য়ে শেষ্ প'ড়েছে।
সংসার নিয়ে ঘুরে ঘুরে, শেষের দিনটি সব ভুলেছে॥
তোমায় ডাক্‌বে কখন ললিত, ডাক্‌বার সময় কৈ পেতেছে।
আপনা হ'তেই মনের দোষে, অতলজলে ডুব দিতেছে॥ ৭২৯

প্রসাদি সুর।

আমার জোর মা আর কি আছে।
তোরই জোরে জোর হ'য়েছে॥
তুই সাহস মা দিবি যখন, তখনই সব ভয় কেটেছে।
নিষ্ঠুর হ'য়ে থাক্‌লে পরেই, সকল আশা দূর হ'তেছে॥
দিনান্তে মা ডাকি তোকে, এতেই আমার বল বেড়েছে।
তোর ঐ অভয়চরণ ধ'রে, হেঁসে আমার দিন যেতেছে॥
সকল কষ্ট সহ্য ক'রে, সদা মন যে প'ড়ে আছে।
তুই মা নিদয় হ'লে এখন, কাকে ধর্‌ব কে শুনেছে॥
তুই ছাড়া মা এই ললিতের, আপনার বল্‌তে কে রয়েছে।
সুখের ভাগী সবাই দেখি, তার জন্য মা কে ভেবেছে॥ ৮৩০

প্রসাদি সুর।

সুখের আশা সবাই করে।
ভাবনা কি আর পরে পরে॥
সুখে রাখ্‌তে পারব যদিন, সবাই আস্‌বে ঘুরে ঘুরে।
যে দিন সে সব ফুরিয়ে যাবে, সেই দিন সবাই ফেল্‌বে দূরে।
সুখ যে মা গো কেমন ধারা, আমি তার আর বুঝ্‌ব কি রে।
পরকে সুখী ক'রে বেড়াই, কষ্টে নিজে বেড়াই ঘুরে॥
কষ্টের কথা জানি মা সব, দুঃখেতেই যে দিন গেল রে।
ঐটি বুঝিয়ে বল্‌তে পারি, আর কিছু মা জানিনা রে॥
আমার ভাগ্যে সুখ হ'লে মা, এত নিদয় হ'তিস্‌ কি রে।
তোর ছেলে এই ললিত হ'য়ে, মনের কষ্ট বল্‌বে কারে॥ ৮৩১

প্রসাদি সুর।

কাকে বল্‌ব কেবা শোনে।
সবাই আছে আপন মনে ॥
আপনার ব'লে টানাটানি, কর্‌ছে সবাই আপন জেনে।
একবারে মা বুঝ্‌বে সকল, দেখ্‌তে পাই যে শেষের দিনে ॥
উন্মত্ত যে আছে সবাই, আমাকে আর কেবা মানে।
ব'সে ব'সে ভুগ্‌ছে দেখি, আপন আপন কর্ম্মগুণে ॥
কি সাহসে জানি না মা, আছে এমন আপন মনে।
নইলে যত বোঝাই মা গো, ততই হেঁসে বেড়ায় কেনে ॥
আমার কাছে থেকে তারা, আমাকেই যে তুচ্ছগণে।
ব্যাভার সকল দেখে আমি, ডাক্‌ছি মা গো কাতরপ্রাণে ॥
তাদের আশা ছেড়ে ললিত, প'ড়ে আছে তোর চরণে।
একবার কি মা কৃপা ক'রে, দেখ্‌বি তাকে শেষের দিনে ॥ ৮৩২ ॥

প্রসাদি সুর।

গুপ্তভাবে থাকিস্‌ না রে।
জগতে মা যখন যা হয়, সকলই তুই জানিস্‌ যে রে ॥
প্রকাশ হ'লে হ'ত ভাল, বল্‌তাম তোকে ভাল ক'রে।
বিচার ক'রে কর্‌তিস্‌ যা মা, সইতাম সে সব অকাতরে ॥
সাম্না সাম্নি সওয়াল জবাব, কর্‌তে আমি পার্‌তাম জোরে।
বুঝে আমি দেখে নিতাম, কি কাজের কি ফল হ'ল রে ॥
জেনে শুনে কর্‌তাম সকল, মনে দুঃখ থাক্‌ত না রে।
বেশী কষ্ট দিস্‌ মা এখন, লুকিয়ে থেকে অন্ধকারে ॥
সাম্‌নে একবার আয়না গো মা, ভাল ক'রে দেখি তোরে।
তাপিত প্রাণকে শীতল করি, তোর ঐ যুগলচরণ ধ'রে ॥
অন্ধকারে থাক্‌লে মা তুই, আর যে আমার চলে না রে।
তোর অভাবে ললিত এখন, সকলই যে হারাবে রে ॥ ৮৩৩ ॥

প্রসাদি সুর।

তোকে ব'লে কি হ'বে গো।
আমার যে সব দুঃখের কথা, শুন্তে কি আর তুই পাবি গো ॥
শুন্লে পরে শুন্তিস্ অনেক, বল্বার অনেক বাকী যে গো।
তোরই দোষে সকল দিকে, আমার যে মা গোল হ'ল গো ॥
কাণ যে থাক্তে কালা তুই মা, কেবল আমি এই দেখি গো।
নইলে কি ছল কর্তে পারিস্, সুখে আমার দিন যেত গো ॥
কি ক'রে আর বল্তে হয় মা, তার যে কিছু জানি না গো।
নূতন কিছু উপায় থাক্লে, তুই মা আমায় শিখিয়ে দে গো ॥
ইচ্ছা ক'রে কালা সাজ্লে, আমার দশা কি হবে গো।
মা বিনা এই গজৎ মাঝে, ছেলেকে আর কে দেখে গো ॥
তোকে ডেকেই ললিত এখন, সকল দুঃখ জানাবে গো।
ছেলের সব মা ফুরিয়ে গেলে, তখন দেখে কি পাবি গো ॥ ৮৩৪ ॥

প্রসাদি সুর।

এখনও যে মায়ায় ভুলি।
মুখেই কেবল আনি যে মা, ব'লে বেড়াই কালী কালী ॥
মায়া কৈ মা ছাড়্ছে আমায়, এই কি এখন ফল দেখালি।
তোকে নিত্য ডাকি ব'লে, উচিৎ শিক্ষা আমায় দিলি ॥
মায়ার ভ্রমে ভুলি যতই, ততই কষ্ট পাই যে কালি।
এই ক'রে যে আমার এখন, কর্ম্মে এত গোল বাধালি ॥
বুঝ্তে আমি পেরেও সকল, কেন মা গো এত ভুলি।
তোরই খেলা ছাড়া মা গো, এ সব এখন কি আর বলি ॥
আর কি খেলা ছাড়্বি না মা, ক্রমে সকল সুখ যে নিলি।
স্থির হ'তে না পেলে ললিত, সবই বিফল মুণ্ডমালি ॥ ৮৩৫ ॥

প্রসাদি সুর।

সকল কাজেই গোল বেধেছে।
মন যে আমার সব ভুলেছে॥
যা নিয়ে মা মেতে আছি, তাতেই এখন মন রয়েছে।
কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে দেখি, আপ্‌না হ'তে ভুল হ'তেছে॥
যে সব গণ্ডগোলে ঘুরি, তার উপায় মা কে ক'রেছে।
কাজ হারালে বুদ্ধি বাড়ে, এইটি যে মা সব দেখেছে॥
সময় থাকতে সাম্‌লে নিলে, গোলে প'ড়ে কে ভুগেছে।
সময় আপন বুঝ্‌বে কেন, সংসারে মা যে মজেছে॥
ভাল মন্দ বুঝে কাজ মা, করাই এখন ভার হ'য়েছে।
তুই না বুঝিয়ে দিলে মা গো, ললিত এখন কৈ বুঝেছে॥ ৮৩৬॥

প্রসাদি সুর।

শেষের দিন কে মনে ভাবে।
বুঝিয়ে দিলেও কৈ দেখি মা, বুঝে এখন দেখ্‌তে চাবে॥
ভবসাগর পার হ'তে মা, পারের ঘাটে যে দিন যাবে।
এখনকার সব কর্ম্মদোষে, কেউকি পারে যেতে পাবে॥
সেখান কার সেই নৌকাতে মা, সহজে কে উঠ্‌তে দেবে।
কর্ম্মসকল দেখে তবে, মাজী যে তার নায়ে নেবে॥
সে নায়ে কেউ উঠ্‌তে পেলেও, তবু যে তার বিপদ রবে।
জীর্ণ তরি হয় যদি শেষ, সাগরমাঝে ডুব্‌তে হবে॥
অনেক বিঘ্ন বাধা কেটে, যে সেই সাগর ত'রে যাবে।
সেই যে মা গো অকাতরে, তোমার চরণ দেখ্‌তে পাবে॥
শেষ যে সব বিপদ আছে, এখন কে মা সে আর ভাবে।
যে ভেবেছে সেই ত'রেছে, ললিত এইটি দেখ্‌না ভেবে॥ ৮৩৭

প্রসাদি সুর।

এখন আর মা দেখ্‌ব কি রে।
এ প্রাণ আমার বল্ দেখি মা, কত সহ্য কর্‌তে পারে ॥
অনেক আমি দেখেছি মা, মর্‌ছি আজও অনেক ঘুরে।
নূতন ক'রে দেখ্‌তে আমার, ইচ্ছা যে আর করে না রে ॥
এক একবার মা ভুগে আমি, অনেক সহ্য করেছি রে।
সে সকল দিন মনে হ'লে, প্রাণ যে আমার হাঁপিয়ে মরে ॥
মনে কিছু সাহস আসে, যখন আমি ডাকি তোরে।
পাঁচ রকমে জড়িয়ে প'ড়ে, আবার তোকে ভুলি যে রে ॥
আর যে দেখ্‌বার সময় নাই মা, ক্রমে দিন সব ফুরাল রে।
মায়ামোহ নষ্ট ক'রে, ললিতকে মা বাঁচিয়ে দে রে ॥ ৮৩৮ ॥

প্রসাদ সুর।

কতই আর মা তোকে বলি।
এতই যখন নিদয় হ'লি ॥
তোর ছলা সব বুঝে আবার, আপ্‌না হ'তেই সকল ভুলি।
তাইতে যে মা আমার কষ্ট, আরও এখন বাড়িয়ে দিলি ॥
যেটুকু সুখ ছিল আমার, সেটাও তুই যে কেড়ে নিলি।
স্থির ভাবে তুই না থেকে মা, ফাঁকী দিতে সদাই এলি ॥
সংসারের এই যাতনাতে, আমার প্রাণ যে গেল জ্বলি।
এমন ক'রে কষ্ট দিয়ে, এখন তুই মা কি সুখ পেলি ॥
এ বিপদে রক্ষা হ'তে, যত কষ্ট তোকেই বলি।
তার ফলেতে এই হ'ল মা, ললিতকে তুই ভুলে গেলি ॥ ৮৩৯

প্রসাদি সুর।

ত্রাণ ক'রে দে শম্ভুদারা।
তুই যে মা গো বিপদহরা॥
প্রথম সবাই বিবাদ করে, বলে তোকে নিরাকারা।
শেষে আবার তোকেই ধ'রে, অপারসিন্ধু তরে তারা॥
তোর ঐ চরণ বিনা এখন, উপায় কি আর পাবে তারা।
এ জীবনে শান্তি পাবে, ঐ চরণে স্থান পাবে যারা॥
তোকেই ডেকে ডেকে মা গো আমি এখন হ'লাম সারা।
চিরনিদয় হ'লি বুঝি, মায়ের কাজ কি এম্‌নি ধারা॥
দেখনা মা গো সবাই মিলে, ললিতকে তোর কর্‌লে সারা।
তোরই ছেলে হ'য়ে এখন, বইব কত দুঃখের ভরা॥ ৮৪০॥

প্রসাদি সুর।

তোকে বিনা মন বোঝে না।
দিন যে মা গো আর থাকে না॥
অন্ধকারে আলো ক'রে, থাকলে পরে আর চলে না।
ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হ'লেই, পূর্ণ আমার হয় কামনা॥
চারিদিকে দেখি কভু, কভু দেখ্‌তে আর পাব না।
এমন ধারা কর্‌লে তুই মা, মনে বড় পাই যাতনা॥
কখন মা পেয়ে তোকে, দূরে যেতো সব ভাবনা।
এখন আবার এমন হ'লি. খুঁজে মলেও আর পাব না॥
আলোটি তোর দেখে কেবল, স্থির যে থাকতে কৈ পারি না।
মনের মতন মা হ'য়ে তুই, আপন ছেলে কোলে নে না॥
বিপদ সম্পদ সকল সময়, দেখিস্‌ যেন ভুল করি না।
ললিতকে তুই ভুলিয়ে রাখ্‌লে, তার্‌ যে এখন আর চলে না॥৮৪১॥

প্রসাদি সুর।

সবাই রইল গণ্ডগোলে।
কে আর মা গো সাম্‌লে চলে॥
দেখ্‌তে বাকী অনেক আছে, ভাল ক'রে বুঝ্‌তে গেলে।
চেষ্টা কিন্তু কেউ করে না, ঘোরে কেবল গোলেমালে॥
সাধ্য কার মা আছে এখন, ঢোকে তোমার সকল ছলে।
স্থিরভাবে মা প'ড়ে আছে, রেখেছ মা যেমন ফেলে॥
বাহাদুরি নাই মা এতে, আমাদের সব কষ্ট দিলে।
সাম্‌লে নিতে পার্‌লে দেখি, এগোও না মা কোন কালে॥
মনে মনে জান সকল, কি হবে মা আমায় মেলে।
সকল কষ্টই দূর হ'বে মা, তোমার যুগল চরণ পেলে॥
তোমায় দেখ্‌তে পাবে ললিত, এখন মা গো কিসের ফলে।
সকল দিকই যখন মা তার, ক্রমে নষ্ট কর্‌লে কালে॥ ৮৪২॥

প্রসাদি সুর।

মা কি মায়ার ভোগ জানে রে।
কষ্ট সব কি বুঝ্‌তে পারে॥
মা যে পাষাণী হ'য়ে আছে, কোমল ভাবের কি বোঝে রে।
ছেলের কথা মনে নাই যার, তাকে বোঝাই কেমন ক'রে॥
সংসারে ঐ মায়া নিয়ে, কত আমরা মর্‌ছি ঘুরে।
তার কি কিছু ঠিক আছে মন, বুঝে এখন দেখ্‌বে কে রে॥
মায়ের মায়া থাক্‌লে পরে, আমাদের সব দেখ্‌ত যে রে।
এমন মায়ের হাতে প'ড়ে, কি ক'রে সব যাব ত'রে॥
ভাবের অভাব সদাই আছে, পূর্ণ কর্‌তে কে আর পারে।
দয়া মায়া থাক্‌লে মায়ের, ভয় আমাদের থাক্‌ত কি রে॥
মায়ার হাত যে ছাড়িয়ে দেখি, মা আমার ঐ আছেন্ ঘরে।
তারই ভাবনা কেবল ললিত, সদাই যে মা ভাব্‌ছে ঘুরে॥ ৮৪৩॥

প্রসাদি সুর ।

মায়াই সবার কাল হ'ল রে ।
যার সীমা এই ভবে আছে, মায়াতে যে সেই ভোলে রে ॥
পরিবারের সীমা যেথা, মায়ার বৃদ্ধি সেই খানে রে ।
একটা গেলে আর পাবে না, এইটি দেখি সব ভাবে রে ॥
এম্‌নি ভাবে মায়া ধেড়ে, অধীর এখন তায় করে রে ।
মিছে সকল এ কথা কি, ভবের মাঝে কেউ বোঝে রে ॥
মায়া আমার মায়ের কাছে, যেতে এখন কৈ পারে রে ।
মায়ের স্নেহ খুঁজে বেড়াস্‌, সে নিধি কি তুই পাবি রে ॥
শেষ্‌ হ'লে তোর সব ফুরাবে, মায়া তোকে তাই ধরে রে ।
কিছুতে যার সীমা নাই যে, মায়া গিয়ে কর্‌বে কি রে ॥
অনন্ত মা হৃদে আছে, তাই ধ'রে তুই কাল কাটা রে ।
নইলে ললিত ভবের মায়া, কি ক'রে মন কাট্‌তে পারে ॥ ৮৪৪ ॥

প্রসাদি সুর ।

এ আবার কি নূতন হেরি ।
নয়ন মন যে সার্থক হ'ল, দেখে ওসব শুভঙ্করি ॥
মনোহর এক সাগরমাঝে, দ্বীপ দেখে তায় ঘুরিফিরি ।
ফুল ফুটেছে নানাজাতি, গন্ধে আমোদ কর্‌ছে ভারি ॥
দ্বীপের মাঝে গাছ এক আছে, চারি শাখায় শোভা করি ।
রং বেরঙ্গের ফুল যে তাতে, কোকিল ভ্রমর বেড়ায় উড়ি ॥
গাছের নীচে রত্ন বেদি, সিংহাসন তায় মনোহারী ।
সেইখানে মা ব'সে আছিস্‌, হ'য়ে দেখি রাজ্যেশ্বরী ॥
সেই সাগরের পদ্মবনে, স্বর্ণ মরাল বেড়ায় ঘুরি ।
অপরূপ এক আলোতে মা, দিতেছে সব প্রকাশ করি ॥
কি সুন্দর মা দেখ্‌লাম তোকে, সাধ্য কি তা বল্‌তে পারি ।
ললিতের এই ইচ্ছা মনে, থাকে তোর ঐ চরণ ধরি ॥ ৮৪৫ ॥

প্রসাদি সুর।

ভাবনা আমায় ছাড়্‌বে কবে।
কিসে থেকে কি হ'ল মা, কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে॥
পাঁচ রকমে জড়িয়ে আছি, ভেবে ভেবে ম'লাম্ সবে।
এমন দিন কি আর পাব মা, আমার সে সব কষ্ট যাবে॥
সংসারের সব গণ্ডগোলে, আর কত দিন এ প্রাণ রবে।
দিন ফুরালে সব ফুরাবে, এটাও যে তুই জানিস্ শিবে॥
কত রকম দুঃখ পেয়ে, এ পাপ দেহ জীর্ণ হ'বে।
তখন যে মা এত আশা, সকল বিফল হ'য়ে যাবে॥
অনন্ত তুই হ'য়ে সদা, দেখি যে মা আছিস্ ভবে।
অনন্ত রূপ ধরিস্ যদি, কষ্ট কেন দিস্ মা সবে॥
নয়নকোণে দেখ্‌লে মা গো, আর কি এ সব কষ্ট রবে।
তোর ঐ চরণগুণে মা গো, ললিত দুঃখ আর কি পাবে॥ ৮৪৬॥

প্রসাদি সুর।

কেন মা লোভ বাড়িয়ে দিলি।
এমন ক'রে মন ভোলালি॥
আপনি মা তুই জানিস্ সকল, তাই কি মা গো গোল বাধালি।
তোর খেলা আর বুঝ্‌ব কি মা, বেশ এখন তুই কাজ দেখালি॥
যতই মা মা করি আমি, ততই কি মা কালা হলি।
আপনার ধন তুই আপনি চিনিস্, তবে কেন আছিস্ ভুলি॥
যদি আশা না হ'ত মা, যা হয় ক'রে যেত চলি।
মন্‌কে বুঝিয়ে রাখ্‌তাম আমি, কষ্ট দিয়ে কি ফল পেলি॥
শত দোষে দোষী হ'য়ে, সদাই মা গো তোকে বলি।
কিসে আমায় সদয় হবি, বল্‌লে যে মা বুঝে চলি॥
ললিতকে কি এত দিনে, এক বারে তুই ভুলে গেলি।
দেখিস্ যেন চরণ থেকে, তাকে শেষ্ মা দিস্‌না ঠেলি॥ ৮৪৭॥

প্রসাদি সুর।

ভেল্‌কী দেখে মন ভোলে না।
সোজা পথটি ধর্‌তে গিয়ে, করি কেবল আনাগোনা॥
কখন কিসে ভুলিয়ে রাখে, বুঝ্‌তে আমরা কেউ পারি না।
দিনান্তে যে দেখ্‌ব মাকে, এতে কেন পাই যাতনা॥
কত ক'রে মন ভোলাবে, গণে সংখ্যা তার হবে না।
আমাদের সব কষ্ট দিয়ে, কি ফল পাবে তাই জানি না॥
মায়াতে মন ভুলিয়ে রেখে, সোজা হ'তে আর দিলে না।
যত মাকে ডাকি আমি, ততই করে শেষ্‌ ছলনা॥
কষ্ট এত দিলেও আমায়, মাকে ডাক্‌তে মন ভুল না।
মনের মত মা হ'য়ে শেষ্‌, ললিতকে কি স্থান দেবে না॥ ৮৪৮॥

প্রসাদি সুর

বেশ বিচার মা কর্‌লি বটে।
তোর খেলাতে ইচ্ছা হয় মা, সকল ফেলে পালাই ছুটে।
মা মা ব'লে আমি যত, ডাকি তোকে করপুটে।
ততই কষ্ট দিতে আমায়, আস্‌ছে দেখি সবাই যুটে॥
চির দিন মা জানা আছে, দুর্গা নামে দুঃখ কাটে।
কত দিনে বল দেখি মা, রক্ষা পাব এ সঙ্কটে॥
মনের ভুলে অনেক কাজে, দোষী আমি হই মা বটে।
সে দোষ আমার ধরিস্‌ যদি, দাঁড়াব মা কার নিকটে॥
ললিতকে তুই দেখিস্‌ মা গো, সূর্য্য যখন বস্‌বে পাটে।
দুর্গা দুর্গা ব'লে তখন, বিঘ্ন যেন যায় মা কেটে॥ ৮৪৯॥

প্রসাদি সুর।

অভয় দিতে কে আর আছে।
আশা ভরসা ফুরিয়ে গেছে ॥
মা মা ব'লে অভয় পাই মা, তোর যে দেখি কাণ গিয়েছে।
শুন্‌তে যেটা পাবি মা তুই, তাতে দুঃখ কে পেতেছে ॥
সকল কষ্টই কর্‌বি যে দূর, এইটি মনের সাহস আছে।
সবই বিফল হ'লে এখন, কালের ভয়ে প্রাণ যেতেছে ॥
বেলা যে মা ফুরিয়ে এল, কাল ক্রমে দেখ্‌ আস্‌ছে কাছে।
অনন্ত এই সংসারস্রোতে, পাপদেহ যে ভেসে গেছে ॥
পারের ভেলা পাবার জন্য, ললিত তোকেই ধ'রে আছে।
দয়া ক'রে অভয় দিয়ে, রাখ্‌না তাকে পায়ের কাছে ॥ ৮৫০ ॥

প্রসাদি সুর।

ভাব দেখে মা ভাব লেগেছে।
আমার মন যে সব ভুলেছে ॥
যে ভাবে তুই বস্‌লি বুকে, তাতেই এখন সব এসেছে।
বিমল ভাবের উদয় হ'য়ে, মিছে ভাবটি সব গিয়েছে ॥
তোতেই আমি দেখ্‌লাম যে মা, পাঁচটি এসে সব মিলেছে।
একেতে পাঁচ পেয়ে এখন, আমার এ ছার মন মেতেছে ॥
ওরূপ তোর্ মা দেখ্‌ব কি আর, মন যে ওতেই বেশ মিশেছে।
মেয়ে হ'য়ে পুরুষ হ'লি, মেয়ে আবার তায় হ'তেছে ॥
ভাবের অভাব হবে কেন, তোকে মা গো যে বুঝেছে।
ভুল ক'রে মা ভেবে মরি, তাতেই এত গোল বেধেছে ॥
আপনি বুঝিয়ে না দিলে মা, তোকে বুঝ্‌তে কে পেরেছে।
তোতেই সব যে আছে মা গো, ললিত কেবল এই জেনেছে ॥ ৮৫১

প্রসাদি সুর।

ঘর্ খুলে তোর রাখিস্ না রে।
দেখ্‌বি শেষে চোর যে এসে, নেবে সকল চুরি ক’রে॥
এখন যা সব উপায় করিস্, সেইটি যদি ন্যায়রে চোরে।
পারের সময় নিকট হ’লে, উপায় তখন কি হবে রে॥
ঘরের নটি দ্বার যে আছে, বাঁধবি মায়ের নামের জোরে।
সে গুলিতে কপাট দিলে, চোর এসে কি কর্‌তে পারে॥
তার পরে তুই কর্ না মজুত, সহজে ক্ষয় হবে না রে।
ক্রমে ক্রমে বাড়্‌বে সে ধন, ভয় সকল তোর যাবে দূরে॥
মিছে বেগার খেটে এখন, মরিস্ না তুই ঘুরে ঘুরে।
চোরকে ধ’রে দিয়ে সকল, শেষেতে ফল কি পাবি রে॥
ললিত দুর্গা দুর্গা ব’লে, ঘরের দ্বার সব বেঁধে নে রে।
তাতেই যে তোর সকল হবে, চোর কি আস্‌তে আর পাবে রে॥ ৮৫২

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌লাম কি আর বল্‌ব কি রে।
শ্রীচরণের শোভা যে আজ, মন আর প্রাণকে নিল হ’রে॥
রত্ন নূপুর মায়ের পায়ে, মনোহর যে হ’য়েছে রে।
কপাল ক্রমে যে দেখেছে, সেকি আর তা ভুল্‌তে পারে॥
মায়ের রাঙ্গা চরণ দেখে, মনের আশা মেটেনা রে।
এই মা আমার নিষ্ঠুর এত, একথা মন বোঝাস্ কারে।
দেখ্‌না কেমন মা ঐ ব’সে, হৃদয় আলো করেছে রে।
অমন মাকে পেয়ে কভু, কঠিন ব’লে ভাবিস্ না রে॥
মা তোর দোষী নয় কখন, কর্ম্ম দোষে মরিস্ ঘুরে।
যাকে দেখে এ প্রাণ জুড়ায়, সেকি কষ্ট দিচ্ছে তোরে॥
মিছে ভ্রমে প’ড়ে ললিত, ভেবে তোর আর কি হবে রে।
এক মনেতে আমোদ ক’রে, সদা থাক্ না মাকে ধ’রে॥ ৮৫৩

প্রসাদি সুর।

ভ্রমগুলি দূর ক'রে দে না।
সহ্য কর্‌তে আর পারি না ॥
মিছে ভ্রমে প'ড়ে আমায়, সদা পেতে হয় যাতনা।
যে সব কাজ মা করি এখন, রক্ষা শেষ যে তার হ'ল না ॥
যাকে আশ্রয় করি আমি, ভ্রমে ফেল্‌তে সেও ছাড়ে না।
ভ্রম ছাড়া যে সোজাপথে, আমার পোড়া মন চলে না ॥
প্রধান ভ্রম যে সংসার নিয়ে, কিছুতে সুখ তায় পেলে না।
মায়া বেড়েই গোল বেধেছে, মন যে আমার তাও বোঝে না ॥
তার পরে মা ধন লোভ যে, সদা কর্‌তে চায় তাড়না।
অসার নিয়ে মর্‌ছে ঘুরে, সার্‌কে মা আজ কেউ খোঁজে না ॥
যা দেখে মা অসার সকল, ভ্রমে পড়ে তাও জানে না।
ললিতের ভ্রম ঘুঁচে গেলে, কষ্ট তার মা আর হবে না ॥ ৮৫৪ ॥

প্রসাদি সুর।

একেতেই যে সব মিলেছে।
বোকা মন তা কৈ বুঝেছে ॥
সহজে সব দেখ্‌তে গেলে, একেই যে শেষ্‌ সকল গেছে।
দ্বেষাদ্বিষী ক'রে এখন, ভ্রমে প'ড়ে সব ভুলেছে ॥
নদীসকল ধীরে ধীরে, সাগরেতে শেষ্‌ মিশেছে।
তেম্‌নি ধারা সকল পথ যে, এক স্থানেতে শেষ্‌ হ'য়েছে ॥
অনন্ত যে সবাই এখন, অন্ত সকল কৈ পেয়েছে।
কারও সীমা না হ'লে মন, পৃথক্ কর্‌তে কে পেরেছে ॥
ভ্রম বুঝে সব গোল যে করে, তাতেই এখন গোল বেধেছে।
মিছে গণ্ডগোলে প'ড়ে, একে সকল কে দেখেছে ॥
স্থির ভাবেতে চ না ললিত, সাম্‌নে যে পথ তোর রয়েছে।
পাঁচকে নিয়ে গোল যে করে, শেষকালে সে বেশ্‌ মজেছে ॥৮৫৫॥

প্রসাদি সুর।

আপ্‌না জান্‌তে সাম্‌লে চলি।
যখন যা সব হচ্ছে আমার, প্রাণপণে মা তোকেই বলি॥
তবু তুই যে এমন ক'রে, আপন ছেলের মাথা খেলি।
দুঃখ কি আর বল্‌ব তোকে, যা ছিল মা তাও যে নিলি॥
নিলে যদি সুখী হ'স্‌ মা, ভয় কি তাতে মুণ্ডমালি।
তবু যে স্থির না হ'য়ে তুই, কষ্ট আরও বাড়িয়ে দিলি॥
তোর খেলাতে বাঁচ্‌ব কিসে, জেনে শুনেও সকল ভুলি।
শেষেতে এই হবে মা গো, কর্‌তে হ'বে ঢলাঢলি॥
আমার কষ্ট দূর হবে মা, পেলে তোর ঐ চরণধূলি।
সকল কথাই জেনে এখন, কেন এত গোল বাধালি॥
যত সাম্‌লে চল্‌ছে ললিত, ততই কি তুই মজা পেলি।
এত ফাঁকী দিতে কি মা, বুকের ভিতর বস্‌তে গেলি॥ ৮৫৬॥

প্রসাদি সুর।

মাঝখানে মা গোল যে বড়।
আপন কাজে সবাই দড়॥
ছেলে বেলা কাট্‌ল সুখে, বয়স হ'লে কৈ মা ছাড়।
সংসারেতে ফেলে তখন, মায়ার ঘেরা দিয়ে বেড়॥
সময় যত যাচ্ছে আমার, ততই দেখি বাড়্‌ছে গের।
ভাল ক'রে বেন্ধে হেথা, আপনি দেখ্‌ছি স'রে পড়॥
কত ভোগ যে আমরা ভুগী, তুমি কি মা ভাব্‌তে পার।
বুঝ্‌তে পার্‌লে ভাবনা কি মা, আর কি তুমি ভাঙ্গ গড়।
যৌবনেতে বিকার বাড়ে, আপনি রিপু প্রবল কর।
তখন কারও ভুল হ'লে মা, তাকে নিয়ে নাড়চাড়॥
কর্ম্ম বিপাকেতে ফেলে, সবাইকে যে করছ জড়।
সাম্‌লে যদি চল্‌ত ললিত, তবে কি মা এত বাড়॥ ৮৫৭॥

প্রসাদি সুর।

মন করে মা সুখের আশা।
তোর শ্রীপাদপদ্মে নেবে বাসা॥
সুখের ভাগী আমরা সবাই, মন যে আমার কর্ম্মনাশা।
আপনার বেলা কৈ বোঝে মা, সকল দিকে হ'ল কসা॥
তলিয়ে দেখ্‌তে কৈ মা চাবে, ঘুরছে নিয়ে ভাসা ভাসা।
রাস্তা তখন ধর্‌বে কিসে, আস্‌বে যখন শেষের দশা॥
সংসারেতে এসে এখন, ঠকের ব্যাভার হ'ল পেশা।
সকল ছেড়ে দেখি হেথা, একটাতে মা পড়্‌ছে নেশা॥
সেই ফলেতে এই হ'ল মা, ঘুঁচল না যে যাওয়াআসা।
সুখ দূরে থাক বাড়্‌ল অসুখ, সাধ ক'রে মা সাজ্‌ল চাষা॥
আপনি মাথা খেলে এখন, বুঝ্‌বে কি মন আপন দশা।
ললিত কেবল ব'সে ব'সে, কামান পেতে মারছে মশা॥ ৮৫৮॥

প্রসাদি সুর।

আপন কাজ মা সবাই জানে।
কাজের সময় আদর বেশী, ফুরিয়ে গেলে কৈ তা মানে॥
দেখ্‌তে গেলে বুঝব সকল, বুঝ্‌লে কৈ মা থাকে মনে।
চ'কের ধাঁধাঁ প্রধান বাধা, মন থেকে সব নিচ্ছে টেনে॥
লক্ষ্য আছে স্বার্থ নিয়ে, নিষ্কাম হ'তে পার্‌ব কেনে।
তুচ্ছ লাভের আশায় প'ড়ে, ঠক্‌ছি মা গো নিশিদিনে॥
ভোগ বেড়েছে তাই মা এখন, কষ্ট কিছু সয়না প্রাণে।
পেলেও অভাব যাবে না মা, কেবল যে সেই স্বভাবগুণে॥
দিন কাটাই যে হয়ে খুসী, দোষী হচ্ছি জেনে শুনে।
তাতে কেবল এই হবে মা, ধরা পড়্‌ব শেষের দিনে॥
দোষের ভাগী ললিত কেবল, জান্‌ছে সে তা মনে জ্ঞানে।
দিন ফুরালে সব পালাবে, একলা প'ড়ে ভুগ্‌বে জেনে॥ ৮৫৯

প্রসাদি স্বর।

কেন এত নিদয় হলি।
আমাদের কি কপাল দোষে, সবাইকে মা ভুলে গেলি ॥
দুঃখে সুখে কাট্‌ছিল দিন, সুখের ভাগটি কেড়ে নিলি।
কি দোষেতে চারিধারে, এখন এত কষ্ট দিলি ॥
কে কার বিপদ দেখ্‌বে মা গো, আপনি সবাই মরছে জ্বলি।
কর্ম্মফলের দোষ যে ধরিস্, বল্‌না কাকে কর্ম্ম বলি ॥
সংসারেতে এনে সবে, তুই যে মা গো সব শিখালি।
দোষী আবার করিস্ কেন, কিসের দোষ মা কখন পেলি ॥
ক্রমে ক্রমে সব গেল মা, কাল্‌কে যে তুই বাড়্‌তে দিলি।
রোগে শোকে কাতর ক'রে, সবাইকে মা প্রাণে মেলি ॥
মা হ'য়ে তুই কষ্ট দিলে, দৌড়ে গিয়ে তোকেই বলি।
সাধ ক'রে কি ভুল্‌বে ললিত, তুই ভোলালে তবে ভুলি ॥ ৮৬০ ॥

প্রসাদি স্বর।

ভাব দেখে মা মন ভোলে না।
ভাবের উদয় নিত্য যে হয়, অভাব কিন্তু তায় যাবে না॥
যা সব ফাঁকী তাই যে দেখি, বাকীর মিল মা শেষ হবে না।
সদাই অভাব হ'ল স্বভাব, কেবল ভাবে মন বোঝে না ॥
দেখ্‌লাম যত বুঝ্‌ব কত, তোর যে সকল কেউ বোঝে না।
বিষম ফেরে মরছি ঘুরে, কর্ম্ম এখন আর ছাড়ে না॥
থাকৃতে কায়া কেবল মায়া, দায় নিতে মা কেউ আসে না।
দেখ্‌ব যেদিন বুঝ্‌ব সেদিন, আপনি বুঝ্‌তে আর চাব না ॥
তোর ঐ চরণ ভিক্ষা এখন, অপর কিছু নাই কামনা।
ঠকিয়ে দিলে পড়্‌ব গোলে, জান্‌লে কি আর রয় ভাবনা ॥
ললিত ব'সে সইছে হেঁসে, মিল্‌বে কিসে নাই সাধনা।
সাধের কাজল পরে সকল, আপনা হ'তে সবাই কাণা ॥ ৮৬১ ॥

প্রসাদি সুর।

মা আমার যে চাঁদের মালা।
ফলা গাছের ফল মা আমার, দেখ্‌বে সবাই শেষের বেলা॥
মনের আঁধার যাবে দূরে, বুঝ্‌লে মায়ের সকল খেলা।
অন্ধকার এই ঘর পেয়ে মা, কর্‌ছে ব'সে কত ছলা॥
মায়ের নাম যে সুধার সিন্ধু, পা দুখানি পারের ভেলা।
এক আলোতে জগৎ আলো, ভাস্‌বি সুখে পারের বেলা॥
অসার গাছে ফল হবে যার, তার কি কিছু থাক্‌বে জ্বালা।
নইলে সকল কর্ম্মফলে, কর্‌বে এখন তোলাফেলা॥
স্থির হ'য়ে মন দেখ্‌না চেয়ে, থাক্‌না বোঝা মাথায় তোলা।
আলো হ'লে রাস্তা পাবি, ছাড়্‌বে তোকে কর্ম্মগুলা॥
আর কেন তুই ঠকিস্‌ ললিত, কাজের কথায় হ'য়ে কালা।
মনের মাঝে চারি ধারে, দেখ্‌না চেয়ে মায়ের খেলা॥ ৮৬২॥

প্রসাদি সুর।

পাঁচকে নিয়ে গেলি ভেসে।
অকূল সিন্ধুপারের দিনে, কেউ কি বন্ধু হবে এসে॥
শত্রু ভাব যে ধর্‌বে সবাই, ঘেরে যারা আছে ব'সে।
খেলাতে তুই প'ড়ে প'ড়ে, কাজ হারালি অবশেষে॥
মিছে কাজে দিন গেল তোর, মিশে গেলি রঙ্গরসে।
শেষের দিনে ধর্‌বে এসে, কত রঙ্গ কর্‌বে হেঁসে॥
আমোদ ক'রে দিন কাটালি, ঘুরে বেড়াস্‌ লাভের আশে।
ফাঁকীর উপর বাড়্‌ছে ফাঁকী, বাকী কি আর থাক্‌বে শেষে॥
কামনা তোর আস্‌বে যত, ততই যে তোর কর্ম্মনাশে।
সকল লক্ষ্য ছেড়ে এখন, মাকে নিয়ে থাক্‌না ব'সে॥
ললিত কি মার বুঝবে খেলা, লাগ্‌ছে মেলা আসে পাশে।
কাজ দেখে শেষ বিচার হবে, কথা আছে দেশ বিদেশে॥ ৮৬৩।

প্রসাদি সুর।

ভয়ে ভাবি ভবদারা।
ভবের মাঝে ভাবনা বেশী, ভার হ'ল মা ঘোরা ফেরা॥
ভ্রান্ত সদা মন যে আমার, জেনে শুনে ভুল্‌ছে তারা।
ভয়ঙ্করী মায়া এসে, শক্ত ক'রে বান্ধছে বেড়া॥
ভাবনা এত বাড়ছে বটে, খুঁজে কৈ মা পেলাম গোড়া।
ভ্রমের সময় দেখনা মা গো, সবাই মিলে কর্‌বে সারা॥
ভাল ভেবে যে কাজ করি, মন্দ হয় তার আগাগোড়া।
ভাব্‌তে গেলে সুখের ভাগী, ঘরের ভিতর আছে যারা॥
ভাস্‌ব যে দিন কর্ম্মদোষে, উপায় সে দিন নাই মা তারা।
ভোলা মন যে তাও বোঝেনা, এ ত নয় মা ভালর ধারা॥
ভূতের বেগার খাট্‌ছি প'ড়ে, যোগে যাগে কর্ম্মসারা।
ভাব্‌লে ললিত ফল পাবেনা, অভয় দে মা বিপদ্‌হরা॥ ৮৬৪॥

প্রসাদি সুর।

মন মজেছে পরে পরে।
এখন কি মা একবারেতে, স্থির হ'য়ে সে থাকৃতে পারে॥
সংসারবোঝা মাথায় নিয়ে, লাভের জন্য সদাই ঘোরে।
সকল দিক সে নষ্ট ক'রে, অভাব দেখ্‌ছে চারিধারে॥
আপন ব'লে সংসারেতে, দৌড়ে গিয়ে ধর্‌ছে যারে।
সেই যে এখন ফাঁকী দিয়ে, পালায় মা গো স'রে স'রে॥
মিছে আশায় মোহিত হ'লে, লক্ষ্য নাই তার আপন ঘরে।
বৃথা কাজ যে সব হ'ল মা, কর্ম্ম নিয়ে মর্‌ছে ঘুরে॥
মনের মতন যে ধন আছে, খুঁজলে এখন পেত তারে।
পরকে নিয়ে থাকৃবে সদা, দেখ্‌বে সে সব কেমন ক'রে॥
মায়ার প্রধান তুই যে মা গো, তোর ঐ ছলে ঢুকৃবে কে রে।
ললিতের সাজ দেখে কি আর, অমন খেলা ছাড়্‌বি না রে॥ ৮৬৫

প্রসাদি সুর।

পূর্ণ হ'ল এক বাসনা।
কৃপা ক'রে অপর আশা, সফল কর্ মা শবাসনা॥
সদাই তোকে ডাকছি প'ড়ে, অপর কিছু আর জানিনা।
ভয়ে কেন কাতর করে, বুঝ্‌তে কেবল তাই পারিনা॥
হৃদয়মাঝে দেখ্‌ব সদা, না পেলে মা মন মানেনা।
আঁধার সকল দূর ক'রে মা, স্থির হ'য়ে তুই দেখা দে না॥
এমন লুকিয়ে থাকিস মা গো, খুঁজে মলেও তোয় পাবনা।
কখন বা আছিস্ দেখি, পূর্ণ কিন্তু সব মেলে না॥
সর্ব্ব কাজেই দোষী বটি, ছেলের দোষ যে মা ধরে না।
এইটি কেবল সাহস আছে, নইলে কি মা সই যাতনা॥
তোর চরণে স্থান দেনা মা, অপর কিছু নাই কামনা।
ললিতের এই ভিক্ষা.কেবল, কোলের কাছে টেনে নে না॥ ৮৬৬

প্রসাদি সুর।

মা জানে সব আপন মনে।
সত্ব রজঃ তমঃ সূত্রে, বাঁধ্‌লে এ ত্রিজগজ্জনে॥
স্বাধীন ভাবে কেউকি আছে, অধীন সবাই সর্ব্বক্ষণে।
মহামায়া মায়া ক'রে, মায়াচক্র ঘোরাও কেনে॥
সবাই যে তায় আট্‌কা আছে, কষ্ট বাড়্‌ছে দিনে দিনে।
সাধ্য কৈ যে ছাড়িয়ে যাবে, তোমার ঐ মা কৃপা বিনে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি সব, বান্ধা আছে তোমার গুণে।
একভাবে মা সবাই যাবে, তখন তুমি ধর্‌বে টেনে॥
আপন কাজে অন্ধ সবাই, কর্ম্ম সূত্র কেউ কি চেনে।
মহাপ্রলয় হবে যে দিন, সবাই মিল্‌বে সেই এক স্থানে॥
তোমার খেলা হ'চ্ছে মেলা, ললিত কি তার বুঝতে জানে।
ভয় খেয়ে মা কাতর হ'য়ে, ডাক্‌ছে তোমায় প্রাণপণে॥ ৮৬৭॥

প্রসাদি সুর ।

অভয় দাও মা শম্ভুদারা ।
চারিদিকে বিপদ আমার, কোনটি আগে বল্‌ব তারা ॥
তোমার যে সব তাড়াতাড়ি, কঠিন সকল স্থির যে করা ।
একটা বল্‌তে একটা ভুলি, ভয়েতে মা হ'লাম সারা ॥
স্থির হ'য়ে সব ভাব্‌তে গেলে, নিজেই আমি হই যে হারা ।
পাঁচ কাজেতে প'ড়ে আবার, কর্‌তে হয় মা ঘোরা ফেরা ॥
ডাকাডাকি কর্‌ব কত, ডাক্‌লে কৈ মা দাওগো সাড়া ।
দায়ের দায়ী হ'য়ে কেবল, দিন গেল মা বিপদহরা ॥
মা মা ব'লে ডাক্‌ছে ললিত, নাম যে তোমার ভুবনভরা ।
জগন্মাতা হ'য়ে কেন, হ'লে তুমি নিরাকারা ॥ ৮৬৮ ॥

প্রসাদি সুর ।

নিজের কর্ম্মে নিজেই হাঁসি ।
জেনে শুনে প্রতিদিন মা, দোষ করি যে রাশি রাশি ॥
আপন আপন কর্ম্মগুণে, বাড়্‌ছে এখন দ্বেষাদ্বিষী ।
তাতেই এত গোল বেধেছে, ভোগাভোগ মা হচ্ছে বেশী ॥
চারিদিকে ঠক্‌ছি হেথা, তবু বেড়াই হ'য়ে খুসী ।
আপন দোষ মা ছেড়ে দিয়ে, তোকে সবাই করি দোষী ॥
বিচার ক'রে দেখি কখন, সদাই ভ্রম যে এলোকেশি ।
অহঙ্কার আর কর্ম্ম হেথা, দুয়ে হ'ল মেশামিশি ॥
কর্ম্মফল মা দেখ্‌তে গেলে, কষ্ট পাব দিবানিশি ।
আঁধার ঘরের আলো মা তুই, কালো মেঘের মাঝে শশী ॥
যে দিন ধরা পড়্‌বে ললিত, সেই দিন উপায় করিস্ আসি ।
কোন্ সাহসে জোর করে মা, তোর ঐ পায়ের কাছে বসি ॥ ৮৬৯

প্রসাদি সুর।

ঘট্ পটে কি কাজ হ'তেছে।
অন্তরেতে কর্‌বে পূজা, বাহ্যতে সব গোল যে আছে॥
অন্তর যাগের মধ্যেতে মন, ঘট পটাদি কৈ পেতেছে।
বাহ্যপূজা কর্‌তে গিয়ে, আড়ম্বর সব তায় রয়েছে॥
মূর্ত্তিভেদের প্রভেদ যে জ্ঞান, তাইতে বড় ভ্রম বেড়েছে।
একেতে মন সব যে দেখে, তার কোথা বল্ গোল হ'য়েছে॥
হৃদয়পদ্মের কর্ণিকাতে, এক ক'রে সব যে দেখেছে।
তারই পূজা পূজা এখন, নইলে ফাঁকে সব প'ড়েছে॥
সকল ছেড়ে ভক্তি প্রধান, ভক্তিতে কাজ সব হ'তেছে।
কেবল এক সেই ভক্তির জোরে, দুরাশা যা তাও ফলেছে॥
কর্ম্মদোষে দোষী সবাই, কর্ম্ম নিয়ে সব ঠকেছে।
এক মায়ে যে সকল আছে, ললিত দেখে এই জেনেছে॥ ৮৭০॥

প্রসাদি সুর।

ইচ্ছা, নাই মা তোমার কাছে।
ক্রমে ক্রমে অপর আশা, আমার এখন সকল গেছে॥
চারি দিকে দেখ্‌তে পাই মা, কাঁটাবনে সব ঘেরেছে।
এত কাঁটা কাট্‌ছি আমি, তবু মা গো কৈ যেতেছে॥
এমনি আমায় বাঁধ্‌লে হেথা, নড়া চড়া ভার হ'য়েছে।
চোক যে কাণা দেখ্‌ব কিসে, সকল দিকে গোল বেধেছে॥
পিছন দিকে টান্‌ছে এখন, এগিয়ে যেতে কৈ দিতেছে।
ধরা পথে চল্‌তে গেলে, বাধা দিয়ে সব রেখেছে॥
টানাটানি ক'রে সবাই, ভাল ক'রে বেশ বেধেছে।
আপনা হ'তে এসব কি মা, এড়িয়ে যেতে কেউ পেরেছে॥
একবার দেখ্‌লে সব যে কাটে, ললিত কেবল এই জেনেছে।
কি দোষে মা নিদয় হলে, বুঝিয়ে দিলে সবাই বাঁচে॥ ৮৭১॥

প্রসাদি সুর।

ভয় কেন মা থাব মনে।
সকল কালে দুর্গা ব'লে, ডাক্‌ব তোকে আপন জেনে॥
মায়ের কাছে ভয় কি আছে, বাছাবাছি কর্‌ব কেনে।
দৌড়ে ছেলে কাছে গেলে, কোলেতে কে নেয় মা বিনে॥
ভয়ের কথা মিছে হেথা, বাধা দেয় না জেনে শুনে।
পড়্‌লে দায়ে তোর ঐ পায়ে, স্থান পাবে মন তেমন দিনে॥
মায়ের মায়া প্রধান ছায়া, শীতল যাতে হয় মা প্রাণে।
থাকৃতে কায়া সে সব দয়া, জানে যে মা জনে জনে।
জানা ঘরে ভয় কি করে, ঠকৃতে আবার যাবে কেনে।
হেঁসে হেঁসে গিয়ে শেষে, ধরবে যে সেই আপন ধনে॥
ললিত বলে ভয় কি কালে, মা আছে যার পদ্মাসনে।
এখন দোষী কর্ম্মবেশী, ছাড়্‌না সে সব মানে মানে॥ ৮৭২॥

প্রসাদি সুর।

কাকে আমি রাখ্‌ব বশে।
সবাই এখন শত্রু হ'ল, কাজ হারালাম কর্ম্মদোষে।
ভরসা কেবল তুই যে মা গো, সেই সাহসে বেড়াই হেঁসে।
তার ফলে কি জেনে শুনে, কষ্ট দিবি আমায় এসে॥
বিচার ক'রে মারিস্‌ যদি, তা হ'লে মা ভয় কি আসে।
অভয় পেয়ে অভয় চরণ, জোর ক'রে মা ধর্‌ব শেষে॥
কর্ম্ম এখন ফেল্‌ছে দায়ে, এত গোল মা কাট্‌ব কিসে।
তবু ছাড়্‌তে কৈ পারি মা, প'ড়ে আছি চরণ আশে॥
চারিদিকে চেয়ে ললিত, বোকা সেজে রইল ব'সে।
ক্রমে ক্রমে দিন গেলে মা, সব যাবে যে অবশেষে॥ ৮৭৩॥

প্রসাদি সুর।

মা গো হর মনোমোহিনি।
মত্ত আমরা অসার নিয়ে, তোমার তত্ত্ব কৈ মা জানি ॥
ভ্রমেতে যে পূর্ণ জগৎ, তাতেই মুগ্ধ হই জননি।
অন্ধ থেকে দিন গেল মা, দেখ্‌ব কিসে রূপের খনি ॥
অনেক বাধা তায় রয়েছে, কাটিয়ে যাওয়া কঠিন মানি।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল, কলিতে কি হয় তারিণি ॥
বাহ্য নিয়ে ব্যস্ত সবাই, আড়ম্বরের গুণ বাখানি।
অন্তরেতে গুপ্তনিধি, তৃপ্ত কি তায় হই এখনি ॥
সকলেতে পূর্ণ রূপে, আছ মা গো এই যে শুনি।
তবে ভ্রষ্ট হই কেন মা, যমে করে টানাটানি ॥
মহাশক্তি আত্মারূপে, পালন কর এই ধরণী।
ভ্রান্ত ললিত শান্ত হবে, অন্তে পেলে পা দুখানি ॥ ৮৭৪

প্রসাদি সুর।

এ সব মোহ যাবে কেটে।
এখন কেবল আশায় পাগল, মরছে সব মা খেটে খুটে ॥
তিনটি দড়ী মায়ার বেড়ী, বেঁধে সকল রাখলি এঁটে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম রজে কর্ম্ম, তমোয় ধ্বংস হচ্ছে জুটে ॥
পাঁচের দায়ে থাকছে স'য়ে, বুদ্ধি কৈ মা আসছে ঘটে।
পরের দোষে আমায় শেষে, ধরিস্ তুই মা সটে পটে ॥
চোকোচোকি সকল ফাঁকী, দেখ্‌লে কষ্ট কৈ মা কাটে।
টানাটানি কর্‌তে জানি, হ'য়ে কেবল ভবের মুটে ॥
আপন তেজে বেড়াই সেজে, কাজের দোষে কাঁটা ফোটে।
সে তিন গুণে ধর্‌লে টেনে, সবাই যাবে সেই এক ঘাটে ॥
হ'লে প্রলয় সব হবে লয়, দেখ্‌ছে ললিত ঘেঁটে ঘুঁটে।
বিধি হরি হর নয় মা অমর, একটানে সব যাবে ছুটে ॥ ৮৭৫

প্রসাদি সুর।

বারেক মা গো দেখ্‌ব তোরে।
নিজ গুণে কৃপা ক'রে, আমায় এখন দেখা দে রে॥
প্রাণের দায়ে সবাই কাতর, আছে দুর্গা নামটি ধ'রে।
তুই এত মা নিদয় হ'লে, কেউ কি কিছু কর্‌তে পারে॥
কর্ম্ম দেখে ধর্ম্ম হেথা, সবাইকে যে শাসন করে।
মা বিনা সেই বিষম দিনে, সাহস আমায় দেবে কে রে॥
সহজেতে পায় না তোকে, একথাটি বেশ বুঝি রে।
ছেলের প্রতি মা যে নিদয়, সেটাও ভাব্‌তে পারি না রে॥
তোকে সকল জানিয়ে আমি, সহ্য করি অকাতরে।
কাকেও যে মা ভয় করি না, কেবল তোর ঐ নামের জোরে॥
প্রাণ ভ'রে মা ডাক্‌লে ললিত, ঠকাবি কি বারে বারে।
তুই না ঘুরিয়ে মার্‌লে মা গো, আপনা হ'তে কেউ কি ঘোরে॥ ৮৭৬

প্রসাদি সুর।

সুখের বেলা হয় কি মনে।
পেলে দুঃখ বুঝ্‌বে মূর্খ, তখন যদি কথা শোনে॥
সুখের কালে মনে হ'লে, দুঃখ মা গো আস্‌বে কেনে।
মাখ্‌ছে খালি মুখে কালি, আপ্‌নি যে মা সকল জানে॥
ছটায় জুটে ধর্‌লে এঁটে, ছাড়বে তারা শেষের দিনে।
বাড়িয়ে আশা আপন দশা, কেউ কি বুঝ্‌তে দেবে জ্ঞানে॥
পাপের ভরা মাথায় তারা, তাই নিয়ে যে জ্বল্‌ছি প্রাণে।
আশার আশা সব দুরাশা, প্রাণ গেল তোর কৃপা বিনে॥
ঠক্‌ছি যত ভুগ্‌ছি তত, বাঁচিয়ে দে মা মানে মানে।
নইলে শেষে কর্ম্মদোষে, পড়্‌তে হবে বিষম টানে॥
বিচার ক'রে মার্‌লে পরে, ভয় কেন মা খাব মনে।
ডুব্‌ছে ললিত কর্‌না বিহিত, দেখ্‌না মা গো নিজগুণে॥ ৮৭৭

প্রসাদি সুর।

নাম শুনে মা সবাই মাতে।
ভক্তির অভাব এই মা স্বভাব, গোল বাধে তাই তোকে পেতে॥
শিবের উক্তি প্রধান ভক্তি, প্রকাশ আছে প্রথম হ'তে।
আড়ম্বরে মাত্‌লে পরে, কষ্ট হয় মা যাতে তাতে॥
লক্ষ্য ছেড়ে বেড়াই তেড়ে, পাঁচকে নিয়ে ভুগ্‌ছি এতে।
বাড়্‌ছে বিকার টান্‌ছি অসার, স্থির থাকিনা কোন মতে॥
পাচকে একে কেউ কি দেখে, পার্‌বে কে মা বুঝিয়ে দিতে।
শান্তি গেল দিন ফুরাল, কর্ম্মফল মা আছে সাথে॥
দেখ্‌লে কর্ম্ম বুঝ্‌ব মর্ম্ম, ধর্ম্ম ভেবে মাত্‌ব যাতে।
তাতেই বেশী হই মা দোষী, ঠক্‌তে হবে আপ্‌না হ'তে॥
হুকুম শুনে চল্লে মেনে, ভয় থাকে না কোন মতে।
ক'রে আমোদ বাড়ে বিপদ, কত হয় মা কষ্ট পেতে॥
তোর এই খেলা প্রধান জ্বালা, কিসে পার্‌ব বুঝে নিতে।
ললিত হেথা পেলে ব্যথা, সুখী কি মা হ'স্ গো তাতে॥ ৮৭৮।

প্রসাদি সুর

সব রেখেছে চোকে চোকে।
দেখ্‌ছে ব'সে বুঝ্‌বি শেষে, মিছে কেন মরিস্ ব'কে॥
বাড়্‌লে খেলা কর্‌বে ছলা, কাজ হারালি পাঁচের পাকে।
সময় বুঝে বেড়াস্ সেজে, ভুলে কেন রইলি এ'কে॥

মন যে ঠেঁটা বাড়িয়ে লেটা, গোল বাধালে সকল দিকে।
বিষম ছলে রইলি ভুলে, শেষে যে তাই পড়্‌বি ফাঁকে ॥
সোজা হ'য়ে দেখ্‌ না চেয়ে, গণ্ডীর ভিতর রাখলে তোকে।
শেষের দিনে ধর্‌বে টেনে, কিসে ফাঁকী দিবি তাঁকে ॥
সব ফুরালে সময় এলে, বিচার কর্‌বে কর্ম্ম দেখে।
কালার মত সেজে এত, এখন কিন্তু আছে বুকে ॥
যাত্রাকালে ভয় কি কালে, দুর্গা দুর্গা বল্‌বি মুখে।
নামের গুণে ললিত জানে, রক্ষা পাবে সকল দিকে ॥ ৮৭৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আশা দিয়ে মাথা খেলি।
তুই মা তাতে কি সুখ পেলি ॥
ভাল ক'রে দেখ্‌ব আশা, কৈ মা আমায় দেখ্‌তে দিলি।
একবার দেখা দিয়ে মা গো, কেন আবার লুকিয়ে গেলি ॥
কর্ম্মফলের মাঝে ফেলে, আমায় মা তুই বেশ শেখালি।
লোভ যে এখন বাড়িয়ে দিয়ে, সকল নষ্ট ক'রে দিলি ॥
সকল বিফল হ'ল যে মা, তবু তোকে মেনে চলি।
দিন গেলে মা হবে কি আর, কর্ম্ম এনে সব ভোলালি ॥
অপরূপ তোর দেখ্‌লাম কত, সে সব কথা কাকে বলি।
কষ্ট দিবার জন্য কি মা, এমন ক'রে তুই লুকালি ॥
এক আশাতে মুগ্ধ হ'য়ে, আমরা যে মা সবাই ভুলি।
তবু ললিত কাতর প্রাণে, দিন কাটায় মা দুর্গা বলি ॥ ৮৮০

প্রসাদি সুর।

ভয় কিসে মা খাব তারা।
তুই যে ভবের ত্রিতাপহরা ॥
হৃদয়আসনে এলে গো অপর্ণে, মা মা ব'লে হই যে সারা।
মনোময়ী হ'লে চরণ যুগলে, পাই যে মা গো সুধার ধারা ॥
হাঁসি হাঁসি মুখ দেখে বাড়ে সুখ, আপনি তখন হই যে হারা।
জ্যোতির প্রকাশ আঁধার বিনাশ, নামের গুণ মা বল্‌বে কারা ॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে হেঁসে যাব চ'লে, শেষ্ ডাকে তুই দিবি সাড়া।
মিছে কেন ভয়ে এত কষ্ট স'য়ে, কর্‌ব এখন ঘোরা ফেরা ॥
হ'লে গো সদয় আন্‌বে অভয়, কে আছে মা তোকে ছাড়া।
কেবল এখানে ব্যথা পাই মনে, দেখে তোকে নিরাকারা ॥
অভাবের দোষে টেনে ধরে, শেষে এই ভেবে মা ললিত সারা।
নইলে এখন ভয়ের কারণ, নাই কিছু মা সম্মুদারা ॥ ৮৮১ ॥

প্রসাদি সুর।

কলে বিকল দিনে রাতে।
দেখ্‌ছি এখন কাউকে যে তুই, রাখ্‌লি না মা পাতে পাতে ॥
একভাবে মা চলেছে কল, জল আর আগুন আছে তাতে।
কখন যে সব বিগ্‌ড়ে যাবে, কে পারে মা ব'লে দিতে ॥
নজর ছাড়া হ'লে আবার, ফল পাব মা হাতে হাতে।
বুকেতে যার লক্ষ্য আছে, সেই থাকে মা দুধে ভাতে ॥
কলের ভিতর কি যে আছে, কিসে পার্‌ব দেখে নিতে।
ধীরে ধীরে চল্‌ছে বাতাস, কেবল মা সেই কল চালাতে ॥
খাটা খাটি হ'চ্ছে এত, কলের কর্ম্ম সব জানাতে।
বিকল হ'লে স্থির যে হবে, কাতর হই মা সেই ভয়েতে ॥
তোর হুকুমে চলেছে কল, বারেক লক্ষ্য রাখিস্ তাতে।
পাচ গোলেতে ফেলে কেন, ললিতকে মা চাস্ ডোবাতে ॥ ৮৮২।

প্রসাদি সুর।

ভবের হাটে বেচা কেনা।
পাপের ভরা বইছে যারা, তাদের সঙ্গে নেনা দেনা ॥
ভাগের ভাগী সবাই যোগী, ভেক না ধর্‌লে দিন কাটে না।
দেখ্‌ছে গিয়ে বোকা হ'য়ে, দেখেও কিন্তু কেউ বোঝে না ॥
অহঙ্কারে বেড়ায় ঘুরে, আত্মতত্ত্ব কেউ ভাবে না।
বাড়্‌বে শাজা ফেল্‌লে বোঝা, আপনি ছাড়্‌লে ফল হবে না ॥
উঠ্‌লে বেড়ে দিচ্ছে তেড়ে, একবারে তার হয় গণনা।
আপন দোষে যাবে ভেসে, মিশ্‌তে গেলে কেউ নেবে না ॥
যে জন দেবে সেই যে পাবে, নেনা দেনা কেউ দেখে না।
আজ কি এসে ভাব্‌তো ব'সে, জান্‌লে ভাবনা আর হতো না ॥
ললিত ভুলে প'ড়্‌লো গোলে, ভাগ পেলে মা সেও ছাড়ে না।
বোঝা ব'য়ে থাক্‌লে সয়ে, আর যে মা গো তার চলে না ॥ ৮৮৩ ॥

প্রসাদি সুর।

মন ভোলাতে সবাই যোটে।
রাখ্‌ছে ধ'রে আপন জোরে, দিন যে ক্রমে গেল কেটে ॥
বাজ্‌লে ডঙ্কা বাড়্‌বে শঙ্কা, এখন হেঁসে কাটাই বটে।
ছাড়্‌বে যে দিন রবে কি দিন, দিন পেয়ে কাল টান্‌বে কোটে
আগে পিছে সব ঘেরেছে, কিসে বেড়া যাব কেটে।
বোঝা নিয়ে সকল স'য়ে, সাধ ক'রে যে সাজি মুটে ॥
ক্রমে ভুলে পড়্‌লে গোলে, সঙ্গীরা সব ধর্‌বে এঁটে।
একবারেতে আপনা হ'তে, ছেড়ে দেবে বস্‌লে ঘাটে ॥
কাজের দোষে আশার আশে, প্রাণ জ্বলে যায় বেড়াই ছুটে।
তোর খেলাতে প'ড়ে এতে, ম'লাম যে মা খেটে খুটে ॥
কপাল মিছে এই বুঝেছে, ললিত এখন ঘেঁটে ঘুঁটে।
যে যে ভাবে সদাই ভাবে, তেমনি ফল সে পাবে ঘটে ॥ ৮৮৪

প্রসাদি সুর।

ভুবন ভরা নাম যে শুনি।
জগৎ ব্যক্ত আগম উক্ত, পালন করিস্ এই ধরণী ॥
কর্ম্মফলে সবাই জ্বলে, রক্ষা আমায় কর্ জননি।
বারেক ব'সে ডাকি হেঁসে, দেখি মা তোর পা দুখানি ॥
সংসার নিয়ে পড়্ছি দায়ে, ঠক্‌লে শেষে হই মা জ্ঞানী।
প্রাণের সঙ্গে বৃথা রঙ্গে, যাবে যে এই সব তারিণি ॥
পাব না কুল ভেবে আকুল, ব্যাকুল কর্‌ছে দিন যামিনী।
পেয়ে তোকে ডাকব কাকে, আপন ব'লে কাকেই মানি ॥
যে দাগ দিয়ে আছি শুয়ে, লুকাতে তায় কৈ মা জানি।
তোরই জোরে সাহস ক'রে, সদাই আছি দেখ ভবানি ॥
শিক্ষা পেলে কে আর ভোলে, বলিস্ যা তুই তাই মা শুনি।
হিতে ললিত হয় বিপরীত, হক্ না মা তোর ভয়হারিণী ॥ ৮৮৫

প্রসাদি সুর।

ক্রমে নৌকা হ'ল ভারী।
বল মা আমি কেমন ক'রে, শেষের দিনে দেব পাড়ি ॥
মাজী যে কেউ নাই মা এতে, আছে কেবল ছটা দাঁড়ী।
ফাঁক পেয়ে যে তারা এখন, কর্‌ছে কত জারিজুরি ॥
সাম্‌নে আছে বিষম সাগর, শুনে মা গো ভয়ে মরি।
মাজী বিনা সেই খানে মা, খাট্‌বে না যে বাহাদুরী ॥
হিংস্র জন্তু তাতে আবার, আছে আশা ভয়ঙ্করী।
একবার ধর্‌লে আর ছাড়ে না, তাইতে মা গো ভয় যে করি ॥
উল্টোদিকে বইছে বাতাস, ভাসিয়ে দেবে আমার তরি।
দাঁড়ীদের সব হাতে প'ড়ে, প্রাণ গেল যে শুভঙ্করি ॥
ললিত বলে তোর কৃপাতে, ভয়ের আমি কি ধার ধারি।
একবার এসে বস্ মা নায়ে, সাহস পেলে সকল পারি ॥ ৮৮৬

প্রসাদি সুর।

কাজের জ্বালায় ম'লাম খেটে।
কবে আর্জী শুন্‌বি আমার, ক্রমে দিন যে গেল কেটে॥
মনের কথা বল্‌তে গেলে, বুক্ যে আমার যাচ্ছে ফেটে।
দায়ের দায়ী হ'য়ে এখন, মর্‌ছি মা গো ছুটে ছুটে॥
সওয়াল জবাব কর্‌বে যারা, ধর্‌লে তারাই সটে পটে।
তাদের খুসী কর্‌তে গিয়ে, সব যে আমার উঠ্‌ল লাটে॥
নিজ খরচে আর্জী দিতে, সঙ্গতি যে নাই মা গাঁটে।
আপনি যদি সকল দেখিস্, তবেই আমার এ দিন কাটে॥
ছয় পেয়াদা হাজির আছে, যেতে দেয় না সবাই জুটে।
তাদের ভয়ে বাইরে কেবল, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে॥
তুই না দয়া কর্‌লে পরে, কিসে সাহস আস্‌বে ঘটে।
সহজেতে তোর ললিতের, রক্ষা নাই যে এ সংকটে॥ ৮৮৭॥

প্রসাদি সুর।

ক্রমে জমী হ'ল হাজা।
পাবে কি মা রাজা প্রজা॥
সুদের দায়ে সব বিকাল, ছয় পেয়াদার খাচ্ছি সাজা।
তার উপরে বান ডেকে মা, ঘাস জ্বলে যায় একি মজা॥
চিরদিন যে নাতওয়ান আছি, কৈ হ'তে মা দিলে সোজা।
ফলের আশায় গিয়ে কেবল, কেটে আনি কেশের বোঝা॥
অস্থাবরে কর্‌বে দাবী, দেখ্‌বে কৈ মা হাজা তাজা।
শেষ কালেতে ঘর ভেঙ্গে মা, উঠিয়ে দিয়ে দেখ্‌বে মজা॥
জমায় কমা দিস্ যদি মা, তবেই বাঁচে খাসের প্রজা।
মহকুবে মা ভয় যে বেশী, সময় হোলেই ধর্‌বে রাজা॥
অভয় একবার পেলে ললিত, আপনি যে মা হ'বে সোজা।
সুধু হাঁড়ীর ভয় করে না, উড়্‌লে দুর্গানামের ধ্বজা॥ ৮৮৮॥

প্রসাদি স্বর।

হাজারে মা বেজার কিসে।
সইব আমি ব'সে ব'সে ॥
সদাই দুঃখ পাচ্ছি আমি, তবু দিন যে কাটাই হেঁসে।
সকল কথা বুঝতে পারিস্, আপনি যদি দেখিস্ এসে ॥
সমান ভাবে চল্‌বে আমার, ভুগব যদিন কর্ম্মদোষে।
এইটি কেবল সাহস আছে, একবার তুই মা দেখ্‌বি শেষে ॥
কষ্টের কথা বল্‌ব কাকে, কেউ যে নাই মা আশে পাশে।
অসহায়ে আছি প'ড়ে, নইলে কি আর ভুগী ব'সে ॥
কাঁদ্‌লে মা গো চল্‌বে কেন, এসব সহ্য কর্‌তে এসে।
জেনে শুনে যখন আমি, ডুবেছি এই বিষয়বিষে ॥
কাতরপ্রাণে বল্‌ছে ললিত, সদয় হ'স্ মা অবশেষে।
দেখিস্ যেন এই দায়েতে, তাকে যেতে হয় না ভেসে ॥ ৮৮৯ ॥

প্রসাদি স্বর।

এক ভাবে মা কেউ থাকে না।
সদাই সমান কেউ রবে না ॥
আজ আমার মা যে ভাব আছে, কাল যে খুঁজে তাও পাব না।
চক্রবৎ যে সকল ঘোরে, সোজা এইটি কেউ বোঝে না ॥
সুখ দুঃখ তেমনি ধারা, ঘুর্‌লে কেন হয় ভাবনা।
আজ যে দুঃখ পেলাম আমি, তোর কৃপাতে কাল রবে না ॥
তুই মা নিদয় থাক্‌লে সদা, বাড়ে আমার সব যাতনা।
সদয় হ'লে আর যে আমি, জগৎ মাঝে ভয় করি না ॥
দেখে শুনে মায়ে পোয়ে, ভাল ব্যাভার ক'রে চ না।
তোকেই ললিত জানে কেবল, অপর ভাবনা তার আসে না ॥ ৮৯০

প্রসাদি সুর।

বলা কি মা সহজ কথা।
বল্‌তে গেলে পাই যে ব্যথা ॥
কোন্‌টি আগে বল্‌ব তোকে, সেইটি ভেবে বেড়াই বৃথা।
মনের কথা মনেই থাকে, ঘুরে কেবল মরি হেথা ॥
আপনি যদি বুঝে দেখিস্, তবেই বাঁচে ছেলের মাথা।
সময় মত বল্‌তে মা গো, নিত্য তোকে পাব কোথা ॥
তোকে দেখ্‌তে পাই মা যখন, ভুলি তখন আপন কথা।
আমোদেতে দিন কেটে যায়, আর কি ভাবনা আসে সেথা ॥
আবার যখন লুকিয়ে থাকিস্, খুঁজে বেড়াই যথা তথা।
তখনও যে সব ভুলি মা, কেবল পাই এ মনে ব্যথা ॥
একবার দয়া কর্‌লে মা গো, ললিতের কি ভাবনা হেথা।
মিছে ভয়ে আর কি এখন, কাতর হ'য়ে বেড়ায় বৃথা ॥ ৮৯১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন্‌রে এমন কি ধন পেলি।
কিসে মত্ত হ'য়ে এত, মাকে আমার ভুলে গেলি ॥
অনিত্য ধন পাবার আশায়, নিত্য ধনকে সদাই ভুলি।
মিছে ভ্রমে পড়িস্ না মন্, কাতরে তাই তোকে বলি ॥
সার সে ধনটি রইল কোথা, অসার নিয়ে ব্যস্ত হ'লি।
টানাটানির মাঝে প'ড়ে, আমায় যে তুই প্রাণে মেলি ॥
খুঁজে খুঁজে ঘুরে এখন, ভাল ব'লে এই কি নিলি।
হাতে হাতে ফল্‌বে যে ফল, তাও কি রে মন ভুলে গেলি ॥
কর্ম্ম প্রধান সাক্ষী যে তোর, সঙ্গী ক'রে সবাই চলি।
সব ছেড়ে আজ প্রাণভ'রে তুই, বল্‌না তারা দুর্গা কালী ॥
তোরই কর্ম্মদোষে শেষে, ললিত গেল তুইও মলি।
ভাব্‌দেখি মন কি ছিলি তুই, এখন কোথা থেকে এলি ॥ ৮৯২ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কিছুর মা নই প্রয়াসী।
সপ্ত সুরে সুর বেন্ধে দে, মনের সাধে বারেক হাঁসি ॥
সুরে সমান থাক্‌লে পরে, ভয় কেন মা খাব বেশী।
যেখানে যা কাজ হ'বে মা, আপনি সুরে বাজবে আসি ॥
ছেতারা যে নয় মা এটা, পাঁচতার আছে দিবানিশি।
কর্ম্মদোষে প'ড়ে থেকে, ময়লা হ'য়ে আছে বেশী ॥
একবার সুরে উঠ্‌তে পেলে, সুখের সাগরমাঝে ভাসি।
কবে মা গো হ'বে আমার, সুরে খাদে মেশামিশি ॥
কিসে সকল বাজ্‌বে সমান, বেড়েছে মা দ্বেষাদ্বেষী।
পর্দায় আপনি ঠিক হবে মা, পেলে তোর ঐ কৃপারাশি ॥
অন্ধকারে হাৎড়ে বেড়াই, সুর মেলাতে কৈ মা বসি।
কর্ম্মের দায়ে ললিত যেন, শেষকালে মা হয় না দোষী ॥ ৮৯৩ ॥

প্রসাদি সুর।

সব জেনে মা রইলি যে বাম।
কর্ম্মফলের এই পরিণাম ॥
জেনে শুনে কষ্ট দিলে, তোর কি মা গো হবে সুনাম।
তোরই কর্ম্ম তুই করাবি, রটিয়ে দিবি সুনাম কুনাম ॥
সকল কর্ম্ম ছেড়ে এখন, জপ করি মা তোরই যে নাম।
দুর্গানামে কাট্‌বে দুঃখ, এই আশা মা হয় অবিরাম ॥
কর্ম্মফলে সকল গেল, রক্ষা হ'তে কৈ মা পেলাম।
আপন কাজে আপনি এখন, বদ্ধ হ'য়ে প্রাণে ম'লাম ॥
আশা ভরসা তোরই চরণ, দেখে শুনে এই বুঝিলাম।
তবু লক্ষ্য ছেড়ে মা গো, কর্ম্মদোষে ঘুর্‌তে গেলাম ॥
এখন ব'সে ভাব্‌ছে ললিত, শেষকালে কি সব হারালাম।
কি দোষে মা কৃপণ হ'লি, তাই ভেবে যে কাতর হ'লাম ॥ ৮৯৪ ॥

প্রসাদি সুর।

খেলাঘরের পুতুল খেলা।
মা গো আমি কর্‌ছি মেলা॥
এখন এসব ছাড়্‌ব না মা, ভাঙ্গবে খেলা সন্ধ্যাবেলা।
হেলাতে যে তখন আমি, ভুল্‌ব মা এই সকল গুলা॥
পুতুল দেখে খেলাঘরে, বাড়্‌ছে মায়া এইত জ্বালা।
এখন স্থির মা হব কিসে, দুঃখের কথা মিছে বলা॥
খেলাঘরে খেলে এখন, সকল গায়ে মাখ্‌ছি মলা।
সেই মলা মা শেষের দিনে, কঠিন আপনি হবে তোলা॥
পুতুল নিয়ে দিচ্ছি বিয়ে, সাজিয়ে ছেলে কতকগুলা।
যেমন পুতুল তেম্‌নি খাবার, ধূলা আর মা ভাঙ্গা খোলা॥
এই নিয়ে মা মন মেতেছে, অপর কথায় সাজল কালা।
মিছে যদি বুঝ্‌লি ললিত, তবে কেন হ'স্ রে ভোলা॥ ৮৯৫

প্রসাদি সুর।

ডাকলে যে মা ফল হবে না।
প্রাণের দায়ে কাঁদি যত, শুন্‌তে কৈ মা তুই পেলি না॥
ভেবে ভেবে সংসারে মা, করি কেবল দিন গণনা।
ভাব্‌না যে সব বৃথা হ'ল, পাপের বোঝা আর নাবে না॥
অজ্ঞানে মা দিন যে গেল, জ্ঞানের উদয় আর হ'ল না।
বৃথা কাজে সব ফুরাল, কর্ম্ম কর্‌তে আর পারি না॥
ঘুরে ঘুরে কাল কাটালাম, সুখ যে কেমন তাও জানি না।
এত কেন নিদয় হ'লি, আপনা হ'তে তাও বুঝি না॥
মনের আশা অনেক ছিল, আপনি তার মা ফল ফলে না।
তোর মনেতে কি আছে মা, বুঝ্‌লে ছাড়ি সব ভাবনা॥
ললিতকে তুই আন্‌লি হেথা, পেতে কি মা এই যাতনা।
মা মা ব'লে কাঁদ্‌লে পরে, মা কি ছেলের খোঁজ করে না॥ ৮৯৬॥

প্রসাদি সুর।

চুপ ক'রে কৈ থাকতে পারি।
করবি কত লুকোচুরি॥
তোকে নিয়ে বিষম হ'ল, আর ঠকালে আমি হারি।
সাহস থাকলে মা গো আমি, করতে পারি ধরাধরি॥
নিত্য আছিস্ এই ঘরেতে, তবু কেন ভয়ে মরি।
চক্ষে দেখলে সাহস্ আসে, অভয় পাই যে মহেশ্বরি॥
যার ভয়েতে ভাবি আমি, সে যে তোর মা আজ্ঞাকারী।
তোকে নিদয় দেখে কেবল, কচ্ছে অনেক বাহাদুরী॥
ভাঙ্গা ঘরের ভরসা কি মা, করব কি তায় রাজ্যেশ্বরি।
যে দিনে মা বইবে বাতাস, সেই দিন ভাঙ্গবে সকল জারি
সামলে নিয়ে কত এখন, ভয়ে ভয়ে বাস্ মা করি।
ঝড়ে জলে পড়লে ললিত, দিস্ মা তাকে চরণতরি॥ ৮৯৭

প্রসাদি সুর।

তুই বোঝালে সব বোঝে গো।
নইলে কি আর ভয় যাবে গো॥
মা মা ব'লে ঘুরব কত, ক্রমে শ্রান্ত সব হ'ল গো।
মনের দোষ যে নিত্য আছে, তাকে নিয়ে কি করি গো॥
ভয় খেলে যে বলব মাকে, মা ছাড়া আর কে দেখে গো।
বাপের ভরসা করব বৃথা, ভোলা আমার সব ভোলে গো॥
শ্মশানে মশানে বেড়াস্ বটে, সংসারের ভার তোর হাতে গো।
ত্রিজগৎ যে সকলই তোর, তোতেই আবাব সব আছে গো॥
অন্ধকারে বদ্ধ হ'য়ে, আমার এখন প্রাণ গেল গো।
জগৎ আলো হয় মা যাতে, সে আলো যে তোর কাছে গো॥
কাতরে মা করবি দয়া, চির দিন যে এই আশা গো।
ললিত কেঁদে বলছে তোকে, মায়ে পোয়ে ছাড়্ খেলা গো॥ ৮৯৮॥

প্রসাদি সুর।

সব্ মজেছে তুই কে নিয়ে।
মায়া আশায় যাচ্ছে ব'য়ে ॥
মায়াতে যে মুগ্ধ সবাই, বেড়ায় মনের কষ্ট পেয়ে।
আশার আশায় কেবল মা গো, আছে সবাই সকল স'য়ে ॥
সাম্‌নে মায়া স্নিগ্ধ বড়, ভোলায় আপনি প্রকাশ হ'য়ে।
অম্‌নি আশা জুট্‌ল এসে, একবারে মা বাঁধলে নিয়ে ॥
মায়ার বসে প'ড়ে এখন, হেলাতে সব ঠক্‌ছে গিয়ে।
যে কষ্ট তার ভিতর আছে, কেউ কি মা গো দেখ্‌ছে চেয়ে ॥
তেমনি ধারা আশাকুহক, বেড়ায় কত আশা দিয়ে।
আজ ঠকেছি কাল যে পাব, এই ভাবে সব গেল ব'য়ে ॥
ললিতকে মা ডুবিয়ে দিলে, মায়া আশার মিলন হ'য়ে।
সাধ্য থাক্‌লে আপনি যে মা, দমন এখন কর্‌ত তুয়ে ॥ ৮৯৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আপনি উপায় ক'রে দে না।
সহ্য কর্‌তে আর পারি না ॥
কর্ম্মফল মা সঙ্গে আছে, কত কর্‌ব আনাগোনা।
কাজ ক'রে মা দিন গেল সব, বল্‌তে সময় আর পাব না ॥
একই ভাবে চল্‌ছে জীবন, সাম্‌লাতে মা কেউ পারে না।
কত মত লোভ বেড়ে মা, নিত্য আমার হয় তাড়না ॥
লাভের ভাগী আমি নই মা, সহজে সে কেউ বোঝে না।
কষ্ট পেতে আমি আছি, তার যে ভাগ মা কেউ নেবে না ॥
যদি তুই মা দেখিস্ সকল, তা হ'লে যে ভয় করি না।
কর্ম্ম নিয়ে ভাব্‌ছি ব'সে, কর্ম্মই এত দেয় যাতনা ॥
যত তোকে বল্‌ছে ললিত, শুনেও শুন্‌তে তুই পেলি না।
শোনা কথা ব'লে কি মা, মনে শেষে তোর থাকে না ॥ ৯০০ ॥

প্রসাদি সুর ।

মার্‌বি কি তুই অবিচারে ।
আপনি যদি সকল দেখিস্, তা হ'লে ভয় খাই মা কারে ॥
শুনেছি মা শেষের দিনে, যম যে ধ'রে বিচার করে ।
সেই ভয়ে যে প্রাণ কাঁপে মা, আমার দুঃখ শুন্‌বে কে রে ॥
অমন মায়ের ছেলে ব'লে, বেড়াই আমি আপন জোরে ।
কেবল মা গো আমার এ মন, তোরই সদা ভয়ে মরে ॥
আপন মায়ের নাম গেয়ে মন, সদাই সংসারমাঝে ঘোরে ।
তোরই কর্ম্ম নিয়ে কেবল, পাঁচের ধরণ আছে ধ'রে ॥
সকল দিকে সাম্‌লে নিয়ে, চল্‌তে হেথা কেউ কি পারে ।
কত জঞ্জাল এতে আছে, সেইটি বুঝ্‌লে ভাব্‌না কি রে ॥
আপনার ধন কি পর্‌কে দিবি, নিজে মা তুই দেখ্‌বি না রে ।
আপনি দেখে দে মা শাজা, তাতে কি আর ললিত ডরে ॥ ৯০১ ॥

প্রসাদি সুর ।

ধনলোভে মজ্‌লি শেষে ।
দেখিস্ কি মন ব'সে ব'সে ॥
বিষয়আশা ভাঙ্গ্‌বে বাসা, অন্ত নাই তার দেখ্‌না শেষে ।
কাঠের আগুন জ্বল্‌লে দ্বিগুণ, কাঠ্‌কে যে সে আপ্‌নি নাশে ॥
লোভকে নিয়ে পড়্‌বি দায়ে, আদি অন্ত পাবি কিসে ।
ছাড়্ অনিত্য ধর্ না নিত্য, সত্যের উদয় হবে এসে ॥
থাক্‌তে বেলা সাজ্‌বি কালা, মর্‌বি কেবল আপন দোষে ।
সকল গেলে ধর্‌বে কালে, তখন রক্ষা পাবি কিসে ॥
বুঝে এখন ক'রে যতন, ছাড়্‌না রে মন বিষয়বিষে ।
চ'ক্ষে দেখে কালি মেখে, দিন কাটাস্‌না হেঁসে হেঁসে ॥
ছাড়্‌না মায়া বাড়্‌বে দয়া, ভুলিস ললিত কর্ম্মদোষে ।
দুর্গা ব'লে দিন ফুরালে, যাত্রা ক'রে যাবি ভেসে ॥ ৯০২ ॥

প্রসাদি সুর।

জানিস্ না কি মায়া কেমন।
মা মা ব'লে আমি যে মা, ধ'রে আছি তোর ঐ চরণ।
মহামায়া তুই বটে মা, সকল কথা হয় কি স্মরণ।
ছেলের প্রতি থাক্‌লে মায়া, কষ্ট কি মা পেতাম এখন॥
ধন্য সে যে জগৎ মাঝে, মায়ের মায়া পাবে যে জন।
মাতৃস্নেহের সমান হ'তে, পারে কি মা স্বর্গে গমন॥
আমার এখন সব যে অভাব, ছদিনে তাই কর্‌লি হরণ।
সদয় হ'য়ে মা গো আমার, কোলের কাছে কর্‌না গ্রহণ॥
চির দুঃখী হ'য়ে আছি, হ'ল না মা আশা পূরণ।
কষ্টে কেবল দিন গেল মা, তুই যে আমার সর্ব্বতারণ॥
যদিও মা তোর এই ভবে, তুচ্ছ মধ্যে হই যে গণন।
তোর কাছে যে সমান সবাই, তোকে জানি সর্ব্বকারণ॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে কেবল, ললিতের এই জীবনধারণ।
একবার দয়া কর্ মা আমায়, দেখি তোকে মনের মতন॥ ৯০৩॥

প্রসাদি সুর।

চির স্বভাব অভাব হ'ল।
তার উপায় মা হয় কি বল॥
ভাব পেয়ে মা ভারি ব'সে, ভেবেই আমার দিন যে গেল।
সময় পেলেই খুঁজে মরি, তাই এত মা গোল বাধিল॥

সুখের আশায় সুখী এখন, অসুখ বেড়ে তাও ফুরাল।
তাই এত মা ভয়ে কাতর, তুই না দেখ্‌লে সব বিফল ॥
কর্ম্মদোষে মর্ম্মব্যথা, এই কি আমার ভাগ্যে ছিল।
নিত্য তোকে ডাক্‌ছি যে মা, তার কি এখন ফল ফলিল ॥
ছ'জনার ঘর হ'ল এটা, আমার যা সব তারাই নিল।
আমারই যে স্বভাবদোষে, নিজের ঘরেই ঠকিয়ে দিল ॥
মা মা ব'লে নিত্য ললিত, কেঁদে মা গো কাল কাটাল।
সময় থাক্‌তে দেখিস্ যদি, তবেই ভাগ্যে হবে ভাল ॥ ৯০৪ ॥

প্রসাদি সুর।

সত্যের উদয় হবে কিসে।
তাই ভাবি মা ব'সে ব'সে ॥
জগতে মা ঘুরে বেড়াই, অনিত্য ধন পাবার আশে।
সত্যকে মা বুঝ্‌বে যে জন, সে কি মজে বিষয়বিষে ॥
আশা প্রবল হ'য়ে এখন্, গোল যত মা বাধায় শেষে।
মনের মতন কেউ হ'ল না, দুঃখ পাই মা পরের দোষে ॥
নিত্য নূতন পেয়ে হেথা, সদাই যে মন সুখে ভাসে।
সৎ অসতের বিচার ক'রে, সহজে কে দেখ্‌বে ব'সে ॥
এম্‌নি ভ্রমে রাখলি মা গো, ক্রমে সকল দিক্ যে নাশে।
অনিত্য সব নিয়ে এখন, কাল কাটাই মা হেঁসে হেঁসে ॥
সত্যের অভাব সদাই হেথা, আপনি মা তুই দেখ্‌না এসে।
কবে মা গো তোর চরণে, বস্‌বে ললিত আপন বশে ॥ ৯০৫ ॥

প্রসাদি সুর।

মন্ কি আর মা আস্‌বে বশে।
আপন কর্ম্ম ভুলে সকল, পাঁচকে নিয়ে ঘুর্‌ছে হেঁসে॥
সংসারেতে লোভ বেড়েছে, তাতেই নিত্য আছে মিশে।
আত্মসুখে সুখী সদাই, পরের ভাবনা ভাব্‌বে কিসে॥
দিন মজুরি ক'রে বেড়াই, সময় পেলেই ভাবি ব'সে।
কর্ম্মফলের মাঝে প'ড়ে, আমার কি মা হবে শেষে॥
কোন্ কাজের মা কি ফল আছে, বুঝিয়ে দিতে কেউ কি আসে।
মনের গোলে সকল দিকে, গোল আমার মা বাধ্‌ল এসে॥
চির দিনই সমান গেল, সমান ভাবে বেড়াই ভেসে।
আশার আশায় সব হারালাম, ঠক্‌ছি নিত্য মনের দোষে॥
মন কে নিয়ে তুই রয়েছিস্, তার এই কাজ মা দেখিস্ ব'সে।
দেখ্‌তে গেলে ললিত কেবল, দুঃখ পাচ্ছে মায়ের দোষে॥ ৯০৬॥

প্রসাদি সুর।

মিছে ঘুরি এ সংসারে।
কষ্ট পাই মা বারে বারে॥
মনের দুঃখে দিন গেল মা, শুন্‌বে কে আর বল্‌ব কারে।
আর যে কিছু আশা নাই মা, তোকেই কেবল আছি ধ'রে॥
আপনার এখন কেউ হ'ল না, বল্‌ছি তোকে এত ক'রে।
ছেলের কষ্ট মায়েই জানে, আর কে বুঝে নিতে পারে॥
দেখ্ মা নিত্য এই জগতে, ব্যাভার কেবল পরে পরে।
আত্মসুখের জন্য সদাই, পরে পরকে আছে ধ'রে॥
সমানে যে কাট্‌ল এদিন, লাভের ব্যাপার ঘরে ঘরে।
শেষের দিনে দেখ্‌ছি কেবল, ধীরে ধীরে সবাই সরে॥
সুখের ভাগী নয় এ ললিত, কবে সুখে রাখ্‌লি তারে।
দুঃখ কেমন দেখিস্ যদি, আয়না মা গো দেখাই তোরে ৯০৭॥

প্রসাদি সুর।

মায়ের কাছে হ'লাম দোষী।
তাতে যেন মন্ রে আমার, ভয় করিস্ না বেশী বেশী ॥
ছেলের বিচার মায়ের কাছে, মন বেড়ানা হয়ে খুসী।
অকাতরে সইব শাজা, দিন কাটানা হাঁসি হাঁসি॥
মায়ের মায়া যে জন জানে, ভাব্না কি তার আসে বেশী।
মহামায়ার লক্ষ হ'লে, আনন্দসাগরে ভাসি॥
মিছে ভ্রমে প'ড়ে এখন, কর্‌বি না মন দ্বেষাদ্বিষী।
পাঁচকে ভেঙ্গে এক ক'রে নে, সুখ পাবি তুই ঘরে বসি ॥
মা যে আমার সর্ব্বময়ী, ভক্তি মুক্তি মায়ের দাসী।
সকলের যে মিলন হবে, মা যেথা মন বস্‌বে আসি॥
জগজ্জ্যোতীরূপে ললিত, বেড়ায় মা তোর তিমির নাশি।
হৃদয়পদ্মে বসিয়ে মাকে, সাজিয়ে নে না নূতন কাশী ॥ ৯০৮ ॥

প্রসাদি সুর।

দোষের ভাগী হ'লাম শেষে।
আপনা হ'তে পরের দোষে, দোষ পেলাম মা ঘরে ব'সে ॥
পরের কি আর মায়া আছে, সবাই মিলে কর্ম্মনাশে।
তাদের কাজে আমায় এখন, কত ভুগ্‌তে হয় মা এসে ॥
দায়ে যদি ঠেক্‌লাম আমি, মনের সাধে তারাই হাঁসে।
সব ফুরালে শেষের দিনে, বিদায় দেবে দণ্ডিবেশে ॥
ভরসা এখন নাই মা আমার, সব হারালাম বৃথা আশে।
পারের বেলা সবাই বাদী, আট্‌কে রাখবে কর্ম্মদোষে ॥
দিন মজুরি যা সব করি, ছজন মিলে খাচ্ছে ব'সে।
তবু যে মা মনের ভিতর, কত আশা রাখি পূষে॥
মায়ের কাছে ললিত দোষী, আছে কেবল ঐ সাহসে।
ভয়ের মধ্যে কর্ম্ম কেবল, কাজ হারালে সেও যে রোষে॥ ৯০৯

প্রসাদি সুর।

মাকে দেখ্‌তে পাব কিসে।
চোক্ হারালাম কর্ম্মদোষে ॥
অন্ধ হ'য়ে দিন কাটাব, কর্ম্ম নিয়ে ঘুর্‌ব এসে।
তাতে আবার কেউ কি আমায়, থাক্‌তে দেবে আপন বশে ॥
সংসারেতে প'ড়ে এখন, মন মজেছে রঙ্গরসে।
পরমতত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে, ডুবে আছে বিষয়বিষে ॥
আত্মসুখে অজ্ঞান হ'য়ে, লেগেছে এই চক্ষে দিশে।
আপ্‌না হ'তে ভ্রম বেড়েছে, পর্‌কে নিয়ে গেলাম ভেসে ॥
যতদিন না ছাড়্‌ব এসব, ততদিন আর মা কি আসে।
সকল দিকে পড়্‌ব ফাঁকে, অনেক কষ্ট পাব শেষে ॥
আর কেন মন ঘুরিস্ মিছে, অনিত্য ধন পাবার আশে।
দুর্গা দুর্গা বলনা মুখে, ললিত এখন বেড়াক্ হেঁসে ॥ ৯১০ ॥

প্রসাদি সুর।

জ্ঞান হ'লে মা আর কে ভোলে।
সবাই সোজা পথে চলে ॥
অজ্ঞানে মা আছি সদাই, জ্ঞান হবে কি কোন কালে।
স্বভাব নষ্ট হ'ল দেখে, সকলে যে মন্দ বলে ॥
আশাকুহক মনে এসে, নিত্য ঠকায় কত ছলে।
সোজা পথে চল্‌ব কি মা, পড়্‌ছি সদাই নূতন গোলে ॥
কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে মা গো, সংসারেতে কাল কাটালে।
ক্রমে ক্রমে সকল দিকে, বিপদ আমার বাড়িয়ে দিলে ॥
গর্ব্বে আমার জ্ঞান যে ছিল, তাও হারালাম এসে কোলে।
মায়া মোহ ঘের্‌লে এখন, আমারই যে কর্ম্মফলে ॥
ঘুর্‌ব যত ভুগ্‌ব তত, বুঝ্‌ব সকল ফুরিয়ে এলে।
অজ্ঞানআঁধার দূর হবে মা, ললিতকে তুই সদয় হ'লে ॥ ৯১১ ॥

প্রসাদি সুর।

মন কি বোঝে প্রাণের ব্যথা।
কর্‌ছে কেবল হেথা সেথা॥
কাকে বল্‌ব কে শোনে মা, আমার এসব দুঃখের কথা।
ব্যথার ব্যথী দেখ্‌তে গেলে, কেউ যে আমার নাই মা হেথা॥
সদাই গিয়ে ঘুর্‌ছে দেখি, মনের মায়া আছে যেথা।
পাঁচ কাজেতে মেতে উঠে, খাচ্ছে যে মা আমার মাথা॥
প্রাণ যে সদাই কাঁদ্‌ছে আমার, মন এখন তার হ'ল সতা।
বশ যদি সে হতো মা গো, ভেবে কেন মর্‌ব বৃথা॥
ললিত এখন এই জেনেছে, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
প্রাণ বুঝেছে মা যে কেমন, মনকে পেলে ভাবনা কোথা॥ ৯১২

প্রসাদি সুর

দিন কাটাব দুর্গা ব'লে।
দেখ্‌ব কি মা করিস্ আমার, এসব খেলা ফুরিয়ে এলে॥
প্রাণভ'রে মা মা গো আমার, ডাক্‌ব তোকে সর্ব্বকালে।
মায়া মোহ যায় কি না যায়, দেখ্‌তে পাব সময় হ'লে॥
মনের আশা আছে যত, রাখ্‌ব মা তোর চরণতলে।
দুর্গা ব'লে কর্‌ব যা কাজ, দেখ্‌ব কি তার ফল্ মা ফলে॥
ভয়ের মধ্যে কেবল আছে, ভোলা মন যে থাকে ভুলে।
তুই ভোলালে ভুল্‌ব এবার, নইলে কি আর পড়্‌ব গোলে
অগতির যে গতি ঐ নাম, শিব বলেছেন শাস্ত্রে বলে।
কর্ম্ম নিয়ে বিচার শেষে, কর্ম্মকে মা রাখ্‌ব তুলে॥
ললিত যখন শেষের দিনে, ভাস্‌বে গিয়ে অতলজলে।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, হেঁসে সে দিন যাবে চ'লে॥ ৯১৩॥

প্রসাদি সুর।

তুই আমাকে রাখ্‌বি কিসে।
আপনি বুঝে দেখ্‌ছি যে মা, ডুব্‌ছি নিজের কর্ম্মদোষে॥
যত আশা ভরসা ক'রে, দিন এখন মা কাটাই হেঁসে।
কর্ম্মফলের জন্য মা গো, দায়ে পড়্‌তে হবে শেষে॥
বুঝে কর্ম্ম হয় কিসে মা, এ ছার সংসারেতে এসে।
সাম্‌নে যে সব দেখ্‌তে ভাল, ভিতর পোরা আছে বিষে॥
মায়া যেদিন কাট্‌বে আমার, সেই দিনে সুখ পাব ব'সে।
খুঁজে খুঁজে মর্‌লে এখন, সহজেতে সুখ কি আসে॥
তোরই খেলা এসব যে মা, ঘুর্‌ছে সবাই কত আশে।
আমরা মা গো পরের কথা, ঠকিয়েছিস্‌ যে কৃত্তিবাসে॥
কর্ম্মদোষ না ধরিস্‌ যদি, আপনি এখন সাহস আসে।
নইলে যে মা ললিতকে তোর, শেষে যেতে হবে ভেসে॥ ৯১৪॥

প্রসাদি সুর।

ভাবিস্‌ কেন সর্ব্বনেশে।
জয় কালি জয় কালি ব'লে, কাল কাটানা হেঁসে হেঁসে॥
ভাঙ্গাঘরে বাস তোর এখন, তাই কি রে মন ভাবিস্‌ ব'সে।
সকল ভয়ে অভয় পাবি, দুর্গা নামে থাক্‌লে নিশে॥
ভুলে কেবল মজ্‌লি এখন, সংসারের এই রঙ্গরসে।
যমে ধর্‌লে দেখ্‌তে পাবি, কত রঙ্গ হবে শেষে॥
কর্ম্মফলের মাঝে প'ড়ে, চোকেতে তোর লাগ্‌ল দিশে।
দিশে হারার মত হ'য়ে, ঘুরিস্‌ তাই রে দেশ বিদেশে॥
স্বপ্ন ভঙ্গে ছাড়্‌বি রঙ্গ, বুঝ্‌বি সকল অবশেষে।
দেখ্‌না ক্রমে বেলা গেল, ঠক্‌লি কেবল কর্ম্মদোষে॥
ভাবের অভাব কেন ললিত, স্থির হ'য়ে তুই দেখ্‌না এসে।
দুর্গা কালী শিব রাম, একরূপেতে যাবে মিশে॥ ৯১৫॥

প্রসাদি সুর।

কাজের কথায় লোকে হাঁসে।
বুঝিয়ে কথা বল্‌তে গেলে, আমার প্রতি কেউ বা রোষে॥
শক্তি বিনা ব্যর্থ সকল, শক্তি ছাড়া বাঁচবি কিসে।
কর্ম্ম কর্‌তে এলাম ভবে, কর্ম্ম হবে কার সাহসে॥
মাতৃরূপা শক্তি যে আজ, দেহের মাঝে আছেন ব'সে।
তাঁরই জোরে হচ্ছে সকল, নইলে যে মন যেতিস্‌ ভেসে॥
আদি অন্ত সকল শক্তি, কর্ম্ম যে তাঁর পিছে আসে।
কর্ম্ম হ'তে ধর্ম্ম হবে, ডাকের কথা আছে দেশে॥
ভয়ে ভক্তি হ'লে এখন, কর্ম্মফল তুই পাবি কিসে।
প্রাণে ভক্তি আস্‌বে যেদিন, সেই দিন সুখী হবি ব'সে॥
জ্ঞানের উদয় হ'লে ললিত, একেই পাঁচ যে থাকবে মিশে।
নইলে আজও যেমন আঁধার, তেম্‌নি আঁধার পাবি শেষে॥ ৯১৬॥

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌লে কি মা কেউ বোঝে গো।
শূন্যময় এই জগৎ মা তোর, তাতেই গিয়ে সব মেশে গো॥
শূন্যে লক্ষ্য হবে কিসে, অন্ধকারে সব থাকে গো।
দেখ্‌লে তবে ভাল মন্দ, বিচার কর্‌তে সব পারে গো॥
সর্ব্ব আদি শূন্য ছিল, যা থেকে মা সব হ'ল গো।
যাতে সর্ব্ব আদ্যা রূপে, সদাই প্রকাশ তুই ছিলি গো॥
আদি শূন্য অন্ত শূন্য, ভাব্‌লে মনে কৈ আসে গো।
আমাদের এই ক্ষুদ্র মনে, ভাব্‌তে গেলে গোল বাধে গো॥
শূন্যেতে মা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, দেখ্‌তে এখন যে পাবে গো।
তারই দৃষ্টি সফল হবে, নইলে ফাঁকা সব দেখে গো॥
বিরাট রূপটি দেখ্‌তে আশা, সে আশা মা কৈ পোরে গো।
কাতরে তাই ললিত এখন, তোরই নাম যে গান করে গো॥ ৯১৭॥

প্রসাদি সুর।

পরের ভাবনা ভাবে পরে।
আপনার জনে কেউ কি মা গো, অত ভাবনা ভাব্‌তে পারে॥
পরে পরে মিলন হেথা, হ'চ্ছে যে মা ঘুরে ফিরে।
কাল এলে মা কালের গুণে, সবাই যাবে সেই এক ধ'রে॥
হেথা মিলন সেথা মিলন, এক ক'রে আজ যে জন হেরে।
তার কি মনে গোল হ'বে মা, কিসে দুঃখ দিবি তারে॥
পর্‌কে এখন পর ভেবে মা, সংসারেতে যে জন ঘোরে।
তার যে বিপদ নাই কিছু আজ, হেলায় সকল যাবে ত'রে॥
পরকে আপন ভাবে যে জন, তাকেই দুঃখ চেপে ধরে।
মায়ায় বদ্ধ হয়ে কেবল, ভোগাভোগ সে সদাই করে,॥
মনের দোস যে সকল দিকে, নইলে কি আর ললিত ডরে।
দোষী হয়ে সুখী হ'ল, কোন্ সাহসে বলব জোরে॥ ৯১৮॥

প্রসাদি সুর।

সংসারের যে মায়া বেশী।
তাইতে কাজে হই মা দোষী॥
কাকে নিয়ে কে মজেছে, সেই ভেবে যে নিজেই হাঁসি।
কর্ম্মকর্‌তে চাই যদি মা, তাও যে আছে রাশি রাশি॥
পাঁচ জনাকে নিয়ে এখন, সুখের সাগরমাঝে ভাসি।
পাপের স্রোত যে বেড়ে হ'ল, স্রোতে স্রোতে মেশামিশি॥
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তারাই যে দোষ ধরে বেশী।
সুখে যদিন থাক্‌বে তারা, ততদিন মা দেখ্‌বে আসি॥
পাপের ভরা বইব কত, ভাব্‌তে যখন আমি বসি।
সংসারেতে সকল যেন, কাট্‌তে আসে নিয়ে অসি॥
মায়া বেড়ে কাজ হারালাম, ভাব্‌ছে ললিত দিবানিশি।
আগুন এখন জ্বল্‌ছে সদাই, পেলে যেন তৃণরাশি॥ ৯১৯॥

প্রসাদি সুর ।

মা গো তোকে ভয় করি না ।
মা মা ব'লে আশ মেটে না ॥
তোর খেলা যে সকল জানি, তবু ছাড়্‌তে আর পারি না ।
ঠকাতে তুই চাস্ যদি মা, কৈ তোকে আর করি মানা ॥
ইচ্ছা তোর এই ভ্রম বাড়াবি, তাতে আমি আর ভাবি না ।
তোকেই শেষে ভুগ্‌তে হবে, তখন কাট্‌বে তোর ছলনা ॥
দুঃখ আমি পাচ্ছি বটে, ভয় খেলে মা দিন যাবে না ।
আদি অন্ত সকল যে তুই, শেষকালে মা কেউ রবে না ॥
তোরই খেলার জগৎ মাঝে, কর্ম্মফলের ফল কল্পনা ।
কর্ম্ম নিয়ে থাক্‌না মা তুই, আমার তাতে নাই ভাবনা ॥
সুখে দুঃখে সমান ভেবে, কর্‌ছে ললিত দিন গণনা ।
তাতেই যে এক শান্তি আছে, তেমনটি মা আর মেলে না ॥ ৯২০

প্রসাদি সুর ।

কে জানে মা জীবের গতি ।
অন্তে সবার কি হবে মা, ব'লে দে না এই মিনতি ॥
সংসারেতে এসে যে মা, কর্ম্মে কেবল বাড়ছে প্রীতি ।
কর্ম্মফলে কি ফল হবে, জান্‌লে শান্তি পাব নিতি ॥
কর্ম্মের কিছু সার দেখি না, অসারেতে পূর্ণ অতি ।
তথাপি মা সকল জেনে, সংসারেতে সবাই মাতি ॥
কত কামনা নিত্য করি, এম্‌নি মন্দ হ'ল মতি ।
কিছু আশা পূর্ণ হ'লে, অম্‌নি মা গো ফোলাই ছাতি ॥
কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত আছে, সংসারী আর যোগী যতী ।
দোষের ভাগী হয়ে কেউ মা, দেখ্‌তে পায় না সাঁজের বাতি ॥
ললিত বুঝে দেখ্‌না মাকে, অগতির যে তিনিই গতি ।
রূপেতে তোর মা জিনেছেন, তরুণ অরুণ ভাতি ॥ ৯২১ ॥

প্রসাদি সুর।

সমান চল্‌ছে দিনে রাতে।
একটানা স্রোত বইছে যে মা, ভাস্‌ছে এখন সব্বাই তাতে॥
যে যেমন কাজ কর্‌বে হেথা, তেম্‌নি ফল মা হবে পেতে।
লক্ষ্য কিছু থাক্‌লে মা গো, কষ্ট এত হয় না এতে॥
অন্ধের মত ভাস্‌ছে সবাই, বোঝা আছে সব মাথাতে।
বুঝে কেউ কি দেখ্‌ছে এখন, কার্য্য কারণ সব একেতে॥
ভবের বাধা প্রবল যে মা, কেউ পারে না মুক্ত হ'তে।
মায়া ভেদ আজ কর্‌লে পরে, সদাই লক্ষ্য রাখ্‌বে তোতে॥
কার্য্য কারণ সব হলি তুই, তোর কথাতে হবে যেতে।
সময় বুঝে দেখি মা গো, পারিস্‌ কেবল দুঃখ দিতে॥
সহজে মা ভাল কর্‌তে, চাস্‌ কি এখন কোন মতে।
অতলজলে পড়্‌লে ললিত, আসিস্‌ মা তুই বাঁচিয়ে নিতে॥ ৯২২॥

প্রসাদি সুর।

তোর বিচারে এই কি হ'ল।
মনের মত খুঁজি যত, পেলাম না মা দিন যে গেল॥
গেলে জীবন আর কি তখন, আশা পূর্ণ হবে বল।
বল্‌তে ব্যথা কেবল হেথা, কষ্ট সয়ে সব ফুরাল॥
আপন জেনে প্রাণপণে, ডাক্‌ছি তোকে চিরকাল।
তোর খেলাতে প'ড়ে এতে, আশাও সব যে ফুরিয়ে এল॥
বাড়িয়ে মায়া তুই অভয়া, সংসারেতে বাঁধ্‌লি ভাল।
কত সাজে বেড়াই সেজে, দেখ্‌লে ভাবনা আর কি ছিল॥
মন ভোলাতে আপনা হ'তে, পাঁচের কর্ম্ম মাথায় এল।
এম্‌নি খেলা মন যে ভোলা, তাই নিয়ে সব ভুলে গেল॥
বল্‌তে গেলে দিস্‌ মা ঠেলে, এম্‌নি আমার কপাল হ'ল।
মাথায় বোঝা পাচ্ছি শাজা, ললিতের এই ফল ফলিল॥ ৯২৩॥

প্রসাদি সুর।

বুঝে দেখ্‌তে আর চাব না।
দেখ্‌তে গেলে পড়ি গোলে, সময় আমার আর থাকে না॥
তোর খেলাতে নিত্য এতে, অনেক আমি সই যাতনা।
যদি শেষে দেখিস্‌ এসে, তা হ'লে মা আর ভাবি না॥
ভেবে ভেবে কেউ কি পাবে, আদি অন্ত তোর মেলে না।
ক'রে যতন মনের মতন, সহজেতে কেউ পাবে না॥
হ'লে মায়া কর্‌বি দয়া, নইলে বোঝা আর নাবে না।
কর্ম্মগুণে নিত্যধনে, ধর্‌তে যে মা কেউ পারে না॥
সকল কালে দুর্গা ব'লে, কর্‌ব ডেকে দিন গণনা।
অন্ধ চ'কে কি ফল দেখে, সোজায় যে মা কেউ আসে না॥
কর্‌বে না গোল ললিত পাগল, মিছে আশায় আর ভোলে না।
কেউ কি রাজি সাজ্‌তে পাজি, কাজে কাজী আর হবে না॥ ৯২৪

প্রসাদি সুর।

মনের দুঃখ কাকে বলি।
সংসারেতে থেকে মা গো, মুখে কত মাখ্‌ব কালি॥
অবিচারে আমায় যে মা, সকল দিকে তুই ডোবালি।
পরের দোষে আমার প্রতি, কেন এত নিদয় হ'লি॥
মা হয়ে তুই আমায় এখন, কর্ম্ম কর্‌তে কৈ শেখালি।
যা কিছু আজ কর্ম্ম জানি, কর্‌তে সময় কৈ মা দিলি॥
চারিদিকে বিপদ এনে, একবারে মা সব ভোলালি।
ভেবে ভেবে দিন গেল মা, সুখ যা ছিল তাও যে নিলি॥
কত রকম ছল ক'রে মা, ফাঁকী দিয়ে সব ঠকালি।
কাঁদ্‌লে পরে শুনিস্‌ না তুই, মায়া বাড়িয়ে দিতে এলি॥
মনের ভ্রমে ভুল হ'লে মা, সদাই আমি তোকে বলি।
তবু এত দুঃখ দিয়ে, ললিতকে যে প্রাণে মেলি॥ ৯২৫॥

প্রসাদি সুর।

সংসার হ'ল মায়ার গোড়া।
শেষের যে মা প্রধান বেড়া॥
কর্ম্মদোষে কেউ বা হেথা, বয়ে বেড়ায় পাপের ভরা।
পরের আশা পূর্ণ কর্‌তে, কেউ ভাবে মা টাকার তোড়া॥
অভাব সদাই দেখে মা গো, করে সদাই ঘোরা ফেরা।
কর্ম্ম বিনা দিন কাটে না, এম্‌নি হ'ল কপাল পোড়া॥
পর্‌কে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে, দিন যে ক্রমে গেল তারা।
শেষের উপায় কৈ হ'ল মা, খেতে হবে কালের তাড়া॥
মায়ায় ভুলে সবাই যে গো, সংসারেতে হ'ল সারা।
এম্‌নি বদ্ধ হয়েছি মা, কঠিন শেষে হবে ছাড়া॥
ললিতকে মা তলব হ'লে, যেতে হবে খাড়া খাড়া।
কেমন ক'রে জানি না মা, কাট্‌বে তার সেই বিষম ফাঁড়া॥ ৯২৬॥

প্রসাদি সুর।

সখ্‌ মিটেছে আর কেন মা।
কৃপা ক'রে কর্‌ না ক্ষমা॥
জগৎমাঝে দেখ্‌তে গেলে, কিছুই কি তোর হয় উপমা।
কেবল এখন এই বুঝেছি, কিছুতে তোর হয় না সীমা॥
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মা আজ, সংসারেতে ঘুরি যে মা।
মনের দোষ আর দেখ্‌না চেয়ে, তুই যে মা গো মনোরমা॥
অভয় পেলে প্রাণ যে বাঁচে, সকল কষ্ট দূর হবে মা।
আশা ফলবতী হয়ে, মন হবে মা সিদ্ধকামা॥
চিরদিন যে সমান গেল, কত সহ্য আর করি মা।
দীনের প্রতি সদয় হ'লে, বাড়্‌বে যে মা তোর মহিমা॥
জগন্মা তুই হয়ে এখন, দুঃখ দিলে রাখ্‌বে কে মা।
বারেক সকল ভুলে ললিত, বল্‌না দুর্গা তারা শ্যামা॥ ৯২৭॥

প্রসাদি সুর।

এত দিনে মন বুঝেছে।
আপনি আশা তাই হয়েছে ॥
সংসারে এই কর্ম্ম দেখে, পোড়া মন যে বেশ শিখেছে।
কর্ম্মদোষে আজ দেখি মা, সকল দিকে সেও ঠকেছে ॥
অনন্ত তুই হয়ে আছিস্, অন্ত তোর মা কে পেয়েছে।
অনেক আশা ক'রে এখন, গণ্ডগোলে সব পড়েছে ॥
তোরই কর্ম্ম নিয়ে মা গো, ক্রমে এখন দিন যেতেছে।
আর কত মা নষ্ট করি, অভাব যে আজ বেশ বেড়েছে ॥
মনের যা সব আশা ছিল, আপনি কি তার ফল হতেছে।
পরের কথায় ভুলে গিয়ে, নূতন অনেক ভয় এসেছে ॥
জগতের যে আদি অন্ত, তোর হাতে মা সব রয়েছে।
ললিত এখন পাগল হ'লে, ছেলেকে কার মা মেরেছে ॥ ৯২৮ ॥

প্রসাদি সুর।

ধর্ম্মকর্ম্ম বল্‌ব কাকে।
আজ্ঞা পালন কর্‌ব এখন, কর্ম্ম যে মা বলি তাকে ॥
দিন ফুরালে সবাই বলে, কষ্ট কর্ম্মফলের পাকে।
দুঃখ পেয়ে ঘুর্‌ছি সয়ে, খুঁজে বেড়াই সকল দিকে ॥
কাজের তরে পাগল করে, দেখ্‌তে কি আর পাই মা চ'কে
তোর কথাতে চল্‌ব এতে, ফলের ভাগী হই যে ঠকে ॥
সকল জীবে দয়া হবে, ধর্ম্ম বল্‌তে বুঝ্‌ব তাকে।
স্থির ভাবেতে থাক্‌ব এতে, লক্ষ্য কেবল রাখ্‌ব বুকে ॥
তোরই কর্ম্ম তোরই ধর্ম্ম, যা করাবি কর্‌ব সুখে।
মনের দোষে গোল যে শেষে, বেড়াই কেবল ব'কে ব'কে ॥
এসব খেলা হ'ল মেলা, ললিত কেঁদে বল্‌ছে তোকে।
বুঝ্‌লে মর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম, দেখ্‌তে গেলে সব যে একে ॥ ৯২৯ ॥

প্রসাদি সুর।

আর কত মা সইতে পারি।
সংসারেতে কষ্ট পেয়ে, সদাই প্রাণে জ্বলে মরি ॥
চারিদিকে দুঃখ আমার, তার উপায় মা কি আর করি।
তোর ঐ চরণ স্মরণ ক'রে, দিন কাটাই যে মহেশ্বরি ॥
ভাবনা হ'ল স্বভাব আমার, ভাব্‌নাতে যে বিপদ ভারি।
অন্ত কিছুর না পেয়ে মা, গোল ক'রে যে সকল সারি ॥
এত কষ্টের মাঝে প'ড়ে, করব কত ধরা ধরি।
একটা কথা নয় মা আমার, অনেক আছে শুভঙ্করি ॥
একে একে শুন্‌লে মা গো, সকলই যে বল্‌তে পারি।
সব দিকে মা ঠকাস্‌ যদি, তবে আমরা সবাই হারি ॥
মায়া মোহ ছাড়্‌লে এখন, কষ্টের ধার মা কি আর ধারি।
মনের কষ্টে কাতর ললিত, বলতে দে মা চরণ ধরি ॥ ৯৩০ ॥

প্রসাদি সুর।

স্থির থাকি মা কেমন ক'রে।
চারিদিকে দেখ্‌ছি চ'কে, কর্ম্মদোষে সবাই মরে ॥
আপন মনে বেড়াই জেনে, সাহস করি আপন ঘরে।
হ'লে দোষী বেশী বেশী, তাকে কে আর দেখ্‌তে পারে ॥
পরের বেলা ক'রে হেলা, লাগ্‌ল মেলা কালের দ্বারে।
বুঝ্‌তে সোজা দেখ্‌তে মজা, শাজা আবার দিচ্ছে ধ'রে ॥
ঠকিয়ে দিলে সবাই মিলে, তবু বেড়ায় আপন জোরে।
ধাক্কা খেয়ে থাক্‌বে সয়ে, সহজেতে মন কি হারে ॥
পড়্‌ছে ফাঁকে চক্ষে দেখে, আপন ব'লে দিচ্ছে গিরে।
শেষের দিনে জেনে শুনে, কাঁদ্‌তে হবে পরের তরে ॥
কাজের বেলা ললিত ভোলা, তাই মা তোকে আছে ধ'রে।
এত গোলে দিন কাটালে, বল্‌তে কি আর পার্‌বে জোরে ॥ ৯৩১

প্রসাদি সুর।

বাড়্‌ছে ক্রমে বিলাত বাকী।
তাই মা নিত্য এত ফাঁকী ॥
বাকীর দায়ে শেষ কালে মা, অনেক তসীল হবে দেখি।
যেমন উপায় তেম্‌নি খরচ, কি ক'রে মা মজুত রাখি ॥
বাজে আদায় জন্য কেবল, সবাই করে রোকারুকি।
আমাকে মা কষ্ট দিয়ে, শেষ কালেতে হয় যে সুখী ॥
চির নাতওয়ান রইলাম আমি, কত কর্‌ব বকাবকি।
কর্ম্মদোষে কেবল মা গো, সার হ'ল এই ডাকাডাকি ॥
বুঝ্‌তে পারি হ'লে বারেক, মায়ে পোয়ে দেখাদেখি।
তখন যে মা এই ললিতের, হিসাব মিট্‌বে মুখোমুখি ॥ ৯৩২

প্রসাদি সুর।

আর কি আমার জোর আছে রে।
কাজের জন্য যখন মা গো, নিজেই আমি মরি ঘুরে ॥
কেন এত পাগল হয়ে, পড়্‌ছি আমি এত ফেরে।
সহজেতে মন কি আমার, সে সব এখন বুঝ্‌তে পারে ॥
জোরের মধ্যে তোর মা চরণ, ধর্‌ব আমি কেমন ক'রে।
জানা পথে সব হারালাম, দোষী এখন কর্‌ব কারে ॥
সংসার নিয়ে মন যে সুখী, কি আর আমি বল্‌ব তারে।
বাধা দিতে গেলে আবার, থাক্‌তে চায় সে আপন জোরে ॥
আপনা হ'তে বিঘ্ন কত, এসে এখন জুট্‌ছে ঘরে।
সেই দায়ে মা দিন গেল সব, ক্রমে বুদ্ধি নিল হ'রে ॥
আশার আশায় তবু মা গো, আজও আমি বেড়াই ঘুরে।
বারেক দেখ্‌লে তোর ললিতের, সকল দুঃখ যাবে দূরে ॥ ৯৩৩

প্রসাদি সুর।

মাই জানে মা যে কেমন।
আমরা জানি যুগল চরণ ॥
সাধ্যমত আমরা হেথা, বুঝ্‌তে মাকে করি যতন।
অনন্ত সেই মা যে আমার, কিসে বল্‌ না কর্‌বি ধারণ ॥
তাঁর কি রূপের সীমা আছে, সকলেতেই হয় যে মিলন।
সর্ব্বরূপা হয়ে মা যে, হয়ে আছেন সর্ব্বকারণ ॥
দেখ্‌তে গেলে পাবি কিসে, কর্ম্মফল তোর সঙ্গে এখন।
কর্ম্ম বিনাশ যে দিন হবে, সেই দিনে মার হবি আপন ॥
শাস্ত্রে আছে জ্যোতীরূপে, হন্‌ মা আমার সর্ব্বতারণ।
আপন ঘরে সেই জ্যোতিতে, এ সব কষ্ট হয় নিবারণ ॥
অজ্ঞানে কি দেখ্‌বি ললিত, আপ্‌নি আশা হয় যে পূরণ।
সকল ঘটে যে দিন মাকে, দেখ্‌বে তোর ঐ যুগল নয়ন ॥ ৯৩৪ ॥

প্রসাদি সুর।

গোল বেড়ে মা সব ফুরাল।
যা কিছু তোর দয়া ছিল, ক্রমে দেখি তাও যে গেল ॥
আশাকুহকমাঝে প'ড়ে, দিন যে মা গো কাট্‌ত ভাল।
কাজের দোষে দোষী হয়ে, সব কি আমার বিফল হ'ল ॥
কর্ম্ম ক'রে বেড়াই বটে, ফলের ভিক্ষা কৈ মা ছিল।
পরম ধন মা খুঁজতে গিয়ে, আকাশকুসুম হাতে এল ॥
কর্ম্মভোগী ছজন আছে, কর্ম্ম সব যে তারাই নিল।
অবশেষে আমার ভাগ্যে, ফল বুঝি মা এই ফলিল ॥
দুরাশাতে মুগ্ধ হয়ে, ক্রমে আমার সকল গেল।
ছাড়্‌তে তবু কৈ পারি মা, ছাড়্‌তে গেলেই ললিত ম'ল ॥ ৯৩৫ ॥

প্রসাদি সুর।

ভয় দেখালে ভয় কি খাব।
ঐ অভয়পদে শরণ লব॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, চির দিনই কাল কাটাব।
যখন ভাগ্যে যা হবে মা, সরল ভাবে তোয় জানাব॥
তোর চরণে থাক্‌লে মতি, হেলাতে মা ত'রে যাব।
জানা কথায় ভয় করি না, ভয় খেলে কি রক্ষা পাব॥
সরল পথে যাব চ'লে, বাঁকার দিকে আর কি চাব।
অনেক ধাক্কা খেয়েছি মা, জেনে দুঃখ কেন সব॥
বৃথা অনেক দিন গেছে মা, তেমন দিন কি আবার পাব।
খুঁজ্‌লে কিছু পাই না যে মা, শেষের নিকাশ কিসে দিব॥
ললিত বোঝে কর্ম্মদোষে, সকল দিকে নষ্ট হব।
যেতে আস্‌তে ধাক্কা খেলেও, মায়ের কাছে শেষ্ দাঁড়াব॥ ৯৩৬।

প্রসাদি সুর।

মনের আশা মন কি জানে।
ভবের মাঝে ঘুরে বেড়ায়, কেবল সে মা লক্ষ্য বিনে॥
এ সংসারে আপ্‌না হ'তে, তার ভাল আজ হবে কেনে।
বুঝিয়ে দিলে স্থির ভাবেতে, কৈ মা আমার কথা শোনে॥
এক্‌টাতে মা লক্ষ্য হ'লে, আর কি ভাবনা আসে মনে।
এক ছেড়ে মা এক যে ধরে, তাই সে ভুগ্‌ছে নিশিদিনে॥
ভাবনা তার যে সঙ্গী এখন, সদাই আছে কাতর প্রাণে।
দুরাশা তার হচ্ছে সদাই, মোহ বাড়্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে॥
আশা হ'তে লোভের উদয়, লোভ ক'রে মা কি ধন জেনে।
বৃথা কাজে ঘুর্‌বে ভাল, দোষী হ'লে কৈ সে শোনে॥
ললিত ভাব্‌তে আর পারে না, রক্ষা কর মা কৃপাদানে।
অভাব নষ্ট হ'লে এখন, মিছে ভয় সে থাবে কেনে॥ ৯৩৭॥

প্রসাদি সুর।

কেবল তোকেই ভয় যে করি।
সময় কালে তুই মা আমার, খেলিস্ বড় লুকোচুরি॥
মায়া মোহ কাটিয়ে যেতে, সহজে কি আম্‌রা পারি।
তোকেই সহায় ক'রে যে মা, শেষের দায়ে যাব তরি॥
এই সাহসে বেড়াই বটে, অভয় তাতে কৈ শঙ্করি।
তুচ্ছ দোষে দোষী ক'রে, ভয় যে দেখাস্ রাজকুমারি॥
যে বোঝা এই মাথায় আছে, দিনে দিনে হচ্ছে ভারি।
আপনা হ'তে কাজ বেড়েছে, তাই মা করিস্ এই চাতুরী॥
ভুল হ'লে মা দোষী হব, সেই এক ভয়ে প্রাণে মরি।
বিচার ক'রে দেখ্‌লে শেষে, ভয়ের আমি কি ধার ধারি॥
আশা ভরসা তোর ঐ চরণ, তুই ঠকালে আমি হারি।
চির দিনই তবু ললিত, থাক্‌বে মা তোর আজ্ঞাকারী॥ ৯৩৮॥

প্রসাদি সুর।

মন ভেসেছে বিষম স্রোতে।
এলে শমন বুঝ্‌বে তখন, এখন কিন্তু উঠ্‌ল মেতে॥
হ'লে দয়া কাট্‌বে মায়া, নইলে রক্ষা নাই মা এতে।
জীবন মরণ সব অকারণ, কর্ম্ম যদি রইল সাতে॥
বাড়্‌ছে খেলা এই ত জ্বালা, লক্ষ্য যে তার যাতে তাতে।
হয়ে অসৎ পাবে কি সৎ, ভুলেছে সব প্রথম হ'তে॥
মোহ বেড়ে আপনি পড়ে, তবু বল্‌লে কৈ মা চ্যাতে।
অভাব জুটে মর্‌ছে খেটে,-স্থির হ'ল না কোন মতে॥
জ্ঞানের উদয় আর কি মা হয়, কর্ম্ম বাড়্‌ছে দিনে রাতে।
তার ফলেতে প্রথম হ'তে, পারি কৈ মা সাম্‌লে নিতে॥
চল্‌ছে বেঁকে আপন ঝোঁকে, তোর ললিতের মাথা খেতে।
মনের ভুলে ফেল্‌ছে গোলে, আস্‌বি কি শেষ্ চরণ দিতে॥ ৯৩৯

প্রসাদি সুর।

মা করালে কাজের কাজী।
নইলে সাজ্‌তে হয় যে পাজি॥
অভাব দেখে আমরা এখন, সকল কাজেই হই যে রাজি।
শেষ কালেতে ঠ'কে ভাবি, খেলি আমরা ভোজের বাজী॥
ভ্রমে অন্ধ হয়ে সবাই, অসার নিয়ে আপ্‌নি মজি।
দোষী হয়ে ভবে আমরা, আপনার চক্ষু আপ্‌নি বুজি॥
শান্তি পাবার আশায় কেবল, চারিধারে সুখ যে খুঁজি।
সংসারেতে সুখ কোথা মন, তবু ঠকতে হস্‌ যে রাজি॥
একটু যদি আশা হ'ল, অম্‌নি হয়ে বেড়াস্‌ তেজী।
ভাবিস্‌ না যে শেষের দিনে, কত সাজে আমরা সাজি॥
ললিত বলে মায়ে পোয়ে, দেখা হ'লে তবে বুঝি।
নইলে আমরা চির দিনই, সেজে থাক্‌ব ভবের পাজি॥ ৯৪০

প্রসাদি সুর।*

বিপদহরা নাম যে শুনি।
আর কিছু মা তোর কি জানি॥
হয়ে অনুকূল দে মা সবে কূল, ভয়েতে আকুল হই জননি।
গেলে এ জীবন ধর্‌বে শমন, তাই মা এখন প্রমাদ গণি॥
তোর কাছেতে আপনা হ'তে, এলাম দেখ্‌তে পা দুখানি।
লুকিয়ে কিসে রইলি ব'সে, দেখ্‌না এসে কি ধন মানি॥
তোর ঐ আসন দেখ্‌লে নয়ন, পেলে চরণ গুণ বাখানি।
নইলে শেষে শুন্‌বি ব'সে, রট্‌বে কুনাম তোর ভবানি॥
হের্‌লে চরণ জুড়ায় জীবন, ভয়ের কারণ যায় তারিণি।
আপনি এসে বস্‌ না হেঁসে, নইলে কিসে তোকে আনি॥
আর কেন মা কর্‌ না ক্ষমা, আয় না দে মা পদতরণি।
দোষের দোষী সবাই বেশী, তুই ললিতের হ'স্‌ জননী॥ ৯৪১

* হালাড়ার বিপদ-ভঞ্জনী দেবীর ভগ্ন মন্দির দেখিতে গিয়া এই গানের রচনা হয়।

প্রসাদি সুর।

মায়ের রূপে সব যে জ্বলে।
তাই সদা মন সূর্য্যের ভিতর, মাকে দেখ্‌তে সবাই বলে ॥
জগজ্জ্যোতীরূপ যে মায়ের, আছেন জগচ্চক্ষু ছলে।
কর্ম্মের মাঝে প'ড়ে এখন, দেখ্‌বি তাঁকে কিসের ফলে ॥
চাঁদের রূপে মা যে শীতল, উদয় তাঁর হয় নিশাকালে।
সুখের আকর হ'য়ে সদা, আসেন মা যে সন্ধ্যা হ'লে ॥
দিন ফুরালে যাবে তপন, মরণ যে মন তাকেই বলে।
আবার উদয় হবেন এসে, মহানিশা ফুরিয়ে গেলে ॥
সংসারেতে প'ড়ে এখন, মনের মতন কোথায় মেলে।
আশা পূর্ণকর্‌বি যদি, দেখ্‌না তাঁকে জলে স্থলে ॥
মোহ আঁধার দূর হবে মন, মা এই হৃদয়মাঝে এলে।
কর্ম্মদোষে শেষে কি আর, ললিতকে মা থাক্‌বে ভুলে ॥ ৯৪২ ॥

প্রসাদি সুর।

মনের আর এক ভ্রম বেড়েছে।
পূজাতে তাই গোল বেধেছে ॥
পূজা কর্‌তে গিয়ে মা গো, নূতন যে এক ভাব এসেছে।
এক থেকে যে পাঁচের উদয়, কৈ মা সেইটি মন বুঝেছে ॥
পাঁচকে পৃথক ভাব্‌লে যে মা, পৃথক পূজা তার ব'লেছে।
এক থেকে পাঁচ হয় যদি মা, কেন প্রভেদ আজ রয়েছে ॥
বুঝিয়ে দিলে বুঝব সবাই, নইলে বুঝ্‌তে কে পেরেছে।
পৃথক ক'রে দেখ্‌তে গেলে, আপনি দ্বেষ যে তায় এসেছে ॥
একৃকে পূজা কর্‌লে এখন, সকল পূজার ফল হ'তেছে।
পাঁচের কর্ম্ম দেখে যে মা, ললিত শেষে এই জেনেছে ॥ ৯৪৩ ॥

প্রসাদি সুর।

কিসে কাট্‌তে চাই মা মায়া।
ছিল যে ভুল কর্‌তে আকুল, জান্‌তাম না তুই মহামায়া॥
ছেড়ে তোকে বাঁচবে বা কে, দেখে কি মা হয় না দয়া।
আপনি জেনে নে মা টেনে, দে না তোর ঐ পদছায়া॥
মায়ার দীক্ষা হয় মা শিক্ষা, সঙ্গী পেয়ে পুত্র জায়া।
দুঃখ যা পাই কষ্ট যা সই, বুঝিস্ না কি তুই অভয়া॥
এমন দিনে ঠকাস কেনে, বাড়িয়ে দিয়ে লোকের পায়া।
তোর খেলাতে সবাই মাতে, কঠিন যে সব বুঝ্‌তে যাওয়া॥
আপন জেনে ঐ চরণে, সব দিয়েছি ধ'রে কায়া।
মনের মতন এখন রতন, পেলাম কেবল সাধের মায়া॥
সোজা কথায় সবাই ঠকায়, রক্ষা কর্ মা ক'রে দয়া।
ললিত ভুলে পড়্‌লে গোলে, ফুরাবে না আসা যাওয়া॥ ৯৪৪

প্রসাদি সুর।

আপনি ভুলে দূষব কারে।
কর্ম্মদোষে আমি যে মা, ভুগ্‌ছি এত বারে বারে॥
কর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে, পড়্‌লাম আমি বিষম ফেরে।
গোল বাধাবার প্রধান হয়ে, মন যে আমার রাখ্‌লে ধ'রে॥
মনের হাতে নিজেই গেলাম, আর কি মা গো কর্‌বে পরে।
আপনি যদি না বুঝিস মা, পাঁচ রকমে মরব ঘুরে॥
অভাব দেখে ভাব্‌তে গেলে, ভেবেই আমার দিন যাবে রে।
সকল উপায় তোর কাছে মা, সদাই কেঁদে জানাই তোরে॥
গোড়া থেকে ভুল হয়েছে, এখন সাম্‌লে করব কি রে।
এই মত মা ভুলে দেখি, আপ্‌না হ'তে সবাই মরে॥
প্রধান দোষী দেখ্‌তে গেলে, সবাই এখন গোলে পড়ে।
তুই যে ব'সে সকল করাস্, ললিত কি মা আপনি করে॥ ৯৪৫

প্রসাদি সুর।

দেখ্‌তে গেলেই গোল বাধে রে।
সহজেতে ঠকিয়ে দিস্ মা, ফাঁকী দিতে পারিস্ যারে ॥
সকল দিকে সহজ হ'লে, জগতে আর ভাবনা কি রে।
মনের সাধে হেঁসে খেলে, দিন কাটাতাম আপন জোরে ॥
চক্ষে দেখে আশ মেটে না, ক্রমে ক্রমে আশা বাড়ে।
সেই আশাতে আবার মা গো, পড়্‌তে হয় যে বিষম ফেরে ॥
কুহকেতে ঠেক্‌লে শেষে, অপর দিকে লক্ষ্য পড়ে।
মূলের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'লে, মোহ এসে অম্নি ধরে ॥
মুগ্ধ যদি কেউ হ'ল মা, অম্নি মায়া যায় যে বেড়ে।
মায়া মোহ দুই এলে মা, আর ছাড়াতে পার্‌বে কে রে ॥
তোর অধিকার সকল যে মা, নে না এ সব সোজা ক'রে।
মিছে কষ্টে কাতর ললিত, কৃপা তুই মা করিস্ তারে ॥ ৯৪৬ ॥

প্রসাদি সুর।

ভ্রম বেড়ে মা নিজেই ডুবি।
তাই মা হেথা বল্‌তে ব্যথা, মিছে নিয়ে সবাই ভাবি ॥
মায়া ক'রে রাখ্‌লি ঘেরে, সহজে কি বুঝ্‌তে দিবি।
সকল জেনে কর্ম্ম এনে, ঠকিয়ে যে তুই দিন কাটাবি ॥
চ'ক্ষে দেখে কেউ কি শেখে, আপন ছেলে তুই শেখাবি।
এই আশাতে বেড়াই এতে, তবু তুই মা শেষ্ ঠকাবি ॥
ভ্রমের দোষে ডুব্‌ছি শেষে, আপ্‌নি সব মা সুধ্‌রে নিবি।
কাজের ভুলে সবাই গেলে, আর কি আপন ছেলে পাবি ॥
বুঝি যখন কাঁদি তখন, মা হ'য়ে কি এতই সবি।
সব ফুরালে ধর্‌বে কালে, কার ধন তখন কাকে দিবি ॥
ললিত শেষে কাঁদ্‌লে ব'সে, তুই কি মা গো সুখী হবি।
আয় মা কাছে ভোগাস্ মিছে, আর কেন তুই মাথা খাবি ॥ ৯৪৭

প্রসাদি সুর।

দুর্গা দুর্গা বল্ না ভোলা।
কাজের কথায় কেন রে মন, সাধ ক'রে তুই সাজিস্ কালা॥
মিছে কাজে দিন গেল তোর, ঠেকৃবি দায়ে পারের বেলা।
অভাব বুঝে আপনি এখন, ছাড়্ না এ সব মিছে খেলা॥
কাজ হারালে সাজ্‌বি পাজি, দুঃখ তখন পাবি মেলা।
কর্ম্ম দেখে সবাই এসে, ঠকিয়ে দেবে ক'রে ছলা॥
আর কি এখন বাকী আছে, বুঝ্‌লি না মন এইত জ্বালা।
ক্রমে ক্রমে মায়া এসে, আরও চেপে বাঁধ্‌বে গলা॥
সংসারেতে দেখ্‌না অনেক, মাটীর পুতুল আছে তোলা।
কবে ললিত দুর্গা ব'লে, ছাড়্‌বি সে সব পুতুল গুলা॥ ৯৪৮॥

প্রসাদি সুর।

অন্ধকারে মেঘ উঠেছে।
লুকিয়ে যে মা সব রেখেছে॥
একেতে মা জগৎ মাঝে, আপনি আঁধার সব হয়েছে।
পাপমেঘেতে ঘেরে আবার, দৃষ্টিহীন যে বেশ ক'রেছে॥
ভিতর বাহির ক্রমে যে মা, সমান ক'রে সব ফেলেছে।
চোকের দেখা দেখ্‌ব আশা, তাতেও বাধা আজ প'ড়েছে॥
কর্ম্মফল যে বাতাস হ'য়ে, এক টানা সব ঝড় চ'লেছে।
সংসারেতে বিঘ্ন এসে, মেঘের ডাক যে তার হ'তেছে॥
এ মেঘে মা জল হবে না, মন যে আমার এই বুঝেছে।
অন্ধকারে রাখ্‌বে কেবল, সেই ভয়ে মা প্রাণ যেতেছে॥
কোটি বিজলী জিনে দেখি, তোর যে মা গো রূপ রয়েছে।
সেই যে রূপটি দেখতে পেলে, ললিতের এই জীবন বাঁচে॥ ৯৪৯

প্রসাদি সুর ।

দিন ফুরাল বুঝ্‌বি কবে ।
বুঝে শেষে কি ফল হবে ॥
যাদের মায়ায় বদ্ধ এখন, তারা কি তোর সঙ্গে যাবে ।
শেষের দিনে সকল নিয়ে, দণ্ডিবেশে বিদায় দেবে ॥
আপন ব'লে যা সব ভাবিস্, সে সব কি আর আপন রবে ।
যমে ধর্‌লে অকাতরে, পরকে দিয়ে যেতে হবে ॥
এখন আশা আছে বেশী, শেষ্ দিনে তোর সকল যাবে ।
আজ যারা সব ভুগ্‌ছে ব'সে, তখন দেখ্‌তে সবাই পাবে ॥
পরের দায়ে সবাই বোকা, বল্‌লে কি কেউ শুন্‌তে চাবে ।
আপনি দায়ে পড়্‌বে যে দিন, সে দিন কিন্তু সব হারাবে ॥
ললিত বুঝ্‌তে চাইলে এখন, মন কি তাকে বুঝ্‌তে দেবে ।
মায়ের খেলায় ভ্রম বাড়ে যার, তাকে সাম্‌লে কে আর নেবে ॥৯৫০ ॥

প্রসাদি সুর ।

ক্রমে যে লোভ বেড়ে গেল ।
সর্ব্বরূপা হয়ে মা তুই, সব যে দেখি করিস্ আলো ॥
জগৎ মোহিত তাই দেখে মা, তোর ছলেতে সবাই ম'ল ।
আমি কি আর জগৎ ছাড়া, এখন কি আর করি বল ॥
তোকে ডাক্‌তে কৈ জানি মা, মন যে আমার সদাই ভুলো ।
পাঁচ রকমে ভুলে গিয়ে, সকল দিকে গোল বাধিল ॥
লাভের মধ্যে বাড়্‌ল যে লোভ, আশা পূর্ণ কৈ মা হ'ল ।
সংসারেতে ডুবে থেকে, সকল যে মা ফুরিয়ে এল ॥
মনের আশা রইল মনে, দিন গেলে মা সকল গেল ।
প্রাণ ভ'রে যে ডাক্‌ব তোকে, আজও কি তার সময় হ'ল ॥
লোভে প'ড়ে কৈ মা ললিত, বুঝে এ সব দেখে নিল ।
নিত্য সে যে ভুগ্‌ছে প'ড়ে, যেমন তোর মা কর্ম্ম ছিল ।. ৯৫১ ॥

প্রসাদি সুর।

দিন গেলে মা ধর্‌ব কাকে।
সবাই থাক্‌বে ফাঁকে ফাঁকে॥
তোর কৃপা না হ'লে মা গো, শেষের দিনে কেউ কি রাখে।
পালিয়ে যে মা যাবে সবাই; ধর্‌তে আমি যাব যাকে॥
অন্ধকারে মর্‌ব ঘুরে, কাতর হব আলোর পাকে।
চির আঁধার শেষ্ কালে মা, আলো খুঁজলে পাই মা তোকে।
ভ্রমে প'ড়ে অন্ধকার আজ, কেবল মা গো দেখছি চ'কে।
কর্ম্মদোষে আপনা হ'তে, ডুব্‌ছি আমি সকল দিকে॥
ছজন মিলে আছে ঘেরে, তারাই এখন রইল সুখে।
প্রাণের দায়ে আমি এখন, মিছে ম'লাম ব'কে ব'কে॥
যখন যা সব কষ্ট আসে, ললিত কেবল বল্‌ছে তোকে।
দিন ফুরাল সদয় হয়ে, দেখ্‌বি না কি তুই মা তাকে॥ ৯৫২॥

প্রসাদি সুর।

স্বপ্নের দেখি শেষ হয়েছে।
এইবারে মা ঘুম ভেঙ্গেছে॥
অন্ধকারে ছিলাম প'ড়ে, আজও আঁধার ঠিক রয়েছে।
এত কষ্ট পেলাম বটে, তবু দুঃখ কৈ কমেছে॥
যত্নে কাজ মা সিদ্ধ হ'লে, তাতে কি আর ভয় হ'তেছে।
চেষ্টা ক'রে বিফল হ'লে, রক্ষা হ'তে কে পেরেছে॥
আশা কিছু পেয়ে এখন, আপনা হ'তে সব মজেছে।
কর্ম্মদোষে চার্‌দিকেতে, অবশ হয়ে আজ প'ড়েছে॥
স্বপ্নে রাজ্য পাবার মত, অনেক মনে সুখ পেতেছে।
শেষকালে যে সকল ফাঁকী, তখন কি মা কেউ বুঝেছে॥
আশার আশায় মুগ্ধ হয়ে, ললিত তোর মা বেশ ডুবেছে।
স্বপ্ন যদি ভাঙ্গল তবু, অন্ধকার আজ কৈ কেটেছে॥ ৯৫৩

প্রসাদি সুর।

সব চ'লেছে উল্টো দিকে।
আর কে শোনে আমায় মানে, মিছে কেবল ম'লাম ব'কে॥
আশার আশা সব দুরাশা, বুঝে এখন কেউ কি দেখে।
কেবল ভুলে পড়্ছে গোলে, ঘুর্‌ছে সবাই আপন ঝোঁকে॥
হ'লে সোজা কম্‌ত বোঝা, দেখ্‌ত সকল আপন বুকে।
লক্ষ্য ছেড়ে রইল প'ড়ে, ভাব্‌ছে কেবল শেষের পাকে॥
কার দোষেতে ডুব্‌ছি এতে, বুঝিয়ে দিতে পার্‌বে মা কে।
কর্ম্মফলে সবাই চলে, দোষী ব'লে ধর্‌ব কাকে॥
আপন মনে কে না জানে, তবু থাক্‌তে চায় মা সুখে।
গেলে বেলা বাড়্‌বে জ্বালা, তখন আঁধার দেখ্‌বে চ'কে॥
কাটিয়ে মায়া ভবের ছায়া, দয়া তুই মা কর্‌বি যাকে।
সেই যে হেঁসে যাবে শেষে, ললিত সুখী বল্‌ছে তাকে॥ ৯৫৪॥

প্রসাদি সুর।

প্রাণ গেল মা বিষম টানে।
সময় মত সকল কথা, কৈ মা আমার থাকে মনে॥
চিরদিনই সমান ভাবে, কষ্ট দিচ্ছে সবাই জেনে।
স্বার্থঅন্ধ হয়ে কেবল, আদর বাড়ায় নিশি দিনে॥
রোগে দুঃখে কষ্টের বাকী, রইল না মা এ ছার প্রাণে।
কাতর হয়ে তাই এত মা, জানাই কেবল তোর চরণে॥
মনে আমার অভাব সদা, আশাপূর্ণ হবে কেনে।
মিছে কথায় আর কত মা, আমার এ মন এখন মানে॥
দেখ্‌লাম কত দেখ্‌ছি কত, আরও কত দেখ্‌ব জ্ঞানে।
বুঝিয়ে দিলে বুঝ্‌বে কি মন, স্থির হয়ে মা কৈ তা শোনে॥
যতই ভুল আজ হগ্‌না মা গো, এক সে কেবল তোকেই জানে।
শেষের দিনে ললিতকে তোর, স্থান যেন দিস্ নিজগুণে॥ ৯৫৫॥

প্রসাদি সুর।

এই বারে মা রোগ ধ'রেছে।
জীর্ণ কর্‌তে সব ব'সেছে ॥
ক্রমেতে মা হ'লাম কৃশ, শক্তির অভাব বেশ হয়েছে।
তবু যে মা ধীরে ধীরে, দীনের এখন দিন যেতেছে ॥
আর কত মা সময় পাব, ব'লে কি আজ কেউ দিতেছে।
গণনাতে পূর্ণ হ'লে, কালের পথে সব চ'লেছে ॥
ক্ষমতার হীন হ'লে মা গো, কাজে অক্ষম সব হ'তেছে।
আশাপূর্ণ হ'তে এখন, অনেক বাকী আজ রয়েছে ॥
সংসার আশা নাই মা আমার, সে আশা যে বেশ মিটেছে।
তোর ঐ দুটি রাঙ্গা চরণ, লক্ষ্য কেবল তাই ক'রেছে ॥
প্রাণ খুলে মা কর্‌ব পূজা, মনের আশা এই রয়েছে।
রোগের জ্বালায় কাতর ললিত, সময় এখন কৈ পেতেছে ॥ ৯৫৬।

প্রসাদি সুর।

ভাব্ দেখি মন সকল কথা।
ভাব্‌তে গেলে পাবি ব্যথা ॥
অভয় চরণ ভুল্‌বি যেদিন, সেই দিন আপনি খাবি মাথা।
কর্ম্মদোষে কেবল এখন, অভাব সদাই ভাবিস্ বৃথা ॥
কি যে তোর আজ ইচ্ছা আছে, বুঝ্‌তে কি তুই পার্‌বি হেথা।
সংসারেতে প'ড়ে কেবল, সার ভেবেছিস্ দারাসুতা ॥
আপনি এখন জানিস সকল, ভুলিস্ কেবল কাজের কথা।
অন্ধ হয়ে দিন গেল তোর, মিছে কাজে মজিস্ বৃথা ॥
সর্ব্বকারণ মায়ের চরণ, দেখ্‌তে শেষে পাবি সেথা।
ভুল হ'লে যে ললিত এখন, কষ্ট কেবল ভুগ্‌বে হেথা ॥ ৯৫৭ ॥

প্রসাদি সুর ।

কি দিয়ে মা পূজ্‌ব তোরে ।
ত্রিজগতে সব দেখি তুই, কি আছে মা তোকে ছেড়ে ॥
সর্ব্বঘটে বিরাজ করিস্, সকল রূপই আছিস্ ধ'রে ।
তোর অভাবে কিছুই কি মা, জগৎ মাঝে থাকতে পারে ॥
তুই যে গাছের ফল মা সবার, ফুল আর ফুলের গন্ধ যে রে ।
ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্য যে মা তোকেই ধরে ॥
সকলের সার হয়ে মা তুই, আছিস্ পঞ্চভূতের ঘরে ।
কিসের অভাব তোর আছে মা, কি ধন দিয়ে সুখ পাব রে ॥
সূর্য্যরূপে জগচ্চক্ষু, রস আদি সব বল্‌ব তোরে ।
রূপ দেখে তোর ভাবি যে মা, তুল্য হ'তে কেউ কি পারে ॥
আগম নিগম তুই মা সকল, মন্ত্র বল্‌তে তোয় বুঝি রে ।
কর্ম্মবাণী সব যে মা তুই, সকল রূপই আছিস্ ধ'রে ॥
পূজা দেখ্‌তে গিয়ে ললিত, ভেবে এখন এই পেলে রে ।
পূর্ণরূপে তোকে দিয়ে, তোরই সবাই পূজা করে ॥ ৯৫৮ ॥

প্রসাদি সুর ।

গোল দেখে মা গোল লেগেছে ।
যা দেখি সব চারদিকে গোল, গোল ছাড়া মা কি আর আছে
জগচ্চক্ষু সূর্য্য যে গোল, গোল হয়ে চাঁদ তায় মিলেছে ।
যে জগতে বাস করি মা, তাকেও যে গোল সব বলেছে ॥

শাস্ত্রে আছে ব্রহ্মাণ্ড গোল, কারণজলে তাও ভেসেছে।
জীবের জন্ম মাতৃগর্ভে, তাতেও গোলে বাস হ'তেছে ॥
সর্ব্ব আদি আকাশ যে গোল, আজও দেখ্‌তে সব পেতেছে।
প্রথম হ'তে গোল হয়ে মা, সকলেতেই গোল বেধেছে ॥
স্থূল দেহেতে যা আছে মা, গোল হ'য়ে যে সব প'ড়েছে।
পারের যে মা পন্থা আছে, তাতেও কত গোল বুঝেছে ॥
তোরও যে মা সবদিকে গোল, সোজায় তোকে কে ধ'রেছে।
সহস্রার ঐ শিবপুর মা, গোলের ভিতর তাও রয়েছে ॥
সবাই পাগল তাই এত গোল, ললিত কেবল এই জেনেছে।
যে দিন সকল সোজা হবে, সেই দিনে মা ফল ফলেছে ॥ ৯৫৯

প্রসাদি সুর।

শেষ হবে তা হয় কি মনে।
আপন ভেবে ঘুরছি সবে, বুঝ্‌ব মা সেই শেষের দিনে ॥
মনের সাধে এঘর বেঁধে, ভাবি অমর হব প্রাণে।
কর্ম্মসকল কর্‌বে বিফল, সময় মত কে আর মানে ॥
কর্ম্মেভোলা সাজ বে কালা, ম'লেও কেউ কি কথা শোনে।
গেলে এ জোর হব কাতর, তখন উপায় পাব কেনে ॥
সবাই মিলে মজিয়ে দিলে, ভুগ্‌ছি মা গো কর্ম্মগুণে।
আপন দোষে যাই মা ভেসে, দেখ্‌না বারেক নয়নকোণে ॥
কর্ম্মে এখন হ'লে যতন, রতন পেতাম তোর চরণে।
তাও মা জানি মনে মানি, তবু ভুল যে হয় মা জ্ঞানে ॥
তোর কৃপাতে ললিত এতে, তর্‌বে কেবল এইটি জানে।
ফাঁকী দিলে আর কি চলে, আপনি সাম্‌লে নিস্‌না কেনে ॥ ৯৬০

প্রসাদি সুর।

মিছে আর মা ভয় কি খাব।
ঐ অভয় চরণ সর্ব্ব কারণ, তারই শরণ সদাই লব॥
দুর্গানামের নিসান তুলে, ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব।
ঐ নামের গুণে আপনি যে মা, সকল দিকে অভয় পাব॥
কর্ম্মডুরী থাক্‌না বাঁধা, তার বাধা মা কেন সব।
তুই না কাটিস্ আপনি কেটে, তোকে নিয়ে দিন কাটাব॥
ভয়ের প্রধান মরণ যে মা, তাতে কি আর কাতর [illegible]।
তোরই হাতে জীবন মরণ, তুই যা দিবি তাই [illegible] পাব॥
ললিত বলে পারের দিনে, হেঁসে সাগরকুলে যাব।
হ'গ্ না আমার জীর্ণতরি, দুর্গা ব'লে ভাসিয়ে দেব॥ ৯৬১॥

প্রসাদি সুর।

সংসারী মা কর্‌লি বটে।
দায় কাটাতে প্রাণ যাবে শেষ, তোরই সেই মা পারের ঘাটে॥
সকল দিকে হিসাব বুঝে, কাজ কি কর্‌তে পারি খেটে।
পাঁচ রকমের দায়ে প'ড়ে, সুনাম কুনাম সদাই রটে॥
খরচ ক্রমে ফাজিল হ'ল, কিসে মা গো হিসাব মেটে।
জমার দিকে নাই যে কিছু, খুঁজেও মা গো পাই না গাঁটে॥
দেনার দায়ে দেখ্‌বি শেষে, প্রাণ যাবে মা খেটে খুটে।
সুদ যে তাতে যোগ দিলে মা, আপনি আসল ফেঁপে ওঠে॥
ভয়েতে তাই দিন মজুরি, নিত্য করি ভবের হাটে।
এই ঘরে মা ছজন ভাগী, তারাই যে সব নিলে বেঁটে॥
ললিত যদি তোর ঐ চরণ, ধর্‌তে এখন চায় মা এঁটে।
এম্‌নি তার এ কপাল পোড়া, আপ্‌না হ'তে যায় যে ছুটে॥ ৯৬২॥

প্রসাদি সুর।

সাধ ক'রে কি সদাই ভাবি।
শেষ কালে তুই এসে যে মা, অনেক রকম কর্‌বি দাবী॥
সম্বল কেউ মা কর্‌তে গেলে, আপ্‌নি তাকে ঠকিয়ে দিবি।
ফাঁকী দিতে পারলে শেষে, পাওয়া ধন যে হ'রে নিবি॥
দায়ের দায়ী ক'রে দিয়ে, আর কি তুই মা কথা কবি।
চ'কে ধাঁধা লাগ্‌ল যদি, অম্‌নি যে মা সরে যাবি॥
আমরা বুঝে চলি যদি, কিসে ফাঁকী দিতে পাবি।
বুঝ্‌তে গেলেং গোল বাধে মা, তাই করি ঐ পায়ের দাবি॥
তোকে যদি ধর্‌তে পারি, কষ্ট যা সই তুইই সবি।
তা হ'লে মা বুঝিস্‌ সকল, আর কি কষ্ট দিতে চাবি॥
ললিত বলে মা আর বেটা, দেখ্‌তে কেবল মায়ার ছবি।
একবার ছুয়ে দেখা হ'লে, আর কি মা গো নিদয় হবি॥ ৯৬৩

প্রসাদি সুর।

মনের সাধে আয় রে চ'লে।
(যাই) ব্রহ্মময়ীর চরণতলে॥
সর্ব্বজয়ী ব্রহ্মময়ী, লীলা করেন কতই ছলে।
ভ্রান্ত চিতে যাতে তাতে, দেখ্‌তে কি মন তাঁকে মেলে
মহাশক্তি শিবের উক্তি, শিব ধরেণ যা হৃৎকমলে।
আয় রে ছুটে সর্ব্ব ঘটে, দেখ্‌বি তাঁকে তাঁরই ব'লে॥

সর্ব্ব আত্মা পরমা বিদ্যা, জ্যোতীরূপে সদাই জ্বলে।
দেখ্‌তে গেলে আপনি মেলে, তাঁর বিহনে কেউ কি চলে ॥
বীজরূপেতে দেখ্ সবেতে, আছেন তিনি সর্ব্বকালে।
যাঁর অভাবে জীবন যাবে, তাঁকেই মহাশক্তি বলে ॥
আয়না রে মন আয়না এখন, মিছে কেন থাকিস্ ভুলে।
নইলে শেষে আপন দোষে, অনেক রকম পড়্‌বি গোলে ॥
খুঁজ্‌তে গেলে দেখ্‌তে মেলে, দেখ্‌বি কিন্তু কিসের ফলে।
সব যে একে দেখ্‌লে তাঁকে, পাবি তবে ললিত বলে ॥ ৯৬৪ ॥

প্রসাদি সুর

আর কত মা সাজ্‌ব এসে।
যখন যেমন রাখ্‌বি আমায়, তখন তেম্‌নি থাক্‌ব ব'সে ॥
কষ্টেতে মা কাতর হ'লে, দেখ্‌তে পাস্‌না কর্ম্মদোষে।
নিজেই আমায় সাজিয়ে দিয়ে, ঠকিয়ে দিবি অবশেষে ॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে মায়া, ঘুর্‌ছি কেবল সুখের আশে।
সংসারে সুখ থাক্‌লে এখন, ভাব্‌তে হয় কি আমায় ব'সে ॥
পাঁচের দায়ে তুই মা এতে, ঘুরিয়ে মার্‌লে বাচ্‌ব কিসে।
শেষের দিনে এ সব ফেলে, যেতে হ'বে দণ্ডিবেশে ॥
তখন সকল থাক্‌বে কোথা, একলা যে মা যাব ভেসে।
একবার লক্ষ করলে মা গো, সকল কষ্ট যাবে শেষে ॥
ললিত তোর মা বুঝ্‌বে কি আর, কত যে ছল করিস্ এসে।
আর কেন মা সাজাস্ আমায়, সাজ দেখে যে মরি হেঁসে ॥ ৯৬৫ ॥

প্রসাদি সুর ।

কাজ ভোলাতে এলি বটে ।
তার পরে মা দোষী ক'রে, ধর্‌বি আমায় সটে পটে ॥
তোরই কাজ মা তুই ভোলালে, কেন কর্‌তে যাব ছুটে ।
কর্ম্মই আমার প্রধান জ্বালা, প্রাণ যে যায় মা খেটে খেটে ॥
পরিজন সব সঙ্গে দিয়ে, সাজিয়ে দিলি তাদের মূটে ।
চ'কে দেখ্‌তে কাণে শুন্‌তে, দেয়না মা গো তারাই জুটে ॥
ক্রমে ক্রমে বাঁধ্‌লি মায়ায়, সে মায়া আর কিসে কাটে ।
স্থির হয়ে কৈ আমাকে মা, থাক্‌তে দিলি তোর এই হাটে ॥
পরকে নিয়ে আছি সদা, কাজের কৈ মা সময় জোটে ।
তাতে আবার ভোলান্ এসে, ক্রমে দিন যে গেল ঘেঁটে ॥
কাজে যদি দোষ না ধরিস্, তা হ'লে ভয় যাবে কেটে ।
মনের সুখে শেষের দিনে, বস্‌বে ললিত পারের ঘাটে ॥ ৯৬৬ ।

প্রসাদি সুর ।

মায়াতে মা বাধ্‌লি কেনে ।
মায়ার বশে ফেলে এখন, কাতর যে মা কর্‌লি প্রাণে ॥
সব যে ক্রমে গেল আমার, নষ্ট কর্‌লি সকল জেনে ।
মা মা ব'লে কাঁদ্‌ছে ছেলে, তবু তোর কি হয় না মনে ॥
দুরাশা মা আছে বটে, বাড়্‌ছে মোহ দিনে দিনে ।
দায়ের দায়ী তুই মা আছিস্, রক্ষা কর্ না নিজ গুণে ॥
আশার ধ্বংস যে দিন হবে, সেই দিন শীতল হব প্রাণে ।
সমান ভাবে দিন গেল মা, দেখ্‌না বারেক নয়ন কোণে ॥
ভাল মন্দ বিচার ক'রে, দেখ্‌বে কে আর তুই বিহনে ।
কপাল দোষে সদাই অভাব, তাই এ কষ্ট পাই মা জ্ঞানে ॥
মনে সাহস থাক্‌লে কি আর, জানায় ললিত প্রাণপণে ।
জেনে শুনে নিদয় হ'লে, রাখ্‌বি না কি শেষ্ চরণে ॥ ৯৬৭

প্রসাদি সুর।

ঘুরে বেড়াস্ তুই অকারণ।
সকল শান্তির উদয় হবে, পেলে মায়ের যুগলচরণ ॥
কোথা যে মন কি সুখ আছে, দেখ্‌তে সকল পেলি এখন।
স্থির হয়ে তুই সদা ব'সে, দুর্গা নামের কর্‌না সাধন ॥
স্থান কি কোথাও পেলি ভবে, এত যে তুই কর্‌লি ভ্রমণ।
কর্ম্মবিপাক হবে যে দিন, সেই দিনে তোর হবে শাসন ॥
নিজের ঘরে খুঁজে এখন, ধর্ না মাকে ভেবে আপন।
মা যে আমার সর্ব্বময়ী, সর্ব্বআদি সর্ব্বকারণ ॥
ভুলে কি আর থাকৃবি ললিত, ভুল্‌লে আশা হয় কি পূরণ।
মা মা ব'লে ধর্‌গে মাকে, যেমন চাইবি পাবি তেমন ॥ ৯৬৮ ॥

প্রসাদি সুর।

মা ডোবালে তাকে পারি।
মাকে আমি ভয় কি করি ॥
কর্ম্মের যদি দায় না থাকে, ভয়ের আমি কি ধার ধারি।
তাতে আবার কাজের সঙ্গে, জুট্‌ল আশা ভয়ঙ্করী ॥
জটিল কাজের কুটিল ব্যাভার, বল্‌তে গেলে আমি হারি।
সরল ভাব কি আছে হেথা, কাজের জ্বালায় সবাই মরি ॥
দুর্গা দুর্গা ব'লে আমি, হেলায় কষ্ট যাব তরি।
যখন যা সব বিপদ হবে, দুর্গা নামে লব সারি ॥
কাজের বেলা দোষী হলি, ফল কি এখন ক'রে জারি।
কর্ম্মফলই প্রধান হবে, দেখ্‌বে কে আর বিচার করি ॥
মায়ের কর্ম্ম মা যে করায়, ললিত কেবল আজ্ঞাকারী।
শেষের দিনে কেবল মায়ের, চরণধূলার অধিকারী ॥ ৯৬৯ ॥

প্রসাদি সুর।

পরকে নিয়ে হ'লাম দোষী।
জেনে শুনে তাই এত মা, দুঃখসাগরমাঝে ভাসি ॥
সংসারেতে ঘুরে এখন, দেখ্‌ছি মা সঙ্গ রাশি রাশি।
পাঁচের চক্ষে আপনার এ মুখ, আপনি দেখে কতই হাঁসি ॥
লজ্জা ক্রমে দূর হয়েছে, ভুগ্‌ছি যে তাই বেশী বেশী।
কর্ম্মদোষ যে ক্ষয়ের আশায়, শেষ্‌কালে যাই গঙ্গা কাশী ॥
মনেতে মা লোভের উদয়, আপনি লোভ যে বাড়ে আসি।
মন অশুদ্ধ রইল যদি, ফল কি হয়ে তীর্থবাসী ॥
এক কাজে মা কাট্‌ল এ দিন, অপর দিকে হই যে দ্বেষী।
এই ক'রে মা শেষ কালেতে, আপনার সকল আপ্‌নি নাশি
ভয় খেয়ে এই ললিত মা তোর, চরণ দুটির অভিলাষী।
হৃদয়পদ্মে হয় যেন মা, সকল রূপের মেশামিশি ॥ ৯৭০ ॥

প্রসাদি সুর।

জ্ঞান হারালে হাত কি আছে।
ভয়েতে মা কাতর সবাই, ভাব্‌তে সময় কৈ দিতেছে ॥
রোগের আকর এই দেহ মা, রোগে জীর্ণ তায় ক'রেছে।
সমান ভাবে রইল সকল, অভাব কেবল তার হয়েছে ॥
সকল দিকে বিচার ক'রে, সময় কালে কে দেখেছে।
আপনার কাজে ব্যস্ত সবাই, পরের ভাবনা কে ভেবেছে ॥
ভাব্‌তে গেলে ভয় করে মা, চারি ধারে ভয় রয়েছে।
আপন জেনে কাল কাটালে, তাতে কেউ কি ভয় খেতেছে ॥
পরের হাতে প'ড়ে মা গো, সবাই এখন বেশ মজেছে।
শান্তি কিসে পাবে মা আজ, অশান্তিতে যে প'ড়েছে ॥
আচার বিচার সকল মিছে, ললিত মা গো এই জেনেছে।
ভিতর সোজা থাক্‌লে এখন, বাইরে বাঁকা সব রয়েছে ॥ ৯৭১

প্রসাদি সুর।

টেনে আবার ফেল্‌লি গোলে।
আমায় কি মা সোজা হ'তে, দিবি না তুই কোন কালে॥
দায়ের দায়ী ক'রে এখন, সাবাইকে মা রাখ্‌লি ফেলে।
ভোগাভোগ মা বাড়্‌ল যদি, তবে কি ফল তোকে ব'লে॥
রোগে ধ'রে রাখ্‌ছে টেনে, কষ্টে তবু যাচ্ছি চ'লে।
এতেও দয়া হয় না কি মা, সমান ভোগাস্‌ সময় এলে॥
আপনি ভ্রম যে বাড়িয়ে দিয়ে, রাখলি আমায় গণ্ডগোলে।
তবু আমার লক্ষ্য আছে, তোর ঐ দুটি চরণতলে॥
নূতন কত আস্‌ছে বিপদ, বুঝি মা কাজ হয়ে গেলে॥
ও সব ভ্রম যে ছাড়্‌বে আমায়, একবারে মা সব ফুরালে॥
ললিত কি তোর বুঝবে মা গো, কখন ঠকাস কিসের ছলে।
এক নিয়ে মা সব মজেছে, নূতন কিছু আর কি মেলে॥ ৯৭২॥

প্রসাদি সুর।

কৈ বুঝি মা তোর এই খেলা।
কেমন ক'রে পার হব মা, বিষম প্রবল কর্ম্মনালা॥
বুদ্ধি হরা সঙ্গে জুটে, গোল বাধালে কাজের বেলা।
আপন দোষে ঠ'কলাম আমি, এবার আশা রইল তোলা॥
কর্ম্মফলে ডুব্‌ছি যে মা, বল্‌তে গেলে সাজ্‌বি কালা।
সাধ ক'রে এই কালি মেখে, সঙ্গ সেজে যে গেল বেলা॥

কখন কি যে কর্‌বি এসে, বিপদ হ'ল সাম্‌লে চলা।
সময় বিচার কৈ আছে তোর, ইচ্ছা হ'লেই করিস্ ছলা॥
এম্‌নি কপাল আমার এখন, লেগে গেছে দুঃখের মেলা।
এতে কি ভয় খাই মা এত, শেষ যদি না থাক্‌ত জ্বালা॥
মনের দোষে পাগল আমি, সে যে আমার নিত্য ভোলা।
বুঝে কর্ম্ম কর্‌বে কিসে, পাঁচ রকমে খাচ্ছে ঠেলা॥
ললিতের আজ নিজের দোষে, গোল বেধেছে অনেক গুলা।
নিজগুণে শেষের দিনে, দিস্ মা তাকে চরণভেলা॥ ৯৭৩॥

প্রসাদি সুর।

যখন আমি ভাব্‌তে বসি।
তখনই যে চারি ধারে, গোল বাধে মা বেশী বেশী॥
সংসারেতে দেখি মা গো, কর্ম্ম আছে রাশি রাশি।
মনের ভুলে ভুল হ'লে মা, সকল দিকে হই যে দোষী॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌তে গেলে, বাড়ে কেবল দ্বেষাদ্বিষী॥
যা হ'ক ক'রে দিন কেটে যায়, তাই নিয়ে মা হই যে খুসি॥
জগতের যে চারি ধারে, শঠে শঠে মেশামিশি।
পরের দায় না দেখে মা গো, আপন কোলে টান্‌ছে বেশী॥
কর্ম্মফল মা সঙ্গে নিয়ে, চ'লেছে যে পাশাপাশি।
শেষের হিসাব মিল হ'লে মা, তবে দয়া কর্‌বি আসি॥
এখন যে সব দেখে শুনে, ভাব্‌ছে ললিত দিবানিশি।
কাজের কাজী হলেই পাজি, নইলে পাই কি দুঃখরাশি॥ ৯৭৪

প্রসাদি সুর।

ভয় করে মা ভাব্‌তে গেলে।
যে দিকেতে লক্ষ করি, সেই দিকে যে পড়ি গোলে॥
অসাধ্য যে সব হ'ল মা, সাধ্য হ'লে তবে মেলে।
সাধ ক'রে শেষ্ কালি মেখে, ভাস্‌ব অপার সিন্ধুজলে॥
আজ দেখি সব বইছে উজান, সোজা পথে কেউ কি চলে।
দায়ের দায়ী হয়ে কেবল, জীবন যে মা গেল জ্বলে॥
মাঝে মাঝে ঢেউ উঠে মা, কখন যে তোলে ফ্যালে।
তাই দেখে মা কাতর সবাই, সাহস হয় কি কোন কালে॥
স্থির হ'তে কৈ পাই মা এখন, ধীরে দিন যে যাচ্ছে চ'লে।
সাম্নে দেখ্‌তে গোল কিছু নাই, বইছে বাতাস তলে তলে॥
যে দিনে ঝড় উঠ্‌বে মা গো, সেই দিনে স্‌ব যাব ভুলে।
ভবের এ ভয় দূর হবে মা, ললিত কে তুই অভয় দিলে॥ ৯৭৫॥

প্রসাদি সুর।

জন্ম হ'তে ঠিক চ'লেছে।
ক্রমে আমার দিন যেতেছে॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে কষ্ট, তবু আমার মন ভুলেছে।
আজও সরল কৈ হ'ল মা, কে জানে সে কি বুঝেছে॥
কর্ম্মফলের মাঝে প'ড়ে, ভুগ্‌তে যে মা আজ হ'তেছে।
তুই যে নিয়ম ক'রে দিলি, সেই নিয়ম যে স্থির রয়েছে॥
জন্মান্তর মা বল্‌ব কাকে, এক স্থানে যে সব মিলেছে।
ভৌম নরক জগৎ যে মা, কর্ম্ম দেখে ফল পেতেছে॥
এক থেকে সব পৃথক হ'লে, নূতন অনেক নাম ধ'রেছে।
এক ক'রে কে দেখ্‌বে মা গো, ফল নিয়ে আজ গোল বেধেছে॥
স্রোতে যেমন তৃণ ভাসে, তেম্‌নি যে মা সব ভেসেছে।
ললিত কিসে বুঝবে সকল, স্রোতের টানে সেও প'ড়েছে॥ ৯৭৬॥

প্রসাদি সুর।

জন্মালে মা মরণ আছে।
তবে কেন ভয় দেখাতে, এত খেলা খেলিস্ মিছে॥
ধীরে ধীরে আমার মা গো, অনেক এখন দিন যে গেছে।
সকল দিকে সমান দেখে, আপ্‌নি ঠক্‌তে সব ব'সেছে॥
যাকে কৃপা কর্‌বি মা তুই, শেষ কালে যে সেই বেঁচেছে।
ভয় খেলে মা রক্ষা কোথা, শেষের উপায় কৈ হ'তেছে॥
কিসের ভয়ে ভয় খাবে সে, অমন মা আজ যার র'য়েছে।
ছেলের কোন দায় এলে মা, ব'লে খালাস্ মায়ের কাছে॥
মায়ের ব্যাভার মায়ে জানে, বুঝ্‌তে কি তা কেউ পেরেছে।
স্নেহের ভরে দেখ্‌বি যে দিন, সেই দিনে ভয় সব যেতেছে॥
তোরই কথায় সকল চলে, ললিত বুঝে এই রেখেছে।
সহজে কি ভুল হবে মা, গোল বাধাতে আসিস্ মিছে॥ ৯৭৭॥

প্রসাদি সুর।

স্রোত ব'য়ে যায় আপনা হ'তে।
ফল যে দিচ্ছে হাতে হাতে॥
আপনি সবাই দেখ্‌ছে হেথা, কর্ম্ম বাড়্‌ছে যাতে তাতে।
জেনে শুনে সাম্‌লাতে কি, পারে কেউ মা কোন মতে॥
ধীরে ধীরে বইছে বাতাস, কর্ম্মের এখন স্রোত বাড়াতে।
আশাতে মা আস্‌ছে অভাব, যতদিন সব থাক্‌ব এতে॥
নিত্য নূতন চক্ষে পড়ে, মোহ এখন বাড়িয়ে দিতে।
কর্ম্মবিপাক কোথাও আবার, ঘুরিয়ে মার্‌তে চায় মা যাতে॥
কিছুতে যে শেষ হ'ল না, সবাই এখন চল্‌ছে স্রোতে।
অনন্তে পড়্‌লে শেষে, আর কি উপায় হবে তাতে॥
ভেবে ললিত কাতর হ'লে, কেউ কি আসবে সাহস দিতে।
আপন ছেলে আপনি মা গো, পারিস্ না কি বাঁচিয়ে নিতে॥ ৯৭৮

প্রসাদি সুর।

জেনে মা গো করব কি রে।
সময় বুঝে রোগে ধরে॥
রোগ এলে মা হারাই সকল, মনে কিছু থাকে না রে।
সাহস দেবার যিনি ছিলেন, তিনি যে মা গেছেন ছেড়ে॥
কর্ম্ম তোর মা বুঝি সকল, বুঝেও কি তার হাত আছে রে।
যে দায়ে মা ভুগ্‌ছি সদাই, তাতেই আমার দিন যাবে রে॥
স্থির হয়ে মা বসি যদি, অম্‌নি নূতন গোল বাধে রে।
ভবঘোরে ঘুর্‌ব আবার, স্থির থাকি মা কেমন ক'রে॥
কর্ম্ম হ'তে অবিদ্যা আজ, উদয় হয়ে রাখ্‌ছে ধ'রে।
তাতেই যে মা মোহিত সবাই, সাম্‌লাতে আর কেউ কি পারে॥
জ্ঞানের সঙ্গী বিদ্যা যে মা, তাকে পেলে ভাবনা কি রে।
গুপ্তভাবে পূর্ণরূপে, বিরাজ করেন সকল ঘরে॥
ধর্ম্মকর্ম্মহীন যে ললিত, পাবে সে ভাব কিসের জোরে।
সর্ব্ব আদ্যা তোকেই জেনে, নিত্য যে মা ডাক্‌ছে তোরে॥ ৯৭৯॥

প্রসাদি সুর।

শ্যামা মা তুই ভয়ঙ্করী।
ব্রজে হ'লি বংশীধারী॥
অন্নপূর্ণা রূপেতে মা, বেড়াস্ সবে পোষণ করি।
রামরূপে মা ধনুক ধ'রে, দমন কর্‌লি রক্ষ অরি॥
জগদ্ধাত্রী রূপে মা তুই, সেজেছিলি করীন্দ্রারি।
সিঙ্গা ডমরু করে লয়ে, হ'লি ভোলা ত্রিপুরারি॥
সর্ব্ব আদ্যা তুই মা আমার, সর্ব্বরূপা সর্ব্বাচারী।
তোর খেলা যে কত আছে, বুঝ্‌তে কি মা আমরা পারি

জগৎ স্থজন পালন মারণ, তোর হাতে সব শুভঙ্করি।
অভয় দিতে মাতৃরূপা, ত্রিজগৎ মা আজ্ঞাকারী॥
কাতরে তুই অভয় দে মা, দিয়ে কৃপাসিন্ধুবারি।
রূপের ভেদে গোল বাধে মা, ভাব্‌লে সদা ভয়ে মরি॥
অভেদ ভাবে দুর্গা নামে, ললিত মা তোয় আছে ধরি।
অজ্ঞানের জ্ঞান হয়ে মা গো, পায় যেন শেষ্‌ ভবের তরি॥ ৯৮০॥

আলেয়া—একতালা।

হয়েছি যে অতি বিপন্ন, কিসে মা গো লক্ষ্য করিব অন্য,
জানি না কিছু তোর চরণ ভিন্ন, তুই বিনা মা গো সকলই শূন্য।
মাথায় ক'রে আছি অসার সংসার, সদা বিপদ তাতে নাহি মা নিস্তার,
বুঝেছি যে সার, কেহ নহে কার, আপন ব'লে কাকে করিব মান্য॥
বৃথা কাজ ল'য়ে কত মা ঘুরি, আপন কর্ম্মভোগে আপনি মরি,
ত্রাহি শুভঙ্করি, বিপদে নিস্তারি, এত কষ্ট পাই মা কাহার জন্য।
আপনার কেহ আছে কি ভবে, সুখের ভাগী মা গো রয়েছে সবে,
প্রাণ যবে যাবে, সকলে পালাবে, কর্ম্ম বিনা কিছু হবে না মান্য॥
কর্ম্মদোষে হ'ল সকলি বিফল, তুই যে মা এই দুর্ব্বলের বল,
নাম তোর সম্বল, করেছি কেবল, তবু তুচ্ছমধ্যে হই মা গণ্য।
ষড়রিপু প্রবল দেহের ভিতরে, আপনি বাড়ায়ে রেখেছি সবারে,
তবু বারে বারে, কাঁদি এত ক'রে, পরের জন্য কেবল হ'লাম জঘন্য॥
মায়ার বশে শেষে প'ড়েছি তারিণি, হীতে বিপরীত হল যে জননি,
ত্রিতাপহারিণি, কালনিবারিণি, কৃপাদৃষ্টি ক'রে কর মা ধন্য।
দেখিস্ মা গো সেই শেষের দিনেতে, দুর্গা দুর্গা যেন বলি মা জ্ঞানেতে,
ডাকিতে ডাকিতে, হাঁসিতে হাঁসিতে, পারি যেন যেতে চাহি না অন্য॥
ক্রমে শেষের দিন আসিছে নিকটে, মায়া মোহ মা গো দে না এখন কেটে,
এভব সঙ্কটে, দেখিস্ মা কপটে, ললিতের এই ভিক্ষা সামান্য॥ ৯৮১॥

আলেয়া—একতালা।

বিফলে দিন গেল নিতান্ত, সংসারে প'ড়ে মা হ'য়েছি ভ্রান্ত,
মায়ায় মুগ্ধ হয়ে হল প্রাণান্ত, শান্তি হবে বুঝি হ'লে মা অন্ত।
এঘোর বিপদে নিস্তার তারিণি, তুমি বিনা সহায় কে হবে জননি,
ত্রিতাপহারিণি, কাল নিবারিণি, দীনে তোমার যে মা কৃপা একান্ত॥

কে বুঝিতে পারে তোমার মহিমা, কিছুতে আজও মা হ'ল না যে সীমা,
কি পাব উপমা, ভবে কি আছে মা, সকলেতে হেরি তুমি যে অনন্ত।
কত গণ্ডগোলে ঘুরি মা সর্ব্বদা, কৃপা ক'রে তুমি দেখ না সারদা,
কোথা গো অন্নদা, ত্রাহি দীনে সদা, সংসার লয়ে মা হয়েছি শ্রান্ত॥
ধীরে ধীরে দিন ফুরায়ে যেতেছে, কৈ মা অভয়ে অভয় হ'তেছে,
সকলই গিয়েছে, ভাগ্য যে রয়েছে, বারেক লক্ষ ক'রে কর মা শান্ত।
নিজ ভাগ্য দোষে পড়েছি বিপথে, কর্ম্ম সদা দেখি চলেছে মা সাথে,
বোঝা লয়ে মাথে, ঘুরি পথে পথে, ভাবিনা শেষেতে আছে কৃতান্ত॥
ললিতের খেলা ফুরাবে যবে, সেদিনে কি তার এ দশা রবে,
অন্য আশা শিবে, করি না এ ভবে, তখন যেন হয় না জ্ঞানের অন্ত॥ ৯৮২॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

উমা মহেশ্বরি, কুমারি কিশোরি, অপর্ণা শঙ্করি, ত্রাহি মে দুর্গে।
অভয়দায়িনি, অনেক রূপিণি, অমলা অশ্বিনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
আধারবাসিনি, আনন্দদায়িনি, আদ্যাস্বরূপিণি, ত্রাহি মে দুর্গে।
কালনিবারিণি, কান্তারবাসিনি, করালবদনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
চণ্ডবিমর্দ্দিনি, চক্রসুশোভিনি, চঞ্চলা কামিনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
জগতজননি, জয়প্রদায়িনি, জয়া বিবেশিনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রিগুণধারিণি, ত্র্যম্বকমোহিনি, ত্রাসবিমোচনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
দৈত্যবিনাশিনি, দৈত্যারিপোষণি, দুর্গতিনাশিনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
নৃমুণ্ডমালিনি, নিশুম্ভঘাতিনি, নিশাবিহারিণি, ত্রাহি মে দুর্গে।
পদ্মনিবাসিনি, প্রীতি প্রমাদিনি, পর্ব্বতনন্দিনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
মহিষমর্দ্দিনি, মুক্তিপ্রদায়িনি, মাতৃকারূপিণি, ত্রাহি মে দুর্গে।
শুম্ভবিনাশিনি, শক্তিবিবর্দ্ধনি, শ্যামা চ শিবানি, ত্রাহি মে দুর্গে।
সর্ব্বস্বরূপিণি, সর্ব্ববিহারিণি, সাধকবন্দিনি, ত্রাহি মে দুর্গে।
লোহিতবরণি, ললিতজননি, লক্ষ্যপ্রদায়িনি, ত্রাহি মে দুর্গে॥ ৯৮৩॥

বেহাগ—একতালা।

মা অশিব নাশিনি।
সকলে আকুল, ভয়েতে ব্যাকুল, দেহি সবে কুল, ভব ভাবিনি ॥
দিনে দিনে ক্ষয়, যদি এত হয়, তবে কে মা রয়, বল জননি।
হইয়া কৃপণ, কেন মা এখন, বাড়ালে মরণ, ও মা শিবানি ॥
কিসের ফলেতে, এছার জগতে, হয় মা ভুগিতে, কৈ তা জানি।
নিজ কর্ম্মফলে, বুঝিলে সকলে, ভয় কি মা কালে, ও মা ঈশানি ॥
দুরাশা কেবল, হইয়া প্রবল, ভুলেছে সকল, মনেতে মানি।
দুর্গা দুর্গা ব'লে, সতত ডাকিলে, কিসে রবে ভুলে, ও মা তারিণি ॥
ললিত কাতরে, ডাকে মা তোমারে, নিদয় কি তারে, হবে এখনি।
কাল হয়ে বাদ, ঘটালে প্রমাদ, ঘুঁচাও বিষাদ, কাল বারিণি ॥ ৯৮৪ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

আও আও ভকত বৃন্দ,
হের সবে আজি শ্রীগোবিন্দ,
ঢালহ মায়া দ্বেষ দ্বন্দ্ব,
নন্দকিশোরচরণে।

ভজন পূজন সাধু সঙ্গ,
করহ আজি ত্যজহ রঙ্গ,
পিয় পিয় সুধা মনভৃঙ্গ,
নন্দকিশোরচরণে।

আন আন সবে কুসুম ভার,
গাঁথহ ভক্তিকমলহার,
ছাড়হ আজি সব অসার,
নন্দকিশোরচরণে।

তেয়াগি সকল তুচ্ছ মান,
হরিগুণ আজি করহ গান,
সাধু স্বজন ধরহ তান,
নন্দকিশোরচরণে।

ভজহ রাধা গোবিন্দ নাম,
ছাড়হ সকলে সকল কাম,
হেরহ ভাব অতি সুঠাম,
নন্দকিশোরচরণে।

পেখহ আজি যুগল মিলন,
পেখহ আজি যুগল চরণ,
রাখহ আজি যুগল নয়ন,
নন্দকিশোরচরণে।

ভূলোক আজি ভেল গোলক,
নাচত বৃদ্ধ সহ বালক,
রজত ভাতি হের আলোক,
নন্দকিশোরচরণে।

ব্রজ কি পুলিন সকল ঠাম,
যবহুঁ মিলিত রাধাশ্যাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
নন্দকিশোরচরণে।

ছাড়হ ছাড়হ তুচ্ছ ভাষ,
পূরণ করহ মনের আশ,
গাওয়ে ললিত শ্রীহরিদাস,
নন্দকিশোরচরণে ॥ ৯৮৫ ॥

ঝিঁঝিট—একতালা।

কিশোর কিশোরী খেলিছে রঙ্গে,
যত সখা মিলে ভ্রমিছে সঙ্গে,
শ্যাম দাঁড়ায়ে আছে ত্রিভঙ্গে,
বিহগ স্থরবে মাতিছে।

সখীগণ তাহে ধরিছে তান,
'প্রাণভ'রে আজি করিছে গান,
দেহ মন সব দিতেছে দান,
বাঁশরী রাধা বলিছে।

মিলে সবে আজি কদম্বমূলে,
কভু একা ভ্রমে কভু যুগলে,
শ্যামলী ধবলী সহিত দলে,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে।

ব্রজের বালক পাইয়া শ্যাম,
নাচিছে খেলিছে সফলকাম,
বনেতে হইল ত্রিদিব ধাম,
সদা হরিগুণ গায়িছে।

বনফুলে কভু সাজায়ে অঙ্গ,
মনের সাধেতে করিছে রঙ্গ,
আপনা আপনি করিয়া ব্যঙ্গ,
কখন বিপিনে ভ্রমিছে।

মধুর বাঁশরী বিহগ রব,
মধুরে মধুর মিলিল সব,
আধ রাধা হের আধ কেশব,
অঙ্গে অঙ্গ মিলেছে।

যুগল মিলন হেরি নয়ন,
আপনি ধরিতে গেল চরণ,
কাতর কেবল এ প্রাণ মন,
মত্ত ললিত কাঁদিছে॥ ৯৮৬

ঝিঁঝিঁট—একতালা।

হের হের মায়ের ওরূপ রাশি,
আহা কি সেজেছে ঐ এলোকেশী,
চারি হাতে মুণ্ড বরাভয় অসি,
দিতিসুতদলে দলিছে।

মরি কি নবীন নীরদ কায়,
শিব শবছলে রয়েছে পায়,
জবা বিল্বদল কি শোভা পায়,
কি বা অপরূপ সেজেছে।

গলেতে পরেছে নৃমুণ্ডহার,
তালে তালে দোলে শোভা অপার,
দুই পয়োধরে সুধার ধার,
ত্রিজগৎ সদা পেতেছে।

সুশীতল ঐ চরণকান্তি,
দেখে দূরে যায় মনের ভ্রান্তি,
জগতে সকলে পেতেছে শান্তি,
ভয়ে কে কাতর হতেছে।

করাল বদনে দশন ঝলকে,
লোহ লোহ জিহ্বা খেলিছে পলকে,
হের মায়ের ঐ নয়নআলোকে,
বিজলী সদা যে খেলিছে।

শ্রীপদ নখরে শোভিছে চাঁদ,
চকোরে বান্ধিতে পেতেছে ফাঁদ,
অসুরের কুল ভেবে প্রমাদ,
আপনি ধরা যে দিতেছে।

নূপুরের রব মধুর শুনি,
ভ্রমর পায়েতে করিছে ধ্বনি,
মধুর সকলই মনেতে মানি,
সকলে মোহিত হয়েছে।

পরেছে দেখি মা নৃকর বাস,
পিঠেতে ঘেরেছে চিকুরপাশ,
সকলের মা গো চরণে আশ,
সভয়ে অভয় চাহিছে।

অসুর ল'য়ে মা করিছে রঙ্গ,
ভয়ে তারা রণে দিতেছে ভঙ্গ,
রুধিরেতে হের সেজেছে অঙ্গ,
পদভরে ক্ষিতি কাঁপিছে।

ত্রিভঙ্গিম ঠামে নাচিছে বামা,
কভু সাজে শ্যাম কখন শ্যামা,
ওরূপের ভবে নাহি উপমা,
ত্রিজগতে আলো ক'রেছে।

ললিতের আশা চরণকমলে,
রেখ মা শেষেতে ওপদযুগলে,
দেখ মা গো দীনে এ দিন ফুরালে,
কাতরে সদা সে যাচিছে ॥ ৯৮৭ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

মা মা ব'লে ডাক্‌না রে মন, ভয়ে কেন কাতর হ'লে,
বিমলে, বিমলে, বল বদন ভ'রে আজি সকলে ॥
চতুর্ভুজা রূপে অপূর্ব্ব মহিমা, আমার মায়ের ভবে কি দিব উপমা,
দুর্গমে, ত্রাহি মে, দীনে রাখ ও মা সর্ব্বমঙ্গলে ॥
ভবভয় নাশ কালনিবারিণি, তুমি যে মা ভবে দুর্গতিনাশিনি,
তারিণি, জননি, কিবা সেজেছ দেখি মা উৎকলে ॥
তারা তারা ব'লে ডাকিছে কেহ, কলুষেতে ভারি হয়েছে দেহ,
সম্বল, কেবল, ভিক্ষা করিছে চরণযুগলে ॥
সদা পাপে মতি নাহি মা পুণ্য, বিফলে গেল দিন সকলই শূন্য,
কাতরে, ডাকিলে, এসে বস মা হৃদয়কমলে ॥
তুমি বিনা ভবে কে আর রাখিবে, বিপদে সম্পদে কে মা গো দেখিবে,
এস মা, এস মা, দেহি অভয় এ দীনে নির্ম্মলে ॥
মায়ায় মুগ্ধ হয়ে আছি মা নিত্য, অসার লয়ে সদা রয়েছি মত্ত,
সভয়ে, অভয়ে, তব কৃপা ভিক্ষা করি সদলে ॥
এ দীন ললিত ডাকিলে তোমায়, শেষের দিনে এসে হইও মা সহায়,
দেখ মা, দেখ মা, অন্তে ভুল না গো ভক্তবৎসলে ॥ ৯৮৮ ॥

খা[illegible]জ—এক[illegible]

কোথায় আছ এস না মা, ভবভয়নাশিকে,
ত্রাহি মে, ত্রাহি মে, ওমা ত্রিতাপহারিণি কালিকে ॥
শেষেতে রয়েছে দুরন্ত শমন, করবে যে মা অতি ভীষণশাসন,
দেখ মা, দেখ মা, রেখ সেই দিনে কাল বারিকে ॥
ভক্তি শিক্ষা দিয়ে রাখ মা দুর্গমে, কৃপাদৃষ্টি একবার ক'র মা অধমে,
কাতর, অন্তর, যাচি শ্রীচরণ তব অম্বিকে ॥

পিতৃদোষে কঠিন হইও না জননি, তুমি বিনা উপায় কে করে তারিণি,
সম্পদে, বিপদে, সহায় থেকো মা গিরীন্দ্রবালিকে ॥
ওমা, ভূচর খেচর সব চরাচর, ত্রিজগতে যত আছে নরামর,
ভাবিছে, ডাকিছে, আবার তব স্তুতি করে চণ্ডিকে ॥
ক্ষিতি ব্যোমানল অনিল সলিল, যে পঞ্চ ভূতেতে হয়েছে অখিল,
জগতে, স্থজিতে, ঐ পঞ্চ রূপ তুমি ধারিকে ॥
কলুষেতে দেহ হয়েছে ভারি, ভব সাগর কিসে যাব মা তরি,
সম্বল, কেবল, তব চরণ দুটি মুক্তিদায়িকে ॥
ললিতের কিছু নাহি যে কামনা, এ দিন ফুরালে দেখ শবাসনা,
শিবানি, ঈশানি, (মা) তুমি যে সর্ব্বার্থসাধিকে ॥ ৯৮৯ ॥

সুরট মোল্লার—একতালা।

কেও রমণী, রূপে কাদম্বিনী, হয়ে উলাঙ্গিনী, দাঁড়ায়ে রয়েছে।
বিলোলরসনা, তাহে ত্রিনয়না, হয়ে শবাসনা, নৃকর পরেছে ॥
মুখে মৃদু হাসি, ভালে বাল শশী, তিমির বিনাশি, ঐ যে শোভিছে।
চতুর্ভুজা হয়ে, খড়্গ মুণ্ড লয়ে, বরাভয় দুয়ে, জগতে দিতেছে ॥
পৃষ্ঠদেশ হেরি, কেশ আছে ঘেরি, আহা মরি মরি, কি শোভা বেড়েছে।
যুগ্ম পয়োধর, কিবা মনোহর, নর ও অমর, সুধা যে পেতেছে ॥
হের ঐ যে গলে, মুণ্ডমালা দোলে, পায়ে মহাকালে, ধরিয়া রেখেছে।
কিরূপ মাধুরী, কটিতট হেরি, সিংহ বনচারী, আপনি হয়েছে ॥
অপরূপ কান্তি হেরে পায় শান্তি, সকল অশান্তি, দূরে যে যেতেছে।
চরণযুগল, প্রফুল্ল কমল, জবা বিল্বদল, মরি কি সেজেছে ॥
ভ্রমে অন্ধ যারা, বুঝিবে কি তারা, সর্ব্ব তাপহরা, সম্মুখে রয়েছে।
জগত অম্বিকে, সর্ব্বার্থসাধিকে, কালনিবারিকে, ওরূপ ধরেছে ॥
হৃদি পদ্মাসনে, এস মা অপর্ণে, ত্রাণ কর দীনে, কাতরে যাচিছে ॥
মোহ আঁধারেতে ঘেরেছে ললিতে, তোমাকে বুঝিতে,
সে কি মা পেরেছে ॥ ৯৯০ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

ডাক ডাক আজি বদনভ'রে, সময় গেলে আর পাবে না।
ওরে মন, ওরে মন, দেখ ভুলে যেন তুমি থেক না ॥
বৃথা কাজে তোমার এ দিন গেল, ক্রমে যে সকলি ফুরায়ে এল,
কি হ'ল, কি হবে, এক বার ভেবে কি এখনও দেখনা ॥
স্বজন বান্ধব এই পরিজন, সঙ্গে কেহ শেষে যাবে না কখন,
মায়াতে, ভুলিলে, তাই ভাব বুঝি সবে আপনা ॥
আজি যেন এদিন সুখেতে গেল, কালি কি এমত রবে হে বল ;
জানিলে, বুঝিতে, দিন চ'লে গেলে ফিরে আসে না ॥
নিজকর্ম্মদোষ রয়েছে সঙ্গে, ফলের ভাগী হবে এ খেলা ভঙ্গে ;
লোভেতে, পড়িলে, কার কর্ম্ম কর তা কি জান না॥
ত্যজ অহঙ্কার আত্ম অভিমান, ঐ ছুটি জ্ঞানের শমন সমান ;
জগতে, তুমি রে, এক কীটাণু যে কীট ভাব না ॥
আশা লোভ মোহ ক্রোধের উদয়, স্বকৃত কর্ম্মেতে আপনি যে হয় ;
কাহারে, দূষীবে, নিজ ভাগ্যের প্রতি লক্ষ কর না ॥
সর্ব্বকর্ম্মকণ্টক রয়েছে মায়া, ছাড় ছাড় উহা থাকিতে কায়া ;
নতুবা, শেষেতে, মায়ায় বদ্ধ হয়ে পাবে যাতনা ॥
ধন সম্পদ শেষে রবে হে কোথা, কারও জন্য কেহ পাবে কি ব্যথা ;
যে গেল, তাহাকে, কেউ মনে করে বারেক ভাবে না ॥
আদি অন্তহীন সতত যাঁহার, একেতে সকল গুণের আধার ;
আপন, ভাবিয়ে, আজি সবে মিলে তাঁকে ডাকনা ॥
জগতের যিনি সকল কারণ, সর্ব্বঘটে তিনি আছেন যখন ;
তাঁহাকে, ভাব রে, ললিত ছাড় এ বিষয়বাসনা ॥ ৯৯১ ॥

বেহাগ—একতালা।

মা বিপদ ভঞ্জনি।
ওমা জগত আরাধ্যে, সংসারের মধ্যে, ফেলিলে অসাধ্যে, কেন জননি

হয়ে পদ্মাসনা, মনের বাসনা, কিছু কি জাননা, জ্ঞানদায়িনি।
ওমা, দুরাশা প্রবল, দেহি দীনে বল, দুর্ব্বলের বল, তুমি ভবানি॥
এসে মা চরণে, না দেখে নয়নে, ফিরি কাতর প্রাণে, ভব ভামিনি।
এই, সাহস মনেতে, পাব হৃদয়েতে, যখন দেখিতে, বসি ঈশানি॥
বিপদ আসিলে, থেক না মা ভুলে, চরণযুগলে, রেখ তারিণি।
ভবে, তুমি যে সম্বল, জানি মা কেবল, ক'র না মা ছল, ভয়হারিণি॥
আশা এই মনে, ব'স নিজাসনে, দেখিব নয়নে, কালবারিণি।
তুমি, দিলে মা অভয়, দূরে যাবে ভয়, অসাদ্ধ যে নয়, মনেতে মানি॥
যাচি মা কাতরে, দেখ এ দীনেরে, কাঁদি বারে বারে, দীনজননি॥
ভাবি সর্ব্বক্ষণ, তোমারই চরণ, ললিতামোহন, ডাকে শিবানি॥ ৯৯২॥

কেদেরা—আড়া।

হৃদি সরোরুহমাঝে, দাঁড়ায়ে কাল কামিনী।
যত সব সখীলয়ে, বিরাজেন ভব ভামিনী॥
গন্ধ তত্ত্ব গন্ধ ল'য়ে, দিতেছে মায়ের ঐ পায়ে,
তেজঃ তত্ত্ব দীপ হয়ে, জ্বলিছে দিবা রজনী॥
অমৃত যে পাদ্যছলে, প'ড়েছে পদ যুগলে,
মায়ের ঐ যে পূজাকালে, ঘণ্টা অনাহত ধ্বনি
মৃদঙ্গ যে শব্দ তত্ত্ব, বাজিছে তাহাতে নিত্য,
ইন্দ্রিয় সব হয়ে মত্ত, হেরিছে ভব তারিণী॥
প্রাণ আদি পঞ্চ ধূপ, হয়েছে তায় অপরূপ,
মন নিজে অর্ঘস্বরূপ, শোভিত পদ দুখানি॥
বস্ত্র হ'ল অন্তরাকাশ, মায়ের যে নৃকর বাস,
মৃদু মৃদু মুখে হাস, ভবের ঐ ভয়হারিণী॥
দয়া ক্ষমা অদ্বেষগণে, পুষ্প হ'ল ঐ চরণে,
অহিংসা আদি প্রসূনে, পূজিতা ভব জননী॥

চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, শোভে করালবদনা,
লোহ লোহ তায় রসনা, শিবহৃদি বিহারিণী ॥
তরিতে শেষ জলনিধি, নৈবেদ্য তায় সুধাম্বুধি,
মণিদ্বীপে নিরবধি, আছেন ঐ ভবমোহিনী ॥
আছে যা সব অসম্পূর্ণ, অভয়া করিবেন পূর্ণ,
এস ললিত এস তূর্ণ, ধর ঐ পদতরণী ॥ ৯৯৩ ।

খাম্বাজ—একতালা।

অপরূপরূপ ধ'রেছে মা, জিনিয়া তরুণ তপনে।
কর মা, করুণা, এসে বস মা হৃদয় আসনে ॥
সিংহারূঢ়া হয়ে জগৎ জননী, চতুর্ভুজা দুর্গে দুর্গতিহারিণী,
এস মা, অভয়ে, স্থান রেখেছি মা অতি যতনে ॥
ব'সে আছ মা গো শত দল দলে, রক্ত বস্ত্র প'রে আছ মা বিমলে,
দেখ মা, দুর্গমে, ওমা ভুল না আপন সন্তানে ॥
নানা আভরণ প'রেছ অঙ্গে, করিকুম্ভ ভেদ ক'রেছ রঙ্গে,
শ্রীপদ, নখরে, কোটি সুধাকর দেখি নয়নে ॥
নাভিপদ্ম যেন হয়ে প্রস্ফুটিত, ত্রিবলির ছলে মৃণাল শোভিত,
দেহি মে, অম্বিকে, দেহি অভয় সংসারবিজনে ॥
নাগ্ যজ্ঞোপবীত আছ মা ধ'রে, নারদ আদি সবে ডাকিছে কাতরে,
দীনে মা, ভুলোনা, ত্রাণ কর ওমা ভবললনে ॥
রত্নদ্বীপে তুমি আছ মা সতত, সুধাম্বুধি যাহে হয় প্রতিহত,
কেন মা, জানি না, দীনের বাসনা যেতে মা সেই স্থানে॥
অনন্ত জগতে তুমি মা নিত্য, ভ্রান্ত মন আজি রয়েছে মত্ত,
কি হবে, কি হ'লে, শান্তি পাব মা এ পাপ জীবনে ॥
তুমি যে মা ভবে সকল কারণ, দুর্গা নামে হয় কাল নিবারণ,
সঙ্গমে, পড়িলে, দেখে রেখ মা ললিতে চরণে ॥ ৯৯৪ ॥

খাম্বাজ—একতালা।

আছ কোন স্থানে, কে বা তাহা জানে,
ভাবি মনে মনে কাতরে।
শুনি এ জগতে, আছ সকলেতে,
পাই না দেখিতে তোমারে॥

অনন্ত জগতে দেখিলে কেবল,
অন্তহীন হয়ে রয়েছে সকল;
তুমিও অনন্ত, নাহি আদি অন্ত,
তোমাকে বুঝিতে কে পারে॥

তুমি সর্ব্ব মূলা জগৎ সৃজিতে,
রেখেছ সকলে আপন করেতে;
তোমার মহিমা, কে করিবে সীমা,
নাহি যে তুলনা সংসারে॥

নানা রত্ন যেথা আছে মা শোভিত,
বাহ্য আড়ম্বর রয়েছে সতত;
খুঁজিলে তথায়, পাব কি তোমায়,
কিম্বা পাব দীনকুটীরে॥

অহঙ্কারহীন ভক্তির আধার,
পূজিছে সতত চরণ তোমার;
আছ কি সেখানে, বল মা গো দীনে,
যাচি যে কাতর অন্তরে॥

বিপদে সম্পদে সহায় কেবল,
তুমি মা সতত দুর্ব্বলের বল;
জীবের সম্বল, চরণ যুগল,
আছ সদা সর্ব্ব আধারে॥

নাজানি তোমার ভজন পূজন,
নিজগুণে কর সকল পূরণ;
কাতর এখন, সদা এ জীবন,
ভাবি সদা শেষ্ দিনেরে॥

দেখিলে তোমাকে কে পারে চিনিতে,
ক্রমে দিন গেল ভাবিতে ভাবিতে;
শেষের দিনেতে, রেখ চরণেতে,
পাই যেন হৃদি মাঝারে॥

উপমাবিহীন উপাধি রহিত,
কাতরেতে সদা ডাকিছে ললিত;
মনের অতীত, সর্ব্ব গুণাতীত,
কর কৃপা এই দীনেরে॥ ৯৯৫॥

আলেয়া--একতালা।

মা গো চরণে এই মিনতি, সদা তব পদে থাকে যেন মতি;
আশাকুহকেতে ভুলেছি সম্প্রতি, ত্রাণ কর দীনের সংসার দুর্গতি॥
যে সব ল'য়ে বদ্ধ মায়ার জন্য, শেষের দিনে সে সব হবে কি মান্য;
তব কৃপা ভিন্ন, সকলি জঘন্য, আজও যে মা কিছু হ'ল না সঙ্গতি॥
সর্ব্ব মূলাধার তুমি মা রয়েছ, ত্রিজগত সবে প্রসব ক'রেছ;
ত্রিগুণ ধ'রেছ, সব ভুলায়েছ, বারেক দেখ আপন সন্তান সন্ততি॥
কত খেলা তুমি খেল মা ভবে, সহজে বুঝিতে কেহ কি পাবে;
ক্রমে দিন যাবে, শেষে কি মা হবে, এই বেলা কৃপা কর মা সুমতি॥
দুর্গা দুর্গা মুখে বলি অবিরাম, কখনও ভুলে মা থাকি না ও নাম;
তবে কেন বাম, পূরাও মনস্কাম, কাতরে যাচিছে ললিত দুর্ম্মতি ॥৯৯৬॥

ইমন—চৌতাল।

তাঁরে মন ডাকরে।
সর্ব্ব আদি যিনি সকল কারণ,
কমল নিন্দিত যাঁহার চরণ,
করুণাধার, অলিকুল যাহে করিছে গুঞ্জন,
তাণ্ডবে যিনি নাচেন সমরে ॥
কোটিতটে শোভে নৃকর কিঙ্কিণি,
চারি করে যিনি হয়ে সুশোভিনী,
অসি মুণ্ডধরি বরাভয় দায়িনী ;
শিব শব পরে দাঁড়ায়ে আদরে ॥
করাল বদনে দশন শোভা,
শ্রীঅঙ্গেতে নবীন নীরদ আভা,
জিনেছেন যিনি বিজলী প্রভা,
সর্ব্ব আত্মারূপে জগতে বিহরে ॥
ত্রিনয়না হয়ে নৃমুণ্ড মালিনী,
সদা বিগলিত কুন্তল ধারিণী,
কভু মৃদু মৃদু হাঁসেন জননী,
আদি অন্তহীন বলিছে যাঁহারে ॥
লোহ্ লোহ যাঁর করিছে রসনা,
ভ্রুকুটি ভঙ্গে দনুজ দলনা,
ললিতের সেই চরণে বাসনা,
কৃপা ভিক্ষা মন কররে কাতরে ॥ ৯৯৭ ॥

———

বাউল সুর।

কালেংড়া—আড়াখেমটা।

ভবের খেলায় মন মেতেছে, মিছে কেন আর থামে না।
সব ফুরালে দেখ্‌বে সবে, এমন দিনত আর পাবে না ॥

যত এখন বল্‌বে তারে, আপনার ঝোঁকে আপনি ঘোরে,
আর কি সে মন সুপথ ধরে, ভাল কথা কৈ শোনে না॥
মায়া যাতে যাচ্ছে বেড়ে, তাকেই যে মন ধর্‌ছে তেড়ে,
যম যদি তায় নিলে কেড়ে, তাতেও বোকা মন বোঝে না॥
এম্‌নি ক'রে যাতে তাতে, মন যে সদাই বেড়ায় মেতে,
দেখে ঠেকে সোজা হ'তে, কখন যে আর চাবে না॥
ভাল ব'ল্‌লে মন্দ ভাবে, স্থির হয়ে কৈ শুন্‌তে চাবে,
এক দিক্‌েতে ছুটে যাবে, তাইতে শেষে পায় যাতনা॥
বোকা মনের হাতে প'ড়ে, সকল সুখ যে গেল ছেড়ে,
পাঁচের বোঝা উঠ্‌ল ঘাড়ে, আপনার কিন্তু কেউ মেলে না॥
দিনে দিনে বাড়্‌ছে মায়া, তাতেই সদা জ্বল্‌ছে কায়া,
যত এখন ঘুরছে ছায়া, তারা সঙ্গে কেউ যাবে না॥
মন বেড়ায় ছার মজা লুটে, কত আপদ সঙ্গে জোটে,
দিন গেল সব খেটে খেটে, কষ্টেতে প্রাণ আর থাকে না॥
শেষের দিনে আস্‌বে শমন, সকল খেলা কর্‌বে দমন,
ভুগ্‌বে তখন কর্ম্ম যেমন, সেদিন উপায় আর হবে না॥
দিনান্তে যে দুর্গা বলে, তাকে কি আর ধরে কালে,
হেঁসে যায় সে মায়ের কোলে, সে সুখ ললিত আর পাবে না॥
তুচ্ছ ধন সম্পদ নিয়ে, বেড়াও সবাই পাগল হয়ে,
শেষ্ কালেতে প'ড়্‌বে দায়ে, দ্বেষ্ ছেড়ে পাঁচ এক ভাবনা॥৯৯৮॥

বাউল সুর।

হরি হরি ব'লে সদা ডাক রসনা।
ঐ নামের গুণে ছাড়্‌বে মোহ, দুঃখ যে আর রবে না॥
মন হরির নামেতে, দিন কাট্‌বে সুখেতে,
এই দেহ যখন শেষের দিনে পড়্‌বে ধূলাতে;
তখন শমনদমন চরণগুণে, ভয় যে কিছু থাক্‌বে না॥

পঞ্চভূতের মিলন, এলে গর্ভেতে যখন,
পাঁচকে নিয়ে বৃথা কষ্ট পেতেছ এখন;
আবার বিয়োগ কালে ছাড়্‌বে সবাই, রাখ্‌তে কিন্তু পার্‌বে না ॥
এই ভবের বন্ধনে, হ'লে কাতর এ প্রাণে,
মায়ায় মোহিত হয়ে ভ্রান্ত হয়েছ জেনে;
একবার বদন ভ'রে বল হরি, ছাড় বিষম বাসনা ॥
হয় সব আশা পূরণ, কর্‌লে হরিনাম স্মরণ,
আর যে ভবে হবে না মন জনম মরণ;
প্রাণ খুলে আজ ললিত কর, হরি নামের ঘোষণা ॥ ৯৯৯ ॥

কীর্ত্তন সুর

বনপাসি—একতালা।

আয়রে ভাই সবাই মিলে যাই হরি ব'লে।
মনের সাধে রাধাশ্যামে দেখ্‌ব যুগলে ॥
সেই ব্রজেশ্বরী রাই, তার তুলনা যে নাই,
হাঁসি মুখে শ্যামের বামে সদাই দেখ্‌তে পাই;
হরি নামের গুণে আশা পূর্ণ হবে যে কালে ॥
মন সর্ব্ব গুণধাম, সেই নবঘন শ্যাম,
স্বর্ণ বর্ণ রাধার রূপে মোহিত অবিরাম;
তাই ত্রিভঙ্গিম ঠামে বামে আছেন হেলে ॥
শিরে ময়ূরের পাখা, তাতে রাধার নাম লেখা,
সদাই সুখে বিহার করেন লইয়ে সখা;
এস প্রাণ ভ'রে আজ দেখে আমরা জুড়াই সকলে ॥
এই হরিগুণ গান, মন কর অবিশ্রাম,
মনের মত ধন পেয়ে শেষ হবে যে বিশ্রাম;
সেই শেষের দিনে ললিত যেন থাকিস্‌ না ভুলে ॥ ১০০০ ॥

ইতি ভক্তিপুষ্পে প্রথমাঞ্জলি।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	৯	লইয়া	লইয়ে
৪	১	দিন	দীন
৬	৭	অপর্না	অপর্ণা
ঐ	১১	বাবিনী	বারিণী
ঐ	২৩	তপনী	তপিনী
৮	১১	করুমে	কুরুমে
৭	১৭	সিন্ধু খাম্বাজ	সিন্ধু-ভৈরবী
১২	১৩	জগতের দেখ এই গতি যে মা	জগতের এই গতি যে মা
১৪	২২	জগজনে	জগজ্জনে
১৫	১৪	সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরি	সিন্ধু-ভৈরবী—যৎ
১৮	২৩	দেখ একবার	দেখ না একবার
১৯	২	তুই যে মা	তুমিই যে মা
ঐ	৯	আসিরা	আসিয়া
ঐ	২২	ডবিতেছি	ডুবিতেছি
২০	২০	থাক ঐ চরণ	থাক চরণ
২১	৬	সময়ে	সময়
২৪	১৫	দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে	দেখে প্রাণ কাঁপে ডরে
২৫	১০	বলিব মা	বলিব গো মা
২৯	২৪	তোকে ডাকিয়া	তোকে মা ডাকিয়া
৩০	১৭	পৃষ্ট	পৃষ্ঠ
ঐ	ঐ	অলোকা	অলকা
৩১	১৭	করো না ॥	করো না মা ॥
ঐ	১৯	আমর	আমরা

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২	৯	অস্তঃস্থ্র্য্য	অস্তঃস্থ্র্য্য
ঐ	১৩	লোলিত	ললিত
ঐ	১৭	এই যে হৃদয় মাঝে	এই যে ছিল হৃদয় মাঝে
৩৬	৯২	অন্তঃকালে	অন্তকালে
৩৮	৪	কর হে	করে হে
৪২	১১	তুই	তুই
৪৪	১৩	সদা যে মা	সদা গো মা
ঐ	২০	যত	সত
৪৮	২২	এস হে সকলই	এস হে সকলি
৫১	১৪	লোলিত	ললিত
৫৪	৫	পরেছে	পরেছ
ঐ	৬	পিষ্ঠ	পৃষ্ঠে
৫৫	২১	পথেতে	পদ্মেতে
৫৬	৬	মারা	মায়া
৫৭	১১	দিয়া মা চরণ	দিয়া ও চরণ
৫৯	১	এই ই দীনে	এইই দীনে
ঐ	১০	রাখিস্ চরণতলে তোর ঐ	রাখিস্ তোর ঐ চরণ তলে
৬১	১২	আধার	আঁধার
৬৮	৪	বিকল	বিফল
৭০	২৩	কেহ বা ঐ মত্ত	কেহ বা মত্ত
ঐ	২৫	শ্যমলী	শ্যামলী
৭১	১৭	হয়েছে	হয়েছ
৭২	২৩	দিও চরণ	দিও হে চরণ
৭৮	১৫	ললিত কে শেষ্ নিস্ মা কাছে,	ললিতকে নিস্ মা কাছে
৮০	১	প্রসাদি সুর	* * *
৮৩	২	যে রে	যরে
ঐ	১৫	পেছুন	পেছুনে
৯১	৭	যে রে	তোরে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯১	১১	রা খি	রাখি
৯৭	২৩	জীবটি	জিবটি
৯৮	২৬	ছেলেকে মা মেরে	ছেলেকে মেরে
৯৯	১৫	দোষে তোর উল্টে	দোষে উল্টে
১০৩	২০	অমার	আমার
১০৮	৪	যে ন	যেন
১১১	২০	তোমায় কেন	তোমায়, কেন
ঐ	২৪	আছে প্রধান	আছে, প্রধান
ঐ	ঐ	আকূলে	অকূলে
১১৩	১০	ধবতে	ধরতে
১১৪	১২	নে বে	নেবে
১১৯	২	অছেন	আছেন
১২৪	৪	কি সে	কিসে
ঐ	১৯	কি	যে
১২৫	১	হ’চ্চে	হ’চ্ছে
ঐ	১৭	বুঝিস	বুঝি
১৩৩	২০	এই ভাবে	এইই ভাবে
১৩৫	১৯	এই মাত্র	এইটি মাত্র
১৩৭	১১	প্রসদি স্থর	প্রসাদি সুর
১৩৯	৮	তমো সকল	তমঃ সকল
ঐ	১৩	দেখাবি	দেখাবে
১৪২	৫	অহনিশি	অহর্নিশি
ঐ	২৩	সবেই	সবাই
১৪৩	১৫	পরের	পারের
ঐ	১৬	দিবি	দিবে
১৪৪	৫	হ’চ্চে	হ’চ্ছে
ঐ	৯	দেখ্‌বি	দেখ্‌বে
১৪৫	৩	হ’চ্চে	হ’চ্ছে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৬	৮	গয়ার	গয়ায়
১৫৫	৪	তাহার সহায় সম্পদ	সহায় সম্পদ
ঐ	১২	একেতে	একে ত
১৫৯	২৫	উদয়	উদোর
১৬৩	১৪	সূয্য	সূর্য্য
১৬৪	২৫	মা রে ॥	না রে।
১৬৫	৫	কেথায়	কোথায়
১৭১	১৭	সূয্য	সূর্য্য
ঐ	১৮	সূয্যের	সূর্য্যের
১৭১	২১	সূয্যেতে	সূর্য্যেতে
১৭৮	১১	কর দীন দাসে	কর এ দীন দাসে
১৮৬	১৪	তোগ	ভোগ
১৮৯	২৫	কি সে	কিসে
১৯২	৮	কেন	কোন
২০০	১৩	মাটি	মা টি
২০৩	৯	ব্যপা	ব্যথা
২১৫	১৩	শেষে	শেষ
২২২	১২	পেরে	পেয়ে
ঐ	২০	হয়	হয়ে
২৩২	২১	বসেছে	বস্‌ছে
২৩৪	১০	মাশাই	আশাই
২৪০	১১	না	মা
ঐ	১৭	যত চলি	যেত চলি
২৬৬	২২	নির্ভয়	নির্ভর
২৭৯	৭	চরণ মা তাই	চরণে তাই
২৮০	১৬	হয়েছিস্ যে	হয়েছিস্ মা
ঐ	২১	যে ঘুমে	যে ঘুম
৩৪৮	৬	শুনলি	শুনলে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫০	১৬	তখন মা	তখনই মা
৩৫৪	২৩	ললিত কে	ললিতকে
৩৬২	৬	পড়িছি	পড়েছি
৩৭৯	২৫	মায়েব	মায়ের
৩৮০	২৩	মথার	মাথার
৩৮৭	৮	কে	কৈ
৩৯৩	১৯	বল্‌তে	কর্‌তে
৪১৬	১৪	রেতায়	রে তায়
৪৯৪	১২	ধরে, শেষে	ধরে শেষে,
৪৯৭	১৩	সংঙ্কটে	সঙ্কটে
৫০৮	৬	আসে	আছে
৫১৩	৫	ধরে	ধরে
৫১৬	১৩	কাজেকাজী	কাজের কাজী
৫১৭	৬	অভাব সদাই	অভাব সবাই
৫২৬	২১	আমার	আমায়
৫২৯	২৬	তোর	তার
৫৩০	১৩	ফুরাল	ফুবালে
৫৪০	৪	সঙ্গ	সং
৫৪১	২০	সঙ্গ	সং
৫৪৪	২২	যাতে	মেতে
৫৫৯	১০	তুমি সর্ব্ব মূল।	সর্ব্ব মূলাধাব